বার্ষিক মূল্য মায় ডাকমাশুল ২৸০ টাকা মাত্র। Registered NO. C. 421.

THE BUSINESSMAN

Agriculture, Art, Medicine, Manufacture, &c.

কাজের লোক

1911

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, সাহিত্য বিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিক পত্র।

পঞ্চম বর্ষ, ১ম সংখ্যা। New Series, January 1911. নূতন সংস্করণ। জানুয়ারী, ১৯১১। Vol. V. No. 1

কাজের লোক আফিস, ১নং অভয়হালদার্স লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য মায় ডাকমাশুল ২॥০ টাকা মাত্র।

Registered NO. C. 421.

THE BUSINESSMAN

Agriculture, Art, Medicine, Manufacture, &c.

কাজের লোক

1911

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, সাহিত্য বিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিক পত্র।

পঞ্চম বর্ষ, ১ম সংখ্যা। New Series, January 1911. নূতন সংস্করণ। জানুয়ারী, ১৯১১। Vol. V. No. 1

কাজের লোক আফিস, ১নং অভয়হালদার্স লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২॥০ । Registered No. C. 421

THE BUSINESSMAN

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক ।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, এবং সাহিত্য বিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিক পত্র ।

পঞ্চম বর্ষ, ১ম সংখ্যা। New Series, January 1911. নূতন সংস্করণ। জানুয়ারী, ১৯১১। Vol. V. No. 1

নমঃ গণেশায় ।

ভগবানের কৃপায় "কাজের লোক" পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিল, আমাদের প্রিয় গ্রাহক এবং বিজ্ঞাপন দাতাগণের সাহায্য ও সহানুভূতিতেই যে "কাজের লোকের" অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র; আমরা এজন্য তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

পূজার পর "কাজের লোক" সম্পাদক ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া ছিলেন এবং অতি কষ্টে রুগ্নশয্যায় শায়িত থাকিয়া নবেম্বর এবং ডিসেম্বর সংখ্যা সম্পাদন করিয়াছেন। তজ্জন্য অনেক ত্রুটীও হইয়াছে, সহৃদয় পাঠকগণ নিজগুণে সে সমস্ত মার্জ্জনা করেন ইহাই প্রার্থনা।

"কাজের লোকের" নিজের প্রেস নাই, অপরের প্রেসে ইহা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়, আমরা একটী প্রেস করিবার চেষ্টায় আছি, যাঁহারা কাজের লোককে স্নেহের চক্ষে দেখেন, তাঁহাদের অনেকেই স্ব স্ব বার্ষিক মূল্য ব্যতীত কিছু কিছু সাহায্য করিতে চাহিয়াছেন—কেহ কেহ কিছু কিছু পাঠাইয়াও দিয়াছেন, আমরা আহ্লাদের সহিত জ্ঞাত করিতেছি, "কাজের লোকে"র গ্রাহক সংখ্যা এখন যথেষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং প্রতিদিনই নূতন গ্রাহক হইতেছে। সকল গ্রাহকই যদি মাত্র ২৲ টাকা সাহায্য করেন, তাহা হইলে এই দণ্ডেই "কাজের লোক" ছাপাইবার মত একটী প্রেস এবং সরঞ্জাম খরিদ করিয়া নিয়মিতরূপে সময়ে ছাপাইয়া পাঠকগণের সন্তোষ উৎপাদন করিতে পারি। আমরা এজন্য আমাদের গ্রাহক, পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, এবং দেশীয় রাজা, জমিদার, ব্যবসায়ী সকলেরই নিকট কিছু কিছু সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। প্রেসের বে-বন্দোবস্তেই আমাদের সকল সংকল্প ও উদ্দেশ্য সফল করিতে পারিতেছি না।

নিজেদের প্রেস হইলে আরও অনেক বেশী বিষয় দেওয়া যায়, মনের মত করিয়া সকল বিষয়েই কিছু কিছু লিখিবার স্থান পাওয়া যায়। তাহা হইলে "কাজের লোককে" সম্পূর্ণরূপে প্রত্যেক গৃহস্থ এবং সর্ব্বশ্রেণীর পাঠকগণের মনোরঞ্জক করিতে পারি, সেই জন্য আমাদের মনে হয়, যেন আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রার্থনা নিতান্ত উপেক্ষিত হইবে না। আমাদের প্রিয় গ্রাহকগণ, পাঠক পাঠিকাগণ এই ক্ষুদ্র বিষয়টী নিশ্চয়ই একবার চিন্তা করিবেন "কাজের লোক" তাঁহাদেরই। আজীবন ছাপাখানার কার্য্যে জীবন অতিবাহিত করিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিয়াছি তাহাতে বলা যায়, আমাদিগকে যাঁহারা এখন যাহা কিছু দান বলিয়া দিবেন, আমরা মায় যথাযোগ্য লাভ সমেৎ পর বৎসরেই সমস্ত টাকা গ্রাহকগণকে প্রত্যর্পণ করিব। আমাদের ইহাই কল্পনা আছে।

গ্রাহক বৃদ্ধি হওয়ায় ১৯১০ সালে যে পরিমাণ লাভ হইয়াছিল, তাহা দ্বারা ১৯১১ সালের "কাজের লোকের" উল্লেখযোগ্য উন্নতি করিবার জন্য প্রাণ পণ চেষ্টা করিব, তাহা পাঠকগণও উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আমরা লাভের প্রত্যাশী নহি, কোনরূপে ব্যয় সংকুলন হইয়া গেলেই গ্রাহকগণের কার্য্যে কায়মন প্রাণ সমর্পণ করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। আমরা এই সাহায্য প্রাপ্তি কাজের লোকেই প্রকাশ করিব।

বিনয়াবনত
কার্য্যাধ্যক্ষ
কাজের লোক কার্য্যালয়।

মন্ত্রশক্তি।

২য় প্রস্তাব—আকাশ-তরঙ্গ।

ETHER WAVES.

—:():—

আমাদের আলোচ্য বিষয় বুঝিবার পক্ষে সুবিধার জন্য এ প্রবন্ধে কয়েকটি অপ্রাসঙ্গিক কথা বলিতে হইতেছে।

আমরা স্থূল মানব, স্থূল জগতে আমাদের বাস, স্থূল দ্রব্য লইয়া আমাদের নাড়চাড়া, কাজেই স্থূলের বিষয়ই আমরা বুঝি ভাল। কিন্তু যেখানে সূক্ষ্ম ব্যাপারের কথা, সেইখানেই প্রথমে অবিশ্বাস, সেইখানেই ধীর ভাবে বুঝিবার প্রয়োজন। অসভ্য মনুষ্য স্থূল ভিন্ন কিছু বুঝিতে পারে না। অসভ্য বুঝে, লাঠি মারিলে মানুষ মরিতে পারে, ঢিল ছুড়িয়া ফল পাড়িতে পারা যায়, তীর মারিলে হরিণ মরে। কিন্তু খনির ভিতর Gas explosion হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে যে শত শত লোক মরিতে পারে, সে তাহা বুঝিতে পারিবে না; সামান্য একটু Dynamiteএ অগ্নি সংযোগে পাহাড় উড়ান যায়, এ তাহার পক্ষে বোধাতীত; কেননা বাষ্প সূক্ষ্ম, যাহা এত সূক্ষ্ম, তাহাতে এত শক্তি কোথা হইতে আসিবে?

কিন্তু জ্ঞান বৃদ্ধি সহকারে মনুষ্য ক্রমশঃ বুঝিল, স্থূল কেবল সূক্ষ্মের পরিণতি মাত্র। স্থূল হইতে যতই সূক্ষ্মের দিকে যাওয়া যায়, বস্তুর অন্তর্নিহিত শক্তি ততই প্রকাশ পায়। তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, জল খাইলে প্রাণ বাঁচে, এ সোজা কথাটি একজন সাঁওতাল যেমন জানে, পশু পক্ষীও প্রায় সেইরূপই জানে। কিন্তু সেই জলকে তাহার সূক্ষ্মাবস্থায় অর্থাৎ বাষ্পে পরিণত করিলে তাহা যে কি ভীষণ শক্তি প্রকাশ করে, তাহা যে তখন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শকট বা জাহাজ লইয়া কিরূপ দ্রুতবেগে ছুটিতে পারে,তাহা একজন অসভ্য কেমন করিয়া বুঝিবে? সেত steam র শক্তি কখন বুঝে নাই, সেত সূক্ষ্মের শক্তির কথা কখন ভাবে নাই। সূক্ষ্ম শক্তি সম্বন্ধে আমাদেরও অজ্ঞানতা নিতান্ত কম নয়।

বাস্তবিক দেখিতে গেলে সূক্ষ্মেই অপূর্ব্ব শক্তির লীলাখেলা, সূক্ষ্মেই অত্যাশ্চর্য্য শক্তির বিকাশ। বাষ্পীয় শক্তি, বৈদ্যুতিক শক্তি প্রভৃতি যাহা দেখিয়া আমরা অবাক্ হই, তাহাদের মধ্যে কোন্‌টী কোন্‌টী স্থূল বল দেখি?

কারণ অতীব সূক্ষ্ম ও ইন্দ্রিয়াতীত হইলেও, কার্য্য কিন্তু অতীব অদ্ভুত, ফল অতি ভয়ঙ্কর ও অভাবনীয় হইতে পারে। কারণ অনুসন্ধান বা স্থির করিতে যেরূপ বুদ্ধির প্রয়োজন, কার্য্যে পরিণত হইলে তখন তাহা সহজ, তখন সে যে বুঝিতে পারে। কেবল ইহাই বুঝা কঠিন,—এমন কি অনেক সময় অবিশ্বাসও হয়, যে সেই কার্য্যের কারণ এত অদৃশ্যভাবে সূক্ষ্মাবস্থায় কেমন করিয়া ছিল বা থাকিতে পারে। এই যে অনন্ত আকাশে কত কোটি কোটি জগৎ নিয়ত অচিন্ত্য বেগে পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহা যে মাধ্যাকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ শক্তিবলে ঘটিতেছে, তাহা কি এ চর্ম্মচক্ষে দেখা যায় বা সহজ বুদ্ধিতে বুঝা যায়? কিন্তু যায় না বলিয়া অবিশ্বাস করিবার যো নাই। বাস্তবিক শক্তি মাত্রই দৃষ্টির অগোচর; আমরা কেবল শক্তির কার্য্য দেখিতে পাই মাত্র।

এই যে অসংখ্য সৌধমালা শোভিতা, ঐশ্বর্য্য শালিনী গৌড়নগরী,যেখানে এককালে অসংখ্য দেবমন্দির হইতে শত শত শঙ্খ ঘণ্টা নিনাদিত হইত, যেথানে রোম ও ভিনিস হইতে কত কত বাণিজ্যপোত আসিয়া তাহার তটদেশ শোভিত করিত, তাহা আজি ধ্বংশাবশেষ কেন? তাহা আজি হিংস্রজন্তু সমাকীর্ণ অরণ্যে পরিণত কেন? কোন তৈমুর বা জাঙ্গিস খাঁ কি তাহার এ দুর্দ্দশা করিয়াছে? কিন্তু লক্ষ তরবারি যাহা না করিতে পারিত, মহামারী রূপ অদৃশ্য শক্তি তাহা কত সহজে করিয়াছে। রোগের বীজ বা জীবাণু (Bacilli) কত সূক্ষ্ম! অথবা সূর্য্যে কলঙ্ক রেখার (sun spots) হ্রাস বৃদ্ধিতে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে Ozone এর অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তনের সহিত স্বাস্থ্যের সম্বন্ধই বা কত জটীল!

শাস্ত্র বলেন, "ক্ষিত্যপতেজ মরুৎব্যোম।

আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল ও জল হইতে ক্ষিতি অর্থাৎ সূক্ষ্ম জগৎই স্থূল জগতে পরিণত হইয়াছে। আবার মহাপ্রলয়ে এ বিশ্ব মহাকাশে বিলীন হইবে, মহাকাশ জড়ের সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মাবস্থা, তখন জড় আর বুঝা যায় না, কেবলই শক্তি। তাই তখন জড়রূপী শিবের উপর শক্তিরূপিনী মহাকালীর মহানৃত্য। সৃষ্টির আদিতে অসীম অনন্ত ব্যাপিয়া কেবল এক মহাশক্তি বিরাজমানা। আজকাল অনেক প্রধান বৈজ্ঞানিকের মত যে "In the last analysis all Matter is reduced to Force"

এই যে মহাকাশ, যাহাকে জড় পরমাণুর সূক্ষ্মতম অবস্থা বলিয়াছি, তাহাই পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মতে Ether, ইহা এক প্রকাণ্ড মহাসাগরবৎ সমস্ত বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছে। ইহাতে কত উর্ম্মি উঠিতেছে, পড়িতেছে, ছুটিতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। সাগরে বা নদীতে যেরূপ ঢেউ উঠে, বায়ুমণ্ডলে যেমন

প্রবাহ বহে, এই সংসার সাগরেও সেইরূপ তরঙ্গ উঠে, ইহাই আকাশ তরঙ্গ। সেই এক একটী Etheric vibration (আকাশ-তরঙ্গ) আমাদের চক্ষুর স্নায়ুতে লাগিয়া মস্তিষ্কে উপনীত হইলে আমাদের আলোক ও লাল, নীল, সবুজ প্রভৃতি বর্ণজ্ঞান হয়। বিজ্ঞান সেই আকাশ তরঙ্গের (আলোকের) গতি স্থির করিয়াছেন। সূর্য্য পৃথিবী হইতে নয়কোটি পঞ্চাশ লক্ষ মাইল; সূর্য্য হইতে এখানে আলো পৌছিতে পৌছিতে প্রায় ৮মিনিট সময় লাগে; সুতরাং আলোকের গতি প্রতি মিনিটে প্রায় এককোটি উনিশ লক্ষ মাইল এবং প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় দুই লক্ষ মাইল। স্থুল জল তরঙ্গে বা বায়ু তরঙ্গে যাহা অসম্ভব, অতি সূক্ষ্ম জড় পরমাণু ঈথারে তাহা সম্ভবপর হইয়াছে।

"Ether force is infitely more powerfull than the secondary force of Nature known as Electricity, magnetism &c." বৈদ্যুতিক শক্তি অপেক্ষা ঈথারের শক্তি অসংখ্যগুণ অধিক।

Sir J.F. Herschel computes, that taking the analogy of known elastic media, an amount of ether equal in quantity of matter to that contained in a cubic inch of air (which weighs about ⅓ of a grain) if enclosed in a cube of one inch in the side would exert a bursting power of upwards of 17 billions of pounds on each side of the cube, while common air exerts a power of on y 15 pounds."

Zolver Preston তাঁহার "Physics of the Ether" গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "A mass of one single grain of ether contains an energy not less than that possessed by a mass of 70 thousand tons moving at the speed of a cannon-ball 1200 ft per second."

এই Ether র শক্তি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকেরা কি বলেন, দেখা যাউক।

দেখিলাম সূক্ষ্মের শক্তি কত। ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন স্থান নাই যেখানে ঈথার নাই। বায়ু যেমন পৃথিবীর চারিদিকে বেড়িয়া আছে, ঈথার তেমনি সর্ব্বত্র, এমন কি জড় পরমাণুর অভ্যন্তর পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া আছে। সেই ঈথার সমুদ্র চন্দ্র সূর্য্য, তারকা, নক্ষত্র, নীহারিকা সমগ্র জগৎ ভাসিতেছে। সরোবরে বা নদীর মধ্যে একখানি ইট ফেলিলে চারিদিকে তরঙ্গ হইতে হইতে তীরে আসিয়া ঢেউ লাগে, বায়ুমণ্ডলে তরঙ্গ উঠিয়া সেই তরঙ্গ কাণে লাগিলে যেমন শব্দ জ্ঞান হয়, তেমনি ঈথার সাগরে কোনরূপে কোন একটি তরঙ্গ উৎপন্ন হইলে সেই তরঙ্গের আঘাত সমস্ত বিশ্ব জুড়িয়া হইবে। তুমি বুঝিতে পার, আর না পার, তোমার ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হউক বা না হউক, অগণিত আকাশ তরঙ্গ (Etheric vibration বা waves) তোমায় অনবরত প্লাবিত করিতেছে।

আজি আমরা যে Wireless telegraphyর কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হই, তাহা আর কিছুই নয়; ভিতরে তার বা খুঁটী থাকে না সত্য, কিন্তু স্থানে স্থানে Battery রাখিতে হয় এবং ঈথার কম্পন বা ঢেউ উৎপাদন করিতে হয়। ঈথার সর্ব্বব্যাপী বলিয়া তাহার তরঙ্গের গতি কোন জড়বস্তুই ব্যবধান বা প্রতিরোধ করিতে পারে না। সেই তরঙ্গ আসিয়া Battery তে লাগিলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

এ সকল কথা বিজ্ঞান সম্মত; আধুনিক বিজ্ঞান ইহার পরে আর অগ্রসর হয় নাই। কিন্তু এই বিজ্ঞান সাহায্যেই যোগশাস্ত্রকথিত কতকগুলি ব্যাপারের কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়।

যখন আমরা কোন বিষয় চিন্তা করি, তখন মস্তিষ্কের কম্পন হয়; সে কম্পনে, সে আঘাতে, ঈথার সমুদ্রে ঘন ঘন তরঙ্গ উঠিতে থাকে। চিন্তা যত আন্তরিক ও গভীর হইবে, মস্তিষ্কের কম্পনও তত অধিক এবং মহাকাশে সেই কম্পনজনিত তরঙ্গের উত্থান পতনও তত অধিক হইবে। আমাদের মস্তিষ্কগুলি Batteryর কার্য্য করে। এখানে তুমি যাহা চিন্তা করিবে, মঙ্গল বা বুধগ্রহে কোন মস্তিষ্কশালী জীব থাকিলে সে আকাশ তরঙ্গ তাহার মস্তিষ্কে গিয়া লাগিবার কথা। চন্দ্র আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগের আবাস স্থান বলিয়া শাস্ত্রে কথিত; আমরা যখন তাঁহাদের তর্পণ করি, তাঁহাদিগকে চিন্তা করি, তাঁহারা তাহা তৎক্ষণাৎ জানিতে পারেন। আমাদের সর্ব্বদর্শী ঋষিরা এইরূপেই দূরগত ব্যাপার জানিতে পারিতেন। আন্তরিক প্রার্থনায় যে অনেক সময় আশ্চর্য্য ফল ও অলৌকিক সাহায্য মিলে, কে বলিতে পারে যে আমাদের প্রাণের সেই আকুল বেদনা ও হাহাকার কোন সুদূর নক্ষত্র লোকে অবস্থিত কোন হৃদয়বান উচ্চতর জীবের মস্তিষ্কে বা মানসপটে প্রতিভাত হওয়ায় মুহূর্ত্তমধ্যে তিনি স্থান ও কালের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে অদৃশ্যভাবে সাহায্য করিতে না আসেন? ক্রমশঃ

ভারতীয় কুটীর-শিল্প।

—:(•):—

এই ভারতবর্ষে এখন অসংখ্য কল কারখানা হইয়াছে সত্য, কিন্তু ভারতবাসীর সমস্ত অভাব কিছু কলের দ্রব্যেই পূর্ণ হয় না। কলে বহুলোক কাজ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে সত্য, কিন্তু সমগ্র ভারতের শ্রমজীবি কিছু কলে কাজ করিয়াই জীবিত নাই। অসংখ্য শ্রমজীবি হাতে হেতেরে কাজ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে এবং লোকের আবশ্যকীয় দ্রব্য সরবরাহ করিয়া থাকে। তাহারা কুটীরে বসিয়া আপনাপন বংশগত ব্যবসা চালাইয়া দিন গুজরান করিয়া থাকে। এদেশে যখন কল কারখানার এত আধিক্য

হয় নাই, তখনও ইহারা লোকেরও অভাব পূর্ণ করিয়াছে এবং নিজেদেরও অভাব ও পূর্ণ করিয়াছে।

এখন নানাপ্রকার বিদেশীয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দ্রব্যের অবাধ আমদানী হইতেছে, এদেশের বিলাসী লোকের শিল্পশ্রমজীবির হাতগড়া দ্রব্যে আর আগ্রহ নাই, কাজেই এই শ্রেণীর কারিকরগণ দুঃখে পড়িয়া নিজের পৈত্রিক ব্যবসা ছাড়িয়া কার্য্যান্তরে প্রবেশ করিয়া দিনপাত করিতে বাধ্য হইতেছে। ফলে এদেশের কুটীরশিল্প লুপ্তপ্রায় হইয়া যাইতেছে, সুতরাং সমগ্র দেশবাসীই পর মুখাপেক্ষী হইতে বাধ্য, তাহা আর বুঝাইবার আবশ্যক নাই। এ দোষ এদেশের শ্রম জীবির নহে, এ দোষ দেশের ভদ্রলোকবাচ্য মহাশয়গণের। আমরাই এই স্বদেশ শিল্প নাশ জনিত পাপের পাপী, তাহার আর ভুল নাই।

আমরা যে এখন বাতিকাধিক্যবশতঃ দু-দশটা দেশের কথা লইয়া সভাসমিতি করিতেছি, ইহা আমাদের কাহারও হৃদয়ের কথা নহে। আমরা প্রকৃত পক্ষে সকলেই নিজের স্বার্থই দেখিয়া থাকি, আমরা বাস্তবিকই দেখি, দেশীই হউক, আর বিদেশীই হউক, কোন রকমে সুলভে দিন কাটাইয়া যাইলেই হইল, দেশের দশা কি দেশীয় শিল্পের দশা কি হইবে, তাহা দেখিতে যাইলে চলে না। কেমন—ইহাই আমাদের সারকথা নহে কি? কিন্তু ইহাই যদি আমাদের হৃদয়ের কথা, তবে দেশের কথা লইয়া এত লাফালাফি করি কেন? করি সমাজে "লেফাফা দুরস্ত হইয়া থাকিতে মাত্র, এই রোগ—এই রোগেই দেশের এত দুর্দ্দশা এবং এই আত্মপ্রবঞ্চনায় এ দেশে যত বক্তৃতা, যত সভা সমিতি কর, আসল কাজ কিছুই হইবে না।

আমরা ত মনে করি না যে বিদেশী ব্যবসায়ীগণ আমাদিগকে অপেক্ষা এদেশের বিশেষ কিছু বেশী অন্যায় বা অনিষ্ট করিতেছে। যাঁহারা উদ্যোগী, প্রকৃত কাজের লোক, তাহারা কাজ করিয়া উন্নতি করিবেই, ইহা স্বাভাবিক। যাহারা স্বার্থত্যাগে অসমর্থ, কেবল বক্তৃতাবাজ, অলস, উদ্যমবিহীন, বিলাসী তাহাদিগকে প্রকৃত উদ্যোগীর চরণতলে পড়িয়া থাকিতেই হইবে।

দেশের তন্তুবায়, দেশের কামার, কুমার, সূত্রধর, প্রভৃতি শিল্পীগণের পানে কে তাকাইতেছে বলুন? কিন্তু ইহারা দৈন্য দশায় অতি হীনাবস্থায় পড়িয়া থাকিয়াও নিজের ক্ষুদ্র কুটীরে বসিয়া নিত্যাবশ্যকীয় গার্হস্থ্য দ্রব্যের অভাব এতাবৎকাল পর্য্যন্ত পূর্ণ করিয়া আসিতেছে, কিন্তু আজ যদি দেশের লোক ইহাদের দ্রব্যের অনাদর করিয়া আমদানী সুলভ দ্রব্যের আদর করে, তাহা হইলে ক্রমে ঐ সকল শিল্প একবারে এদেশ হইতে লুপ্তপ্রায় হইয়া যাইবে এবং ভবিষ্যতে বড় সুমঙ্গল হইবে না।

আমরা কেমন করিয়া দেশের শিল্প লোপ করিতেছি, দুই একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বুঝান যাইতে পারে। এদেশ এখন সৌখীন হইয়াছে আগে পিত্তলের গ্লাসে জল খাইতে কেহ লজ্জা বা কুণ্ঠা বোধ করিত না। বড়লোকদের কাঁসা, সোনা, রূপার, দ্রব্যাদি ছিল, সাধারণ সকলকেই তখন পিত্তলের গ্লাস পিত্তলের থালা ও তৈজসপত্র ব্যবহার করিতে দেখা যাইত, এমন কি এ সকল জিনিসের এত কাটতি ছিল দেখিয়া জর্ম্মাণী এদেশের ব্যবহার্য্য পিত্তলের গ্লাস রেকাবি ও থালা কলে প্রস্তুত করিয়া এদেশে পাঠাইতে লাগিল। আমরা সৌখীন হইয়া এনামেলের বাসন এবং কাচের গ্লাস ব্যবহার করিতে লাগিলাম, কাঁচ এবং এনামেলের দ্রব্যে বাবুদলের এত ঝোঁক পড়িল, যে কাঁসা পিতলের দ্রব্যও অনাদৃত হইয়া গেল, এখন প্রত্যেক গৃহস্থেই এই জিনিসের প্রচুর চলন হইতেছে, সুতরাং প্রচুর সেই পরিমাণে দেশের এই শিল্পটী নষ্ট হইয়াছে কি না প্রণিধান করিতে হইবে।

দেশীয় জোলার মশারীর কাপড় কত কাটে, আর আমদানী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ধোয়া মশারির কাপড় কত কাটে, প্রত্যেকে আপন আপন গৃহ অনুসন্ধান করিলেই দিব্যজ্ঞান হইতে পারে।

এদেশের অনেকেই বলিতেছেন যে, দেশীয় শিল্পরক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্টের কোন আইন হওয়া উচিত, কিন্তু এ প্রস্তাব যে কতদূর কার্য্যে পরিণত হইবে, বলিতে পারি না. তবে গভর্ণমেণ্ট যদি ভারতীয় প্রজার স্বার্থ সংরক্ষণে যত্নবান হয়েন, তবে কতকটা সুফল হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু কতকটা আমরা নিজেরাও কি দেশীয় শিল্প রক্ষা করিতে পারি না। আমাদের দ্রব্যে আমাদের দেশের শিল্পে আমাদের আস্থা থাকিলে দেশে ফ্রী-টেড বা অবাধ বাণিজ্য থাকিলেও কিছু করিয়া উঠিতে পারে না সকল দেশের সকল দেশের কারবার চলিয়া থাকে, অবশ্য আমদানী দ্রব্যের উপর শুল্ক পড়িলে দেশের শিল্পের অনেকটা সুবিধা হয় বটে, কিন্তু এটা যে কতদূর আশা করিতে পারি, তাহা ভগবান জানেন। কিন্তু দেশের শিল্পীদিগকে এদেশের লোকের সাহায্য করা, উৎসাহিত করা, অর্থাৎ তাহাদের শ্রমজাত দ্রব্যের আদর করা, এই গুলি ত আমাদের হাতের কার্য্য। ইহাও কি এদেশের লোকেই করিয়াছে? গবর্ণমেণ্ট স্বদেশীয়তার পক্ষপাতী, অনেক স্বদেশীর প্রতি লর্ড মিণ্টো বাহাদুরের মহানুভূতি ছিল। কোন হাঙ্গাম হুজ্জুত না করিয়া যদি লোকে শ্রদ্ধার সহিত দেশের জিনিসের আদর করিত, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের কখনই বিরাগভাজন হইতে হইত না। কাহারও স্বাধীন ব্যবসায়ের প্রতি কটাক্ষপাত না করিয়া এদেশের লোকে যদি সরলভাবে নিজের দেশের জিনিস নিজেরা ব্যবহার করিত, তাহা হইলে কোন গোলই ছিল না, কিন্তু বুদ্ধির দোষে সমস্তই বিপরীত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ১৯০৬ সালে যখন কলিকাতার ইনডুষ্ট্রিয়াল কনফারেন্স

হইয়াছিল, তখন গাইকোয়ারের মহারাজা বলিয়াছিলেন,

'Help and encourrage the large industries, but foster and help also the humbler industries in which tens of millions of village artisans are engaged, and the people of India will bless swadeshi works"

"অর্থাৎ দেশের বড় বড় শিল্পের সাহায্য করিতে হয় কর, কিন্তু দেশের দশ লক্ষাধিক গ্রাম্য শিল্পীগুলিকে সাহায্য করিতে উপেক্ষা করিও না, তাহা হইলেই এদেশের লোকে স্বদেশী কার্য্যকে মুক্তকণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করিবে।" কিন্তু এদেশের কয়জন এই মূল্যবান কথা একবার এক মুহূর্ত্তের জন্যও চিন্তার যোগ্য মনে করেন? যে গ্রাম্যশিল্পীগণ আমাদের সংসারক্ষেত্রের নিত্য অভাব পূরণকারী, আমাদের তাহাদিগকে সাহায্য করা দূরে থাক্, তাহাদের প্রস্তুত দ্রব্যের মজুরী গণ্ডা দিতেও নারাজ। এদেশের ভদ্রলোকগণের শ্রমজীবি শ্রেণীর উপর যথেষ্ট ঘৃণাও আছে, তাহারা "ছোট লোক" নামে বাচ্য হয়, জিনিস লইয়া ছয় মাস হাঁটাইয়া তাহাদের দাম দিতেও কুণ্ঠিত হন না। এই সকল কারণেও উহারা পৈতৃক কার্য্য ছাড়িয়া দাসত্ববৃত্তিকেও অধিক সুবিধাজনক বোধ করিতে বাধ্য হইয়াছে এবং এইরূপেই বহু কুটীর শিল্পের আর নামও শুনিতে পাওয়া যায় না এবং এইরূপেই দেশীয় কুটীর শিল্প নষ্ট হইয়া যাইবে। ইহাতে বিদেশীয় ব্যবসায়ীদের দোষ অধিক কি নিজেদের দোষ অধিক?

ভারতবাসীকে সুশিক্ষিত এবং অবস্থাপন্ন করিতে পারিলে গবর্ণমেণ্টের দুখী বই অসুখী নহেন। এদেশের লোককে প্রকৃত উদ্যোগী দেখিলে গভর্ণমেণ্ট সাহায্যও করিবেন, তাহা সুনিশ্চিত, কিন্তু নিজেদের যদি কেবল বাচালতাই সার হয়, তবে গভর্ণমেণ্ট আর কি করিবেন।

আমরা বলি, যদি প্রকৃত কাজ করাই দেশের লোকের ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে বহ্বাড়ম্বর করার ত কোন আবশ্যকই নাই। রাজার সাহায্য ব্যতিত বর্ত্তমান সময়ে দেশের উন্নতির আশা করিতে পার না। রাজায় প্রজায় সদ্ভাব থাকিলে রাজার সাহায্য প্রজার পাইতে অধিক বিলম্ব হয় না। দেশ দৈন্যদশায় পড়িয়াছে, এদেশের ধনী আত্মসুখে, আত্ম স্বার্থে মজগুল, আর অন্যদেশের তুলনায় তেমন ধনীই বা এদেশে কয়জন? এমন ক্ষেত্রে যাহারা দুঃখী, যাহারা খাটিয়া খায়, তাহাদের গভর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতীত বাঁচিবার উপায় কি? ধীর স্থির ভাবে চলিয়া রাজার সাহায্য এবং দেশের লোকের সহানুভূতি পাইলে এদেশের হস্তজাত শিল্প পুনর্জ্জীবিত হইয়া ক্রমে ক্রমে দেশের অবস্থার উন্নতি করিতে পারিবে, এখনও এমন আশা করা যায়। সর্ব্বশ্রেণীর লোকের ইহা চিন্তার বিষয় নহে কি? অশান্তি দেশের পক্ষে অশুভ—ইহা সকল নীতিবান লোকেই বুঝেন।

* এই প্রবন্ধের ৪র্থ পৃষ্ঠায় শেষ কলমে অনেষ্ট (Honest swadeshi) স্থলে "অনেক" হইয়াছে, সংশোধন করিয়া পাঠ করিবেন।

এ দেশের কাচের কারখানার নিষ্ফলতার কারণ।

—:○:—

কাচের কারখানার এ দেশে কোন উন্নতিই দেখা যায় না, যেকয়টী কারখানা হইয়াছিল, সকলগুলিই গিয়াছে। বোতল, গ্লাস, এ সকল ভারতবর্ষে প্রস্তুত হইয়া সুফল এ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় নাই। ইহার কারণ কি? মান্দ্রাজ অঞ্চলের জনৈক পত্র লেথক একবার যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা ইণ্ডিয়ান ট্রেড জর্ণালে প্রকাশিত হইয়াছিল, যে কাচের কার্য্যের নিষ্ফলতার ৩টী কারণ। তদুত্তরে মান্দ্রাজ মেলের লেথক বলেন—

(১) এ দেশের শ্রমজীবির এই কার্য্যে দক্ষতার অভাব (২) অন্য দেশ হইতে কারিকর আনাইয়া এ কাজ করিতে ব্যয় বাহুল্য ঘটে এবং যদিও অষ্ট্রেলিয়ার বিচক্ষণ কারিকর আনাইয়া এ কার্য্য আরম্ভ করা হয়, তাহারা হিংসাবশে এ দেশের লোককে সঙ্গে লইয়া এই শিল্পের ভিতরের কথা শিক্ষা দেয় না। ৩য় কারণ, বিদেশীয় সুলভ শিশি বোতল গ্লাসের অবাধ আমদানীর সহিত এ দেশের কাচের দ্রব্য প্রতিদ্বন্দ্বীতায় পারিয়া উঠে না। শুদ্ধ এই কয়েকটী কারণ হইলেও আমি বলি আরও কারণ আছে,—দেশের জলবায়ুর প্রতিকূলতা, এ দেশের মূলধনের অল্পতা, মাল মসলার দুর্ম্মূল্যতা, উদ্যোগী এবং ম্যানেজারগণের অজ্ঞতাও অন্যবিস্তর এই কার্য্যের অবনতির কারণ। লেথক বলিতেছেন:—' What to speak of failure of four or five factories? I say let hundreds, nay thousands of glass factories be started in Punjab or Bengal, they will sooner of later share the same fate."

অর্থাৎ এ দেশের ৪।৫টী গ্লাস ফ্যাক্টরীর অধঃপতনের কথা কি, পঞ্জাব এবং বাঙ্গালার শত সহস্র কাচ প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হইলেও শীঘ্র বা বিলম্বে সকল গুলির দশাই এইরূপ হইবে অর্থাৎ কিছুতেই চলিবে না।

মান্দ্রাজ-মেলের লেথক এই কাচ নির্ম্মাণ শিল্পে অনভিজ্ঞ নহেন, তাই তিনি বলিতেছেন যে, ইণ্ডিয়ান ট্রেড জর্ণালের লেথকের বিরুদ্ধে লিখিবার জন্য তিনি বলিতেছেন না, উক্ত পত্রে যখন বোতল সম্বন্ধে দুইবার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তখন কাচের কার্য্যে আমার অভিজ্ঞতা থাকার জন্যই আমি ঐ বিষয় বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছিলাম, সেই জন্যই আমার এ সম্বন্ধে কিছু বলিবার প্রবৃত্তি।

আসল কথা, এ দেশের কাচ প্রস্তুতের বিষয়টা বিশেষ ও উপযুক্ত মনোযোগের সহিত পর্য্যালোচনা করা হয় না। আরও একটী বিশেষঃ কারণ, এখানে যখনই কাচের কারখানা করা হইয়াছে, খুব বৃহৎ আয়োজনেই করা হইয়াছে, সুতরাং এরূপ একটা বৃহৎ কারখানা প্রস্তুতের বাড়ী ঘর, চিমনী হাপরাদিতেই সমস্ত মুলধন শেষ হইয়া যায়, শেষে আর কারবার চলে না। এ দেশে বৃহৎ আয়োজনের কাচের কার্য্য কখনই কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারিবে না এবং এইরূপে কাচের কাজ করিলে সে কাজ নিশ্চয়ই নিষ্ফল হইবে।

The Chief Cause of failure lies in fact that all factories were started on gigantic scale, all capital was sunk in ovens, furnaces and buildings. No glass manu factory on gigantic scale is likely to suceed in India. All efforts in this direction are sure to fail." কথা অসঙ্গত নহে। বাস্তবিক এই কারণগুলিই এ দেশের কাচ শিল্পের অন্তরায় বটে।

কেমন করিয়া সিমেণ্ট প্রস্তুত হয়।

— :○: —

আমাদের দেশে আজকাল এত সিমেণ্ট ব্যবহার হয় যে, প্রত্যেক জাহাজে ২।৪ হাজার ব্যারেল আইসে। ইহার মধ্যে আমাদের দেশে ইহা খুব কম পরিমাণ প্রস্তুত হইয়া থাকে, এমন কি শতকরা ১ ভাগও নয়, এবং যাহাও হয়, তাহাও সব বিদেশী ধনীদিগের অর্থে। আরও আজকাল Reinfoced Concreteএর চলন হইয়া ইহার ব্যবহার দিন দিন অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে। এই কারণে ইহার একটু বিবরণ দিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ইহার কারবারে খরচ কম এবং লাভ খুব প্রচুর পরিমাণ হইয়া থাকে। যেসব উপাদানে ইহা প্রস্তুত হইয়া থাকে, সে সব প্রচুর পরিমাণে ভারতবর্ষে পাওয়া যায়। একটু চেষ্টা করিলেই দেশের পাথর ও মাটি হইতে অক্লেশে অনেক টাকা পাওয়া যায়।

প্রস্তুতপ্রণালী।

প্রথমতঃ Lime stone বা চুন-প্রস্তর এবং Clay অর্থাৎ মাটিকে আলাদা আলাদা করিয়া জড় করা হয়। তাহার পর প্রস্তর ও মাটিকে বেশ করিয়া শুখাইয়া লওয়া হয়। তাহার পর একে একে দুই জিনিসকেই বেশ ভাল করিয়া খুব মিহি করিয়া কলেতে গুঁড়ান হয়। তাহার পর আবার ইহাদিগকে বেশ ভাল করিয়া শুষ্ক করা হয়। যখন বেশ শুষ্ক হইয়াছে জানা যায়, তখন প্রস্তর গুলাকে আবার যখন পর্য্যন্ত ইহা মাটির মত মিহি না হইয়া যায় গুড়ান হয়। তাহার পরে দুই জিনিসকে একত্র মিশান হয়। এখানে ইহা বলা বাহুল্য মাত্র যে, দুই জিনিসকেই বেশ ভাল করিয়া ওজন করিয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে মিশ্রিত করা হয়। কারখানাতে automatic weighing machine বা "কলের ওজন যন্ত্রের দ্বারা হইয়া থাকে। যখন এই মিশ্রণ বেশ গুড়ান ও একত্রিত হইয়া যায়, তখন ইহাদের ছাঁকা হয়. এবং যে অংশ বাকি থাকে, যখন পর্য্যন্ত সব না ছাঁকিয়া আইসে, তাহাকে আবার গুড়ান হয়। তাঁহার পর এই দ্রব্যগুলিকে—যতক্ষণ পর্য্যন্ত বেশ গরম হইয়া না আসে ততক্ষণ এক রকম পৌণ্ড (Kiln)তে গরম করা হয়। তাহার পর ইহার উপর ফোয়ারা দ্বারা সামান্য জল ছিটাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। যখন এই সব হইয়া যায়, তখন জিনিষ গুলিকে একত্র করিয়া এক স্থানে ঠাণ্ডা হইতে রাখিয়া দেওয়া হয়। যখন বেশ ঠাণ্ডা হইয়া যায়, তখন ইহাদের আবার একবার বেশ করিয়া শুকাইয়া লওয়া হয়, এবং তাঁহার পরে শেষ একবার গুঁড়াইয়া লইলেই চলিত যে Portland Cement যাহা বাজারে বিক্রয় হয়, তাহাই প্রস্তুত হয়। পাঠকগণ দেখিলেন, ইহাতে বেশি মাথা খাটাইবার কিছুই নাই, কেবল কিছু টাকা খরচ করিয়া একটু পাহাড়ি যায়গার নিকট কারখানা করিলেই বেশ চলিতে পারে। গুড়াইবার কল আমাদের দেশের শুরকি গুড়ানর কলেই হইতে পারে। বিলাতে, এবং বড় বড় কলে Disintegrator এর দ্বারা এ কার্য্য সাধিত হয়। যদি কেহ এই কারবার করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে তাঁহাকে আরও জিজ্ঞাসা কথার উত্তর দেওয়া হইবে। চূর্ণগুলিকে ১০০নং ছাকনিতে ছাঁকা হয়।

এদেশের ধনকুবেরগণ দ্বারা অথবা যৌথ কারবার দ্বারা একাজ চালাইলে দেশের অর্থ স্বাচ্ছল্য হয় না কি? দেশের মাটী কাদা হইতেও পাশ্চাত্য-জগত অর্থকরী কার্য্য করিয়া ধনকুবের হয়। এদেশের নিশ্চেষ্ট মস্তিষ্ক লোক কেবল ধন্য ধন্য ও তারিফ করিয়া থাকে, অথচ দেশের লোক নাকে কান্দে—আমাদের কেন দুর্দ্দশা!

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টরাজ।

* সিমেণ্টের আনাল'সিসে বা রাসায়ণিক পরীক্ষায় ইহাতে কি কত পরিমাণ থাকে, তাহা সাধারণ পাঠকের সুখপাঠ্য হইবে না বলিয়া আমরা তাহা দিতে বিরত থাকিলাম, কেহ অনুসন্ধান করিলে জানান যাইবে

এটর্নির ফাঁদ।

বিলাতে এক মেম সাহেব এক এটর্নি বন্ধুকে তাঁহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এটর্নি যথাসময়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে উপস্থিত, আরও অনেক বন্ধুবান্ধবের সহিত মহা সমারোহে পান ভোজনাদি চলিতেছে এমন সময় মেম সাহেব জিজ্ঞাসা কল্লেন, —"আচ্ছা আমার একটী ভাড়াটে আছে, তাহাকে কিছুতেই উঠিতে পাচ্চি না কি করি বলুন দেখি ?" এটর্নি সথা খাইতে খাইতেই মুখে মুখে পরামর্শ দিলেন। পরদিন এটর্নি ঐ পরামর্শ দেওয়ার জন্য একখানি ১ পাউণ্ডের বিল পাঠাইয়া দিলেন. মেম সাহেব ত অবাক!

যাহা হউক মেম সাহেবও অন্য এটর্নির সাহায্যে উক্ত এটর্নির পানভোজনের জন্য দুই পাউণ্ডের একখানা বিল করিয়া টাকা চাহিয়া পাঠাইলেন।

এটর্নি বিলখানি রসিদ দিয়া লইয়া পরদিন একখানি চিঠি দিলেন যে "তুমি আবগারি আইনানুসারে বিনা লাইসেন্সে আমাকে মদ বিক্রয়ের জন্য কেন ফৌজদারী সোপর্দ্দ হইবে না তাহার কারণ দেখাও।"

মেম সাহেব এইবার ফাঁপরে—

বাঃ বাঃ! দুজনেই সমান! এটর্নির ফাঁদ ঘুঘুর ফাঁদকেও পরাজয় করে।

রাঙ্গাআলুর ময়দা।

রাঙ্গাআলু এক প্রকার অতি উৎকৃষ্ট খাদ্য। ইহা বিশেষ পুষ্টিকর। মুঙ্গের প্রভৃতি অঞ্চলে শীতকালে গরীব লোকে এক বেলা ছাতু ও এক বেলা রাঙ্গাআলু সিদ্ধ খাইয়া জীবন ধারণ করে। ইহার তরকারী, ভাজা, টক ও সিদ্ধ প্রভৃতি সকলই খাইতে সুস্বাদু।

আমি এক সময়ে কিছুদিন মুঙ্গের জেলায় একটী গ্রামে ছিলাম। ঐ গ্রামটী সহর হইতে বহু দূরে এবং পর্ব্বতের পাদদেশে। এখানে বাজারাদি কিছু ছিল না, ও জল খাবার পাওয়া যাইত না। এই কারণে এক পয়সায় এক সের রাঙ্গাআলু কিনিয়া সিদ্ধ করিয়া চারি দিন অপরাহ্নে জল খাইতাম। আমার বোধ হয়, সহরে চারি দিনে আট আনার জল খাইয়া যেরূপ ক্ষুধা নিবারণ হয় ও তৃপ্তিবোধ হয়, আমার এক পয়সার রাঙ্গাআলুতেও তাহাই হইত। অবশ্য ইহা বেশী পরিমাণে পরিপাক করা কঠিন, কিন্তু অল্প পরিমাণে সকলেই ব্যবহার করিতে পারেন।

মুঙ্গের প্রভৃতি অঞ্চলে লোকে রাঙ্গাআলু হইতে ময়দা প্রস্তুত করিয়া থাকে। এই ময়দার রুটী ও লুচি খাইতে অতি সুস্বাদু। ইহা প্রস্তুত করাও কিছু কঠিন কাজ নহে। রাঙ্গাআলুকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া প্রথমে রৌদ্রে শুখাইতে হয়।

কিছুদিন এইরূপে রৌদ্রে দিয়া উত্তমরূপ শুষ্ক হইলে যাঁতায় ভাঙ্গিয়া কিম্বা ঢেকীতে কুটিয়া লইলেই অতি সুন্দর ময়দা হয়। ইহা খাইতে গমের ময়দা হইতেও সুস্বাদু এবং ইহার মূল্যও কম। কত আলুতে কি পরিমাণ ময়দা হয়, ঠিক বলিতে পারি না; তবে সকলেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। আমার বিশ্বাস, ইহার ময়দায় গমের ময়দা অপেক্ষা অনেক কম খরচ পড়ে। এই ময়দার ব্যবসা করিলেও বোধ হয় চলিতে পারে। *

শ্রীরমেশচন্দ্র বসু।
কলিকাতা।

* আমরাও জানি, রাঙ্গাআলু গোলআলু অপেক্ষা গুরুপাক নহে, বরং স্নিগ্ধকর, অনেক স্থানের লোকে কাঁচাও খাইয়া থাকে, যাহাকে চিনে আলু বা সাদা আলু বা সকরকন্দ আলু বলে, তাহা লালআলুর জাতীয় বটে, মিষ্টতা প্রায়ই একরূপ, সাদাআলুর ময়দা করিলে বোধ হয় ময়দা একটু সাফ বা সাদা বেশী হইতে পারে। পরীক্ষা করা উচিত। কাঃ সঃ

একখানি নূতন বাঙ্গলা সংবাদ পত্র।

রায় বাহাদুর নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় একখানি বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করিবেন। ইণ্ডিয়ান মিরারের রাজনীতি সম্বন্ধে যেরূপ মতামত প্রকাশ করা হয়, বাঙ্গালা সংবাদপত্রেও সেইরূপ মতামত প্রকাশ করা হইবে। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট ঐ সংবাদ পত্রের ২৫০০০ খণ্ড গ্রহণ করিবেন। প্রত্যেক খণ্ডের বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা হিসাবে বৎসরে ৬২,৫০০৲ টাকা প্রদান করিবেন। ইতিমধ্যেই ৩ মাসের অগ্রিম ১৫৬২৫ টাকা দেওয়া হইয়াছে। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট এই সংবাদপত্র স্কুলে, আফিসে, আদালতে বিতরণ করিবেন। গবর্ণমেণ্ট আপাততঃ ৩ বৎসর কাল ঐ সংবাদপত্র গ্রহণ করিবেন। কিন্তু রায় বাহাদুর যদি উহার সম্পাদকতা করিতে বিরত হন, তবে গবর্ণমেণ্ট ঐ কাগজ গ্রহণ করিবেন না। আমরা এই নূতন সংবাদপত্র দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া রহিলাম। সঞ্জিবনী।

পরলোকগত শিশিরকুমার ঘোষ!

একে একে বাঙ্গলার গৌরবরবি অস্তমিত হইতে লাগিল। অমৃতবাজারের সৃষ্টিকর্ত্তা শিশিরকুমার ঘোষ আর নাই।

দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সকলেই মরে, কিন্তু অল্প লোকেই অমর হয়। যাঁহারা অমর হইয়াছেন, শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ তাঁহাদের মধ্যে একজন।

১০ই জানুয়ারী বেলা দুইটার সময় তাঁহার অমর আত্মা দেহপিঞ্জর ভাঙ্গিয়া পরমধামে গমন করিয়াছে। তিনি ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়াছেন, কিন্তু এই পতিত দেশে তিনি চিরকালই জীবিত থাকিবেন।

যশোহরের অন্তর্গত পালনু মাগুরা গ্রামে তাঁহার পৈত্রিক বাস বাটী। সেই গ্রামে তিনি এক বাজার স্থাপন করেন। তাঁহার মাতা অমৃতময়ীর নামে বাজারের নাম রাখিয়া ছিলেন, অমৃতবাজার। ক্ষুদ্র হইতেই চিরকাল বৃহতের উৎপত্তি হয়। এই অমৃতবাজার হইতেই ভারত বিখ্যাত অমৃতবাজার পত্রিকার নাম হইয়াছে।

শিশির বাবু বাল্যকালে ভাল লেখাপড়া শিখিতে পারেন নাই, কিন্তু মনটা দেশের কল্যাণের জন্য উৎসর্গ করিয়াছিলেন। মনের বলেই তিনি বড় হইয়াছিলেন। দেশের শত দুর্গতিতে ব্যথিত হইয়া নিজের পল্লীবাস হইতে বাঙ্গলা ভাষায় অমৃতবাজার পত্রিকা প্রকাশ করেন। টাকা পয়সা ছিল না, সুতরাং কাঠের প্রেস ও পুরাণ অক্ষর সংগ্রহ করিয়া পত্রিকা ছাপাইতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা ৪।৫ ভাই ছিলেন। কেহ অক্ষর যোজনা করিতেন, কেহ কালী দিতেন, কেহ ছাপাইতেন। নিজেরাই সম্পাদক, প্রকাশক্য প্রেসম্যান ও কম্পোজিটার। কষ্ট বহু কিন্তু লক্ষ্য এক স্বদেশ সেবা। শিশির বাবু সত্য ও স্পষ্টবাদী ছিলেন; এক ইউরোপীয় ডেপুটীর কার্য্যের তীব্র সমালোচনা করাতে মানহানির মোকদ্দমায় জড়িত হন, কিন্তু অব্যাহতি পান।

এই মোকর্দ্দমার পর শিশির বাবু এক শত টাকা ধার করিয়া কলিকাতা আগমন করেন, ১৮৭২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে একটা প্রেস ধার করিয়া কলিকাতা হইতে অমৃতবাজার প্রকাশ করেন। প্রাণের কথা প্রাণের ভাষায় নির্ভয়ে প্রকাশ করাতে দেশের মধ্যে "অমৃতবাজার" এক হুলস্থুল কাণ্ড ঘটাইয়াছিল তখন সার জর্জ ক্যাম্বেল বাঙ্গলার ছোটলাট ছিলেন। তিনি অমৃতবাজারের প্রধান আক্রমণের বিষয় ছিলেন। লর্ড লিটন অমৃতবাজারের তীব্র আক্রমণ হইতে রাজপুরুষদিগকে বাঁচাইবার জন্য "দেশীয় সংবাদপত্র আইন" প্রণয়ন করেন। শিশির বাবু একই রাত্রিতে ইঙ্গবঙ্গ অমৃতবাজারকে ইংরেজী সংবাদপত্রে পরিণত করেন। লর্ড লিটনের জাল তৈয়ার হইবামাত্রই "অমৃতবাজার" সে জাল ছিন্ন করিয়া উড়িয়া গেল। উড়িষ্যার কমিশনার বীমস এবং মধ্যভারতের সার লেপেল গ্রিফিণ অমৃতবাজারের আক্রমণে বিধ্বস্ত হইয়া ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রত্যেক জবরদস্ত হাকিমের ইতিহাস শিশির বাবুর নখদর্পণে ছিল। শাসনকার্যের প্রত্যেক ঘটনা তাঁহার স্মৃতিপটে অঙ্কিত থাকিত। তীব্র ভাষায় যখন প্রকৃত ঘটনা লিপিবদ্ধ করিতেন, তখন সকলেই কম্পান্বিত হইতেন।

শিশির বাবু চিরদিনই ধর্ম্মপিপাসু ছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভ হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ধর্ম্মপিপাসু ছিলেন। তাঁহার অমিয় নিমাইচরিত বঙ্গভাষায় এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ।

তাঁহার লর্ড গৌরাঙ্গ ইংরেজী ভাষায় এক মনোহর গ্রন্থ। এতদ্ব্যতীত তিনি বাঙ্গলা ভাষায় আরও অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, এবং অনেক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে গ্রন্থকার করিয়াছিল। স্বদেশসেবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে সম্পাদকের উচ্চ পদে আসীন করিয়াছিল।

তিনি চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু চিরদিন তিনি জীবিত থাকিবেন।

তাঁহার শ্রাদ্ধোপলক্ষে কলিকাতার বিডন উদ্যান হইতে মহাসমারোহে বিরাট নগর সংকীর্ত্তন বাহির হইয়াছিল। শিশিরবাবু পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে আজ বঙ্গদেশ অন্ধকার।

PRACTICAL HINTS.

কাজের কথা।

—:():—

নূতন বিলাতী মাটি।

সিমেন্ট বা বিলাতী মাটি এ দেশে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু বিলাতী মাটি এ দেশে তৈয়ারি হয় না, বিলাতী মাটির অনেক গুণ আছে, তন্মধ্যে প্রধান হইল, ইহা জমির আর্দ্রতা নাশ করে। একবার মাদ্রাজের "হিন্দুপত্রে' এক ব্যক্তি লিখিয়াছিলেন যে, বিলাতী মাটির বদলে আর একপ্রকার দ্রব্য ব্যবহার করা যাইতে পারে এবং তিনি ঐ নূতন দ্রব্যের প্রস্তুতপ্রণালীও লিখিয়া দিয়াছিলেন। আমরা তাহা 'কাজের লোকের' পাঠকগণের জন্য উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

কার্ব্বনেট অব লাইম বা চলতি খড়িমাটি (Chalk) প্রথমতঃ বেশ ভালরূপে চূর্ণ করিতে হইবে। তাহার পর সমস্ত চূর্ণ পদার্থের ওজন যাহা হইবে, তাহার সাত ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ ১/৭ অংশ Sofflower Oil উহার সহিত মিশাইতে হইবে। তৎপরে খড়ির গুঁড়া ও তৈল খুব ভাল করিয়া মাড়িতে ও মিশাইতে হইবে। ইহা দেওয়ালে এবং মেজেতে এক বা দুইবার মাখাইয়া দিলে ঠিক সিমেণ্টের মত কাজ করিবে। খুব খর-রৌদ্রে বা বৃষ্টিতেও ইহার বৈলক্ষণ্য হইবে না। ইহা যতই শুকাইবে, ততই বেশ সাদা হইতে থাকিবে। পাথুরে চুণ জলে ফেলিয়া এক সপ্তাহ কোন ফাঁকা যায়গায় রাখিয়া দিয়া ও পরে উহা বেশ করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া লইয়া শুকাইলেও কার্ব্বনেট অব লাইম হইয়া থাকে। 'কাজের লোকের' পাঠকবর্গ ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

ব্রহ্মদেশে পাটের চাষ।

সকলেই জানেন, বাঙ্গালা দেশের ভূমি ভিন্ন অপর কোথাও পাট উৎপন্ন হয় না। কিন্তু ব্রহ্মদেশেও যে পাটের চাষ হইতে পারে, তাহার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত থাটন নামক স্থানে কতিপয় প্রবাসী বাঙ্গালী পাট বপন করিয়াছিল। মৈমনসিংহ হইতে পাটের বীজ লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। গত মে মাসে বীজ বপন করা হয় এবং আগষ্ট

মাসে পাট পাকে। জুলাই মাসের অনাবৃষ্টিতে এবং পাট কাটিবার পর বৃষ্টির জলজনিত আর্দ্রতায় পাটের রং খারাপ হইলেও মোটের উপর পাটের চাষ সফল হইয়াছিল। এই পাট বাঙ্গলার পাটের প্রায় সমতুল্যই হইয়াছিল এবং ইহার সূতা দৈর্ঘ্যে প্রায় ১০ ফিট ও দেখিতেও বেশ চিক্কণ হইয়াছিল। অধুনা বাঙ্গলা দেশে উদরান্ন সংস্থানের জন্য যেরূপ বিরাট জীবন সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে, ক্রমাগত ও উপর্য্যুপরি কৃষিকার্য্যে দেশের ভূমির উৎপাদিকা শক্তি যেরূপ হ্রাস পাইতেছে, তাহাতে যদি বাঙ্গালী 'গৃহকোণ' ছাড়িয়া বিদেশে উপনিবেশ স্থাপনের জন্য বহির্গত না হয়, তাহা হইলে দেশে দরিদ্রতার মাত্রা অধিকতর বৃদ্ধি পাইবে, সন্দেহ নাই। পাটের চাষে প্রভূত লাভ হইয়া থাকে এবং বাঙ্গালীরা যদি ব্রহ্মদেশে উৎকৃষ্ট পাট উৎপাদন করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে ব্রহ্মদেশে বহু বাঙ্গালীর অন্ন সংস্থান হইবে, সন্দেহ নাই। এ দেশের শিক্ষিত যুবকগণ, যাঁহারা সামর্থ্য থাকিতেও পরের দাসত্ব করিবার জন্য লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহারা এ সুযোগ ছাড়েন কেন?

পয়সা প্যাকেট চা।

—:(০):—

এ দেশে চায়ের চলন খুবই হইয়াছে। মুটে মজুর থেকে আরম্ভ করিয়া আফিসের কেরাণী, স্কুল মাষ্টার, ছাত্র, এমন কি ধনী জমিদার পর্য্যন্ত সকলের মধ্যেই চায়ের ব্যবহার অত্যন্ত বাড়িয়াছে। মাত্রা এমনই বাড়িয়াছে যে, তাহার পরিমাণ করাই আমাদের পক্ষে দুরূহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বিলাতী লিপ্‌টন কোম্পানীর এবং বাঙ্গালীদের চা এক পাউণ্ড, অর্দ্ধ পাউণ্ড, সিকি পাউণ্ড টিনে পূরিয়া বাজারে রাশি রাশি বিক্রয় হইয়া থাকে। স্বচ্ছল অবস্থার লোক ছাড়া টিনের চা কেনা অপরের সাধ্য নহে। যাহাদের আয় অল্প, তাহাদিগকে প্রায়ই এক পয়সার প্যাকেট চা ব্যবহার করিতে হয়। 'কাজের লোকের' অনেক পাঠক হয়ত বেকার বসিয়া আছেন, তাঁহারা যদি সামান্য মূলধন লইয়া পয়সা প্যাকেট চা এর কারবার করেন, তাহা হইলে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারেন। উদ্যোগী এবং পরিশ্রমী হইলে এ ব্যবসায়ে উন্নতি অনিবার্য্য।

পয়সা প্যাকেট চার প্রচলন করেন—সর্ব্বপ্রথমে এনড্রু ইয়ুল কোং। চা জনসাধারণে চালাইবার জন্যই তাঁহারা এইরূপ ব্যবস্থা করেন। তাঁহাদের সে উদ্দেশ্য সফলও হয়। পরে নেশা ধরাইয়া উক্ত কোম্পানী কার্য্যক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়েন, এবং তারপর অনেক বাঙ্গালীই এই ব্যবসায় আরম্ভ করেন।

এইবার আমরা এই ব্যবসায়ের কথা বলিতেছি এবং ইহার লাভালাভও দেখাইতেছি। এ ব্যবসায়ে প্রথম আবশ্যক—কাগজ। সেই কাগজে নিজের ট্রেড মার্কা বা নাম ছাপাইয়া তাহা হইতে প্যাকেট বা থাম তৈয়ারী করিতে হইবে। সিট কাগজ আগে না ছাপাইয়া পরে থাম করিয়া ছাপাইলে খরচা বেশী পড়িবে। একখানা সাধারণ ডিমাই কাগজে নয়খানা থাম বা প্যাকেট হইবে। সাত সিকা রিমের ১২ পাউণ্ড ৩ নং টিটাগড় কাগজ এ কার্য্যের পক্ষে বেশ সুবিধাজনক ও প্রশস্ত। আর ছাপাই খরচ ১০০০ কাগজের মোটের উপর ৪৲ টাকা পড়ে। অর্থাৎ ১০০০ বা ২ রিম বা ৩৷৹ টাকার কাগজে মোট ৯০০০ থাম বা প্যাকেট হয়। তাহা হইলে ৭৷৷৹ টাকায় ৯০০০ প্যাকেট প্রস্তুত হয় অর্থাৎ প্রতি হাজার প্রায় ৸৴১০ লাগে। প্রতি হাজার প্যাকেট তৈয়ারি জন্য অর্থাৎ সাইজ অনুযায়ী দপ্তরী দ্বারা তৈয়ারী করিতে চারি আনার কম পড়ে। এ সকল কাজ ছোট ছোট ছেলেদের দ্বারাই সুবিধায়ও হইয়া থাকে। ধরুন, মোটের উপর হাজার প্যাকেটে ব্যয় পড়িল—১৵৹ আনা।

এইবার প্যাকেটের জন্য ব্যবহৃত চায়ের কথা বলিতেছি। পয়সা প্যাকেটে যে চা দেওয়া হয়—তাহার নাম পিকো সুচং—ইহার পাতা কিছু মোটা। এই কার্য্যের জন্য বেশ মাঝারী গোছের মোটা পাতা বিশিষ্ট অথচ হাল্‌কা চা এর দরকার; কারণ ওজনে অল্প দিলেও পরিমাণে বেশী দেখাইবে—প্যাকেটে হাত দিলে ক্রেতাগণ বেশী পরিমাণ দেখিয়া সন্তোষলাভ করিবে। যাঁহাদের পুঁজি অল্প, তাঁহাদের পক্ষে চা-বাগানের সঙ্গে চুক্তি করা বা নিলামী চা কেনা সুবিধাজনক হইবে না; কারণ তাহা হইলে অনেক টাকা
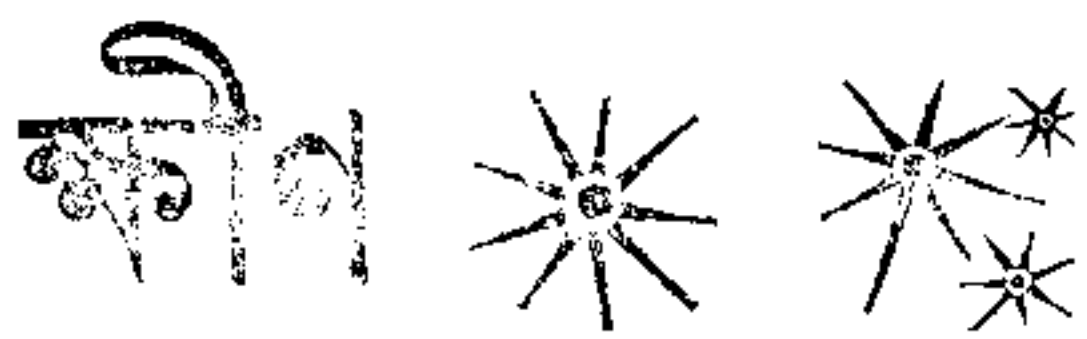
মূলধন চাই। ৪০৫০৲ টাকা মূলধন লইয়া যাঁহারা এ কার্য্য করিতে উদ্যত অর্থাৎ শুধু উদ্যম ও পরিশ্রম মাত্র সম্বল করিয়া যাঁহারা কার্য্য করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাহাদের পক্ষে নমুনার চা (Sample Tea) কেনাই প্রশস্ত। কলিকাতার অফিস্ অঞ্চলে, মিশন রো নামক রাস্তার ক্যারিট কোং, ক্লে, টমাস কোং, প্ল্যান্টার্স ষ্টোর্স কোম্পানি, ক্লাইব ষ্ট্রীটে বামারলরি কোম্পানি, ষ্ট্রাণ্ড রোডে বার্লো কোম্পানি প্রভৃতির অফিসে অনেক Sample Tea বা নমুনার চা পাওয়া যায়। এ চাগুলি খুব ভাল। আসাম, তরাই ও দার্জ্জিলিং প্রদেশের বহু সংখ্যক চা-বাগান হইতে উহাদের নিকট বিক্রয়ার্থ চাএর নমুনা প্রচুর পরিমাণে প্রেরিত হয়। উহারা সেই সকল চা মজুত করিয়া প্রতি সপ্তাহেই অল্প মূল্যে বিক্রয় করেন। যাঁহারা চা-খোর এবং উৎকৃষ্ট চা-পরীক্ষক, তাঁহারাই জানেন, এ সকল চা কেমন উৎকৃষ্ট অথচ সুবিধাজনক মূল্যে পাওয়া যায়। এই সকল স্থানে পয়সা প্যাকেটের উপযোগী চা চারি আনা হইতে ।/০ আনা পাউণ্ডে পাওয়া যাইবে। এই-বার আমরা হিসাব করিয়া লাভালাভ দেখাইতেছি।

ব্যয়।

১০০০ কাগজের প্যাকেট ...	১৶০
২০ পাউণ্ড চা ।/০ হিঃ পাউণ্ড ·	৬।০
অন্যান্য ব্যয় (পারিশ্রমিকাদি)	৸০
	৮৶০

বিক্রয়।

১০০০ পাকেট ..	
১/০ হিসাবে প্রতি শত	১০৷৶০
অর্থাৎ প্রতি হাজারে লাভ হইতেছে	২৷০

লাভটা কি মন্দ? কিন্তু সচরাচর ইহার বেশী লাভই হইয়া থাকে, কারণ চা চারিআনা বা সাড়ে চারিআনার অধিক পাউণ্ড পড়ে না।

দুই পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় /১ সের চায়ে এক শত প্যাকেট ভর্ত্তি হইয়া থাকে। চা পিকো সুচং হওয়া চাই – নচেৎ ক্ষতি হইবে। ১০০০ প্যাকেট ২০ পাউণ্ড চায়ে ভর্ত্তি হয়।

প্রতি ৫০ প্যাকেটে একটা করিয়া বাণ্ডিল হইবে। সুতরাং ১০০০ প্যাকেটে ২০টা বাণ্ডিল হইবে। কলিকাতায় প্রতিদিন অন্ততঃ ১০টা বাণ্ডিল খুব বিক্রয় হইতে পারে। ইহার উপর বিদেশের পাইকারী বিক্রয়ও আছে।

কলিকাতা সহরের প্রত্যেক মুদীর দোকানে যেমন বারসোপ বা কাপড়কাচা সাবান বাক্স করিয়া প্রতিদিন প্রাতঃকালে সরবরাহ হয়, সেইরূপ মুদীর দোকানে দোকানে এই পয়সা প্যাকেট চা ফেরী করিয়া একজন ভদ্র সন্তানের দিন স্বচ্ছন্দে গুজরান হইতে পারে।

আমরা হিসাব নিকাশ করিয়া দেখাইলাম। উদ্যোগী ও বুদ্ধিমান লোক হইলে এই ব্যবসায়ে সোণা ফলাইতে পারেন। ইতি—অদ্য এই পর্য্যন্ত।

বেকার-বন্ধু।

ইংরাজ রাজত্বে কি সুখ হইয়াছে ?

—:(•):—

ইংরাজ রাজত্বের সুখ এই, ইহাঁরা প্রজাকে শিক্ষিত করেন, ইংরাজ রাজত্বে আমরা শিক্ষিত হইয়া বহুবিষয়ই জানিতে পারিতেছি, শিল্প বাণিজ্য বিজ্ঞান সম্বন্ধে ইহাঁদের মনিষীগণ অকপটে জগতকে শিক্ষা দিবার জন্য প্রায় প্রত্যেক আবশ্যকীয় বিষয়েই লেখনী চালনা করিয়াছেন, আমরা সেই সমুদয় বিষয় পাঠ করিয়া বহু বিষয় শিক্ষার উপায় ও পন্থা খুঁজিয়া পাইতেছি। এই সকল পুস্তকাদি পাঠে এমন সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, ইংরাজ জাতির শিক্ষার গুণে ইহাদের সংকীর্ণতা অনেক কম।

অন্যান্য দেশে যেমন ভারতবাসী বা অন্যান্য জাতি লাঞ্ছিত হয়েন, ইংরাজের দেশে সেরূপ হইতে হয় না। ভারতীয় ছাত্রগণের সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য বিলাতে বিশেষ চেষ্টা করা হইতেছে। প্রজার শিক্ষার দিকে ইংরাজরাজের লক্ষ্য আছে, এবং প্রায় সমস্ত উচ্চ-শ্রেণীর ইংরাজের ধারণা, প্রজাকে শিক্ষিত করিয়া সুসভ্য করিলে রাজ্যের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়, রাজ্য নিরাপদ হয়, প্রজাও নিরাপদে থাকে।

বাস্তবিকই ইংরাজের রাজত্ব না হইলে ভারতবাসী এত শীঘ্র যতটুকু কর্ম্মী, উদ্যোগী হইয়াছে এতটুকু হইতে পারিত না।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পাঠে জানা যায়, তখন ভারত সভ্যতার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল শিল্পেরও চরম উন্নতি হইয়াছিল, স্থপতি, বয়ন কল, বিদ্যায়, ধর্ম্মচর্চ্চায় ভারত জগদ্বিখ্যাত ছিল। আজ উড়োকল্ বা এয়ারশিপ প্রভৃতির কথা শুনিয়া আমরা স্তম্ভিত হইতেছি, ভারতের পুষ্পকরথের কথা শুনিয়া এমনও মনে হয়, হয়ত তাঁহারাও এমন সকল শিল্পেও সুদক্ষ ছিলেন, কালে আলোচনার অভাবে সেসকল লোপ পাইয়াছে, কিন্তু এই সকল শিল্পের কোন সরল গ্রন্থাদি বর্ত্তমান থাকিলে লোকে সহজে তাহা ভুলিত না ও সে সকল বিদ্যা লয় পাইত না।

ইংরাজ শিল্পীগণ অসঙ্কুচিত চিত্তে সমস্ত শিল্পের ইতিহাস, প্রস্তুত-প্রণালী অতি অকপটে প্রকাশ করিয়া জগতের মহৎ উপকার সাধন করিয়াছেন, যাহাদের শিখিবার ইচ্ছা আছে, তাহারা এই সকল অমূল্য গ্রন্থাদি পাঠে চিরকৃতজ্ঞ হয়েন, সন্দেহ নাই।

এ দেশের লোকের সংকীর্ণতা এখনও দূরীভূত হয় নাই, যে যাহা জানে, সে তাহা প্রকাশ করে না, সে সম্বন্ধে কোন গ্রন্থাদিও লিখে না। ক্রমে যাহার সঙ্গের জিনিস, তাহার সঙ্গেই লয় পায়। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, শিল্প, ভূতত্ত্ব, জ্যোতিষ, উদ্ভিদ বিদ্যা, কলকার-

খানারও অর্থোপার্জ্জনের কত নাম করিব, যাহা বলিবেন, ইংরাজী সকল বিষয়েই পুস্তকাদি আছে, ইংরাজ রাজত্বের প্রজার এই জন্যও ইহাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

ইংরাজ রাজ্যে প্রজার ধর্ম্ম, ধন প্রাণ যথেষ্ট নিরাপদ, ইংরাজ রাজত্ব গুণের আদর করেন। অধীন প্রজার প্রাচীন কীর্ত্তি সযত্নে রক্ষার চেষ্টা করেন, কত শত ধ্বংশোন্মুখ দেবমন্দির রক্ষা করিতেছেন, দেশের বিদ্বান পুজ্য লোকগণের নাম ও কীর্ত্তি রক্ষার জন্য প্রস্তর ফলকাদি স্থাপন করিয়াছেন, স্বাস্থ্যের জন্য প্রভূত অর্থ ব্যয় করিতেছেন, প্রজার সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য ইংরাজ রাজত্বের চেষ্টা ও যত্ন আছে, একথা কে অস্বীকার করিতে পারে। ভারতবাসীর চক্ষে ইংরাজজাতি একটী আদর্শ কর্ম্মীর পূর্ণ আদর্শ, একথা কে অস্বীকার করিবে?

এই ইংরাজ সহবাসে আমাদের অনেক সংকীর্ণতা কমিতেছে, বাস্তবিক আমরা ইংরাজ জাতিতে অনেক মহৎগুণও দেখিতে পাই।

আমাদের শিখিবার ইচ্ছা থাকিলে এই আদর্শ জাতি হইতে অনেক শিক্ষালাভ হইতে পারে, কিন্তু আমরা ত ইহাদের একটীও সৎ গুণের অনুকরণ করি নাই। সাহস, উদ্যমশীলতা, সময়ের সৎব্যয়িতা, এ সকল কি আমরা অনুকরণ করিয়াছিলাম? ইংরাজ জাতির ন্যায় স্বজাতিপ্রেম, স্বদেশভক্তি স্বদেশ শিল্পের আদর কোন জাতির আছে? ইংরাজ নিজের আইনে নিজে দণ্ড লইতে কুণ্ঠিত নহেন। জাতীয়তার মহত্বের হিসাবে ইংরাজের এ সকল অতি বড় মহৎ গুণ, একথা ত অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

এলাহাবাদ শিল্পপ্রদর্শনী।

এলাহাবাদ শিল্পপ্রদর্শনীতে প্রথম অপেক্ষা শেষ সময়েই লোক সমাগম অধিক হইয়াছিল। আমরা Agriculture বা কৃষিপ্রদর্শনী বিভাগ সম্বন্ধে পাঠকগণকে কিছু কিছু সংক্ষিপ্ত বিবরণ জানাইব।

এই বিভাগের ১ নং ষ্টাণ্ডে মেসার্স বরণ কোম্পানি কৃষিসম্বন্ধীয় বিবিধ প্রকার যন্ত্রাদি প্রদর্শন করিয়াছেন, তন্মধ্যে ধানভানা কল, চপ্ কটিং মেশিন, লাঙ্গল, প্রভৃতি দেখিবার জিনিস। মেসার্স ইউয়িং এণ্ড কোম্পানী, রিয়া, পাট, মূজা প্রভৃতি হইতে কেমন করিয়া আঁশ বাহির করিতে হয়, তাহার বিবিধ যন্ত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। জেসব কোম্পানীও চায়ের বিবিধ যন্ত্রাদি প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু এদেশের দুঃখী কৃষকগণের এ সকল যন্ত্র ব্যবহারেরই ক্ষমতা নাই, কেবল দেখাই সার।

১ নং ষ্টলে কতকগুলি কৃষিবিষয়ক আমেরিকান যন্ত্রাদি ইনটার ন্যাশন্যাল হারভেষ্টার কোম্পানি দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে, কেমন করিয়া কলে ভূমি কর্ষণ হয়, কলে বীজ বপন, মই দেওয়া, নিড়ান প্রভৃতি অনায়াসে কলের সাহায্যে হইতে পারে, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে, এগুলি বাস্তবিক চিত্তাকর্ষক এবং শিক্ষাপ্রদ। তাহার পর বিবিধ প্রকার জলসেচনের যন্ত্র, ফসল ঝাড়াইয়ের যন্ত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। এগুলি দেখিয়া পাশ্চাত্য জগত কৃষিবিজ্ঞানে কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছে, দেখিলে আনন্দ হয়। তাহার পর কৃষিজাত বিবিধ শস্য, লতা, ফল, ফুল, বীজ কেমন করিয়া ইলেকট্রিক মটর সাহায্যে যন্ত্রাদি চালিত হয়, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

কৃষির অনিষ্টকারী বিবিধ প্রকার পোকা মাকড়ও প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহারা কেমন করিয়া কৃষকের শ্রমজাত শস্য নষ্ট করে তাহাদের আকৃতি চিত্রাদি প্রদর্শিত হইয়াছে। এগুলিও কৃষকগণের শিক্ষাপ্রদ।

তাহার পর ক্রস ফাক্টরী, সুগার ফাক্টরী বা চিনির কারখানা, তাহার বিবিধ কল কারখানা গবাদির খাদ্য, তুলার চাস, তুলা হইতে বিবিধ প্রকার দ্রব্য উৎপাদনের যন্ত্রাদি, এণ্ডি রেশম কেমন করিয়া বাহির করা হয়, তাহার যন্ত্রাদি। তাহার পর দুগ্ধের কারখানা, গরুর দুগ্ধ হইতে মাখন প্রস্তুতাদি প্রদর্শিত হইয়াছে, এগুলি যেমন শিক্ষাপ্রদ, তেমনি কৌতূহলোদ্দীপক। ঘোড়া, মুরগী, ছাগলাদি পালন, তাহার বিবিধ যন্ত্রাদি প্রদর্শিত হইয়াছে কত আর বলিব, দেখিলে বিস্ময়ে অবাক হইয়া যাইতে হয়, বলা বাহুল্য এ সমস্তই পাশ্চাত্য দেশের শিল্পী এবং পণ্ডিতগণের উদ্ভাবন শক্তির ফল। সদাশয় গভর্ণমেণ্ট এদেশের কৃষকগণকে উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে এইরূপ বৃহৎ প্রদর্শনীর সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এদেশের কৃষকগণের অবস্থা অতি শোচনীয়, তাহারা দুবেলা দুমুঠা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। তাহাদের এ সকল দেখাই সার হয় মাত্র। ভারতের ন্যায় স্বর্ণপ্রসূতা দেশে যদি কৃষকের দশা উন্নত হইত, তাহা হইলে ভারতের অন্ন খায় কে? এদেশের উদ্ভাবন শক্তি থাকিলেও তাহার উৎসাহদাতা নাই, দেশের ধনকুবেরগণ কৃষির ন্যায় অর্থকরী কার্য্যে এক পয়সা ন্যস্ত করিতে নারাজ ও কুণ্ঠিত। সুতরাং এদেশের দীন কৃষক আর কি করিতে পারে? তাহারা অর্দ্ধ অনশনে যতটুকু জীর্ণ শীর্ণ বুভুক্ষু শরীরে হস্ত পদ দ্বারা যাহা পারে, তাহাই করে। দেশের ধনবান লোকগণের অর্থ যদি আজ দেশের কৃষির উন্নতিকল্পে ন্যস্ত হয়, উন্নত প্রণালীর কলকারখানা আনাইয়া দেশের শ্রমজীবিগণকে তাহাতে নিয়োজিত করিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা হইলে ভারতের অন্ন কষ্ট বিদূরিত হইয়া সোনার ভারত আবার সোনার ভারতই হইতে পারে। এত বড় প্রদর্শনী কৃষকও দুদশজন দেখিয়াছে, এবং দেশের ধনকুবেরগণও দেখিয়াছেন। দেখা যাউক, শুধু দেখাই সার হয়, কি এদেশের লোক কিছু করিয়া প্রদর্শনী দর্শনের সার্থকতা সম্পাদন করে।

কৃষি

PRINCIPLES OF AGRICULTURE.

কৃষি-তত্ত্ব।

—:():—

পল পড়িয়া জমীর সৃষ্টি হয়, পলি কাহাকে বলে?

নদীর জল বন্যার সময় উপ্ছাইয়া পার্শ্ব-বর্ত্তী তীর ভাসাইয়া ফেলে, যখন জল মরিয়া যায়, তখন এক প্রকার অতি কোমল কর্দ্দমের স্তর পড়ে, ইহাই পলি, এই পলি যদি মরু-ভূমীর উপর পড়ে, তাহা হইলে সেই মরু-ভূমিও উর্ব্বর হইয়া উঠে।

কিন্তু পলি কোথা হইতে আইসে, ইহা জিজ্ঞাস্য বটে।

এই পলি, কাঁকর বা বালী ইহাদের সকলেরই জন্ম পাথর হইতে। ঋতুর প্রভাবে অর্থাৎ শীত, গ্রীষ্ম এবং বর্ষার প্রভাবে পাথর মাটীতে পরিণত হয়, পাহাড় পর্ব্বতের পাথরই পল্কাইয়া সূক্ষ্ম পরমাণুবৎ হইয়া যায়। ইহার উপর তৃণ বৃক্ষাদির বীজ পড়িয়া উদ্ভিদ জন্মে, ক্রমে তাহাদের শিকড় পাথর ভেদ করে এবং সেই দিকে জল প্রবেশ করিয়া পাথরের নিম্ন পর্য্যন্ত পল্কাইয়া দেয় এবং সমস্তই ক্রমে সূক্ষ্ম পলিতে পরিণত হইয়া যায়, সেই সূক্ষ্ম কনা জলের সহিত উচ্চ ভূমি হইতে গড়াইয়া গড়াইয়া ক্রমে নদীর সৃষ্টি হয়, নদী ঐ সূক্ষ্ম প্রস্তর কনা বহিয়া আনিয়া জনপদের মধ্য দিয়া পলির স্তর ফেলিয়া জনপদকে উর্ব্বরা শক্তি প্রদান করে। এখন এই পলির মধ্যে কিকি পদার্থ থাকে, তাহা দেখা যাউক।

এই পলি মাটীতে ক্ষার, হাড়, সোরা বর্ত্তমান থাকে। বিজ্ঞানবিদগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, জমীতে বা পলিতে প্রধানতঃ ছয়টী পদার্থ থাকে। Nitrogene Potasheum, Phosphorus, Calsium, Iron and Sulphar,

সোরা, ক্ষার, চুন, হাড়, লৌহ এবং গন্ধক।

বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ ইহাদের নাম করিয়াছেন, সোরাজান যবক্ষারজান, চুনজান অস্থিজান ইত্যাদি। সোরাজান অর্থাৎ যাহা হইতে সোরা জন্মে।

মাটীতে আরও অনেক জিনিস থাকে, তাহারা জমীর উর্ব্বরতা বৃদ্ধির সাহায্য করে বটে, কিন্তু সোরা, ক্ষার, চুন এবং অস্থি এই চারিটী উর্ব্বরতা বৃদ্ধির প্রধান সামগ্রী।

জমীতে এই চারিটী জিনিস যে সমপরি-মান থাকে, তাহা থাকে না। কোনটা কম, কোনটা বেশী থাকে, কোনটীর অভাব হয় না বা হইলেও জমীর ক্ষতি হয় না, আবার কোনটার অভাবে জমীর উর্ব্বরতা কম হয়।

উপরোক্ত ৪টীর মধ্যে সোরা ক্ষার এবং হাড়ের অভাবে জমী অনুর্ব্বর হয়, সেই জন্য চাসের সময় এই ৩টীর প্রতি চাষার মনো-যোগ থাকা নিতান্ত আবশ্যক।

এই তিনটীর কম হওয়ার কারণ।

যাক্, এখন বোঝা গেল যে, পাথর হইতে মাটী জন্মে, এবং পাথরের প্রকৃতি অনুসারে কোন মাটীতে উপরোক্ত পদার্থগুলি কম থাকে, কোনটার বেশী থাকে। তবে ইহা পরীক্ষিত হইয়াছে যে, যে মাটীতে সার এবং হাড়ের অংশ অধিক থাকে, তাহা অধিক উর্ব্বর হয় এবং যে মাটীতে উহা-দের অভাব হয়, তাহাই অনুর্ব্বর হয়।

মাটীতে কেমন করিয়া সোরার উৎপত্তি হয়, তাহাও একটী জানিবার বিষয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, পাথর ক্ষয় হইয়া মাটী হয়, এবং সেই মাটীতে আবার গাছপালা জন্মিয়া তাহাদের ধ্বংশ হইলে পচিয়া ঐ ধ্বংশা-বশেষ গাছপালা এবং জন্তুর দেহাদি হইতে যে একটা অবস্থা জন্মে, তাহা হইতেই সোরা জন্মে। উর্ব্বরা জমীতে এই সকল জিনিস কত পরিমাণ থাকে, তাহার জানা উচিত, সাদা কথায় এই মাত্র বুঝিয়া রাখুন যে, ১০০ মন আন্দাজ মাটীতে সোরা, ক্ষার, এবং হাড়ের অংশ মোটে ১ হইতে ২ মন মাত্র থাকে, এবং এই পরিমাণ খুব গভীর মাটীতেও থাকে না। জমীর উপর অর্দ্ধহাত মাত্র স্তরেই বিদ্যমান থাকে।

এখন কথা, বাকী মাটীটায় থাকে কি? বাকী মাটীটায় বালী, চুন, এটেল, গলিত গাছ পালার ধ্বংশাবশেষ থাকে। ইহাদের পরি-মাণের কমবেশী অনুসারে মাটীও ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে, যথা বালীর পরিমাণ বেশী হইলে বেলে মাটী, এঁটেল বেশী থাকিলে এটেল মাটী, চুন বেশী থাকিলে চুনামাটী; গাছপালা পচা বেশী থাকিলে পাতাপচা মাটী, বালী ও মাটী সম ভাগ থাকিলে দো-আঁশ মাটী ইত্যাদি নামে আখ্যাত হয়। বুঝিয়াছেন? আগামী মাসে আরও অনেক বিষয় বুঝাইব। আজ বুঝিলেন কি?

১। পাথর হইতে মৃত্তিকা বা জমীর উৎপত্তি।

২। উর্ব্বরতা বৃদ্ধির জন্য ক্ষার এবং হাড় অধিক আবশ্যকীয়।

৩। গলিত উদ্ভিদ এবং জন্তুদেহ হইতে সোরার উৎপত্তি।

আগামী মাসে উর্ব্বর জমীর অনুর্ব্বর হইবার কারণ এবং অন্যান্য অতি আবশ্যকীয় বিষয় গুলি বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

এই চিত্রের চতুর্দ্দিকে যে ফ্রেম দেখিতেছেন, ইহারই নাম মোল্ড্, এই ফ্রেমের কেমন কোনা মিল হইয়াছে।

ইহা মিটার ব্লকের সাহায্য ব্যতীত হয় না, সেইটী বুঝাইবার জন্য আস্ত ফ্রেম বান্ধান একখানি ছবি দিলাম।

শিল্প

PRACTICAL PICTURE-FRAMING

ছবির ফ্রেম বান্ধাইয়ের কাজ।

বেকারের উপায় শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা একবার Picture-framing বা ছবি বান্ধাইয়ের কথা বলিয়াছিলাম, বোধ হয়, কাজের লোকের পাঠকগণের তাহা স্মরণ থাকিতে পারে, আজ এই কাজটী সম্বন্ধে কিছু শিক্ষা দিব।

দেশে সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সহর মাত্রেই একাজ বেশ চলিতেছে, সামান্য পল্লী বাসীর কুটীর হইতে বড় লোকের অট্টালিকা যেখানে যাইবেন, ছবির প্রতি এখন লোকের যথেষ্ট আগ্রহ দেখিতে পাইবেন। ইহা হইতে এমন সিদ্ধান্তে আসিতে পারা যায় যে, এই কাজ করিয়া আজকাল সকল স্থানে একটা উপার্জ্জনের পন্থা করিয়া লওয়া যায়। ঘরের অপরাপর আসবাব পত্রের সঙ্গে ছবি বা চিত্রও সাধারণের একটা আবশ্যকীয় দ্রব্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

এদেশের অনেক যুবক কাজ খুঁজিয়া পান না, ছবি বান্ধায়ের কাজও একটী বেশ কাজ, ইহা দ্বারাও মাসিক ৩০।৪০ টাকা হইতে ১০০।২০০ টাকা উপার্জ্জন করা যায়। ইহাতে অধিক মূলধনের আবশ্যক হয় না। ১০।১৫ টাকা লইয়াও কাজে প্রবৃত্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে বড় হওয়া যায়। কেমন করিয়া একাজ চালান যায়, তাহা এই প্রবন্ধের অঙ্গ বিশেষ হইলেও তাহা পরে আলোচিত হইবে। আজ আমরা কেমন করিয়া ছবি বান্ধিতে হয়, তাহার আবশ্যকীয় সরঞ্জামাদির কথা সংক্ষেপে আলোচনা করিব। পিক্‌চার ফ্রেমিং সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, তাহা ক্রমে ক্রমে বলিতে হইবে।

রুচি এবং সখের উপর ছবির ফ্রেম নানা প্রকারের হয়, কাজ করিতে করিতে হাতে হেতেরে সে সকল বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়। দশটা জিনিসের নমুনা দেখিতে দেখিতে লোকে কাজ শিখে, আলোচনা ও বহুদর্শীতা দ্বারা লোক পাকা হয়। সে সকল পুথীগত বিদ্যারই অধীন নহে। Practical Knowledge বা হাতে হেতেরের জ্ঞান স্বতন্ত্র জিনিস, ইহাও স্মরণ রাখা উচিত।

এখন আসল কথার আলোচনা করা যাক্। ছবির চতুর্দ্দিকে কাঠের উপর সোণালী রূপালি গিল্টি করা বা বার্ণিস করা যে ফ্রেম থাকে, তাহার নাম মোল্‌ড্ Mould। ছবি বান্ধায়ের কাজটার নাম Moulding বা ফ্রেমিং।

ছবি বান্ধাইয়ের কার্য্যে ঐ মোল্‌ড্ বা যাহাকে এদেশে ফ্রেম্ বলি, তাহার কোনা মিল করা, কাচ কাটা, করাত ধরিতে শেখা, এই কয়টী ২।৪ দিন দেখিয়া এদেশে যে সকল সাধারণ চতুষ্কোন ছবি বান্ধান হয়, তাহা করা চলে।

ছবি বান্ধাইয়ের কাজ করিতে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলির আবশ্যক। ১ খানি চিকন্ দাঁতের করাত, ১টা প্লাস, একটা তুরপুন, একটা ভ্রমর, ২টা হাতুড়ী, স্ক্রু, পিন্, কড়া, গ্লাস্ বা কাচের পরকোলা, হিরের কলম, মিটার ব্লক ও শুটিং ব্লক্, কার্ডবোর্ড, পিসবোর্ড, ছুরি, কাঁচি ইত্যাদি।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, ছবির যে সকল ফ্রেম আছে, তাহাদের নাম মোল্‌ড্, এ সকল বিলাত, জর্ম্মানী প্রভৃতি দেশ হইতে আমদানি হইয়া এদেশে আইসে। ৵০ ফুট হইতে ৶০ ।০ ১৲ ২৲ পর্য্যন্ত ফুট বিক্রয় হয়। অকসফোর্ড

ক্রেম বরং এদেশের সূত্রধরগণ প্রস্তুত করিয়া দিতে পারে, কিন্তু গিল্‌টী ক্রেম এদেশে হয় না, হইতেও পারে না। জর্ম্মানীতেই ছবির ক্রেম্ প্রস্তুতের বড় বড় কারখানা আছে, এবং জর্ম্মানীর ক্রেমই সমগ্র জগতে আমদানী হইয়া থাকে।

যাক্, এখন এই মোল্‌ড বা ক্রেম্‌কে কোনামিল্ করিয়া কাটা বিনা যন্ত্র সাহায্যে হয় না। এই যন্ত্রটীর নাম Metre-block মিটার ব্লক অর্থাৎ কোনা কাটিবার যন্ত্র। ইহার উপরে ক্রেম রাখিয়া কাটিলেই দুইটী ক্রেমকে মুখোমুখি করিবা মাত্রই কোনা মিল হইয়া যায়। নিম্নে যে চিত্র প্রদর্শিত হইল,
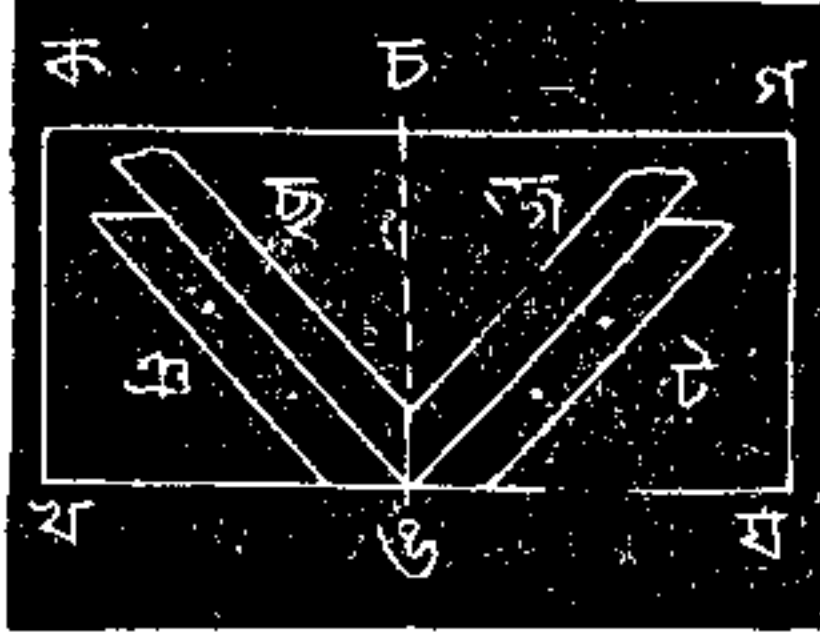
ইহারই নাম মিটার ব্লক। ইহা ঘরেই প্রস্তুত করিয়া লওয়া যায়, যন্ত্র ত ভারি, কয়েক খানি কাষ্টকে স্ক্রু দিয়া আঁটিয়া প্রস্তুত হইয়াছে। মিটার ব্লকের বিনা সাহায্যে যদি কোন মিস্ত্রি কোনামিল করিতে যায়, তাহা হইলে আমাদের বোধ হয়, সারাদিনেও সে ঠিকটী মিলাইয়া দিতে পারে না, এমন করিয়া ছবি বান্ধাইএর একটী ক্রেম করিতে যদি সারাদিন লাগে, তবে ব্যবসায় চলিবে কেন? সেইজন্য মিটার ব্লকের সৃষ্টি।

কেমন করিয়া মিটার ব্লক প্রস্তুত করিতে হয়।

কখগঘ এক খানি এক ফুট স্কোয়ারের ৩ ইঞ্চি পুরু কাষ্টের ব্লক বা তক্তা। ঙচ নামক একটী রেখা দ্বারা বিভক্ত মনে করুন। কিন্তু সত্য সত্যই ঐ দাগে কাষ্টটা কাটা নয়— এই মধ্য দিয়াই করাত চালাইলেই মোল্‌ড্ কাটিয়া যায়।

এই প্লেন তক্তাখানির উপর ঞ ও ট নামক ২ খানি এক ইঞ্চি পুরু এবং এক ইঞ্চি চওড়া এবং ৬।৭ ইঞ্চি লম্বা ২খণ্ড কাষ্ট স্ক্রু দ্বারা আঁটিয়া দিলেই মিটারব্লক বা সমকোন কোনা মিলান যন্ত্র হইয়া গেল। এখন দেখুন, ছ ও জ দুইখানি মোল্‌ড্‌কে ঞ এবং ট নামক যে দুই খানি স্ক্রু দিয়া আঁটা কাষ্ট খণ্ডের কথা বলিলাম, উহাদের পার্শ্বে পার্শ্বে (ভিতরের দিকে দিয়া পায়ে করিয়া চাপিয়া ধরিয়া করাত দ্বারা মোল্‌ড বা ক্রেম খানিকে কাটিলেই কলম বাড়ার ন্যায় হইবে, তখন দুই খানি ক্রেমের ২ মুখ একত্র মিশাইলেই কোনা মিল হইবে এবং চতুষ্কোন্ ক্রেমের একটী কোন প্রস্তুত হইবে। যথা এইরূপ হইবে।

এইরূপে চারিটী কোন মিলাইয়া কাঁটা দিয়া আঁটিয়া ক্রেম করা হয়। এখন বোধ হয়, মিটার ব্লকের উদ্দেশ্য বুঝিলেন। এই মিটারব্লক যে সে ঘরেই প্রস্তুত করিতে পারে, আগামী বারে বাকী কথা বুঝাইব। অদ্য স্থানাভাব।

সম্পাদকের মন্ত্রণা সভা।

মান্যবর

শ্রীযুক্ত "কাজের লোক" সম্পাদক
মহাশয় সমীপে—

১। আপনার প্রকাশিত 'কাজের লোক' আমি মনোযোগ সহকারে পাঠ করি এবং আপনার কার্য্যকুশলতা দেখিয়া আনন্দ লাভ করিয়া থাকি। একটী সামান্য বিষয়ের জন্য উপদেশ লইতেছি; তাহা এই:—স্কুলের বোর্ডগুলি কি কি জিনিসের দ্বারা রং করিলে উত্তমরূপ কার্য্য চলে, আপনার কাগজে প্রকাশ করিলে অনেক স্কুলের উপকার করা হইবে।

২। আপনার প্রকাশিত জলের কল যে প্রণালীতে প্রস্তুত করিতে আপনি উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার চেনের মধ্যের বলগুলি নেকড়ায় প্রস্তুত হওয়ায় ২।৪ বার ব্যবহার করিলেই শিথিল হইয়া পড়ে। সুতরাং তাহার দ্বারা আর কার্য্য চলে না। ইহার সুবিধা কিরূপে হইবে, উপযুক্ত উপদেশ দিলে বাধিত হইব।

শ্রীগঙ্গাধর নন্দ,
মুগবেড়িয়া পোঃ, মেদিনীপুর।

উত্তর।

১। (ক) সাধারণ কাল জাপান রং দিয়াও স্কুলের বোর্ডে কাল রং করা হয়। Black Japan মাখাইয়া এক কোটা বার্ণিস মাখাইলে তাহা দ্বারাও কাজ চলে।

(খ) একটা লোহার বা টীনের চাদরের উপর অর্দ্ধ পাউণ্ড ল্যাম্প ব্লাক (বা ল্যাম্প দ্বারা যে ভুঁষা পড়ান যায়) দিয়া সেইটা আগুনে চড়াইয়া যথেষ্ট ঠাণ্ডা হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয়, তাহার পর ছুরি বা স্পেচুলা দ্বারা সেইটাকে মাড়িয়া খুব সূক্ষ্ম করিতে হইবে, তাহাতে অর্দ্ধ পাঁইট আন্দাজ স্পিরিট অফ্ তারপিন দিয়া ব্রুস বা তুলি দ্বারা লাগাইতে হইবে, ২।৩ কোট লাগাইলেই কার্য্যোপযোগী হইবে। ইহা হইল পুরাতন বোর্ডের জন্য ব্যবস্থা। নূতন বোর্ডের জন্য ল্যাম্প ব্লাক বা ভুষাকে অগ্নিতে পোড়াইয়া লাল করিতে হইবে না। পাকা মসিনার অর্থাৎ Boiled oilএর সহিত মিশাইয়া পরে ইহার সহিত "পেটেণ্ট ড্রায়ার" "Patent drier" মিশাইয়া ব্রস দ্বারা লাগাইয়া বেশ শুষ্ক হইলে, ইহার উপর পূর্ব্বকথিত Burnt Lamp Black এবং Turpentine লাগাইয়া শুষ্ক করিয়া লইলেই নূতন এবং স্থায়ী রং হইয়া যাইবে। আরও বিবিধ উপায় আছে, কিন্তু তাহা জটীল এবং তত সহজ সাধ্য নয়।

২। কাজের লোকে প্রকাশিত সহজসাধ্য জল-সেচনের যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, শুনিয়া বড় সুখী হইলাম, অনেকেই "কাজের লোক"

পাঠ করেন, কিন্তু উদ্যোগী হইয়া কিছু করেন না।

চেনের মধ্যে কাপড় টিকিবে না, চামড়ার গোল গোল চাক্‌তির মত করিয়া গাঁথিয়া দিয়া দেখুন দেখি, সহজে পচিবে না, অথচ জল ও অধিক উঠিবে। রবার ব্যয় সাপেক্ষ, চামড়াকে তৈলাক্ত করিয়া লইলে সহজে জল স্পর্শ করে না, পুরাতন কুপো ও মসক কাটা চামড়াই দেওয়া উচিত, নচেৎ ব্যয় বাহুল্য হইবে। ক্যাম্বিশের চাক্‌তিও মন্দ হইবে না, ইহা টিকিবে, কলিকাতার রাস্তায় জল দেওয়া কাম্বিশের পাইপ্‌ ত সহজে জলে পচে না। ক্যাম্বিশের উপর তেলের রং করিয়া লইয়া ব্যবহার করিলে কি হয়, পরীক্ষা করা উচিত।

কাঃ সঃ

শ্রীঅটলবিহারী সেন।

গ্রাহকের যথাসাধ্য প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করি, যিনি গ্রাহক নহেন, এমন লোকের প্রশ্নের উত্তর দিতে বৃথা পরিশ্রম করিতে পারি কি? ক্ষমা করিবেন, ততদূর সাধ্য নাই।

গার্হস্থ্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

অধৌত ফলে রোগবীজানু।

বাজারের ফল ভক্ষণের পূর্ব্বে ৩।৪ বার পরিষ্কার জলদ্বারা ধৌত না করিয়া খাওয়া উচিত নয়, পাশ্চাত্য বীজাণুতত্ত্ববিদ ডাক্তারগণ পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, সকল ফলই ক্রেতাগণ হস্ত দ্বারা স্পর্শ করায় বিবিধ রোগ বীজ সংক্রামিত হয়। যক্ষ্মা, উপদংশ জনিতবীজ, কুষ্ট রোগাদির ভীষণ বীজ, জীব শরীরে সংক্রামিত হয়। ৩।৪ বার উত্তমরূপে ধুইলে এই বীজানু আর থাকে না। হিন্দুর দেশে আর্য্যঋষিগণ কোন খাদ্য দ্রব্য ধৌত না করিয়া ব্যবহার করিতেই নিষেধ করিয়াছেন। সাবধান! আর যেন কেহ কখন ব্যবহার না করেন।

মুখের ভাঁজ এবং তাহার উৎপত্তির কারণ।

বহু সুন্দর মুখশ্রী নাসিকার দুই পার্শ্বে কুঞ্চিত ভাঁজ হইয়া মুখশ্রী, নষ্ট হয়। যৌবনে বার্দ্ধক্য আনয়ন করে। চিন্তাই ইহার কারণ, চিন্তার জন্য নিটোল মুখশ্রী কুঞ্চিত হয়, ক্রমে স্থায়ী ভাঁজ অবশ্যম্ভাবী। এই জন্য সর্ব্বদেশের চিকিৎসক এবং পণ্ডিতগণ বলেন, সুখ দুঃখে বিচলিত না হওয়াই উচিত, হৃদয়কে বলবান করা উচিত। আর্য্যঋষিগণও নির্লিপ্ত হইয়া সংসারে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সদানন্দ লোক সহজে বৃদ্ধ হয় না। মনের অবস্থার উপর বার্দ্ধক্য নির্ভর করে, এমন কি পরমায়ুও নির্ভর করে। আমি বৃদ্ধ হইতেছি, এ বার আমি মরিব, এই চিন্তা যত করিবেন, মৃত্যু তত নিকটবর্ত্তী হইবে। যে সকল লোক নিজেকে বৃদ্ধ ভাবে না, মৃত্যুর কথা ভাবে না, তাহারা দীর্ঘজীবি হয়। মুখের ভাঁজ দেখিয়া মানবের প্রকৃতি স্থির করা যায়। হিংসা, স্বার্থপরতা, কুটবুদ্ধি, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, এ সমুদয় মুখের কুঞ্চিত রেখা দেখিয়া বলিয়া দেওয়া যায়। বারান্তরে ইহার আলোচনা করিব। এখন কথা, কদাচ চিন্তাকে হৃদয়ে স্থান দিবেন না। চেষ্টা করিয়া দুর্ভাবনা বিদূরিত করিবেন, দেখিবেন যৌবনের মুখশ্রী চির বর্ত্তমান থাকিবে। শীঘ্র বৃদ্ধ হইবেন না। হৃদয় সর্ব্বতোভাবে পবিত্র রাখিলে দুশ্চিন্তা হৃদয়ে স্থান পাইবে না, ইহাই সঙ্কেৎ।

আঁতুড় ঘরে বিপত্তি।

আমাদের হিন্দুগণ প্রসূতির আঁতুড় ঘর প্রায় গবাক্ষ শূন্য অন্ধকূপ ঘরেই ব্যবস্থা করেন। ঘরে কাষ্ঠের আগুন করা হয়, অথচ দ্বারবন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, বিশুদ্ধ বায়ু ঘরে প্রবেশ করিতে না পাওয়ায় কার্ব্বন গ্যাস জমিয়া প্রসূতি, ধাত্রী এবং সন্তানের মৃত্যু হইয়াছে, এরূপ দুর্ঘটনার সংবাদ অপ্রচুর নয়। যাহাতে বিশুদ্ধ বায়ু চলাচল করিতে পারে, ঘরের ধুম অনায়াসে নির্গত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। নচেৎ বিপদ অবশ্যম্ভাবী। এই আঁতুড় ঘর সম্বন্ধে "কাজের লোকে" ডাক্তার প্রিয়নাথ নন্দী মহাশয়ের বহুদর্শিতার ফল অনেকবারই প্রকাশিত হইয়াছিল, পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে। আমরা এখন আমাদের প্রাচীন আর্য্যগণের ব্যবস্থামতও চলিতেছি না, সেটাও চিন্তা করিবেন।

চামড়াকে নূতন করিবার সহজ সাধ্য উপায়।

সমপরিমাণ ভিনিগার বা সির্কা এবং পাকা মসিনার তৈল (Boild Linseed oil) মিশাইয়া ন্যাকড়া ভিজাইয়া অল্প পরিমাণে চামড়ার জিনিস এবং গদি, চেয়ারের কুশনে লাগাইয়া একটা নরম কাপড় দ্বারা ঘর্ষণ করিলে চামড়ার স্বাভাবিক বর্ণ এবং চাকচিক্য ফিরিয়া আইসে। বেশী লাগান উচিত নয়, তাহা হইলে পালিস—উঠিবে না।

বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব।

ইন্দুর নাসের অভিনব উপায়।

লণ্ডনে ইন্দুর নাশের ধুয়া উঠিবার পর অসংখ্য প্রকার সাংঘাতিক বিষের সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু সেগুলি ব্যবহার করাও বিপদ জনক। সম্প্রতি ইউনাইটেড্ ষ্টেট্ কৃষি বিভাগ বেরিয়ম কার্ব্বোনেট (Barium Carbonate) নামক একটী পদার্থের কথা বলিয়াছেন, ইহা রুটীর টুকরা বা মাখমে মাখাইয়া ইন্দুরের আবাস স্থানে রাখিলে ইন্দুর তাহা খাইয়া মরে, কিন্তু ঘরে মরে না। জলের জন্য বাড়ী ছাড়িয়া জলাশয়ের দিকে ধাবিত হয় এবং সেই স্থানেই ইন্দুর জন্ম সম্বরণ করে।

বেরিয়ম্ কার্ব্বনেট ও অধিক মাত্রায় মানব এবং অপরাপর বৃহৎ জন্তুর পক্ষে বিষাক্ত বটে, কিন্তু অল্প মাত্রায় কোন অনিষ্ট হয় না।

আবিষ্কার।

এক রকম টাইপরাইটার আবিস্কৃত হইয়াছে, তাহার শব্দ হয় না।

ঘোড়ার ইন্‌ফুলুয়েঞ্জা।

লণ্ডন সেণ্ট পার্থোলোমিউর হাঁসপাতালে একটী রোগী আইসে, সে অশ্বরক্ষক, তাহার জ্বর এত শীঘ্র বৃদ্ধি হইতে থাকে যে, ডাক্তারগণের সন্দেহ হয় যে, বোধ হয় রক্ত বিষাক্ত হইয়াছে, তাহার বাহু হইতে রক্ত লইয়া পরীক্ষা করায় তাহাতে ইন্‌ফুলুয়েঞ্জা রোগের বীজাণু দৃষ্ট হয়, সেই বীজাণু ঘোড়া হইতেই এই রোগীর দেহে প্রবেশ করিয়াছিল। ঘোড়ারও যে ইন্‌ফুলুয়েঞ্জা হয়, তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে।

১২০০ বৎসরের বৃক্ষ।

জর্ম্মানীর টাউনস্ নামক স্থানের নিকট একটী বৃক্ষ আছে, তাহার বয়স ১২০০ বৎসর, ৩৬ গুঁড়িটার পরিধি ৩৬ ফিট প্রায়, ২০০ লোক এই ছায়ার নীচে বিশ্রাম লাভ করিতে পারে।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২॥০। Registered No. C. 421

THE BUSINESSMAN

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, এবং সাহিত্য বিষয়ক সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিক পত্র।

পঞ্চম বর্ষ, ২য় সংখ্যা। New Series, FEBRURY 1911. নূতন সংস্করণ। ফেব্রুয়ারী, ১৯১১। Vol. V. No. 2

নমঃ গণেশায়।

সেকালের কৃষি।

(১)

জগতের প্রাচীন নগর সমূহের মধ্যে উর্ব্বরতা ও কৃষিজাত দ্রব্যের জন্য ভারতই সকলের শীর্ষস্থানীয় ছিল। এমন নদনদী-বনস্পতি পরিশোভিত দেশ, এত শিল্পী, এত কৃষিজীবি জাতিতে পরিপূর্ণ দেশ, বাস্তবিকই প্রাচীন কালে আর ছিল না বলিলেই হয়। ভারতের বহির্বাণিজ্য ছিল, বিদেশীয়গণের সহিত কাজ কারবার ছিল, শিল্পী ও বীর ছিল, বৈভব ছিল, এ সমস্তই যে কৃষিজাত প্রচুর শস্যের ফল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যখন হইতে আর্য্যগণ পঞ্জাবে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, তখন হইতেই কৃষির দিকে তাঁহাদের মনোযোগ ছিল, ইতিহাস তাহা দেখাইয়া দেয়। ঋগ্বেদ উপদেশ দিতেছেন "কৃষির অভ্যাস হইতে কদাচ বিরত হইও না।" ঋগ্বেদের অন্য স্থলে দেখা যায়, ঋষিগণ প্রার্থনা করিতেছেন, "আমাদের গো সকল সুখে লাঙ্গল টানিতে সক্ষম হউক, আমাদের লোকজন সুখে কৃষিক্ষেত্রে শ্রম করিতে সক্ষম হউক, আমাদের হল সুখে পরিচালিত হউক ইত্যাদি। ঋক বেদের চতুর্থ মণ্ডলে কৃষি সম্বন্ধে বিশেষরূপ আলোচনা দেখা যায়, বামদেব কৃষিযন্ত্র সম্বন্ধে সমালোচনা করিয়াছেন। প্রাচীন কালে বৈশ্য জাতি এই কৃষিবিদ্যা বিশেষ রূপে পাঠ করিতেন।

স্মৃতি এবং তন্ত্রেও কৃষি সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা দেখা যায়। বৈশ্যগণ কোন সময় কোন ক্ষেত্রে কি শস্য বপন করিতে হয়, তাহা বিশেষ যত্নের সহিত শিক্ষা করিতেন। সে সময়ের রাজন্যবর্গও কৃষি বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিতেন। কারণ শস্যের অবস্থার উপরই দেশের সুখ দুঃখের অবস্থাও নির্ভর করে।

রাজন্যবর্গও প্রজার নিকট এবং বৈশ্যগণের নিকট কৃষিকার্য্য শিক্ষা করিতেন, ইহাও তাহাদের রাজধর্ম্মের অঙ্গবিশেষ বলিয়া অবশ্য পাঠ্য বিষয় ছিল। কৃষি তখনকার রাজাগণের এত আদরের এবং এত আবশ্যকীয় ছিল যে, চিত্রকূট পর্ব্বতে যখন ভরতের সহিত দশরথের মৃত্যুর পর রামচন্দ্রের সাক্ষাত হইল, তখন শ্রীরামচন্দ্রের ভরতের প্রতি প্রথম জিজ্ঞাস্যই ছিল "শস্যের অবস্থা ভালত?"

(রামায়ণ)

হল যন্ত্রকে প্রাচীন কালে কিরূপ আবশ্যকীয় এবং মূল্যবান বিবেচনা করা হইত, তাহা দেখুন। বনপর্ব্বে দুর্যোধনের বৈষ্ণব যজ্ঞের আয়োজন সময়ে পুরোহিত কেমন উপদেশ দিতেছেন তাহা পাঠ করিলেই উপলব্ধি হইতে পারে। রাজ-পুরোহিত উপদেশ দিতেছেন:—"রাজন্যবর্গকে নিমন্ত্রণ করার জন্য তাঁহারা যে সকল সুবর্ণ রাশি প্রদান করিবেন, সেই সুবর্ণ দ্বারা একটী হলযন্ত্র প্রস্তুত করিতে হইবে, এবং সেই সুবর্ণ হল দ্বারা যজ্ঞস্থল কর্ষণ করিতে হইবে।" বল-

রাম নিজে হলকর্ষণ করিতেন, সেই জন্য তাঁহার নাম হলধর।

গ্রীকগণ তাঁহাদের ইতিহাসে ভারতবাসীকে উৎকৃষ্ট কৃষক জাতি বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন।

এই কৃষির প্রধান উপকরণ বলদ এবং গাভী, কেবল কৃষিপরায়ণ বৈশ্যদেরই আদরণীয় ছিল না, সমগ্র হিন্দুজাতির নিকট তাহারা দেবতা বলিয়া পূজ্য হইয়াছে।

ঋষিকন্যাগণ গাভী দোহন করিতেন, সেই জন্য তাঁহাদের নাম দুহিতৃ। শ্রীকৃষ্ণ নিজে গোচারণ করিতেন, মৎস্যরাজ বিরাট অসংখ্য গো পালন করিয়াছিলেন।

আর্য্যগণ অশ্ব, উষ্ট্র এবং হস্তিতে আরোহণ করিতেন, ঋগ্বেদে তাহার উল্লেখ আছে। জীব জন্তুর প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণের জন্য আমেরিকায় এবং ইংলণ্ডে যে সকল আধুনিক সভাসমিতি হইয়াছে, আমাদের আর্য্যগণ তাহাতেও উদাসীন ছিলেন না। মনুর চতুর্থ অধ্যায় ৬৭ এবং ৬৮ এবং পঞ্চম অধ্যায়ের ৪৬ শ্লোকে কিরূপে তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা পাঠক মাত্রেই দেখিতে পারেন। জীবের প্রতি সদ্ব্যবহার হিন্দুর ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত!

প্রাচীন ভারতে ধান্য, ইক্ষু, যব, তিল, কার্পাসের চাস ছিল, গাঁজা এবং নীলের চাস ছিল, যব এবং গমের উল্লেখ রামায়ণেও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতবাসী কার্পাসের এবং রেশমের সূক্ষ্ম বস্ত্র ব্যবহার করিতেন, এবং প্রস্তুত করিতে জানিতেন। চন্দন এবং ছত্রাদির ব্যবহার জানিতেন, পুষ্পের আদর জানিতেন, শাস্ত্রে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখা যায়। আর্য্যগণ কৃষির দ্বারাই সেকালের সমস্ত সুখস্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

৺প্যারিলাল মিত্র মহাশয় বাঙ্গালার কৃষি সম্বন্ধে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক ইংরাজীতে রচনা করিয়াছিলেন, তিনি কলিকাতা রিভিউ নামক পত্রেও লিখিয়াছিলেন যে "বাঙ্গালার রাজধানী সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তন হইলেও, বাঙ্গালা এক সময়ে স্বাধীন ছিল, ক্ষমতাশালী ছিল। ফেরিস্তা নামক মুসলমান ইতিহাসে বাঙ্গালার উল্লেখ আছে। এই বাঙ্গালায় তখন কৃষির বিশেষঃ উন্নতি ছিল, বাঙ্গালায় ব্যবসায় বাণিজ্য ছিল, সেকালের তুলনায় এ কালের বাঙ্গালার অবস্থার অধঃপতনই হইতেছে, কেন এমন হইল, তাহার কারণ প্রত্যেকেরই অনুসন্ধান করা উচিত। এই কৃষির উন্নতিকল্পে গবর্ণমেণ্টই বা কি করিয়াছেন, তাহার বিষয় আগামী বারে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

বাণিজ্য এবং উৎপত্তি।

—:(০):—

(শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য লিখিত)

মনুষ্য সমাজের আদিম অবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার নিজের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি আহরণ করিত। বৈদিক সময়েও ঋষিগণ ধর্ম্মচর্য্যার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ ধারণের উপযোগী বস্তু প্রভৃতি সংগ্রহ করিতেন। কিন্তু এক ব্যক্তির পক্ষে নিজের আবশ্যকীয় যাবতীয় পদার্থ সংগ্রহ করা কষ্টকর হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন লোক সমাজের প্রয়োজনীয় ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যাদি উৎপাদন ও সরবরাহ করিতে লাগিল। তাহাতেই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় বা কর্ম্মভেদ জন্মিল। কৃষক আপনার শস্যের বিনিময়ে বস্ত্র এবং অন্যবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও তন্তুবায় আপনার প্রস্তুত বস্ত্রের পরিবর্ত্তে শস্যাদি পাইতে লাগিল। এইরূপ বিনিময়ের দ্বারা সমাজের কার্য্য কতক শৃঙ্খলার সহিত চলিতে লাগিল।

কিন্তু "ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশোজনঃ"। ক্রমে এইরূপ বিনিময় প্রথাও অসুবিধাজনক বোধ হইতে লাগিল। কৃষকের যখন বস্ত্রের প্রয়োজন, তখন হয়ত তন্তুবায়ের শস্যের প্রয়োজন নাই, কিংবা হয়ত তাহার গৃহে উপযুক্ত পরিমাণ বস্ত্র প্রস্তুত নাই। এক দ্রব্য আমি বহুল পরিমাণে উৎপন্ন করিয়াছি, তাহা আমার বহুল পরিমাণ প্রয়োজন নাই, এবং আমার কি প্রয়োজন হইবে জানা নাই। অতএব সর্ব্ববিধ বিনিময়ের প্রতিনিধি স্বরূপ মুল্যবান এবং সহজে বহন করা যাইতে পারে, এইরূপ মুদ্রার সৃষ্টি হইল। মুদ্রা দেশের কৃষি, শিল্প সমুহের কল্পিত প্রতিনিধি মাত্র। ইহাকেই প্রকৃত সম্পত্তি জানিয়া অনেকে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়েন। যে সকল দ্রব্যে মনুষ্যের আহার, বিহার, দেহরক্ষা এবং শোভা সৌন্দর্য্য সাধিত হয়, সেই সকল দ্রব্যের আদান প্রদানের সুবিধা বিধানক্ষম ধাতুখণ্ডই মুদ্রা নামে পরিচিত। এই মুদ্রার প্রচলন হইতেই ব্যবসায়ের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে।

যেখানে যে যে দ্রব্যের প্রাচুর্য্য নাই, সেখানে সেই সেই দ্রব্য সরবরাহ করিতে পারিলে তথাকার অধিবাসীবর্গ যত্ন করিয়া আপনাদিগের প্রস্তুত দ্রব্যাদি কিংবা তাহার প্রতিনিধি স্থানীয় মুদ্রা দ্বারা তাহা লইতে আগ্রহ প্রকাশ করে। ব্যবসায়ীরা এই সরবরাহের ভার লয়েন এবং ইহার জন্য কিছু পারিশ্রমিক বা লভ্যাংশ দাবি করেন কৃষক, শিল্পী এবং ব্যবসায়ীকে সমাজের আহারদাতা এবং রক্ষাকর্ত্তা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

ব্যবসায়ীর সম্ভ্রম।

দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের শিক্ষার গুণে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যকে আমরা অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকি। সমাজ দেশে যে বলের সঞ্চার করিতে চায়, কৃষক এবং শিল্পী সেই বলের উৎপাদক এবং ব্যবসায়ী সেই বলের সহায়, ইহাদের কাহাকেও অবজ্ঞা করা উচিত নয়। এই তিন শ্রেণীর লোকের প্রাধান্য ও কর্ম্মদক্ষতা থাকিলে সমাজ সজীব থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে এক্ষণে শিল্পী নাই বলিলেও চলে, ব্যবসায়ী অবজ্ঞাত, তাই "নয়ন জলে বয়ান ভাসে"।

আমাদের দেশে বাণিজ্য কোন দিনই

অপমানজনক বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এ তিন শ্রেণীই সমাজের স্তম্ভ ছিল। বৈশ্যের কার্য্য নিন্দনীয় কার্য্য বলিয়া মনু কিংবা পুরাণকারগণ কখনও বলেন নাই, তাঁহাদের মতে বৈশ্যও দ্বিজ-জাতির মধ্যে গণ্য, বৈশ্যের বেদ পাঠে অধিকার ছিল, ব্রাহ্মণের পক্ষেও বৈশ্যের কার্য্য অকর্ত্তব্য ছিল না। যে বিশ শব্দ হইতে বৈশ্য শব্দ উৎপন্ন, তাহাও সভ্যতা-বাচক। পরবর্ত্তীকালে ব্যবসায়ীরা মহাজন, উত্তমর্ণ ও সাধু এই সকল বাক্যে অভিহিত হইতেন। ইহাতেও ব্যবসায়ীদের সম্ভ্রম সূচিত হইতেছে। বানিজ্য ব্যতিরেকে ধনী হওয়া যায় না। শাস্ত্রে কোন কোন স্থানে বৈশ্য শব্দের স্থানে ধনী শব্দের ব্যবহার আছে। "বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীঃ" এটা পুরাতন শাস্ত্রীয় কথা বলিয়া কেহ কেহ অগ্রাহ্য করিতে পারেন, কিন্তু বাণিজ্য না হইলে ঐশ্বর্য্য হয় না, তাহা ইংলণ্ড প্রভৃতির অবস্থা আলোচনা করিলেই স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। বাণিজ্যই অর্থশালী হইবার একমাত্র উপায়।"

পাঠকগণ দেখিলেন—কি সরল কথায় কত সহজে "ব্যবসায়ীতে" * প্রবীন ব্যবসায়ী নিজের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। "ব্যবসায়ী" পুস্তকখানিতে শিখিবার অনেক আছে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই এখানি পাঠ করা উচিত। প্রথম বর্ষে আমরা এই পুস্তকখানি গ্রাহকগণকে উপহার দিয়াছিলাম, মহেশবাবু স্বীয় সদাশয়তা গুণে কাজের লোকের উন্নতিকল্পে অনেকগুলি পুস্তক আমাদিগকে উপহার দিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশ আমাদের নিকট বড় মূল্যবান।

---

* কাজের লোকের পাঠক মাত্রেই কলিকাতার প্রসিদ্ধ এবং সৎ ব্যবসায়ী মেসার্স মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং এবং তাঁহাদের একোনমিক ফারমাসী নামক হোমিও এবং আলোপ্যাথিক কারবারের কথা জ্ঞাত আছেন, ইহাঁরাই সর্ব্বপ্রথম /৫ ও৴১০ ড্রাম হোমিও-প্যাথিক ঔষধ বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন। কলিকাতায় নানাস্থানে ইহাঁদের শাখা ঔষধালয়ও আছে, ১১ নং বোনফিলস্ লেনে ইহাদের হেড আফিস। আমরা তাঁহাদের বিশুদ্ধ ঔষধ পারিবারিক চিকিৎসার জন্য সততই ব্যবহার করি। এই ফারমের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বনাম ধন্য পুরুষ, প্রকৃত সৎ ব্যবসায়ী। তিনি তাঁহার পুত্রকে উপদেশ দিবার জন্য "ব্যবসায়ী" নামক একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন, তাহা নূতন ব্যবসায়ী এবং ব্যবসায় করণেচ্ছুক ব্যক্তির পক্ষে এত মূল্যবান যে, কাজের লোকের পাঠকবর্গকে তাঁহার সেই অমূল্য উপদেশাবলীর কিছু কিছু সারাংশ উপহার দিবার আকাঙ্ক্ষা সংবরণ করা যায় না। এই "ব্যবসায়ী" হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করায় জন্য কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে গ্রন্থকারের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। পুস্তকখানি মুদ্রাঙ্কণ ব্যয় অপেক্ষাও সুলভে বিক্রয় হয়, ডাকমাসুল সমেৎ /১০ পয়সায় টিকিট পাঠাইলে আমাদের নিকট পাওয়া যায়।

তিকুড় বা শঠী।

আগাছা হইতে লাভ।

—:():—

পাঠকগণ অবগত আছেন, শঠীর পালো এখন বাজারে বার্লি এবং এরারুটের ন্যায় বিক্রয় হইতেছে, ইহা একটী বিশেষ লাভজনক ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইতেছে। এই শঠী বনে জঙ্গলে আপনা হইতেই জন্মিয়া থাকে, কৃষির কোন বান্ধাধরা নিয়ম নাই। চট্টগ্রাম জেলায়, এবং পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থলেই হলুদ গাছের ন্যায় এই শঠীর গাছ জন্মে, অনেকের ধারণা, কোন ক্ষেত্রে অনেক দিন হলুদ চাস করিলে সেই হলুদের গেঁড়ো হইতেই শঠীর উৎপত্তি, কিন্তু সে ধারণা ভুল। শঠীর স্বতন্ত্র গাছ হয়, তাহা হলুদ গাছেরই মত। তাহার গেঁড়ো তুলিয়া বাগানের আওতা স্থানে এবং হলুদ চাসের উপযুক্ত ক্ষেত্রে লাগাইলে ইহা জন্মে। আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে শঠীর গাছ শুকাইয়া যাইলেই মাটী খুঁড়িয়া গেঁড়ো তুলিতে হয়।

তিকুড় বা পালো।

শঠী গাছের গোড়ায় যথেষ্ট গেঁড়ো জন্মে, তাহা কুটিয়া পালো হয়, সেই পালোকে চট্টগ্রাম অঞ্চলে "তিকুড়" বলে। শঠীর গুড়াকে রং করিয়া আবির প্রস্তুত হয়। শঠী আরারুটের ন্যায় তত সাদা নহে, একটু সবুজ রঙ্গের আভাযুক্ত। তিকুড়ের গুণ স্নিগ্ধকর, পিত্তনাশক, লঘু, লোকে প্রমেহাদি রোগে ইহা ভিজাইয়া সরবৎ করিয়াও সেবন করে। এই পালোতে ঘৃত চিনি সংযোগ করিয়া অনেকে মোহন ভোগ করিয়া খাইয়া থাকেন। ইহা এক্ষণে শিশু-খাদ্য মধ্যে পরিগণিত হইতেছে, ইহা লঘু পাক বলিয়া রোগী চর্য্যায় ব্যবহৃত হইতেছে।

পালো প্রস্তুত করিতে হইলে মাটী হইতে তুলিয়া উত্তমরূপে ধৌত করিতে হয়, ইহাতে যেন একটুও বালী বা কাদা না থাকে। তাহার পর জলে ফেলিয়া কচ্লাইলে পরস্পরে ঘর্ষিত হইয়া উপরের ছালটা উঠিয়া সাদা হয়। ইহাকে ঢেকিতে কুটিয়া খুব সূক্ষ্ম চূর্ণ করা হয়। তাহার পর পরিষ্কার জলে ফেলিয়া গুলিয়া এক স্থানে নিনাড় ও স্থিরভাবে রাখিয়া দিতে হয়। প্রায় ৫।৭ ঘন্টা পরে দেখা যায়, নিচে তলানী পড়িয়াছে, সেই তলানি যেন পুনরায় গুলাইয়া না যায় এরূপ ভাবে উপরের জলটা ফেলিয়া দিয়া নীচে যে তলানি থাকে, রৌদ্রে শুষ্ক করিলেই "তিকুড়" বা পালো হয়, ইহা দ্বারা আবির করা চলে। কিন্তু খাইবার উপযুক্ত করিতে হইলে আরও ৩।৪ বার জলে উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় ধৌত করিলে রং ভাল হয়। শুষ্ক হইলে সূক্ষ্ম বস্ত্রের চাল্‌নী দ্বারা ময়দা চালার মত চালিতে হয়, তখন খুব মিহি গুড়া পড়ে তাহাই শঠীর পালো। তিকুড়ের গুড়া ।০

আনা হইতে ।৴০ সের বিক্রয় হয়। কিন্তু বাঙ্গালার সকল স্থানে ইহার ব্যবহার জানে না, সেই জন্য শঠী এত অনাদৃত। ইহা যাঁহাদের বাগানে জন্মে, তাঁহারা আগাছা বলিয়া তুলিয়া ফেলিয়া দেন।

একটা দৈনিক ।/০ আনা বেতনের লোকে দিবসে ১০।১২ মণ শঠী তুলিতে পারে। ।৶০ আনা বেতন দিলে একটা স্ত্রীলোক প্রতিদিন ২॥০ মণ শঠী কুটিয়া দিতে পারে। চট্টগ্রামের একজন ভদ্রলোক লিখিয়াছিলেন, যে ২॥০ মণ শঠী কুটিলে প্রায় ১২॥০ সের শঠী পাওয়া যায়।

এদিকে ১০ মণ দৈনিক শঠী উঠিবে, কম নহে। সুতরাং দশ মণ শঠী কুটীতে খরচ ১॥০।

প্রতি ২॥০ মণ শটীতে ১২॥০ সের শঠী পাওয়া যায় সুতরাং ১০ মণ শঠীতে ৫০ সের অর্থাৎ ১ মণ ১০ সের শঠী মিলিবে। শঠীর সের যদি অতি কম করিয়া ৶০ হিসাবে ও সের বিক্রয় করা যায়, তাহা হইলে ৮৸০ আনার শঠী বিক্রয় হইবে। খরচ বাদ অর্থাৎ ইহা হইতে যদি ২৸০ আনাও খরচ বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে প্রতি এক মণ দশ সের মালে ৬৲ টাকা লাভের আর ভুল নাই, সুতরাং ইহা কি সাধারণ লাভের কাজ মনে করেন? বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই ইহার চাষ হওয়া উচিত। কিন্তু সে সকল যে সুমতি, আমরা সে দিক দিয়াও ত যাইব না, এই রোগেই ত আমরা মরিয়াছি।

টীকা টীপ্পনী।

আমেরিকার কৃষি—একবার স্থিরীকৃত হইয়া ছিল যে, আমেরিকার কৃষিকার্য্যে ২০,০০০,০০০,০০০,০০০ ডলার নিয়োজিত আছে, প্রতি ডলারের দাম আমাদের ভারতের টাকায় ৩৵০, সুতরাং ভারতের টাকার কত, একবার হিসাব করিতে আপত্য কি? শিল্প অপেক্ষা কৃষিতে আমেরিকায় ৪ গুণ বেশী টাকা খাটান হয়। এই হিসাবটা ১৩০৯ সালের, এখন ১৩১৭ সালে কত বেশী বাড়িয়াছে, তাহা জ্ঞাত নহি। নিঃস্ব ভারতবাসী এত টাকার কথা কল্পনাতেই আনিতে অক্ষম। তাহার পর আরও শুনুন, ৫০০০,০০০ কৃষি-ক্ষেত্র আছে এবং ৪১৪০০০,০০০ একর জমীতে চাষ আবাদ হয়। আমেরিকার ভূট্টা, তুলা, গম, ছোলা, ঘাস এবং পশু খাদ্যে সমগ্র জগত ছাইয়া ফেলিতেছে। আমাদের বাঙ্গালী বাবু যে চাষ করে, তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। ইহাপেক্ষা বিস্ময়কর বিষয় আর কি হইতে পারে।

বাবলার ছাল—বাবলার কাষ্ঠে এ দেশের লাঙ্গল হয়, অনেক রকম কাজ হয়, এই কাঠ খুবই শক্ত, রৌদ্র ও বৃষ্টিতে সহজে পচিয়া যায় না। বাবলার ছাল রপ্তানি হইয়া বিলাতে যায়, ইহার কস্ চামড়ার রং করিতে ব্যবহৃত হয়। তাই ইহার ছাল ২॥০ হইতে ৩৲ টাকা দরে বিক্রয় হয়, এ দেশে বাবলা গাছ প্রচুর জন্মে, কিন্তু এ সংবাদ কেহত রাখে না। ছাল সংগ্রহ করিয়া অনেক বেকার দিনপাত করিতে পারে।

আকন্দের তুলা—আয়ুর্ব্বেদমতে ইহা বিশেষ উপকারী, ইহার তুলার আঁশ ভাল বলিয়া সাধারণ তুলাপেক্ষা উচ্চ দরে বিক্রয় হয়, আকন্দের চাষে লাভ অনেক, কাজের লোকে প্রথমবর্ষে তাহা আমরা লিখিয়া ছিলাম। কিন্তু কেহ কিছু করে কি?

বাবুই ঘাষ—বাঙ্গালার মাটীতে, সিংভূম মানভূম জেলায় ও সাঁওতাল পরগণায় প্রচুর বাবুই ঘাস জন্মে। ইহা দ্বারা দড়ী প্রস্তুত হয়। এখন ইহা দ্বারা কাগজ প্রস্তুত হইতেছে বলিয়া ইহার দর বাড়িয়াছে। পড়ো জমীতে বাবুইয়ের আবাদ হইলে ইহা দ্বারা নূতন আয় দাঁড় করান যায়। অনেকেই করিতেছেন।

রাসায়নিক লাক্ষা—লাক্ষা অর্থাৎ গালা। জর্ম্মাণীর জনৈক রসায়ণ তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত কৃত্রিম গালা আবিষ্কার করেন, তাঁহার নাম ছিল, ডাউমিন সাহেব, সেই নামে এই গালারও নাম হইয়াছে "ডাউমিন" ইহা ভারতীয় লায়ের গালা অপেক্ষা অর্দ্ধেক মূল্যে বিক্রয় হয়, সুতরাং এ দেশের গালার সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী, কৃত্রিম গালার কাট্‌তি বৃদ্ধি হইয়াছে, কারণ তাহা দরে সুলভ। কৃত্রিম নীল প্রস্তুত হওয়াতে নীলের কারবার মাটী হইয়াছিল, এ কথা সকলেই জানেন।

অস্ত্রক্ষত চিকিৎসা—কোন লোক যদি অস্ত্র দ্বারা আহত হয়, তাহা হইলে ক্ষত স্থানে গেঁন্ধা ফুলের পাতা বাঁটিয়া চাপাইয়া দিলে সহজে আরোগ্য হইবে ও ক্ষত স্থান দূষিত হইবে না। গবাদির চিকিৎসাতেও ইহা প্রযুজ্য। ইহা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শাস্ত্রে বিশেষ প্রশংসিত।

নিম্বের গুন—নিম্ব বা নিমের অশেষ গুণ, সেবার যখন বোম্বাই নগরে প্লেগের উপদ্রব অধিক হয়, তখন কতক লোক বরদা রাজ্যে পলাইয়া যায়, বরদা রাজ্যে নিমগাছ অধিক, সেইজন্য নিমের বাতাসে অনেক লোক প্লেগ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। নিমে কুষ্ঠ-রোগ পর্য্যন্ত ভাল হয়।

গো-মূত্র বা চনার সার:—গবাদি পশুর মূত্র টাট্‌কা কোন গাছ পালায় দিলে তাহা জ্বলিয়া যায়, ইহার কারণ অধিক সারত্ব। কোন প্রকার বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা গাছ মরে না। কিন্তু যত পরিমাণ পশুমূত্র, তাহার দশগুণ জল মিশাইয়া গাছের গোঁড়ায় দিলে গাছ ২।১০ দিলেই তেজস্বান হইয়া উঠে, ইহা পরীক্ষিত। পশুমূত্রে বৃক্ষলতার পরিপোষণোপ-যোগী সার অধিক থাকে, টাট্‌কা দিলে অধিক সার শোষণ করিয়া গাছ জ্বলিয়া যায়, সহ্য করিতে পারে না।

ভারতীয় যুক্ত-প্রদেশ সমূহে বাণিজ্যের প্রসার।

বর্ত্তমান সময়ে তুলার চাষ এই প্রদেশ-সমূহের উল্লেখযোগ্য বিষয়। প্রতি বৎসর এই স্থান সমূহ হইতে প্রায় ২০ লক্ষ মণ তুলা আমদানী হইয়া থাকে। তাহার প্রত্যেক মণের ওজন ৮২ ২/৭ পাউণ্ড। এই প্রদেশে সর্ব্বশুদ্ধ এগারটি বাষ্পীয় কল আছে। তাহাতে ৯২ হাজার ৭ শত ৬৪ জন লোক খাটে। ৩ হাজার ৭ শত ৪৭টি তাঁত এবং ৩ লক্ষ ৬৭ হাজার ৮ শত ৪টি চরকা আছে। এই সকল কলে বহু তুলার আবশ্যক হইয়া থাকে। ভারতে যত কলকারখানার কাজ হয়, তাহার শত করা পাঁচ ভাগ এই স্থানে হইয়া থাকে।

এই সকল কলে যে মাল প্রস্তুত হয়, তন্মধ্যে এক লক্ষ মনের কিঞ্চিৎ অধিক ভিন্ন দেশে চলিয়া যায় এবং বিলাত হইতে ৭ লক্ষ ৯১ হাজার মণ মাল ভারতে আসিয়া থাকে। সুতরাং তৎস্থান অধিকার করিতে হইলে এখনও বহু কল স্থাপনের আবশ্যক। প্রায় ২০ লক্ষ পাউণ্ড ভারতীয় কলের ধুতি দেশে বিক্রয় হয়, তন্মধ্যে তাহার এক তৃতীয়াংশ তাঁতের কল বা খটখটি দ্বারা প্রস্তুত হয়। ইহাতে তাঁতের কলের কার্য্যের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে বলিতে পারা যায় না। ইহার কারণ চরকায় সুতা প্রস্তুত করিতে বহু সময় নষ্ট হইয়া থাকে। কলে সেই সুতা অত্যল্প সময়ে প্রস্তুত হয়। কলে যে সমুদায় উত্তম সুচিক্কণ সুতা প্রস্তুত হয়, তাহা তাহারাই ব্যবহার করিয়া থাকে। অধিকন্তু খারাপ বা মোটা সুতাগুলি তাঁতিদের নিকট বিক্রয় করে। এই হইল দেশী বস্ত্রের কথা। বিলাত হইতে যে সুতা আসে, তাহা সূক্ষ্ম বটে, কিন্তু তাহা অধিক দিন গুদাম জাত হইয়া থাকায় দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। ইহাতে তাঁতিগণ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া থাকে। আর একটি অসুবিধা আছে, তাহা এই—এই যুক্তপ্রদেশ সমূহে নিরস তুলা জন্মে, তাহাতে সুচিক্কণ সুতা প্রাপ্তির আশা আকাশকুসুমবৎ অসম্ভব। কলে আরও বহু সুতা এবং কাপড় প্রস্তুত আবশ্যক, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যদ্দারা তাঁতিগণ উত্তম সুতা পাইতে পারে সেইরূপ কলেরও বিশেষ আবশ্যক। বহু বৎসর যাবৎ এই প্রদেশ সমূহে তাঁতের ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে এবং এই কার্য্য করিয়া আগেও লোক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত।

অধুনা হাতের তাঁতে প্রায় অর্দ্ধসের ওজনের কাপড় প্রস্তুত করিতে ।/৫ স'পাঁচ আনা খরচ পড়িয়া থাকে। সেই কাপড় ভারতীয় কলে প্রস্তুত করিতে স'চারি আনা খরচ পড়ে। উহা বিলাতের লাঙ্কাসায়ারের কলে চৌদ্দ পয়সার অধিক খরচ হয় না। এখন পাঠক পাঠিকাগণ বুঝিয়া দেখুন, ভারতে প্রস্তুত কাপড় সস্তায় প্রস্তুত হয় না। এখানে অধিক ট্যাক্স দিতে হয়। সস্তা না হইবার ইহাও একটি কারণ বুঝিতে হইবে। পরন্তু এই স্থলে ইহা বলা বাহুল্য যে, মোটা এবং তাঁতের কাপড় অধিক দিন স্থায়ী হয়। কলের কাপড় তত হয় না। আবার যে কাপড়ে সুতার ভাগ অধিক থাকে, তাহা যে অধিক দিন টিকিবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? বিলাতী কাপড়ে অধিক পাট মিশ্রিত থাকে বলিয়া তাহা সস্তা হয়, কিন্তু টিকে কম। ভারতীয় কলে বা তাঁতে প্রস্তুত কাপড়ে আদতেই পাট বা তদনুরূপ দ্রব্য মিশ্রিত করা হয় না। সুতরাং তাহার মূল্য কথঞ্চিৎ বেশী হইলেও অধিক দিন স্থায়ী হয়।

এক্ষণে সুন্দর কাপড়ের কাটতি দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে। এই প্রদেশে চারিটি কলে কাপড় যোগাইয়া উঠিতে পারিতেছে না। সিবন এবং বয়ন কার্য্যও ক্রমশই বৃদ্ধি হওয়া আবশ্যক। এইস্থলে তুলার দড়ি, ফিতা এবং গালিচার কারবার করিতে পারিলে বিশেষ লাভবান হওয়া যায়। রেশমের চাষ করিতে পারিলে বিশেষ সুবিধা হইতে পারে। তবে এখন যে উহার কার্য্য কথঞ্চিৎ পরিমাণে চলিতেছে, তাহা তাদৃশ উল্লেখযোগ্য নহে। ইহার উন্নতি কিছুই হইতেছে না। কারণ কাহারও এ দিকে চেষ্টা নাই। সোণালী জরির সুতা এই স্থানের একটি উত্তম ব্যবসায় ছিল, কিন্তু ফরাসী বনিকগণের প্রভাবে তাহাও লুপ্ত প্রায় হইয়াছে।

পাঠকগণ বোধ হয় সকলেই জানেন, উলের ব্যবসায়ের এস্থলে প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল, কিন্তু তাহাও মন্দীভূত হইয়া পড়িতেছে। ইহার কারণ এই—যে সমুদায় পশুর দেহ হইতে এই দ্রব্য উৎপন্ন হইত, সেই পশু এই দেশে জন্মিতেছে না। দুই, চারিটি যাহা জন্মিতেছে, তাহাদের উলের নানারূপ দোষ বাহির হইয়া পড়িতেছে। এই সমুদায় মেষের উলের কাঠিন্য এবং বিশুষ্কতা হওয়ায় যথোপযুক্ত তৈলাক্ত দ্রব্য নাই বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। এই প্রকার উলের মূল্য হ্রাস ভিন্ন বৃদ্ধি হইতেছে না। ১৯০৬-৭ সাল পর্য্যন্ত ৩২ হাজার মণ উল এই যুক্ত প্রদেশে উৎপন্ন হইয়াছে। ১৭ হাজার মণ দেশে ব্যয়িত হইয়াছে এবং ১৬ হাজার মণ ভিন্নদেশে প্রেরিত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন পাঞ্জাব, রাজপুতনা, তিব্বত, নেপাল এবং অষ্ট্রেলিয়া হইতে বহু উলের আমদানী হইয়াছিল। যুক্ত-প্রদেশে ১৯০৬-৭ সালে উলের প্রস্তুত দ্রব্যাদি যাহা আমদানী হইয়াছে, তাহার পরিমাণ শতকরা ৯.৪ মণ অপর স্থান হইতে ৯-৩ এবং ভারতের অপর প্রদেশ-জাত দ্রব্যাদি ৩-১ মণ হইবে। ১৯০৭-৮ সালে এই প্রদেশ হইতে ইউরোপ, অপরাপর স্থানে ও ভারতবর্ষের প্রদেশ-সমূহে ২.৮, ৪.৭ ও ৩.৯ মণ যথাক্রমে প্রেরিত হইয়াছিল। বিভিন্ন দেশ হইতে উলের আমদানী না হইলে ভারতে এখনও কত উলের আব-

শ্যক, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। মির্জাপুরের গালিচা এখনও প্রস্তুত হইতেছে।

কাপড়ের উপর রং দ্বারা নানাপ্রকার কার্য্য করা এবং চিত্র বিচিত্র করাও এই প্রদেশের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যবসায়। বিগত বর্ষে ইউরোপ হইতে ৭ লক্ষ টাকার এই প্রকার কাপড়াদি আমদানী হইয়াছিল, ইহাতে বোধ হইতেছে এই কার্য্যে কেহ কারখানা খুলিলে বিলক্ষণ দু পয়সা লাভ হইতে পারে।

দড়ী, টোয়াইন সুতা, ব্রুস প্রভৃতি দ্রব্য প্রস্তুত হইলে বাজারে খুব কাট্‌তি হইতে পারে। কিন্তু কেহই এ দিকে লক্ষ্য করিতেছেন না। আমাদের দেশীয় ধনকুবেরগণের এ দিকে একবার নজর দেওয়া উচিত। ইহাতে দেশের টাকা দেশেই থাকিবে এবং হা অন্ন, যো অন্ন করিয়া লোকের কষ্ট পাইতে হইবে না।

এই দেশের প্রধান খাদ্য গম। অতএব কতিপয় যব, গমাদি পেষণ-যন্ত্র বা ময়দার কল হওয়া আবশ্যক। এখানে চিনি পরিষ্কার করিবার কল আছে, চিনি এবং তুলার ব্যবসায়ের পরেই আর একটি বড় ব্যবসায় রহিয়াছে। সেটি চর্ম্মব্যবসায়। চর্ম্ম পিটিবার এবং মোলায়েম ও রং করিবার যন্ত্র আনিয়া কার্য্য করিলে অনেক সুবিধা হইতে পারে। বৈদেশীয়গণের যে দুই, চারিটী কারখানা আছে, তাহাতে উক্ত কার্য্যের অভাব পুরণ হইতেছে না।

এই স্থানে তিসি, সরিষা প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে চাষ হইয়া থাকে। সুতরাং এই স্থানে তৈল প্রস্তুতের কল স্থাপন করিতে পারিলে দেশে একটি ধনাগমের উপায় হইতে পারে। তুলা বীজ হইতেও একপ্রকার তৈল প্রস্তুত হয়। উহা (তৈল) জ্বালাইবার কার্য্যে বিশেষ সুবিধাজনক। অতএব ইহার ব্যবসায় করিলে বেশ চলিতে পারে। উক্ত বীজের এখানে অভাব নাই। লৌহ, ইস্পাত, তাঁবা ও পিত্তলের কার্য্যেরও উন্নতি হওয়া আবশ্যক। গালা এই স্থানের আরও একটী লাভজনক ব্যবসায়। কিন্তু এই ব্যবসায় ক্রমশই লোপ পাইতে চলিল। যদি কেহ গালা প্রস্তুতের কল স্থাপন করিয়া সেই কারখানায় রীতিমত কার্য্য চালাইতে পারেন, তবেই এই লুপ্তপ্রায় ব্যবসায়ের পুনরভ্যুদয় হইতে পারে। গালার চাষ সম্বন্ধে বারান্তরে কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল। ইতি

শ্রীগণপতি রায়,
লাইব্রেরীয়ান, ন্যাশনেল কলেজ, কলিকাতা।

ফুল-শয্যা।

—:():—

ক্ষুদ্র উপন্যাস।

উষার বয়স এখন ১৪ বৎসর; দুই বৎসর আগে বিবাহের সময়, উষা যখন, আনন্দ উৎসব সানাইয়ের মঙ্গল সঙ্গীতের মধ্যে, কচি প্রাণটী ভরা স্নেহ, ভালবাসা ও সুখকল্পনার রাশি লইয়া পতির সহিত প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তখন হইতেই তাহার শাশুড়ী অসন্তুষ্টা। কেন যে অসন্তুষ্টা, তাহার কিছু কারণ জানা যায় না। উষার মা সর্ব্বস্ব নষ্ট করিয়া উষার বিবাহ দিয়াছিলেন। উষার পিত্রালয় হইতে ভালরূপ তত্ত্ব আসে না, ইহাও হয়ত গৃহিণীর ক্রোধের অন্যতম কারণ। সেই গ্রামেই উষার পিত্রালয়, গৃহিণী উষাকে বাপের বাড়ীতে যাইতে দেন না। উষার স্বামীর নাম বিজনকুমার, কলিকাতায় মেসে থাকে, বি, এ, পড়ে। বিজন ছুটী পাইলেই বাড়ীতে আসে। গৃহিণী—উষার শাশুড়ী, পুত্রের বিবাহ দিবার জন্য অনেক দিন হইতেই স্বামী ও জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত পরামর্শ করিতেছেন; বিজন যদিও গরীব শাশুড়ী ও স্ত্রীর প্রতি বিশেষ সদয় নহে, তথাপি বিবাহ করিতে ইচ্ছুক নহে, গৃহিণী তাহাকে বিবাহের জন্য প্রায়ই অনুরোধ করেন।

* * * *

অপরাহ্ন কাল, এখনও সূর্য্যের সোনার কিরণ তরুশিরে খেলা করিতেছে; বিহঙ্গমকুল নিজ নিজ নীড়ে ফিরিয়া যাইতেছে, বিজন কয়দিন বাড়ী ছিল, অদ্য কলিকাতা যাইবে, গৃহের মধ্যে বিজন ও উষা কথা কহিতেছে, উষা মনের আবেগে বিজনের দক্ষিণ হস্তখানি নিজ করতলে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "সত্য বলিতেছ, তুমি বিবাহ করিবে না? বিজন বলিল, "না! আমি বিবাহ করিব না!" উষা বলিল, "আমি তবে নিশ্চিন্ত থাকিব?" বিজন বলিল, "হাঁ! তুমি নিশ্চিন্ত থাক।" উষা কাতর ভাবে বলিল, "দেখ, তুমি যেমন ভালবাস, আমি তেমনই হইব, তুমি আর বিবাহ করিও না, তুমি যে অপরের হইবে, আমি প্রাণ থাকিতে তাহা সহিতে পারিব না। আমি তোমার এবং তুমি আমার, আমার জিনিস অপরকে দিতে তোমার কোন অধিকার নাই। ভাবিয়া দেখ, বিবাহ ত একটা খেলার সামগ্রী নয়। বিবাহ দুইটি হৃদয়ের পবিত্র সম্মিলন তুমি আমার অপেক্ষা শতগুণ জ্ঞানী, আমার সর্ব্বনাশ করিও না, আমায় ভাসাইও না।"

বিজন। কেন কাতর হইতেছ উষা? আমি বলিতেছি, আমি কিছুতেই আর বিবাহ করিব না।

উষা। দেখ, আমি সর্ব্বদাই ঐ চিন্তায় কাতর থাকি, তুমি যদি আবার বিবাহ কর, তবে আমি বিষ খাইয়া প্রাণত্যাগ করিব।

বিজন। ও সব মিথ্যা ভাবিবার প্রয়োজন নাই, আমি বিবাহ করিব না, তোমার কিছু ভয় নাই, আমি যাই। উষা বলিল, আমি ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখি, যেন তুমি আবার বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছ।" বিজন হাসিয়া বলিল, 'আর কিছু দিন পরে তুমি জাগিয়াই ঐ স্বপ্ন দেখিবে! তুমি নিজে ত পাগলই হইয়াছ, স্ত্রীর আমাকেও পাগল

করিবে। আমি বাড়ীতে আসা অবধি তোমার আর কোন কথা নাই, শুধু মলিন মুখে বার বার ঐ কথাই জিজ্ঞাসা করিতেছ, আমি এত নিষ্ঠুর নহি, যে আবার বিবাহ করিব, তুমি নিশ্চিন্ত থাক। অনেক দেরী হইয়া গেল, আমি আজ যাই।"

উষা বলিল, "আমার কেন এত মন কেমন করিতেছে, জানিনা, তুমি আবার শীঘ্র আসিও।" বিজন তাহার চিবুক ধরিয়া বলিল "আচ্ছা চেষ্টা করিব।" বিজন চলিয়া গেল। উষার নয়ন দিয়া বড় বড় দুই বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল, সে ধীরে ধীরে জানালার নিকট আসিয়া উদাসনয়নে বিজনের গমন পথ চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল, দু একটী করিয়া আকাশ ভরিয়া তারকা উঠিল; মৃদুমন্দ সমীরণ, উষার অঞ্চল, ললাটের চূর্ণ কুন্তলগুলি লইয়া খেলা করিতে লাগিল। ভৃত্য গৃহে প্রদীপ দিয়া গেল; উষার মন তখন কোথায় চলিয়া গিয়াছিল জানি না।

অনেকক্ষণ পরে গৃহিণী স্বভাবসুলভ উচ্চস্বরে বলিতে লাগিলেন, "ছোট বৌমা আজ সন্ধ্যার আগেই ঘুমিয়ে পড়্‌ল নাকি? আমার কপালে লোকের দাসীপনা করা আছে, আমি গিয়ে ডেকে আনি, খাবার দেওয়া হয়েছে, এখনও দেখা নাই।"

উষা এতই অন্যমনস্কা যে, সে বিকট চীৎকার শুনিতেও পাইল না; অবশেষে গৃহিনী যখন সিঁড়ির উপরে উঠিলেন, তখন বড়বৌ সরোজবাসিনী, বেগতিক বুঝিয়া বলিল, "আপনার যাইবার দরকার নাই, আমিই ডাকিয়া আনিতেছি। গৃহিনী মিষ্ট স্বরে বলিলেন, "আন ত মা! আমার পায়ে বাত, আমি কি সিড়িতে উঠিতে পারি? গিয়ে দেখত, সে বড়মানুষের মেয়ে বুঝি পশম বুন্‌তেছে" বলিয়া নীচে নামিয়া গেলেন।

সরোজবাসিনী বড় লোকের কন্যা, তাহার পিতা গৃহিণীকে ভাল ভাল তত্ত্ব দিয়া সন্তোষ রাখেন, সেজন্য সরোজকে আর পীড়ন সহ্য করিতে হয় না। আর গৃহিণী কেন জানি না, তাহাকে একটু ভালও বাসেন। এই অকুল সমুদ্রে, এই শত ঘৃণা, যন্ত্রণা, অবহেলার মধ্যে, সরোজের স্নেহ উষার অন্ধকার জীবনের ধ্রুবতারা ছিল, সে কাঁদিলে সরোজ চক্ষু মুছাইয়া দিত, সে মলিন মুখে থাকিলে সরোজ তাহাকে ভুলাইবার জন্য গল্প করিত সরোজ আসিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "ভাই! নীচে এস, নীচে এস; উভয়ে নীচে আসিয়া খাইতে বসিল। আপনার অশ্রুজল ও গৃহিণীর বাক্যবান আহারের সময় উষাকে বড় কষ্ট দিয়াছিল।

(২)

মধ্যাহ্ন; পৃথিবী উত্তপ্তা হইয়া উঠিয়াছে, রৌদ্রতপ্ত বাতাস ছুটিয়া ছুটিয়া গাছের গায়ে, ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িতেছে; পক্ষীকুল স্তিমিতনেত্রে বৃক্ষে বসিয়া আছে, ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম খানির শান্ত নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মধ্যে মধ্যে দু একটি কাক ডাকিতেছে মাত্র।

উষা গৃহ মধ্যে বসিয়া আছে, বালজীবনের কত কথাই মনে পড়িতেছে, মাতার স্নেহময় মুখ, দিদির ভালবাসা, সেই বাটীর নিকটস্থ অশ্বত্থবৃক্ষের তলায় দ্বিপ্রহরে সঙ্গিনীসহ কত খেলা করিত, গঙ্গার ধারে বসিয়া কত বালুকা কুড়াইত; সন্ধ্যাকালে মাতার ক্ষুদ্র গৃহখানির মধ্যে, দুই ভগিনীতে প্রদীপের আলোকে বসিয়া পাঠাভ্যাস করিত, সকালে কত ফুল কুড়াইয়া আনিত, মালা গাঁথিয়া পরিত, একদিন দিদি বেলফুলের মালা, উষার কবরীতে জড়াইয়া দিয়াছিলেন, উষা আত্মবিস্মৃতি বশতঃ কবরীতে হাত দিল, ফুল কোথায়? তৎক্ষণাৎ সকল কথা মনে পড়িল, তাহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

অতি শৈশবকাল হইতে সে তাহার স্বামীর প্রতি বুক ভরিয়া ভালবাসা সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে, যখন শিশুকালে, দিদিমা বিবাহের কথা, বরের কথা বলিয়া মনোরঞ্জন করিতেন, তখন হইতেই সে ভাবীপতিকে ভাল বাসিত। তাহার পর বিবাহের সময় যখন, রক্তবসন পরিহিত, ফুলমালা শোভিত, অনুপম সৌন্দর্য্যশালী বিজন, তাহার নয়ন পথে পড়িয়াছিল, তখন হইতে সেই ভালবাসা বর্দ্ধিত হইয়া আজ অবধি তাহার হৃদয়পূর্ণ রাখিয়াছে। কিন্তু এত ভালবাসার প্রতিদানে বিজন কেন ভাল বাসিতে পারে না, ইহাতে সে সময় সময় আশ্চর্য্য হয়। সে কিশোর জীবনে, কত আশা, কত সুখের কল্পনা, কত স্নেহ লইয়া, এই বাড়ীতে আসিয়াছিল, যদি গৃহিণী তাঁহাকে একটু কৃপা করিতেন, তবে তাহার জীবন কত সুখের হইত, তাহার বালিকাকালের কল্পনায় অঙ্কিত সুখের সকল ছবিই তাহা হইলে পূর্ণ হইত। গৃহিণী তাহার সঙ্গে কেন এমন করেন? কেন তাহার স্বামীর বিবাহ দিতে চাহেন? তিনিও ত স্ত্রীলোক, একদিন বালিকাও ছিলেন, ইত্যাদি ভাবিতে ভাবিতে উষা কাঁদিতে লাগিল।

অকস্মাৎ সম্মুখস্থ দ্বার খুলিয়া গৃহিনী গৃহে প্রবেশ করিলেন, উষার চক্ষে জল দেখিয়া রাগ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "কেন বৌমা, তুমি রাতদিন কাঁদ? আমিও সব ভালবাসি না! বাপের বাড়ীর ত সাতজন্মের একটা তত্ত্ব নাই, সেই বাপের বাড়ী যাইবার জন্য কাঁদ্‌তে কি লজ্জাও হয় না? তুমি যদি বাছা অমন ক'রে কাঁদ, তবে বাপের বাড়ী গিয়েই থাক; আমি বিজনের আবার বিয়ে দিই।" উষা নীরব রহিল। ক্ষণেক কি ভাবিয়া গৃহিনী মিষ্টস্বরে বলিলেন ".বৌমা! তোমার কি মা'র জন্য মন কেমন কচ্চে?

উষা গৃহিণীর মুখে এরূপ মিষ্টস্বর জীবনেও কখন শুনিতে পায় নাই—শুনিয়া বড় আশ্চর্য্য হইল, কিছু না বলিয়া নীরবে তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। গৃহিণী আবার পূর্ব্ববৎ স্বরে বলিলেন, "তুমি রাত দিন কাঁদ, আমি আর সহিতে পারি না। একবার না হয় গিয়া, মা'র সঙ্গে দেখা করিয়া এস,

কিন্তু যেন বেশী দেরী না হয়, দিন পনেরো মাত্র থাক্‌তে পাবে। আমি যেদিন আন্‌তে পাঠাব, সেইদিনই নিশ্চয়ই এসো। কর্ত্তা কাল বলিতে ছিলেন, "বৌমা রাতদিন কাঁদেন, দিন ছুয়ের জন্য বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিও।' তোমার চক্ষে জল্‌ দেখিয়া আমার সে কথা মনে হল। যাও, কিন্তু আনিতে পাঠালেই আসিও।"

ঊষার নয়নে অশ্রু, অধরে হাঁসি ফুটিয়া উঠিল, সে মনের আবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু সে যদি একবার গৃহিণীর চক্ষের দিকে চাহিত, তাহা হইলে দেখিতে পাইত যে, কিরূপ অস্বাভাবিক জ্যোতিঃতে তাঁহার চক্ষু উজ্জ্বলিত। সরলা বালিকা কিছুই বুঝিল না, সে চুল বাঁধিয়া সুন্দর জামা কাপড় পরিয়া সরোজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, গৃহিণী গাড়ী আনাইয়া দিলেন, তাহাতে উঠিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া গেল। সে জানে না যে, সে আজ শ্বশুর বাটীর নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করিল।

ঊষার মা ও দিদি গৃহিণীর এরূপ সুমতি দেখিয়া বিশেষ আনন্দিতা হইলেন।

(৩)

সন্ধ্যাকালে বিজনের পিতা গৃহে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছোট বৌমা কোথা?" গৃহিণী অনুচ্চঃস্বরে তাঁহাকে কি বলিলেন, তাহার পর উভয়ের মুখেই হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। পরে গৃহে গিয়া উভয়ে কি পরামর্শ করিলেন জানিনা, কিছুক্ষণ পরে বিজনের পিতা, বিজনকে একখানি পত্র লিখিয়া ভৃত্যের হস্তে দিলেন, ভৃত্য পোষ্টাফিসে ফেলিতে গেল।

পরদিন সন্ধ্যাকালে বিজন বাড়ী আসিল, গৃহে কেহ নাই দেখিয়া ফিরিয়া আসিতেছিল, এমন সময়ে সরোজ দ্বারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল, তাহাকে দেখিয়া বিজন বলিল, "বৌদিদি! তুমি একা কেন, আর কাহাকেও দেখিতেছি না কেন?" সরোজ উত্তর দিবার পূর্ব্বেই গৃহিণী আসিয়া বলিলেন, এই যে বিজন আসিয়াছ? বাড়ীতে যে কাণ্ড হইয়া গেল, আমি তাই তোমায় আসিতে লিখিয়া ছিলাম।" বিজন ব্যস্তভাবে বলিল, "কেন মা, কি হইয়াছে?"

গৃহিণী বলিলেন, "সে সব অনেক কথা? ছোট বৌমা লুকাইয়া পদব্রজে বাপের বাড়ী চলিয়া গিয়াছে।

বিজন চমকিয়া উঠিয়া বলিল "কেন?" গৃহিণী বলিলেন, "কেন কি জানি! দুদিন আগে সন্ধ্যাকালে আহারের সময়, তাহাকে ডাকিয়া উত্তর পাই না, তাহার পর সমস্ত বাড়ী খুঁজিলাম, কোথায় না পাইয়া, তাহার বাপের বাড়ীতে লোক পাঠাইলাম, সেখানে গিয়া দেখে, সে বসিয়া আছে, তাহার পর আনিবার কথা বলাতে, তাহার মা, দিদি, সে, আমাদের চাকরের নিকট তোমাকে, আমাকে, কর্ত্তাকে, অনেক গালাগালি দিয়াছে। ছোট বৌমা বলিয়াছে, "আমি যাইব না।" দেখ বিজন! তোমার আমি বিয়ে দিব, বিয়ে করিতেই হইবে।"

বিজন বলিয়া উঠিল, মা! তোমার কথা সত্য কি?" গৃহিণী বলিলেন, "তুমি পুত্র; তোমার সাক্ষাতে বলিতেছি, সম্পূর্ণ সত্য! আমার কথায় কি তোমার অবিশ্বাস হয়?" বিজন স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। গৃহিণী পুনরায় বলিলেন, "তুমি যদি বিয়ে না কর, আমি মাথা খুঁড়িয়া মরিব। আমি বেশ সুন্দর মেয়ে দেখে বিয়ে দিব, এত অপমান সহিয়া আর আমি চুপ করিয়া থাকিব না। বল, তুমি বিবাহ করিবে?" বিজনের মাথা ঘুরিতে ছিল, সে বলিল, "কাল বলিব।" গৃহিণী বলিলেন, "কাল নয়, আজই বল, এখনই বল! পুরুষ হইয়া এত সহিয়া থাকিও না। তোমার বিয়ের ভাবনা কি? বল বিয়ে করিবে?" বিজন গম্ভীর স্বরে বলিল, "করিব।" নয়ন দিয়া দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

গৃহিণী সানন্দে সরোজকে লইয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন, পথে যাইতে সরোজকে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন, যেন সে প্রকৃত কথা বিজনকে না বলে। সরোজ অনিচ্ছায় সম্মত হইল।

বিজন একাকী গৃহমধ্যে বসিয়া রহিল, শত শত চিন্তা আসিয়া তাহার মনকে উৎক্ষিপ্ত করিতে লাগিল। ঊষা কেন এমন করিয়া গেল? মা যখন বলিতেছেন, তখন এ সকল কথা নিশ্চয়ই সত্য, আমি নিশ্চয়ই বিবাহ করিব, ঊষা কি দুঃখে এমন করিল? তাহার পাপের শাস্তি তাহাকে ভোগ করিতেই হইবে, এ জীবনে তাহার সহিত আমার সম্বন্ধ শেষ হইল। ক্রমে রজনীর অন্ধকার, বিজনের বিষণ্ণ মুখখানি ঢাকিয়া ফেলিল।

রজনীতে পিতা এবং ভ্রাতা আসিলেন, বিবাহই স্থির হইয়া গেল।

(৪)

বিজনের বিবাহ হইয়া গিয়াছে, রূপশালিনী সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভবা বধূ গৃহিণীর মনোনীতা হইয়াছে। অপরাহ্নকাল! বিজন গৃহে বসিয়া আছে, একখানি পত্র হাতে লইয়া সরোজ নিকটে দাঁড়াইয়া আছে। গৃহিণী ১৫ দিন পরে, ঊষাকে আনিতে পাঠাইবেন বলিয়া ছিলেন, ২০ দিন হইয়া গেল, তবু একটি লোক পাঠান না; ঊষা ইহাতে অত্যন্ত চিন্তিতা হইয়া পড়িল; সে ভাবিতে লাগিল, আমার শ্বাশুড়ী কি পুনরায় পুত্রের বিবাহ দিবেন? কেন আমার খবর রাখেন না? মনে মনে চিন্তা করিত যে, সে না হয়, নিজেই যাইবে। ভাবিয়া চিন্তিয়া সে বিজনকে আসিবার জন্য একখানি মিনতিপূর্ণ পত্র লিখিল, সে জানিত, ছুটীতে বিজন বাটীতেই আছে, বাটীতেই চিঠি দিল।

সরোজ বলিতেছে, তুমি একবার যাও, আহা সে তোমায় দেখিবার জন্য বড় ব্যাকুল হইয়াছে, তোমার একবার যাওয়া উচিত। বিজন বলিল, "আমি যাইব না। আমার

বিশ্বাস হয় না যে, সে আমার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে, আর যদি সত্যই হয়, তবু যাইব না, তাহার সহিত আমার সম্বন্ধ নাই।"

সরোজ। ও কথা বলিও না, মৃত্যুর পরেও তোমার সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকিবে, তোমাদের সম্বন্ধ জীবনে মরণে বিচ্ছিন্ন হইবার নয়। তুমি তাহাকে সুখী না করিলে কে করিবে? সে বালিকা, স্ত্রীলোক, সে দোষ করিলে, তুমি মার্জ্জনা করিবে।

বিজন উত্তেজিত হইয়া বলিল "কিসের সম্বন্ধ? আমি স্বীকার করি, আমার মা মুখরা, কিন্তু আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম আমি আর বিবাহ করিব না। সে লুকাইয়া পায়ে হাঁটিয়া চলিয়া গেল, আমাদের গালাগালি দিল, তাহাদের ব্যবহার ত চিরদিনই খারাপ! আমায় অনুরোধ করিও না। আমি কিছুতেই যাইব না।" সরোজ বলিল, "দেখ, যতই রাগ থাকুক, সে যখন যাইতে লিখিয়াছে, তখন মার্জ্জনা কর, চিঠি খানা পড়িয়া দেখ।" এই বলিয়া সে চিঠি খানা বিজনের দিকে ফেলিয়া দিল। বিজন পত্রখানি জানালা দিয়া ফেলিয়া দিয়া, বলিল, "আমি পড়িতে চাহি না।" সরোজ বলিল, তবে আজ আমায় একটী গুপ্তকথা বলিতে হইল, মাতার সহিত দেখা করিতে যাও বলিয়া, ঊষাকে মা নিজে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, সে ঝগড়া বিবাদের কিছুই জানে না, সরল মনে চলিয়া গিয়াছিল। তোমার বিবাহের জন্য মা এরূপ করিয়া তাহার নামে তোমার কাছে, দোষ দিয়াছেন।"

বিজন বলিল, কি? কি বলিলে?" সরোজ সবিস্তারে ঊষার গমন বৃত্তান্ত জানাইল। প্রথমে তাহার বিশ্বাস হইল না, শেষে সরোজ অনেক কষ্টেই যাহার বিশ্বাস জন্মাইল। বিজন বলিল, বৌদিদি আগে একথা বল নাই কেন? তাহা হইলে অনেক সুফল ফলিত।" সরোজ বলিল, আমার বলিতে সাহস হইত না। যাহা হউক, তুমি একবার যাইও; আর আমি তোমায় একথা বলিয়াছি; মাকে বলিও না।" বিজন বলিল," কালই যাইব, আবার আনিব।" সরোজ চলিয়া গেল।

বিজন নীরবে বসিয়া রহিল, ঊষার বিষাদময় প্রেমপূর্ণ মুখখানি মনে পড়িতে লাগিল। কলিকাতায় যাইবার সময় ঐ জানালায় দাঁড়াইয়া সে বিজনের হাত ধরিয়া বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছিল। ঐ জানালার ধারে সে বসিয়া থাকিত। ঐ টেবিলের উপর এখনও তাহার হাতের শিল্প রহিয়াছে। বিজন অস্থির হইয়া পড়িল, আজ তাহার নয়ন দিয়া ঊষার জন্য জল পড়িতে লাগিল। সে আজ প্রথম ঊষাকে প্রকৃত ভাল বাসিল।

(৫)

বিজন যখন শ্বশুর বাটী পৌঁছিল, দেখিল, বাটীর মধ্যে বড় গোলমাল হইতেছে, একটী প্রতিবাসীকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, বৃদ্ধ বলিল, "তুমি আবার বিবাহ করিবে, তাহা ঊষা জানিত না, আজই একজনের মুখে শুনিয়াছিল, আর শুনিয়াই কোথা হইতে জানি না, বিষ খাইয়াছে। চল, দেখিবে চল।" বিজন মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে চলিল। একটী কক্ষে ঊষা শয়ন করিয়া আছে। বিজন বলিল, "ডাক্তার ডাকা হইয়াছে?" বৃদ্ধ বলিলেন, "হইয়াছিল কিন্তু ফল কিছুই হইল না।" বৃদ্ধ গৃহস্থটী অন্যান্য লোককে বাহিরে লইয়া গেলেন।

ঊষা মুদিত নেত্রে শয়ন করিয়া ছিল, বিজনের কণ্ঠস্বরে চাহিয়া দেখিল। বিজন শয্যার উপরে গিয়া ঊষার নিকটে বসিল, কিন্তু কষ্টে কথা কহিতে পারিল না, কিছুক্ষণ স্বামী স্ত্রী নীরব রহিল, অবশেষে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ঊষা বলিল, "কেমন আছ?" বিজনের দরদরিত নয়নধারা ঊষার কথার উত্তর দিল, অনেকক্ষণ পরে বিজন বলিল, ঊষা! বড় যন্ত্রণা হচ্ছে?" ঊষা সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল, "তোমায় দেখিয়া আমি বড় আনন্দিতা হইয়াছি।" বিজন বলিল, "দেখ! তুমি আমায় আসিতে বলিয়াছিলে, তোমার কথায় আমি আসিয়াছি। পবিত্র প্রেমের অবমাননা করিয়া যে কাজ করিয়াছি, তাহাতে তোমার নিকট মুখ দেখাইতেও লজ্জা হয়, কিন্তু তোমার অনুরোধ রাখিবার জন্য আসিয়াছি; ঊষা প্রাণের সঙ্গে আমায় ক্ষমা কর।" ঊষা বলিল, "ওসব কথা কহিবার প্রয়োজন নাই, যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। আমি কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তুমি সুখী হও। আমি স্ত্রীর কর্ত্তব্য পালন করিতে সুযোগ পাইলাম না, আমার মনে সেজন্য বড় ক্ষোভ রহিয়া গেল। মা কেমন আছেন? দিদি কেমন আছেন?"

বিজন বলিল, "তাঁহারা ভাল আছেন। আমি ভ্রমে পড়িয়া এরূপ কাজ করিয়াছি।" বিজন সবিস্তারে ঊষাকে মাতার চক্রান্ত জানাইল। ঊষা বলিল, "দিদিকে বলিবে, তাঁহার স্নেহ আমি কখনও ভুলিতে পারিব না।" বিজন কহিল, "ঊষা কেন এমন কাজ করিলে? আমি যে তোমায় লইতে আসিয়াছি, যদি এরূপ না করিতে, তবে আবার আমরা সুখে থাকিতে পারিতাম।" ঊষা বলিল "আমি সহ্য করিতে পারিলাম না, তুমি যে আবার আসিবে, আমি সে আশা করি নাই, আর দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে তুমি আসিলে, আমি কখনও এমন কাজ করিতাম না। অতৃপ্ত সাধ, আশা, বুকে লইয়া যাইতেছি, মরিয়াও সুখী হইতে পারিব না।" বিজন বলিল, "ঊষা এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমার অন্তরেই হইবে, যদি তোমায় আবার সুখী করিতে পারিতাম, তবে আমার এ খেদ থাকিত না। আমার অন্তরে এ যাতনা যাবজ্জীবনই থাকিবে।"

ঊষা স্বীয় অঙ্গুলি হইতে অঙ্গুরীয় খুলিয়া বিজনের হাতে পরাইয়া বলিল, "স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ তোমার নিকটে এইটী রাখিও। আমি চলিলাম, এইটী দেখিলে তবু কখন কখন আমায় মনে পড়িবে।" বিজন বলিয়া উঠিল,

"না, না, ঊষা! তোমার মুখখানি সর্ব্বদাই আমার প্রাণে জাগিয়া থাকিবে। পরলোকে গিয়া আবার মিলিত হইব, সে মিলনের আর বিচ্ছেদ নাই।"

ঊষার ইচ্ছামতে তাহার দিদি, গৃহে আসিয়া, ঊষা ও বিজনের গাত্রে দুই চারিটী ফুল আনিয়া শয্যায় ছড়াইয়া দিল, ঊষার গায়ে একখানি সিল্কের সাড়ী জড়াইয়া দিল। বিজনের হাত ধরিয়া ঊষা বলিল, আজ তোমার ভালবাসা ফিরিয়া পাইয়াছি, আজ আমার বড় সুখের দিন; আজ আমার দ্বিতীয় "ফুল-শয্যা!"

বিজনের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে ছিল, সে ঊষার ললাটে চুম্বন করিল! ধীরে ধীরে ঊষার চক্ষু মুদিয়া আসিতে লাগিল অভাগিনী বালিকা জগতের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল।

* * * *

বিজন যতদিন জীবিত ছিল, সে প্রেম-চিহ্ন অঙ্গুরিটী হাতে রাখিয়াছিল।

সমাপ্ত।

শ্রীহেমনলিনী মিত্র।

শৈবাল ভোজন—সুইডেন রাজ্যের উত্তর অংশে ভয়ানক শীত, সেখানকার দুঃখী লোকে কেবল শৈবাল ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করে। শীতে বুঝি অন্য শস্য জন্মে না।

MOTHER'S PAGE.

গার্হ্যস্থ জ্ঞাতব্য বিষয়।

:(০):

আমাদের দেশের অল্প বয়স্কা বালিকাগণ যখন জননী হয়েন, তখন তাঁহারা এক অদ্ভুত জীবনে উপনীতা হন। সদ্যজাত শিশুকে তাঁহারা কোলেই লইতে পারেন না, শিশু কাঁদিলে বালিকা জননী কান্দিয়াই আকুল হয়েন। ইয়োরোপের বালিকা নাম বাচ্যগুলি প্রকৃতপক্ষে বয়সে এ দেশের বালিকা বধুদের মত নহেন, তাঁহারা যথেষ্ট বয়ঃপ্রাপ্তা, সে দেশের মহিলাগণ শিক্ষিতা, সন্তানের জননী হইবার পূর্ব্বে তাঁহারা পিতা মাতার নিকট অনেক শিক্ষা পান, এ সম্বন্ধে অনেক পুস্তকাদিও পাঠ করেন। তাই সন্তানের প্রসূতি হইয়াই সন্তানের যথাযোগ্য যত্ন লইতে সক্ষম হয়েন। তাই সুনিপুণা মাতার দ্বারা পালিত সন্তান স্বাস্থ্যে, সৌন্দর্য্যে কার্য্য-ক্ষমতায় জগতের অন্য জাতি অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে।

আমাদের আধুনিক বালিকা জননীগুলি কিছুই জানেন না। উপযুক্ত যত্নের অভাবে সন্তানটি রোগের আধার স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়, সুতরাং সংসারের তাবত লোকেরই সুখ-স্বচ্ছন্দতা সেই রুগ্ন শিশুর জন্য সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করে।

জননীর শিশু পালনে অভিজ্ঞতা লাভ করা উচিত, কর্ত্তৃপক্ষেরও কন্যা, পুত্রবধু, স্ত্রীকে সুশিক্ষিত করা উচিত, প্রত্যেক সাংসারিকেরও এ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা উচিত—তবে সংসারে প্রকৃত শান্তি, অপ্রতিহত সুখ উপ-ভোগ করিতে পারিবেন, নচেৎ মৃতবৎ রুগ্ন শিশুকে লইয়া সকলকেই সংসারের সমস্ত কাজ কর্ম্ম নষ্ট করিয়া বিষাদ-সাগরে ভাষিতে হইবে। কাজেরলোককে ক্রমে অকর্ম্মণ্য হইতে হইবে, অভাবের রাক্ষস করালগ্রাসে সুখ, বিষয়, বৈভব বিলীন হইয়া যাইবে। সন্তান ভূমিষ্ট হইলে আনন্দের স্রোত বহে সত্য, কিন্তু শিশু যদি স্বাস্থ্যবান না হয়, তবে প্রতি মুহূর্ত্তেই বিষাদের ছায়ায় সমস্ত সংসার ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইয়া যাইবে, যিনি ভুক্ত-ভোগী এ কথা তিনিই বুঝিবেন।

যাক, কথা হইতেছে, সদ্য প্রসূত সন্তান দেখিতে তত সুন্দর হয় না, প্রসবের কষ্টে কেমন একটা স্তম্ভিত, জড়বৎ মাংসপিণ্ড-গোছ জন্মায়। গাত্রবর্ণ ফেঁকাশে, যেন রক্ত-হীন। প্রত্যেক শিশুই মাতৃগর্ভে বড় চিংড়ী মাছের ন্যায় লোহিতবর্ণ থাকে, প্রসবের কষ্টে ফিঁকে হইয়া যায়, তাহার পর ক্রমে ক্রমে রক্তাভ বর্ণের দেখায়। ইহা সদ্যজাত শিশুর সুস্থতারই নিদর্শন, চিন্তার কারণ নাই। কিন্তু কোন কোন শিশুর গাত্রচর্ম্ম ও চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ ন্যাবার মত হয়, এই লক্ষণ তত শুভ নয়। ইহা চিকিৎসকের মনোযোগ আকর্ষক।

সুস্থ সদ্যজাত শিশু বেশ মোটা সোটা হইবে, তাহার কচি হাতগুলি মাংসল হইবে, গাত্রচর্ম্ম সুন্দর কোমল হইবে। কিন্তু যদি শিশুর গাত্রচর্ম্ম নীলাভ বুঝায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেই শিশু সর্দ্দী অথবা অন্য কোন তদনুরূপ পীড়ায় কষ্ট পাইতেছে বুঝিতে হইবে।

আমাদের দেশে সেক তাপের ব্যবস্থা আছে, ইহা ভাল। প্রায় প্রত্যেক শিশুই গর্ভ মধ্যে সর্দ্দী সংযুক্ত হইয়া প্রসব হয়, এ দেশে সেক-তাপের ব্যবস্থায় তাহা দ্বারা কদা-চিত অনিষ্ট হইতে দেখা যায়।

শিশুর মস্তক।

শিশু জন্মিবার সময় যদি জননী অনেক ক্ষণ ধরিয়া কষ্ট বেদনা ভোগ করেন, তাহা হইলে ছেলের মাথা লম্বা হয়, কখন কখন চাপ্‌টা প্রভৃতি নানা ভয়াবহ আকারের হইয়া থাকে। ইহা তত ভয়ের কথা নয়। ক্রমে গোলাকার হইয়া আইসে, কিন্তু শিশুকে

শয়ানর দোষে মস্তকের সুগঠন হয় না, ইহা জননী এবং ধাত্রীর দোষ।

শিশুর মস্তকের মধ্যস্থলের অস্থি সংযোজিত হইতে প্রায় কুড়ি মাস সময় লাগে, সেই স্থানটী বহুদিন ধুক্ ধুক্ করিতে থাকে। যদি অতি শীঘ্র এই মস্তিকের অস্থি বা খুলি জুড়িয়া যায়, তাহা হইলে মস্তিকের পরিপুষ্টতার ব্যাঘাত জন্মে, বালকের পূর্ণ বয়সে বুদ্ধিবৃত্তি যেন কিছু নিস্তেজ হয়, এবং অন্যান্য পীড়াও হইতে পারে। যদি মস্তকের ঐ অস্থি পূর্ণ হইতে অধিক সময় লাগে, তাহা হইলেও দোষ, ইহাতে শিশুর "রিকেট্‌স্,, "হাইড্রো-কেফাইলম" বা মস্তিষ্কে জলসঞ্চার প্রভৃতি পীড়া জন্মিতে পারে। তখন সুযোগ্য চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া উচিত। কারণ এ সকল পীড়া ভয়ানক।

অনেক শিশুর মস্তকের নানাস্থানেও তুল তুল করিতেছে দেখা যায়, কিন্তু ইহাও ভয়ের নহে। কিছুদিন পরে পুরট হইয়া যায়। যদি তাহা না হয়, তখন চিকিৎসকের সাহায্যের আবশ্যক হয়।

সতর্কতা।

শিশুকে কোলে তুলিবার সময় যেন কোন প্রকারেই জননী বা ধাত্রীর হাত মস্তিষ্কের কোমল তুল তুলে জায়গায় না লাগে, এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ থাকা উচিত, এরূপ স্থলে কোন রূপে চাপ বা আঘাত লাগিলে শিশুর পক্ষে তাহা সাংঘাতিক হইবে।

সদ্য জাত শিশুর অন্যান্য লক্ষণ :—কোন কোন শিশুর গাত্র লোমে পরিপূর্ণ হইয়া জন্মায়, ইহা অসময়ে অর্থাৎ (Prematuredly) জন্মানর জন্য হইয়া থাকে, ইহাও ভয়ের কথা নয়। ২।৪ দিন পরে ঐ সকল লোম খসিয়া যায়। এমন কি, সময়ে সময়ে মাথার কেশ পর্য্যন্তও খসিয়া যায় এবং আবার সময়ে গজাইয়া থাকে।

শিশু জন্মিবার ২।৪ মাস পর্য্যন্ত শিশুর পা বাঁকা থাকে, গোঁড়ালী পরস্পরের দিকে থাকে, ইহাও ভয়ের লক্ষণ নয়, একটু বড় হইলেই এ সমস্ত সোজা হইয়া থাকে।

সদ্য জাত শিশুর ওজন।

ভাল সুস্থ সন্তানের ওজনের ঠিক নাই। কোন কোন ছেলে /৩ সের হইতে /৬ সের পর্য্যন্ত ও হয়। কোন কোন শিশু জন্মিবার সময় খুব হাল্কা থাকে, কিন্তু ক্রমে ভারি এবং বলবান হয়। এ সম্বন্ধে অনেকের মতভেদ আছে। আমাদের দেশে এ সকলের কেহ হিসাব রাখে না। তবে পাশ্চাত্য দেশ সমূহের ইহার একটা হিসাব আছে। যথা

বয়স	দীর্ঘতা	ওজন।
জন্মিয়া	১৯॥০ ইঞ্চি	৭ পাউণ্ড /৩॥০ সের
১ মাস	২০॥০ "	৭॥০ "
২ "	২১ "	৯॥০ "
৩ "	২২ "	১১ "
৪ "	২৩ "	১২॥০ "
৫ "	২৩॥০ "	১৪ "
৬ "	২৪ "	১৫ "
৭ "	২৪॥০ "	১৬ "
৮ "	২৫ "	১৭ "
৯ "	২৫॥০ "	১৮ "
১০ "	২৬ "	১৯ "
১১ "	২৬॥০ "	২০ "
১২ "	২৭ "	২১ " বা ।০॥সেঃ

ছেলে প্রথম জন্মাইবার ৩ দিন ক্রমাগত ওজনে কমিতে থাকে, ৭ দিন গত হইলে ছেলে প্রথমে যেমন ভারি ছিল, প্রায় সেই ওজনেই দাড়ায়। ছেলের বৃদ্ধির প্রথম ৫ মাস ভাবিক্রত। ২য় মাস হইতে আরম্ভ হইয়া খুব ন্যূন ৪ আউন্স হইতে ৭ আউন্স পর্য্যন্ত প্রতি সপ্তাহে বৃদ্ধি হইতে থাকে। এই বৃদ্ধিটা ৫।৬ মাসের সময় দাঁত উঠা, সর্দ্দী, কাশি প্রভৃতি দ্বারা অনেক সময়েই বাধা প্রাপ্ত হয়। আজ এই পর্য্যন্ত থাক। আগামীবারে আবার এই প্রসঙ্গ তুলিব।

HOMEOPATHIC NOTES.

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সমাচার।

ক্ষয়প্রাপ্ত দন্তশূলে ষ্টাফিসেগ্রিয়াই প্রকৃত ঔষধ।

গলসীর শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীর একটী মহিলার অতিশয় কষ্টদায়ক দন্তশূল হয়, তিনি এ্যালোপ্যাথিক এবং টোট্‌কা অনেক ঔষধ ব্যবহার করিয়াছিলেন, কিন্তু রোগের উপশম হয় নাই। তিনি প্রায় ৭ রাত্রি, রাত্রিতে নিদ্রা যান নাই, একটু জল মুখে দিতে পারিতেন না। বেদনা স্থান কঠিন এবং দন্তক্ষয় প্রাপ্ত। দেখিয়াই আমার ষ্টাফিসেগ্রিয়ার কথা আমার মনে হইল, এইরূপ দন্তশূলে ডাক্তার উইলিয়াম ইউনান সাহেবের সরলহোমিওপ্যাথিতে এই ষ্টাফিসেগ্রিয়ায় প্রয়োগ পাঠ করিয়া ছিলাম, আমিও ২০০ শক্তির ২টী অনুবটিকা দিয়া ছিলাম, এবং পরদিন আমি শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম যে, রোগিণী দিব্য সুস্থ হইয়া রাত্রে সুখে নিদ্রা গিয়াছিলেন। পরদিন রোগিণীর অনুরোধে আরও ২টী অনুবটিকা সন্ধ্যার সময় দেওয়া হইয়াছিল বটে, কিন্তু আমার বোধ হয়, না দিলেও রোগিণী আরোগ্য হইতেন। আমি ও রোগিণী উভয়েই হোমিওপ্যাথির এই আশ্চর্য্য ফলপ্রদ-শক্তি দেখিয়া বাস্তবিক বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলাম।

(২)

শুষ্ক কাশীতে নক্সভমিকা।

ক্রমাগত শয়নের পর এবং প্রাতঃকালে শুষ্ক বিরক্তিকর কাশীতে আমি নিজে নক্স ভমিকা ৩০ শক্তি একদিন মাত্র ২ বার সেবন করিয়া ছিলাম। পরদিন হইতে আর শুষ্ক কাশী হয় নাই।

শ্রীফেলারাম মণ্ডল—গলসী।

(৩)

একটী বালকের বয়স ১০ বৎসর, গত ২৪শে জানুয়ারী ভোর ৩টার সময় হইতে

ভেদ, বমি আরম্ভ হয়। ৫টার সময় যাইয়া শুনিলাম, দুই ঘণ্টার মধ্যে ৮।১০ বার ভেদ হইয়াছে এবং কয়েকবার বমিও হইয়াছে। মল তরল, সাদা রং, প্রচুর। প্রতিবার মল-ত্যাগের পূর্ব্বে পেটে অত্যন্ত বেদনা ও বমনেচ্ছা ও বমন। বাহ্যের পর কোন কোন বার ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব, কোন কোনবার প্রস্রাব হয় না। আমি এক মাত্রা কুপ্রম ৩০ দিলাম; অনেক বিলম্বে সামান্য একটু দাস্ত হইল, এবং প্রস্রাবও সামান্য হইল, কিন্তু বমি হইল না। পুনরায় আর একমাত্রা "কুপ্রম" দেওয়া হইল, তাহার পর আর ভেদ বা বমি হইল না। পেটের যন্ত্রণা একেবারে সারিয়া গেল। আর কোন ঔষধ দিতে হয় নাই। রোগী সম্পূর্ণরূপে সারিয়া গিয়াছে।

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস,
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক,
১৯ নং মদনবড়ালস্ লেন, বহুবাজার।

বীটপালং এবং ইক্ষু।

—:○:—

ইক্ষুর ন্যায় বীটপালং হইতে চিনি হইতে পারে, এই সিদ্ধান্ত সর্ব্বপ্রথম জর্ম্মাণীতেই স্থিরীকৃত হয়, তদনুসারে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইহার পরীক্ষা হয়। ১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দে মারগ্রাফ্ নামক একব্যক্তি বার্লিনের বিজ্ঞান সভায় একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহাতে তিনি প্রতিপন্ন করেন যে, সাদা বিট্ শতকরা ৬২ ভাগ ও লাল বিটে ৪৫ ভাগ চিনি বিদ্যমান থাকে। ভারতের ইক্ষুর চিনিই জগতের সর্ব্বত্র আদৃত হইত, কিন্তু ইক্ষুজাত চিনির দর ক্রমে ১ পাউণ্ড ১ শিলিং হইতে ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে ৫ শিলিং ৯ পেন্স হইয়া যায়, সুতরাং ইউরোপের লোকেরও তখন বীটের চিনির উপর ঝোঁক পড়িল। এখন ইউরোপে বীটের চাষ সর্ব্বত্রই হইয়াছে। জর্ম্মাণী বীট হইতে যথেষ্ট চিনি উৎপন্ন করিতে পারিতেছেন। যাঁহারা বিজ্ঞানবলে বলীয়ান, তাঁহাদের দ্বারা সমস্তই সম্ভবে। ভারতের ইক্ষুর চিনির অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইতেছে। ইক্ষুর চাসেও ভারতবাসী পশ্চাৎপদ, বিদেশী সুলভ চিনিতেই ভারতের বাজার পরিপূর্ণ। এ দেশে বিজ্ঞানের আলোচনাই সার।

সহজ শিল্প প্রস্তুত-প্রণালী।

—:(০):—

উৎকৃষ্ট মার্কিং ইঙ্ক।

ধোপার বাড়ীতে কাপড় দিলে গোলমাল হয়, কিন্তু নাম লিখিয়া দিলে অনেক সুবিধা হয়। যে কালীর দ্বারা লিখিলে না উঠে, সেই কালির নাম মার্কিংইঙ্ক।

কোল্টার বা আলকাতরা	২০ আউন্স
বেন্জোল	২৫ আউন্স
ল্যাম্প ব্লাক (ভুষা)	৩ আউন্স

মিশ্রিত করিয়া গাঢ় অথচ তরল ক্রীমের মত করিতে হইবে, সেই কালী দ্বারা নূতন নিপ দিয়া কাপড়ে নাম লিখিবে, কোন-রূপেই উঠিবে না, ইহা ছোট ছোট শিশিতে পুরিয়া বিক্রয় করা যায়।

FACE OINTMENT.

ফেস অয়েণ্টমেণ্ট।

ইহা মুখের ব্রণ প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়। এই সকল দ্রব্যের জন্য ট্রাগাকান্থ এবং এই সকলের অধিকাংশেই ঔষধের মধ্যে বোরাসিক অ্যাসিড্ এবং ক্যালামিন (Calamine) থাকে, নিম্নলিখিত উপায়ে প্রস্তুত করিলে উৎকৃষ্ট ফেস অয়েণ্টমেণ্ট হইবে, যথা :—

ট্রাগাকান্থ (Powdered)	২ ড্রাম
রেক্টি ফায়েড্ স্পিরিট	অর্দ্ধ আঃ
গ্লিসারিন	৩ „
গোলাপ জল	৬ „

এই মিকশ্চার বা আরক দ্বারা শয়নের পূর্ব্বে মুখধৌত করিলে মুখের ব্রণ, মুখ ফাটা মেছেতার দাগ, মুখের ভাঁজ দূরীভূত হইয়া যায়।

উৎকৃষ্ট আধুনিক সুলভ পমেটম।

Liquid paraffin	২৫ আঃ
White Ceresin	৮ আঃ

এই দুইটী দ্রব্য একত্রে গলাইয়া শীতল হইলে তাহাতে

অয়েল বারগামট্	৩০ ফোঁটা
অয়েল বিটার অ্যালমণ্ড	৩০ ফোঁটা
অয়েল লেমন	১৫ ফোঁটা
অয়েল ক্লোভ স্	১৫ ফোঁটা

দিয়া উত্তমরূপে ঘুঁটিয়া মিশ্রিত করুন, তাহার পর মুখ চওড়া শিশিতে পুরিয়া লেবেল দিয়া বিক্রয় করুন। এই পমেটমে চর্ব্বির সম্পর্ক নাই, দরেও সুলভ হইবে। C & D.

দেশীয় দাঁতের মাজন।

ইহা এখনকার প্রচলিত দন্ত মঞ্জনের মত সৌখীন না হউক, কিন্তু মহত উপকারী। ইহা সাবেকের লোক প্রস্তুত করিয়া দন্ত ধাবন করিয়া ৬০ বৎসরেও দাঁতে করিয়া জল পূর্ণ কলস তুলিয়া দ্বিতলের উপর লইয়া যাইতে পারিতেন।

উত্তম ফুলখড়ি চূর্ণ	৫ তোলা
পচা সুপারি ভাজা	৫ তোলা
ফটকিরিচূর্ণ	অর্দ্ধ ছটাক
শুঁট ও গোলমরিচ চূর্ণ	„ „
কাঁটাল পাতার শিরা ভাজা	„ „
গেরিমাটী	„ „
বিট্লবণ	১ „
কর্পূর	৩ রতি

উত্তমরূপে পিশিয়া সূক্ষ্ম বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লইতে হইবে। ইহাই আমাদের সে কালের দন্তমঞ্জন, এখন আমরা সুসভ্য হইয়া এ সকল

ভুলিয়া যাইতেছি। প্রস্তুত করিতে অতি যৎসামান্য ব্যয়, মাত্র ৵০ আনা পয়সা খরচ করিলেই যে পরিমাণ মাজন হইবে, তাহা কৌটা বা কাগজের প্যাক করিয়া লেবেল দিয়া বিক্রয় করিলে ২॥০ টাকা হইতে ৩৲ টাকা হয়। খরচ বাদ সমস্তই লাভ। অনেক বেকার যুবক কি ইহাও করিতে পারেন না?

উৎকৃষ্ট ম্যালেরিয়া পিল।

এই প্রিস্‌ক্রিপশন খানি ডাক্তার বি, ঘোস, আমার ম্যালেরিয়ার জন্য করিয়াছিলেন, বলা বাহুল্য, ইহাদ্বারা আমি মহৎ উপকার পাইয়াছিলাম।

পল্‌ভ ইপিক্যাক	½ গ্রেন্
কুইনাইন মিউরিয়েট	২ "
ফেরিয়েট এমন সাইট্রেট্	২ "
একস্‌ট্রাক্ট নক্সভমিকা	⅓ "
পিল রিয়াই কোং	৪ "
এক্‌স ট্রাক্ট জেন্‌সিয়ান	যতটুকু আবশ্যক।

এইটী একটী পিলের জন্য, এইরূপ ১২টী পিল, প্রথমে দিবসে ৩ বার সেবনীয়। তাহার পর ঐ পিলই প্রস্তুত করিয়া দিবসে ২ বার করিয়া খাইতে হয়। তাহার পর পুনরায় প্রস্তুত করাইয়া দিবসে ১ বার সেবন করিয়া, ক্রমে ছাড়িয়া দিতে হয়। ইহা প্লীহা যকৃত সংযুক্ত জ্বরের উৎকৃষ্ট টনিক পিল।
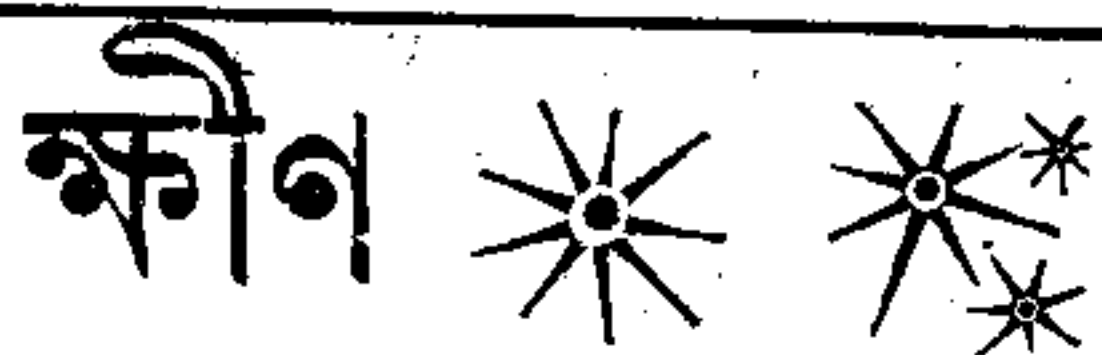
দেশীয় ম্যালেরিয়ার পাঁচন।

ইহাও একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ, ইহাদ্বারা জ্বর নির্দ্দোষ এবং স্থায়ীভাবে সারিয়া যায়। পল্লীগ্রামবাসী গৃহস্থ লোকের এই ঔষধটী ম্যালেরিয়ার সময় পরম বন্ধু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

গুলঞ্চ	৵০ দুই আনা ওজনে
কট্‌কী	৵০ " "
নিমছাল	৵০ " "
ধনে	/০ " "
পল্‌তা	৵০ " "
ক্ষেতপাব্‌ড়া	৵০ " "
সোণামুখী	৵০ " "
আঙ্গী হরিতকী	১০টী

জিনিস গুলি যত টাট্‌কা এবং কাঁচা পাওয়া যায়, ততই ভাল। প্রক্রিয়া:—প্রথমে হামালদিস্তায় বা শীলে প্রত্যেক জিনিসটীকে থেঁতো করিয়া লইতে হইবে। তাহার পর অর্দ্ধসের জল দিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইতে হইবে এবং ছাঁকিয়া সিটেগুলি ফেলিয়া দিয়া ইহাতে ১০ ফোঁটা নাইট্রো মিউরিয়েট (ডাইলিউটেড) মিশাইয়া সেবন করিতে হইবে। আঙ্গী হরিতকীর পরিমাণ ১০টী দেওয়া হইল বটে, কিন্তু কোষ্ঠ পরিষ্কারের অবস্থা বুঝিয়া কম্ বেশী করিয়া লইতে হইবে। পিত্ত প্রাধান্য থাকিলে রক্তচন্দনের কাষ্ঠ খুব থেঁতো করিয়া /০ আনা দিতে হইবে, সর্দ্দি কাশী থাকিলে কন্টকারী ৵০ ওজনে এই পাঁচনে দেওয়া উচিত। পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি এক বেলাতেই অর্দ্ধপোয়া পাঁচন সেবন করিবেন, কিন্তু ছেলেদের বয়সানুসারে পরিমাণ ঠিক করিয়া লইতে হইবে। সকালে ও সন্ধ্যাবেলায় সেবন করিতে হয়, পাঁচন প্রত্যেক দিন সিদ্ধ করিয়া লইতে হইবে, এবং ঈষদুষ্ণ সেবন করিতে হইবে। পাঁচন সিদ্ধ করিয়া এ বেলার পাঁচন যদি ওবেলায় সেবন করিতে হয়, তাহা হইলে গরম করিয়া খাইলেও চলিবে। নাইট্রো মিউরিয়েট ডিল্ ছেলেদের বয়স অনুসারে স্থির করিয়া লওয়া উচিত। প্রসিদ্ধ চসমা বিক্রেতা মেসার্স দে, মল্লিক কোংর স্বত্বাধিকারী এই পাঁচনের পেটেন্টী আমাকে দিয়াছিলেন। ইহা মহৎ উপকারী। তিনি ডাক্তার অন্নদাকান্তগিরি মহাশয়ের এই ব্যবস্থায় আরোগ্য হন।

জ্বরের একটী উৎকৃষ্ট দেশীয় বটিকা।

ইহাদ্বারা স্থায়ীভাবে জ্বর প্রশমিত হয়।

ইন্দ্রযব	১ তোলা
বিড়ঙ্গ	১ "
সোমরাজ	১ "
আঙ্গীহরিতকী	১ "
বিট লবন	১ "
কড় এলাচের খোসা	১ "
দাড়িম্বের সরু শিকড়	১ "

এই গুলিকে হামানদিস্তায় গুঁড়া করিয়া প্রত্যেক বটিকাতে ২ গ্রেন পরিমাণ মিউরিয়েট কুইনাইন মিশাইয়া পরিষ্কার জলের সাহায্যে বা ঈষৎ গঁদের জলদ্বারা প্রত্যেক বটিকা এক একটী বড় মটরের মত করিয়া দিবসে ২ বার (প্রাতে সন্ধ্যায়) সেবন করিলে জ্বর বন্ধ হইয়া যাইবে ও ক্রিমি নষ্ট হইবে।

ইহাও অনায়াসে পেটেন্ট করিয়া বিক্রয় করা যায়। সামান্য খরচ কিন্তু প্রত্যেক পিল্‌টী ৫ হিসাবে বিক্রয় করিলেও প্রচুর লাভ হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র।

বেদনা নাশক তৈল।

মেটে তৈল	১ ছটাক
রেড়ির তৈল	১ "
টার্পিণ তৈল	১ "
সৈন্ধব লবণ চূর্ণ	২ তোলা
কর্পূর	১।০ "
পিপারমেণ্ট অয়েল	৪০ ফোঁটা

প্রস্তুত করিয়া রৌদ্রে একটু দিয়া গরম হইলে পার্শ্ব বেদনা, বাত বেদনা, আঘাতজনিত বেদনা আরোগ্য হইবে। অগ্নির উত্তাপে দেওয়া না হয়। ইহা বাহ্য প্রয়োগের জন্য, বিষাক্ত, খাইবার জন্য নহে। M B

বেকারের উপায়।

— :(•): —

কাজের কথা।

সম্পাদক মহাশয়!

গত জানুয়ারি মাসের 'কাজের লোকে' বেকার ভ্রাতাগণের জন্য পয়সা প্যাকেট চাএর ব্যবসার কথা লিখিয়াছিলাম, তজ্জন্য আমাকে আপনি অশেষ ধন্যবাদ দিয়াছেন। বাস্তবিক, ধন্যবাদের পাত্র আমি নহি; কারণ কাজ করিবার পরামর্শ ও যুক্তি অনেকেই দিতে পারেন বটে, কিন্তু যাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া হাতে কলমে কাজ করিয়া, নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সাফল্যলাভ করেন, তাঁহারাই প্রকৃত ধন্যবাদের পাত্র। যাহাহউক, এ মাসেও আমি 'বেকার' ভায়াদের জন্য কয়েকটি বিষয় লিপিবদ্ধ করিলাম।

১। শজারুর কাঁটা।

শজারু বলিয়া এক প্রকার জন্তু আছে, পাঠকবর্গ বোধ হয়, সকলেই তাহা জানেন। উহাদের গায়ে এক প্রকার কাঁটা হয়, সেগুলি বেশ শক্ত। এ দেশের স্ত্রীলোকেরা উহার কাঁটা খোঁপায় গুজিয়া রাখেন। উহাতে নাকি কবরীর শোভা বাড়ে। আজকাল বিলাতী 'পিন' বা বাহারী কাঁটা উহার স্থান অধিকার করিয়াছে। পল্লীগ্রামে শজারুর মাংস অনেকে খাইয়া থাকেন; আমাদের শাস্ত্রে উহা পবিত্র মাংস বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। এক একটা শজারুর গায়ে অনেক কাঁটা থাকে। যদি কোন উদ্যোগী লোক সেই কাঁটাগুলি সংগ্রহ করিয়া ছোট বড় করিয়া সাজাইয়া একটা পিচ্‌বোর্ডে গাঁথিয়া কলিকাতার মণিহারীর দোকানে রাখিতে পারেন, তাহা হইলে সেগুলি খুব বিক্রয় হইতে পারে। উহাতে লাভও বেশ হয়। গঙ্গার ঘাটের নিকট যে সকল মণিহারী দোকান আছে, সেখানে বেশী বিক্রয়ের সম্ভাবনা। শজারুর কাঁটায় কলমের হ্যাণ্ডেলও হইয়া থাকে। পূর্ব্ববঙ্গ এবং চব্বিশ পরগণাতে শজারু পানেরবরোজ ও ক্ষেৎ বাড়ীতে অনেক দেখা যায়।

২। টিপ্।

সকলেই জানেন, মেয়েরা টিপ্ কিরূপ ভালবাসেন। টিপ্ না পরেন, এমন হিন্দু মেয়ে খুব কম দেখা যায়। পূর্ব্বে এ দেশের মেয়েরা কাঁচপোকা ও এক প্রকার পোকার টিপ পরিত। কাঁচি দিয়া যে স্ত্রীলোক খুব ছোট ছোট টিপ কাটিতে পারিতেন, ভাল শিল্পী বলিয়া মেয়ে মহলে তাঁর খোস্‌নাম হইত। এখন আর সেদিন নাই; সহরে কাঁচপোকাই বা কোথা, আর টিপ্ কাটেই বা কে? আজকাল দেখা যায়, বাজারে মনোমোহিনী টিপ্, সাবিত্রী টিপ্ প্রভৃতি নাম দিয়া ছোট ছোট টিন ও কাগজের কৌটায় অথবা ছোট ছোট কাগজের খামের মধ্যে টিপ বিক্রয় হইতেছে। কৌটার দাম দুই আনা হইতে এক আনা ও কাগজের খামের দাম এক পয়সা। এক পয়সার খামের মধ্যে বড় জোর ২০ খানা টিপ থাকে। আর সে গুলি আবার নানা রঙ্গের—নীল, পীত, লোহিত, হরিৎ, ইত্যাদি—সবগুলি বেশ চক্ চক্, ঝক্ ঝক্ করিতেছে। এ গুলি মেয়েরা আজকাল খুবই ব্যবহার করেন, কাজেই দোকানে ইহাদের বিক্রয়ও খুব। হাটে বাজারে, মেলায় সর্ব্বত্রই এই কাগজের খামের টিপ যথেষ্ট বিক্রয় হইতেছে। কাজের লোকের প্রথম বর্ষে এ কথার একবার সঙ্কেত করা হইয়াছিল, এই টিপ খুব সস্তায় তৈয়ারী হইয়া থাকে। কি করিয়া তৈয়ারী হয়, তাহা বলিতেছি। কলিকাতার বড়বাজারে খোঙ্গরাপটী বলিয়া একটা স্থান আছে, সেখানে জরী, চুমকী প্রভৃতির অনেক দোকান আছে। সেই সকল দোকানে জগজগা বলিয়া এক প্রকার জিনিষ বিক্রয় হয়। তাহা নানা রঙ্গের—লাল, নীল, সবুজ প্রভৃতি, ঠাকুর বা প্রতিমা সজ্জার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। জর্ম্মণীতে প্রস্তুত এক একটা খাতায় সম্ভবতঃ একশত পাত জগজগা থাকে। সত্যনারায়ণের পুঁথির কাগজের মত লম্বা কিন্তু চওড়ায় তার দেড় বা দুইগুণ। এই জগজগার মূল্য এক পাত দুই পয়সা—১০০ শত কিনিলে খুব সুবিধায় পাওয়া যায়। প্রথমতঃ এই জগজগা কিনিয়া আনিতে হইবে। পরে চাঁদনীর চকের লৌহ যন্ত্রাদি বিক্রেতাদের দোকান হইতে একটা পঞ্চ Punch কিনিতে হইবে। ইহার আকার অনেকটা কামারদের ছেনীর মত। মুখটা বেশ সরু। যে রকম টিপ কাটিবার দরকার, সেই রকম মুখওয়ালা পঞ্চ কিনিলেই হইবে। দামও বেশী নয়, বোধ হয় পাঁচ আনা কি ছয় আনার অধিক হইবে না। তারপর সের দুই চার সীসা কিনিয়া একটা পাত্রে করিয়া আগুণে গলাইয়া উহা একটি মাটির সরায় ঢালিয়া ফেল; পরে সীসা শীতল হইয়া আসিলেই সরাটা উপুড় করিয়া দাও। এই সীসার উপর সেই জগজগা বেশ করিয়া চার পাঁচ ভাঁজ করিয়া বসাও। তাহার পর উহার উপর পঞ্চ বসাইয়া হাতুড়ীর ঘা দাও। (ছোট হাতুড়ী হইলেই চলিবে,)। তাহা হইলেই পঞ্চের মুখে যে ধার আছে, তাহার দ্বারা টিপ কাটা হইবে; এইরূপে ক্রমশঃ পঞ্চ সরাইয়া সরাইয়া ঘা দিতে থাক। ক্রমে পঞ্চের মুখে যত টিপ কাটা হইবে, সেগুলি ক্রমশঃ উহার মাথার দিকে উঠিতে থাকিবে। ক্রমে উহার মাথায় যে ছিদ্র ছিল, তাহার মধ্য দিয়া টিপগুলি বাহির হইয়া আসিবে। তাহার পর সেই টিপগুলি একটা দুই পয়সার চা ছাঁকিবার ছাঁকনীতে ছাকিয়া লইয়া কাগজের খামে ভরিয়া বিক্রয় কর। খামের উপর নিজের নাম ও টিপের একটা কল্পিত নাম ছাপাইয়া বাজারে দোকানদারদের দাও। তাহারা

বিক্রয় করিবে। এ খুব সোজা ব্যবসা। লোকসানের ভয় নাই। পুঁজী এত অল্প যে গায়ে লাগে না। 'কাজের লোকের' পাঠকগণ ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

ধুঁদুলের জালি বা ছাল।

সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে সাবান মাখাটার খুবই চলন হইয়াছে। বাঙ্গালীর মেয়েরা সাবান আজকাল খুব ব্যবহার করেন এবং সাবান গায়ে ঘষিয়া ধুঁদুলের জালি বা ছাল দিয়া গাত্র মার্জ্জনা করেন। পল্লীগ্রামে অবশ্য ধুঁদুলের জালি বা ছালের অভাব নাই। কিন্তু কলিকাতায় ইহার অত্যন্ত অভাব; এখানে ঐগুলি লক্ষ লক্ষ বিক্রয় হইতে পারে ও হইয়া থাকে। কলিকাতায় কখনও কখনও দু একজন লোক ঐগুলি বিক্রয় করিতে আনে বটে, কিন্তু সকল সময়ে পাওয়া যায় না। এখানে এগুলি পয়সায় একটা বা বড় জোর দুইটা করিয়া বিক্রয় হইতে দেখা যায়। আমাদের বিশ্বাস, যদি কেহ ধুঁদুলের জালি বা ছাল মফঃস্বল হইতে আনাইয়া বেশ করিয়া খোসাগুলি ছাড়াইয়া পিচ্‌বোর্ডে স্পঞ্জের মত গাঁথিয়া দোকানে দোকানে বিক্রয়ার্থ রাখেন, তবে এ ব্যবসায়ে মন্দ লাভ হয় না। কাজের লোকের কোন উদ্যোগী পাঠক ইহা করিবেন কি?

সম্পাদক মহাশয়, এ মাসে এই পর্য্যন্ত। লিখিতে লিখিতে রাত্রি অধিক হইল, বাতিও ফুরাইয়া গেল, এদিকে বাড়া ভাত জুড়াইয়া যায়—গৃহিণী বকাবকি আরম্ভ করিয়াছেন; কাজেই এইখানে আজ 'ইতি' করিতে হইল। যদি বাঁচিয়া থাকি, পর মাসে সাক্ষাৎ করিব। ইতি আপনার শুভানুধ্যায়ী

"বেকার-বন্ধু।"

মজলিসি গল্প।

—:(০):—

মহতের মহাবাক্য।

কলিকাতার শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র দাস মহাশয় লাট সাহেবের দেয়ান ছিলেন। জাতিতে কায়স্থ, অবস্থা খুব ভাল, তাহা বলাই বাহুল্য। গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে রায়বাহাদুর উপাধি দিয়াছিলেন। দান, ধ্যান ক্রিয়া কলাপের জন্য হরিশবাবুর যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল। মহারাজ দুর্গাচরণ লাহা কলিকাতার ধনকুবের বিশেষ, ইহা বাঙ্গালীর অবিদিত নাই। ইহাঁরা জাতিতে সুবর্ণবণিক। রায়বাহাদুর হরিশবাবু এবং মহারাজা উভয়েই সমবয়স্ক বলিয়া উভয়ের মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্টতা এবং বন্ধুত্ব ছিল। মহারাজা প্রায়ই রায়বাহাদুরের বাড়ী বেড়াইতে যাইতেন। মহারাজাকে একদিন হরিশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ! অনেকদিন আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব মনে করি, কিন্তু আপনি চলে গেলে কথাটা মনে পড়ে।

মহারাজা—কি কথা রায়বাহাদুর?

রায়বা। আচ্ছা, আমাদের ব্রাহ্মণ কায়স্থ, ইহারাও চাকরীবাকরী, ব্যবসা ব্যণিজ্যাত অনেকেই করে, শুদ্ধ যে আপনাদের জাতিই করেন, এমন নয়, কিন্তু কিছুদিন পরে এদের লক্ষ্মী অন্তর্দ্ধান হন, আর আপনাদের লক্ষ্মী এখন সুস্থিরা কেমন করে থাকেন, বলিতে পারেন?

মহারাজা বল্লেন, লক্ষ্মী চিরচঞ্চলাই বটেন, তবে কোনরূপে কৌশলে আমরা রাখ্‌তে পারি, ও রাখ্‌তে জানি।

"কেমন করে?" রায় বাহাদুর সবিস্ময়ে বল্লেন, কি কৌশলে?"

মহারাজা বল্লেন, আপনি লক্ষ্মী পূজা করেন ত?

রায় বাঃ। করি বৈ কি!

মহা। মাকে কাপড় কতবড় ও কি কাপড় দেন?

রায়। অবস্থা মত ১০ হাতি পাটের কাপড়ই মায়ের পূজার জন্য দিই।

মহারাজা। আমরাও পূজা করি, কিন্তু কাপড় দিই ৫ হাতি সুতার। এতে অবস্থা দুরবস্থার কথা ভাবি না। আপনাদের লক্ষ্মী দশহাতি পাঠের কাপড় পরেন, কাজেই পাড়াপড়্‌সির ঘরে বেড়াতে ও দেখাতে যেতে ইচ্ছা হয়। এটা স্ত্রীলোকের স্বভাব। তাই চঞ্চলা হন। আর আমাদের লক্ষ্মীর পাঁচ হাতি কাপড়, এদিকে টান্‌তে ওদিক আদুড় হয়ে পড়ে, কাজেই লজ্জায় ঘরের কোণেই তাঁকে থাকৃতে হয়। এই রহস্য আর কি?

হরিস বাবু কথাটা বুঝ্‌লেন। বল্লেন, "মহতের উপদেশ মহাবাক্যই বটে।"

পাঠক, দেখিলেন কি সুন্দর উপদেশ! মিতব্যয়িতা না জানিলে কখন লক্ষ্মীশ্রী হয় না।

মহারাজা ৺দুর্গাচরণ লাহা মহাশয় যে এত বড় লোক ছিলেন, তাঁহার তমো মাত্র ছিল না, সন্তান-সন্ততির ও বাহ্যাড়ম্বর নাই, অথচ কলিকাতায় মধ্যে গণ্য মান্য ধনকুবের।

প্রাপ্ত দ্রব্যাদির সমালোচনা।

পঞ্জিকাদি।—লক্ষ্মীবিলাস নামক প্রসিদ্ধ কেশতৈলের স্বত্বাধিকারীগণ মেসার্স এম, এল, বসু এণ্ড কোং একখানি ১৯১১ সালের সুন্দর চিত্র পঞ্জিকা উপহার পাঠাইয়াছেন। চিত্রের বিষয় "রামচন্দ্রের দেশাগমন" চিত্রখানি ভাবময় এবং মনোরম। লক্ষ্মীবিলাস তৈল অধুনা জাল হইয়া বিক্রয় হইতেছে, আসল লক্ষ্মীবিলাস তৈল ইহাঁদের দোকান হইতে লইলে প্রতারিত হইতে হয় না। লক্ষ্মীবিলাস তৈল বহু প্রাচীন, গুণ ও গন্ধে বাঙ্গালার গৃহে গৃহে চিরপরিচিত, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র।

সুপ্রসিদ্ধ "কেশরঞ্জনের" পেন্‌সিল কেশ। কবিরাজ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় একটী মূল্যবান এবং অতি আবশ্যকীয় দ্রব্য এবার উপহার দিয়াছেন—সেটী একটী সুন্দর হস্তিদন্তের ন্যায় শুভ্র সেলুই লয়েডর পেন্‌সিল কেশ, তাহাতে রৌপ্যের ন্যায় চাকচিক্যযুক্ত অতি সুরুচিপূর্ণ কারুকার্য্যময় ক্ষুদ্র কড়া দেওয়া, ঘড়ীর সহিত ঝুলাইয়া রাখা যায়, যেমন আবশ্যকীয় তেমনি সুন্দর, এই পেন্‌সিল কেশটীর উপর সুন্দরভাবে 'কেশরঞ্জন' তৈলের নাম ও ঠিকানা দেওয়া। এইরূপ বিজ্ঞাপন অবশ্যই ব্যয়সাপেক্ষ, কিছু স্থায়ী এবং মূল্যবান।

পুসার বটিকা এবং মনসেন অয়েল। মেসার্স এস পাল এণ্ড কোং, ৪ নং হসপিটাল ষ্ট্রীট হইতে দুইটী ঔষধ পাঠাইয়াছেন। পুসার বটিকা অম্ল, অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধতার ঔষধ, গাছ গাছড়া হইতে প্রস্তুত, একটী অম্লরোগীকে দেওয়া হইয়াছিল, তিনি উপকার বোধ করিয়াছেন। মনসেন তৈল—বাতাদি বেদনানাশক তৈল। পরীক্ষাদ্বারা দেখা যায়, ইহাতে যে সমস্ত দ্রব্য আছে, তাহা বেদনা ও বাতের পক্ষে আশুফলপ্রদ হইবারই সম্ভাবনা। মেসার্স বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোম্পানীর দোকানে পাওয়া যায়। ঔষধ দুইটী ভাল, আমরা সাধারণকে পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করি।

হিন্দু ক্রিয়া কলাপে পি, এম বাগচীর পঞ্জিকার মতই প্রশস্ত হইতে চলিল দেখিতেছি, দোল লইয়া যে তর্ক উঠিয়াছিল, দেশের গণ্যমান্য পণ্ডিতগণ পি, এম বাগচীর পঞ্জিকার মতই অভ্রান্ত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষের পি, এম বাগচীর পঞ্জিকাতে বহু নূতন বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং এত আবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ যে, ইহা প্রত্যেক গৃহীর এক অপরিহার্য্য সামগ্রী হইয়াছে।

শিক্ষার উৎসাহ।

লণ্ডন শিক্ষা-সমিতি ১৯১১ সালের জন্য বালিকা দিগের শিক্ষার নিমিত্ত ২০০ বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন, এই বৃত্তির নাম Trade Scholarship বা বানিজ্য-বৃত্তি। এই বৃত্তির টাকা হইতে বালিকাগণ বিনা বেতনে লেখা পড়া শিক্ষা পোষাক পরিচ্ছদ প্রস্তুত, রান্নাবাড়া, ধোবার কাজ, সেলায়ের কাজ, চিঠি পত্র লেখা, আফিসের কাজ কর্ম্ম শিক্ষা করিবে, কার্য্যে সুশিক্ষিত হইলে যাহার যেরূপ শিক্ষা, সে সেইরূপ চাকরী পাইবে বা স্বাধীন ভাবে ব্যবসায় চালাইয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিবে। বলা বাহুল্য, এই বৃত্তির টাকা ব্যবসায়ীগণের দ্বারাই প্রদত্ত হইবে। ধন্য দেশ! এত গুণ না থাকিলে ইহারা এত উন্নতি করিতে পারে কি, এদেশের ধনকুবের ও ব্যবসায়ীগণ এ সকল কার্য্যে উদাসীন। তবে আর কেমন করিয়া দেশীয় শিল্পের উন্নতি হইতে পারে বলুন ?

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২॥০ ।

Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক ।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, এবং সাহিত্য বিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিক পত্র ।

পঞ্চম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা । | New Series, March 1911. | নূতন সংস্করণ । মার্চ্চ, ১৯১১ । | Vol. V. No. 3

নমঃ গণেশায় ।

"Use moments wisely, then hours will not reproach thee." "অর্থাৎ অতি ক্ষুদ্র সময়—পল অনুপলের সদ্ব্যবহার জানিলে —ঘণ্টার নিকট তিরস্কৃত হইতে হয় না।" যে সময়ে যে কাজ করা কর্ত্তব্য, সে সময়ে সে কাজ না করিলে, সময় নষ্টের জন্য অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে হয় না। কিন্তু সময়ের হিসাব আমরা রাখি না। কোন্ কাজ কখন করা উচিত, তাহা জানিনা, সুতরাং অমূল্য সময় বৃথা কাটিয়া যায়। কিন্তু পাশ্চাত্য জগতের কর্ম্মীগণ এই সময়কেই অর্থ বলিয়া থাকেন, প্রতি মুহূর্ত্তকে তাঁহারা খাটাইয়া লয়েন। কাজেই জীবনের অল্প সময়ে প্রচুর কাজ করিতে পারেন।

বাঙ্গালীর এই সময়ের মূল্য বোধ নাই। তাই শুদ্ধ গালগল্পে, শুদ্ধ তাস পাশায় দিন কাটিয়া যায়। হায় হতভাগ্য আমরা, এই সকল গুণেই আমরা দেশের উপকার, স্বদেশের উন্নতির জন্য উচ্চাশা করিয়া থাকি। কিন্তু এমন দিন, এমন লোক আগে বাঙ্গালায় ছিল না। আগেকার লোকে কর্ম্মী ছিল, সময়ের মূল্য বোধ ছিল, পণ্ডিতগণের অসংখ্য গবেষণা পূর্ণ গ্রন্থাবলী, রাজাদের দিগ্বিজয়, এ সকল জীবনের অল্প সময়ের মধ্যেই সুসম্পন্ন হইয়া ছিল। আধুনিক বাবু বাঙ্গালী শ্রম কাতর, নিদ্রাতুর, তাস পাসা রত, উল্লেখযোগ্য কাজ কয়জন বাঙ্গালীই বা করিয়া থাকেন? এমন দেশ দীনতার করালগ্রাসে চির-কবলিতই থাকে, ইহা স্বাভাবিক। কেহ পার যদি, প্রতি মুহূর্ত্তের সংবাদ লও, তাহার সদ্ব্যবহার কর, তবে এজাতি শতাধিক বর্ষ পরে কর্ম্মী হইতে পারিবে, নচেৎ যেমন আছে, তেমনিই থাকিবে।

মেথিলেটেড স্পিরিট দ্বারা চিমনী সহজে পরিষ্কার করা যায়; যদি তবু দাগ না উঠে, তবে স্পিরিটে ক্ষার মিশান আবশ্যক।

সোনার থালা। বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহাকুমার সীতাহাটী গ্রাম। এই গ্রামে মাটির ভিতর হইতে কয়েকটি ধাতব দ্রব্য আবিস্কৃত হইয়াছে। এই দ্রব্য গুলির মধ্যে একখানি সোণার থালার কথাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কারণ, এই সোণার থালাখানা এ অঞ্চলের অতীত যুগের ঐশ্বর্য্য-গৌরবের এক দীপ্ত নিদর্শন। থালাখানার অঙ্গে কয়েকটি সংস্কৃত শব্দ খোদিত। বর্দ্ধমানের কলেক্টর সাহেব এই আবিষ্কার সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য-সংগ্রহের জন্য একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি সীতাহাটি গ্রামে গিয়া সেখানকার শ্রীযুত বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় জমিদার মহাশয়ের সহিত দেখা করিয়াছিলেন, সোনার থালাখানি তিনি লইয়া আসিয়াছেন। এখনও মৃত্তিকা খনন করা হইতেছে; সে অঞ্চলের লোকের বিশ্বাস,—যে স্থানটি খনন করা হইতেছে, ঠিক সেই স্থানেই "নৈ" নামক এক রাজার প্রাসাদ ছিল।

ইক্ষুর চাষ—যাভা হইতে এদেশে অনেক চিনির আমদানী হয়; যাভা চিনি অত্যন্ত সস্তা। সেখানে ইক্ষু উৎপাদনের জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। ১৮৯৪ সালে একর প্রতি ২৭.২০ টন ইক্ষু জন্মিত, ১৯০৮ সালের প্রতি একরে ৪২.৪৪ টন ইক্ষু উৎপন্ন হইয়াছে। প্রত্যেক একরে পূর্ব্বে ২.৮২ টন চিনি হইত, এখন তাহার স্থানে ৪'২১ টন চিনি পাওয়া যায়; সেখানে জমিতে ভাল সার দেওয়া হয়, চাষের উৎকৃষ্ট প্রণালী অবলম্বন করা হয়। ভারতবর্ষও ত ইক্ষুর দেশ; এখানে ইক্ষুর উন্নতির জন্য চেষ্টা হইতেছে কই?

আলুর রং;—আলু কেবল আহার্য্য পদার্থ নয়, ইহা দ্বারা নানাপ্রকার দ্রব্য নির্ম্মিত হইতেছে। আলুর দ্বারা পেন্সিলের কাঠের কার্য্য হইতে পারে; আলুর দ্বারা অতি সহজ প্রণালীতে একরূপ রং প্রস্তুত করা যায়; সেই রং যাহাতে লাগান হয়, শীঘ্রই তাহা শুকাইয়া যায়। এক সের আলু সিদ্ধ করিয়া তাহার খোসা ছাড়াইতে হয়; তৎপর গরম জলে তাহা ভাল করিয়া মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিতে হয়। ৫ সের জলে ২ সের স্পেনিস্ হোয়াইট মিশাইয়া এই আলুর সঙ্গে মিশ্রিত করিলে সুন্দর রং হয়।

কার্পাসের উন্নতি।—সম্প্রতি বিলাতের পার্লামেন্টের কমন সভার এক প্রশ্নোত্তরে প্রকাশ পাইয়াছে,—"ভারতে যাহাতে অধিকতর পরিমাণে উত্তম কার্পাসের উৎপত্তি হইতে পারে, ষ্টেট সেক্রেটারী লর্ড মরলি তৎসম্বন্ধে ভারত গবর্ণমেণ্টের সহিত লেখালেখি করিতেছেন।" ভারতে এখন বহুপরিমাণে উত্তম কার্পাসের উৎপত্তি বিশেষ আবশ্যক। সুতরাং লর্ড মরলির প্রস্তাবানুসারে যত শীঘ্র কার্য্যারম্ভ হইবে,—ততই ভাল।

রাজার ঘোষণাপত্র।—আমাদের রাজা পঞ্চম জর্জ্জ ঘোষণা করিয়াছেন যে আগামী ১২ই ডিসেম্বর দিল্লী নগরে রাজ্যাভিষেক ও দরবার হইবে।

গো-সেবার উপকারিতা—প্রাচীন কালে গো-সেবা একটী ধর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত ছিল, এখন সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহা লোপ পাইতেছে, যাহারা গোসেবা করে, তাহারা উৎকট ব্যাধি সমূহ হইতে মুক্তি পায়। বাধক মৃতবৎসার তান্ত্রিক চিকিৎসায় নারীগণকে আর্য্য-ঋষিগণ ধেণু-সেবায় রত হইতে পরামর্শ দিয়াছেন। গোময় দ্বারা শোণিত বিশুদ্ধ হয়, দেহ-কান্তি বৃদ্ধি হয়, অকস্মাৎ কোন রোগ আক্রমণ করিতে পারে না। সে কালের গৃহিনীগণ নিজ হস্তে গো-সেবা করিতেন, এখনকার বিবি গিন্নিদের গোময়ের গন্ধে হিষ্টিরিয়া হয়। "কালস্য কুটিলা গতি" যাহা পূর্ব্বে ছিল, তাহা ভালই ছিল।

লণ্ডণের করোনেশন একজিবিশন।

আগামী মে মাসে আমাদের সম্রাটের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে, লণ্ডনের হোয়াইট্-সিটি, শেফার্ডসবুশ নগরে এক বিরাট শিল্প প্রদর্শনী হইবে, তজ্জন্য যত ডিউক, লর্ড, আরল্, ভিসকাউণ্ট, ব্যবসায়ী, সম্ভ্রান্তলোক উঠিয়া পড়িয়া আয়োজন করিতেছেন। এই শিল্প প্রদর্শনীতে যত টাকা আয় হইবে, তাহা হইতে অন্ততঃ পাঁচ হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ ৭৫০০০৲ টাকা ম্যানহাউস ফণ্ডে বা স্বর্গীয় সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের স্মৃতিসৌধ নির্ম্মাণের জন্য প্রদত্ত হইবে। এই করোনেশন প্রদর্শনীতে ইংলণ্ডজাত শিল্প এবং অর্থাগমের যাবতীয় দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হইবে। গ্রাণ্ড কাউন্সিলের সেক্রেটারী আমাদিগকে বিশেষ পত্রদ্বারা জ্ঞাত করিয়াছেন যে, ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট কেবল ভারতজাত Raw matireal কাঁচামাল অর্থাৎ কাষ্ট, ধাতু, পাট প্রভৃতি এই প্রদর্শনীতে প্রেরণ করিবেন, যদি সেই সকল কাঁচামাল জাত শিল্পাদি লণ্ডন প্রদর্শণীতে কেহ প্রদর্শন করিতে চাহেন, তাহা হইলে তিনি নিম্নলিখিত ঠিকানায় লিখিলে সবিশেষ জ্ঞাত হইতে পারিবেন, এই প্রদর্শনী আগামী মে মাস হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত থাকিবে।

বিশেষ বিবরণের জন্য সেক্রেটারী—
Secretary Coronation Exhibition 1911, Exhibition Office, Greatwhite city, Shephard's Bush
London W

এই ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে। এই প্রদর্শনীতে যাঁহারা কিছু দেখাইবেন, তাঁহারা ডিপ্লোমাদি প্রাপ্ত হইবেন।

এত লর্ড ডিউকাদির নাম দেখিয়াই আমরা বিস্মিত হইয়াছি। কি উদ্যোগীর দেশ, কোথায় লণ্ডন, আর কোথায় ভারতের দেশীয় ক্ষুদ্র মাসিক পত্র "কাজের লোক" কিন্তু এতদূরেও তাঁহাদের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিবার জন্য তাঁহারা উৎসুক, ধন্য দেশ, ধন্য উদ্যম, আর ধন্য ব্যবসায় বুদ্ধি এবং কার্য্য-কুশলতা! এমন জাতির সংস্রবে এতকাল থাকিয়া আমরা কেবল হ্যাট কোট্ পরিতে এবং নিজের দেশীয় চাল চলন বিসর্জ্জন দিতে শিখিলাম মাত্র, তাহাদের অন্য এত মহৎ গুণ একটুও লইতে পারি নাই। নিশ্চয়ই দুরদৃষ্ট আমাদের।

পুষ্প বা ফুলের তোড়া টাটকা রাখিবার উপায়।

আন্দাজ /১ সের গরম জলে অর্দ্ধ সের ফট্‌কিরি ফেলিয়া দিলে গলিয়া যাইবে। শীতল হইলে তাহাতে ফুল বা তোড়া ডুবাইয়া তাহার পর ফুলদানে রাখুন, অনেক দিনই সদ্য প্রস্ফুটিত ফুলের ন্যায় টাট্‌কা দেখাইবে।

(Special for "Businessman"
Practical Picture-Framing.

ছবিবান্ধাইয়ের কাজ শিক্ষা।

—:():—

পাঠকগণের স্মরণ আছে, আমরা গতবারে কেমন করিয়া "মিটার ব্লক প্রস্তুত করিতে হয়, শিখাইয়াছিলাম। এবারে shooting Block শুটিং ব্লকের উদ্দেশ্য এবং ব্যবহার বুঝাইলে চতুষ্কোণ ফ্রেম করার কথা শেষ হইবে। এই "শুটিং ব্লক" ঠিকই মিটার ব্লকেরই মত। মিটার ব্লকের সমকোণ কাষ্ঠ দুইখানির পার্শ্ব দিয়া পূর্ব্ব কথিত উপায়ে যেমন ফ্রেম বা মোলড্ দুখানা কাটা হইল, সেই ফ্রেম দুইখানির ২টী কাটা মুখ কাঁটা মারিয়া জুড়িবার সময় শুটিং ব্লকের আবশ্যক। নচেৎ প্রেক মারিতে সুবিধা হয় না। দুই মুখ মিলহইতে পারে না। নিম্নলিখিত চিত্রখানি দ্বারা বুঝাইলেই শুটিং ব্লক এবং ইহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারা যাইবে।

ক চ গ
ছ জ
ঞ ট
খ ঙ ঘ
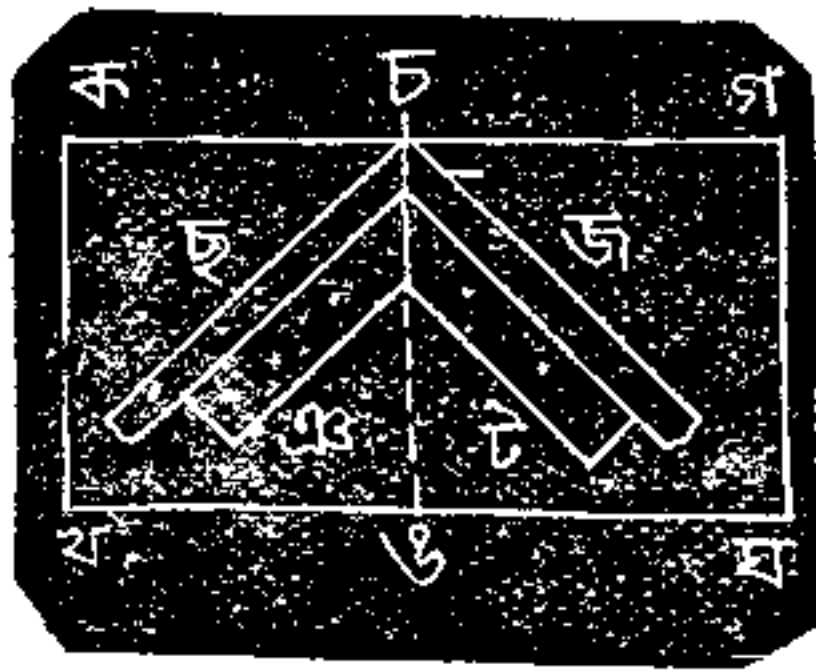
দেখুন, কখগঘ চতুষ্কোণ একখানি কাষ্ট ফলক, যেমন মিটার ব্লকে থাকে, সেইরূপই, ইহাতে ঞ, এবং ট চিহ্নিত ২খানি মিটার ব্লকেরই ন্যায় কাষ্ঠখণ্ড ঠিক সমকোণ করিয়া কাটা এবং স্ক্রু দিয়া আঁটা হইয়াছে,এখন ছ ও জ কাটা ফ্রেম দুখানিকে যেন চ বিন্দুতে ঠিক সমকোণ করিয়া পা দিয়া চাপিয়া ধরিয়া সোজাভাবে প্রেক দিয়া হাতুড়ী দ্বারা আঁটা হয়। ঞ ও ট দুখানি কাষ্ঠ সমকোণে অবস্থিত, ফ্রেম দুখানি তাহাদের গায়ে গায়ে গিয়া সমকোণ হইয়াছে, সুতরাং কাঁটা আঁটিবার সময় সরিয়া পড়িবার উপায় থাকে না। এই উপায়ে ৪টী কোণ কাঁটা দ্বারা আঁটা হইলেই একখানি চতুষ্কোণ ফ্রেম হয়।

এখন এই ফ্রেমখানাকে উবুড় করিয়া একখানি তক্তার উপর শায়িত করিলেই উলটা দিকে পরকোলা বা কাচ খানি ধারণের খাঁজ কাটা আছে দেখিতে পাইবেন। কাচ ছোট বড় হইতে পারে। সচরাচর বাজারের ছবি ১০×১২, × ১৬×২০ ইঞ্চি এইরূপ মাপেরই বিক্রয় হয়, খুব বড় বড় ফ্রেমও আছে, ছোট ও আছে। ছবির মাপ বুঝিয়াই কাচ ও ফ্রেম কাটা হয়, তাহা বলাই বাহুল্য।

এখন ছবির মাপ বুঝিয়া ফ্রেম হইল, আবার কাচ খানাকে সেই খাঁজের দিকে লক্ষ্য করিয়া কাটিয়া লইতে হইবে। ইহা অতি সহজ কাজ। কাচখানাকে লইয়া ঐ ফ্রেমটার উলটা অর্থাৎ যে ধারে খাঁজ আছে, তাহার উপর ফেলুন, কাচ স্বচ্ছ, ফ্রেমের খাঁজ ঠিক দেখা যাইবে। সেই খাঁজ লক্ষ্য রাখিয়া কাচ খানির উপর "হীরের কলম" দ্বারা একটু টানিয়া যাইলেই কাচে একটা দাগ পড়িবে, তাহার পর ঈষৎ চাপ দিলেই অনাবশ্যকীয় অংশ ঠিক দাগে দাগে ভাঙ্গিয়া যাইবে। এখন কাচ খানি মাপ মত এমন কাটা হইল যে, ঠিক খাঁজে খাঁজে বসিয়া গেল। এখন কি করিতে হইবে? কাচ খানিকে ন্যাকড়া দ্বারা ঘসিয়া পরিস্কার করিয়া লইয়া প্রথমে কাচখানি, তাহার পর ছবির কাগজখানি উবুড় করিয়া দিয়া তাহার পর পিস্ বোর্ড বা কার্ড বোর্ড দিয়া ফ্রেমের পশ্চাৎ দিক এমন ভাবে আঁটিয়া দিতে হইবে, যেন ফ্রেম খানা হইতে পিস্ বোর্ড খানা না বাহির হইয়া পড়িতে পায়। একখানা বান্ধান বাজারের ছবি দেখিলেই ইহা সহজে বুঝা যাইবে। ইহার জন্য বুঝাইবার চেষ্টা বৃথা। অনেকেই পাছে পিছনের কাঁটা গুলি দেখিতে পাওয়া যায়, সেই জন্য পশ্চাতে আটা দিয়া একখানি পুরু কাগজ আঁটিয়া দিয়া থাকেন। গোল, বাদামী, নানা প্রকারের ফ্রেম হয়, নানা প্রকারের ছবিও হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ সকল আমরা আলোচনা করিব না। সকল কাজেই একটু গুরুমুখী না হইলে শুধু পড়িয়া করা কঠিন হয়, তবে একেবারেই অসম্ভব নয়। যদি কোন বেকার যুবকের ইহা শিখিবাসনা হয়, কোন ছবির ফ্রেমওয়ালার নিকট কিছুদিন শিক্ষানবিশি করিয়া শিক্ষা করা উচিত। ইহা একটী সমগ্র জগতেই লাভ জনক কার্য্য বলিয়া স্বীকৃত। অতি অল্প পুঁজীতেও একাজ আরম্ভ করা যায়। ছবির কাগজ ⁄০ আনা হইতে ৶০ আনা ।০ আনা পর্য্যন্ত কলিকাতা আর্ট স্কুলের ও বোম্বাই এর ছবি এবং জর্ম্মাণীর প্রচুর আমদানী ছবি পাওয়া যায়। ফ্রেম করা বাজারের প্রস্তুত কমদামী ফ্রেমের ছবি ।⁄০ ।৶০ আনায় মায় ছবি সমেৎ পাওয়া যায়। কাচ ও ফ্রেমে ।০ আনা আন্দাজ খরচ, বাকি লাভ হয়। পল্লীগ্রামেও এই কাজ বেশ চলিতে পারে। আমরা সঙ্কেৎ করিলাম মাত্র—কর্ম্মী কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া ইহাতে আরও অনেক শিক্ষালাভ করিতে পারেন। আজ সাধারণ ফ্রেমিংএর কথা সম্পূর্ণ করিলাম। কিন্তু কেমন করিয়া ১খানা ফ্রেমের মধ্যে ৩টী মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যাইবে, তাহা বুঝাইব, এ ফ্রেমিং বড় মজার জিনিস, এবং অনেক দামে সামান্য ছবিও বিক্রয় হইয়া থাকে। এই ছবির ফ্রেমও একখানি, কাচও একখানি; কিন্তু দর্শক সম্মুখে দাঁড়াইলে যদি মহাদেবের মূর্ত্তি দেখেন, একটু ডান দিকে সরিয়া আসিলেই সেই মহাদেব মূর্ত্তি পলকের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি এবং সেই মূর্ত্তিও

অন্তর্হিত হইয়া ব্রহ্মা মূর্ত্তি হইয়া যায়, দর্শক মাত্রেই দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়া পড়েন। সেই রহস্য আগামী মাসে শিক্ষা দিব। আজ এই পর্য্যন্ত।

Picture Framing সম্বন্ধে ইংরাজীতে অনেক পুস্তক আছে, কিন্তু এদেশে সেরূপ পুস্তকের আদর হয় না, এদেশের লোকের শিখিবার বাসনা কম, কেবল ঘরের পয়সা বিলাসে মজাইতেই ব্যস্ত, শিল্পের জন্য এক কর্পর্দ্দিক ব্যয়েও কুণ্ঠিত। এমন দেশে শিল্প বিষয়ক পুস্তক শিল্প বিষয়ক কাগজ চলে না, "কাজের লোক"কে যে পাঁচ বৎসর রক্ষা করিতে পারিয়াছি, এ কেবল করুণাময়ের কৃপায় মাত্র, সহৃদয় পাঠকগণ একটু স্বার্থ ত্যাগ না করিলে কি এ সকল কার্য্যে আর কেহ হাত দিবে? বৎসরে ২।০ টাকা মাত্র ব্যয়ে কুণ্ঠিত, কিন্তু কি ব্যয়, দায়ীত্ব ভার স্কন্ধে লইয়া কাগজখানি চলে একটু চিন্তা করেন কি? কত কষ্টে এত বিষয় সংগ্রহ করিয়া সাধারণহিতার্থে বা প্রীতি সম্পাদনার্থে জীবনপাত করিতে হয় ভাবেন কি? প্রার্থনা এক দিন এক মুহুর্ত্তও চিন্তা করিবেন।

POLYGRAPH AND HOW TO MAKE IT.

পলিগ্রাফ কেমন করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়।

পলিগ্রাফ কি?

একটা হাতের লেখাকে একাধিক এমন কি ১০০।২০০ বা হাজার কাপি বিনা ছাপাখানার সাহায্যে ছাপিতে হইলে এই পলিগ্রাফ সাহায্যে তাহা ছাপা যায়। পলিগ্রাফে যেখানে প্রেস নাই, অথবা সহরে যেখানে অক্ষর সাজাইয়া প্রেসে ছাপাইতে বিলম্ব হইবে, এমন সকল বিশেষ জরুরী চিঠি, নোটিস, বিজ্ঞাপন এই পলিগ্রাফ সাহায্যে অতি শীঘ্র ছাপিয়া লওয়া যাইবে। ইহাকে গ্রাফও বলে, পলিগ্রাফও বলে। অনেকে ইহা ইউরোপ হইতে আনাইয়া থাকেন। ১৫৲ ২০৲ টাকা মূল্য পড়ে কিন্তু এ দেশে কেহ ইহা প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিয়া বেশ উপার্জ্জনও করিতে পারেন। ইহাই "পলিগ্রাফের" আবশ্যকতা।

প্রস্তুত প্রণালী।

ইহা অনায়াসে ঘরেই প্রস্তুত করিয়া লওয়া যায়। ধরুন, একখানা ফুলিস্‌কেপ্ অৰ্দ্ধ তা কাগজ ছাপিতে হইবে, এখন এই মাপের একখানি টীনের চাদর সংগ্রহ করিতে হইবে, এই কাগজের মাপ অপেক্ষা চারিধারে যেন ২ ইঞ্চি বেশী টীন থাকে এবং টীন সিট্ খানাকে যেন বেশ সমকোন করিয়া কাটিয়া লওয়া হয়। তাহার পর টীনখানার চারিদিকে কাগজের মাপ অপেক্ষা যে ২ ইঞ্চি বেশী আছে, সেই টুকু বেশ সমকোণ করিয়া মুড়িয়া দিন এবং কোণগুলি ঝালিয়া দিন এবং কাতুরী দ্বারা বেশ সমানভাবে ঐ মোড়া টীনের ধারগুলি ½ ইঞ্চি মাত্র উচ্চ রাখিয়া ছাঁটিয়া ফেলিয়া দিন।

বিশেষরূপে মাপিয়া দেখুন যেন টিনখানাকে মুড়িয়া যে 'কাণা' তোলা হইল তাহার চারি ধার ঠিক সমান উচ্চ থাকে, একচুল পরিমাণ যেন অসমান না হয়। এই টীনখানাকে একখানি সমপরিমাণ কাষ্ঠের তক্তার উপর স্ক্রু দিয়া আঁটিয়া লইলে মন্দ হয় না, তাহা হইলে টীনখানা লগ্‌বগ্ করিতে পারে না।

বলাবাহুল্য যে, টীনখানার ধার মুড়িলে ঠিক একখানা ½ ইঞ্চি গভীর ট্রের মত হইয়া গেল, অর্থাৎ

ক খ
গ ঘ
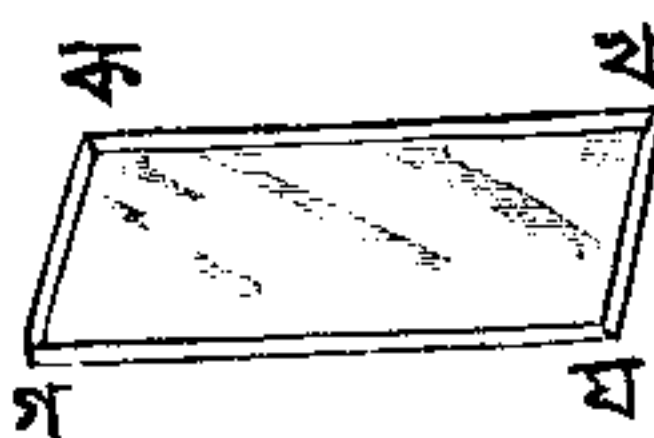
ঠিক এইরূপ হইল। এখন এটাকে এক স্থানে রাখিয়া দিন।

গ্রাফ্ কম্পোজিসন।

এখন একটা জিনিস প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে, ইহাকে বলে "গ্রাফ্ কম্পোজিশন, ইহার বাঙ্গালা নাম বাহির করিতে বিদ্যায় কুলাইল না! যাক, তত আবশ্যকও নাই।

এখন একটা মুখ চওড়া বোতল বা শিশি চাই। এই বোতলের মধ্যে ৪ আউন্স জিলেটিন (Gelatine) এবং তাহাতে ১৫ আউন্স বা একটা পাঁইট বোতলের ১২ আউন্স জল দিয়া কর্ক বন্ধ করিয়া ২৪ ঘণ্টা একস্থানে রাখিয়া দিন, জিলেটিনটা নরম হউক। তাহার পর একটা উননে একটা কড়াই চড়াইয়া এমন পরিমাণ তাহাতে জল দিন, যেন বোতলটার নিম্নাংশের কতকটা ডুবিতে পারে। গোটা বোতলটা ডুবাইবার কোন উদ্দেশ্যই নাই। বুঝিয়াছেন? বেশ। কড়াইয়ের জলটা গরম হউক, ঐ (Boiling) গরম জলে বোতলটার নিম্নাংশ ডুবাইয়া দিন, দেখিবেন, জিলেটিন গলিতেছে, যখন সমস্ত অংশ বেশ গলিয়া গেল, তখন গরম জল হইতে বোতল তুলিয়া লইয়া উষ্ণ থাকিতে থাকিতে ইহাতে ১৫ আউন্স গ্লিসারিণ ঢালিয়া দিয়া একটা কাটির দ্বারা নাড়িয়া উত্তমরূপে মিশাইয়া ফেলুন, তারপর ইহাতে ৫ ফোঁটা কারবনিক অ্যাসিড্ দিয়া আর একবার বেশ করিয়া নাড়িয়া মিশাইয়া দিন। ইহা তৎপরতার সহিত করিতে হইবে, যেন ঠাণ্ডা না হইয়া যায়।

এখন সেই টিনের ট্রে যাহা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, সেইটা লইয়া আসুন এবং বোতলের জিনিসটা ঐ টিনের ট্রেটার মধ্যে ঢালিয়া ফেলুন। দেখিবেন, এইস্থানে একটা গোল আছে—ঢালিলেই কিঞ্চিৎ বায়ু চাপা পড়িয়া ফোস্কা উঠে, যাহাকে Bubble বলে এটা যেন না হইতে পায়। আমার বোধ হয়, টিনট্রে খানাকে

একটু ঢালু করিয়া রাখিলে জিলেটিনটা গড়াইয়া আইসে, সুতরাং বায়ু থাকিতে পায় না। যদি ফোস্কা হইয়া পড়ে, তাহা হইলে পিন্ ফুটাইয়া ছিদ্র করিয়া দিলে এই ফোস্কা সমতল হইয়া যাইবে।

যখন এই কম্পোজিশনটা ঠাণ্ডা হয় ও জমিয়া যায়, তখন যেন শক্ত পাটালীর মত হয় এবং ইহার উপর বেশ সমতল স্থিতি স্থাপক যেন রবারের মত হয়। এখন পলিগ্রাফ প্রস্তুত হইল, কিন্তু একটা কথা আছে। জিলেটিনের পরিমাণ বেশী দিলে শক্ত হয়, গ্লিসারিণ এবং জলের পরিমাণ বেশী হইলে নরম হয়। খুব শক্ত হইলে ভাল লেখা উঠে না। খুব নরম হইলেও কাপি তুলিবার অসুবিধা হয়। কমপোজিশনটি এমন হওয়া চাই, যেন স্থিতিস্থাপকতা গুণ থাকে। এইটুকু বুঝিয়া করিতে হইবে। তারপর পলিগ্রাফের কালী প্রস্তুত প্রণালী, কাপি কেমন করিয়া তুলিতে হয়, এ সকল কথা বলিতে হইবে। দশের মন যোগাইতে হইবে, কাজের লোকের গ্রাহকগণ কেহ একটু আধটু গল্প গুজব, কেহ কলকারখানা, কেহ ফরমুলা, কেহ গৃহস্থ-কথা এইরূপ নানান রকম বিষয় চাহেন। সকলেরই মন রাখিতে হয়। সুতরাং সংক্ষেপে শেষ করিব।

উপরে "পলিগ্রাফ" প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিখাইয়াছি। এখন অন্যান্য সরঞ্জাম প্রস্তুতের কথা শিখাইবার বাসনা।

পলিগ্রাফের কম্পোজিশন বা মিশ্রণের নানা প্রকার পদ্ধতি আছে কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা এইটি সহজ এবং সুলভ উপায়।

পলিগ্রাফের কালি প্রস্তুত প্রণালী।

Aniline বা ম্যাজেন্টারের ন্যায় গোলেলা রংএর কথা "কাজের লোকে" বহুবার উল্লেখ করিয়াছিলাম, পাঠকগণের তাহা স্মরণ থাকাই সম্ভব, এবং থাকাও উচিত। সেই আনিলাইন রং হইতেই পলিগ্রাফের কালী প্রস্তুত হয়।

সচরাচর লাল এবং ভায়োলেট কালিই ব্যবহৃত হয়, তবে যাহার যেমন পছন্দ, সেইরূপ রং লইতে পারেন। এখন এই আনিলাইন রং—½ আউন্স ভাল দোকান হইতে খরিদ করিয়া লউন। ½ আউন্সেই অনেকখানি কালি হইবে।

যাহাহউক, ½ আউন্স আনিলাইন রং একটা শিশিতে দিয়া তাহাতে ইহার দ্বিগুণ পরিমাণ মেথিলেটেড স্পিরিট ঢালিয়া দিয়া কর্ক বন্ধ করুন এবং অগ্নির উত্তাপের নিকট রাখিয়া দিন। এইরূপ ২।৩ দিন রাখিলেও ক্ষতি নাই, বরং রংটা আগুনের নিকট থাকায় ভাল করিয়া গলিয়া যাইবে। এই রং গলান বড় ঝঞ্চাটে কাজ, সহজে গলিতে চায় না, সম্যক গলেও না। এই রংগুলা ইটগুড়ির মত। যাহাহউক যতদূর সম্ভব গলাইয়া ইহাতে কয়েক ফোঁটা তরল গঁদের জল দিলে কালিটা বেশ মিশিবে এবং উপরে জল কাটিয়া তলায় পড়িবে না।

তাহার পর ইহাতে এমন পরিমাণ জল মিশাইয়া তরল করুন, যাহাতে লিখিলে কলম বেশ চলিতে পারে। কিন্তু এটা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সাধারণ কালী অপেক্ষা একটু ঘন হইবে, নচেৎ কাপি উঠিবে কেন ?

কেমন করিয়া কাপী তুলিতে হয় ?

এখন উপরোক্ত "গ্রাফকালি দ্বারা বেশ কড়া অথচ মসৃণ কাগজের উপর লিখিতে হইবে, যে সকল কলমের মুখ একটু মোটা, সেইরূপ কলমের লেখাই প্রশস্ত। লিখিবার সময় সমান কালী হয়, এরূপ যত্ন করিয়া লেখা উচিত, তাহার পর ঐ লিখিত কাগজখানিকে টিনের উপর যে গ্রাফ কম্পোজিশন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার উপর উবুড় করিয়া অতি সাবধানে দিন এবং একখানি রুমাল বা পরিষ্কার ন্যাকড়া দ্বারা লেখা যে কাগজখানা উবুড় করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার উপর চাপ দিয়া যান, যেন কাগজখানি কোন প্রকারে না নড়িয়া যায়। চিত্রে হইতে যে পলিগ্রাফ আসিতেছে, তাহার সহিত নিম্ন চিত্রানুরূপ রোলার থাকে, সেই রোলারের দুই মুখে হ্যাণ্ডেলের ২টি বার আসিয়া ধরিয়াছে। এই রোলার দ্বারা চাপিয়া টানিয়া যাইলে রোলারটা কাগজের উপর ঘুরিয়া সমান ভাবে চাপ দিয়া যায়।
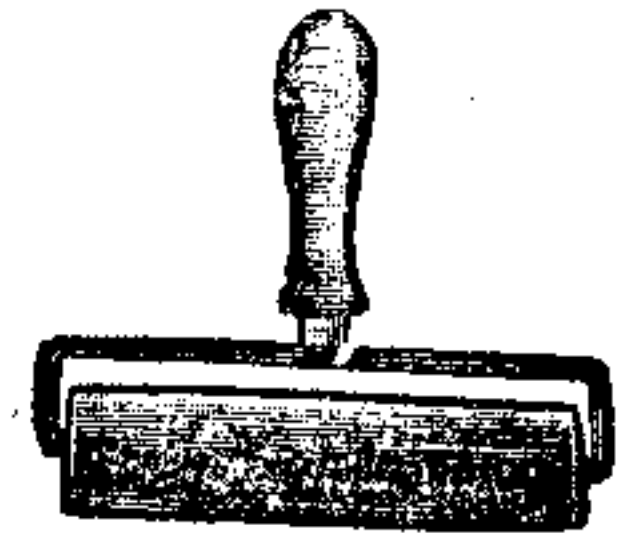
এইরূপ রোলার এন্‌গ্রেভারগণ তাহাদের প্রুফ তুলিবার সময় ব্যবহার করে, তাহা বাজারেও কিনিতে পাওয়া যাইবে। এই রোলার দ্বারা টানিয়া যাইবে। ন্যাক্ড়ার চাপ দিলেও মন্দ হইবে না। এইরূপে কাগজ দিয়া বারম্বার কাপী তোলা যায়। আগামীবারে এ সম্বন্ধে আরও কিছু বলিবার রহিল।

Mother's Page.

গার্হস্থ্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

শিশু পালন।

গতবার শিশু সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছিলাম, বোধ হয় নবীনা জননীগণ তাহা বিস্মৃত হইয়া যান নাই, আজ আরও কিছু বলিবার বাসনা।

ছেলেদের দুগ্ধ পান।

ছেলে কেমন করিয়া মাই টানে এবং গিলিয়া খায়, তাহার কণ্ঠনালী ও মুখ সম্বন্ধে জননীর একটা সাধারণ ধারণা থাকা আব-

শুক। খুব সুস্থকায় সবল শিশু ক্রমাগত স্তন হইতে দুগ্ধ টানিয়া ক্রমাগত গিলিয়া থাকে এবং তখন ইহারা নাসিকা দিয়া নিশ্বাস ফেলে।

কিন্তু যখন দেখিতে পাওয়া যায়, সন্তান ক্রমাগত একটানা ভাবে দুগ্ধ টানেনা, নাসিকা দিয়া শ্বাস প্রশ্বাস না ফেলিয়া মাই ছাড়িয়া মুখ দিয়া নিশ্বাস ফেলিতেছে, তখন বুঝিতে হইবে, শিশুর গলমধ্যে ক্ষত অথবা তদ্রূপ কোন কষ্টদায়ক কারণ উপস্থিত হইয়াছে। অনেক সময় নাসা-সর্দ্দি-জনিত নাসিকা বন্ধের জন্য অথবা কোষ্ঠবদ্ধতার জন্যও এরূপ শ্বাস কষ্ট হইতে পারে। একটু বড় শিশু এইরূপ অবস্থায় অতি অল্প দুগ্ধ পান করে, এবং কোন শক্ত জিনিসই খাইতে চাহে না। নিমোনিয়া বা ব্রন্‌কাইটিস্ পীড়ায় শ্বাসকষ্ট বিদ্যমান থাকে, এইজন্য শিশু স্তন ধরিবা মাত্র প্রথমে বেশ জোরে ২।৪ ঢোক দুগ্ধ পান করিয়া মাই ছাড়িয়া দেয় এবং নিশ্বাস টানিবার জন্য মুখ হাঁ করে। ছেলের মুখে যদি আঙ্গুল দেওয়া যায়, ছেলে তৎক্ষণাৎ মাতৃস্তন বোধে বেশ জোরে ২।৪ বার আঙ্গুল চুষিতে থাকে, তাহার পর ক্রমে সেই জোর কমিয়া আসে, এই টানের জোর কমা টুকু ভাবী অসুখের সূচনা, যদি সহজে আবার এইরূপ টানের জোর হয়, তাহা শুভ লক্ষণ বটে, এরূপ অবস্থায় ডাক্তারের দ্বারা মুখ, কণ্ঠনালী পরীক্ষা করান উচিত। ছেলেদের শ্বাস প্রশ্বাসের দিকে জননী এবং ধাত্রীর বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত, অনভিজ্ঞ অনেক জননী এবিষয়ে উদাসীন থাকিয়া অনেক সময় সন্তান হারাইয়া বসেন।

মুখ দিয়া শ্বাস ফেলা, মাই টানিবার অবস্থা, মুখের ভাব, এই গুলিতে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। একটু ইতর বিশেষ বুঝিলেই প্রবীণা মহিলাগণকে জানান উচিত, স্বামী, শশুর ও কর্ত্তৃপক্ষকে সে কথা বলা উচিত, তাঁহারা যেন তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করেন।

শিশুর জিহ্বা।

ছেলের জিভের দিকে নজর রাখিতে হইবে। অনেক পীড়া জিভ দেখিয়া বুঝা যায়। সদ্যজাত শিশুর জিহ্বা সাদা থাকে, ক্রমে যখন মুখে লালার পরিমাণ বাড়িতে থাকে, জিহ্বা স্বাভাবিক লাল হয়।

পাকস্থলী বা পেটে গোলযোগ ঘটিলে, অথবা শিশুর গাত্র গরম, এবং জ্বর ভাবাপন্ন হইলে জিহ্বা ক্লেদাবৃত মলিন হয়। যেন পিটুলীর মত কি একটা প্রলেপ জিভের উপর দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক দুগ্ধপোষ্য শিশুর জিভের এইরূপ বর্ণ, দাস্ত অপরিস্কার, এবং জ্বর ভাব না থাকিলে বিদ্যমান থাকে, এমনও দেখা যায়। খুব শিশুর এরূপ লক্ষণে তত মনোযোগ দিবার না কারণ থাকিলেও একটু বড় শিশুর ইহা উপেক্ষার জিনিস নয়।

জিহ্বা মলিন—পাঁশুটে বা বাদামী রঙ্গের হইলে তাহা দুর্ব্বলতার চিহ্ন, এবং পরিপাক শক্তির অল্পতাজ্ঞাপক।

প্রবল জ্বরে জিহ্বার শুষ্কতা বিদ্যমান থাকে। পাকস্থলীর অন্যান্য কয়েকটী পীড়ায় জিহ্বা সদ্য মাংসের ন্যায় গোলাপী রঙ্গের দেখা যায়।

হাম বা মিল্‌মিলে হইলে ছেলের জিহ্বা ঈষৎ নীলাভ দেখায়। স্কারলেট্ বা আরক্ত জ্বরে শিশুর জিহ্বা উজ্জ্বল লালবর্ণ ধারণ করে। এগুলি জননী এবং কর্ত্তৃপক্ষের মনোযোগ সাপেক্ষ, কারণ শিশু ত পীড়ার কথা বলিতে পারে না, এ সকল মায়ের ও কর্ত্তৃপক্ষের লক্ষ্য করিবার কথা। একটু বিসদৃশ কিছু দেখিলেই চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া উচিত।

জিহ্বা-ক্ষত।

শিশুদিগের ইহা একটা সাধারণ উপসর্গ। জিভের উপর দধির মত একপ্রকার পুরুদাগ হয়, ক্ষত তাহার নীচে বিদ্যমান থাকে, শিশু মাই টানিতে পারে না; কাঁদে, সময়ে সময়ে এই ক্ষত টাক্‌রা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া শিশুর ঢোক গিলিবার বাধা জন্মায়, এইজন্য শিশু খাইতে চাহে না।

প্রবীণা জননীগণ অনন্ত মূল এবং ঘৃত গরম করিয়া জিহ্বায় লাগাইয়া দেন, অনেক সময়েই সুফল হয়। ক্ষত বেশী হইলে ১ পাইট জলে অর্দ্ধ আউন্স বোরাসিক অ্যাসিড্ দিয়া গলাইয়া প্রথমে অঙ্গুলীতে খুব পরিস্কার রুমাল বা সূক্ষ্ম বস্ত্র জড়াইয়া সেই জলে ভিজাইয়া খুব ধীরে ধীরে বালকের জিহ্বার উপর দিয়া টানিলে প্রলেপটা ঘুচিয়া যায়, এবং ক্রমে প্রত্যহ ২।৩ বার এইরূপ করিলে ভাল হইয়া যায়। জিহ্বার উপর বোরাসিক গ্লিসারিন পালক দ্বারা লাগাইলেও ভাল হইবে। ডাক্তারখানায় এ সকল ঔষধ পাওয়া যায়।

যে সকল ছেলে বোতলে দুধ খায়, এবং দুধ খাওয়ানর পর যাহাদের মুখ ভাল পরিস্কার পরিচ্ছন্ন না থাকে, তাহাদের জিহ্বায় ক্ষত জন্মে। একটু যত্ন করিলে ইহা সারিয়া যায়।

শিশুর ক্ষুধা।

সুস্থ শিশুর ক্ষুধা প্রদত্ত খাদ্যে ও আগ্রহ প্রকাশেই প্রকাশ পায়। খুব আগ্রহের সহিত মাই ধরে, দুই একটান জোরে টানিয়া ছেলে বেশ শান্ত হয়। কিন্তু ছেলেকে খাওয়ানর দোষেই অগ্নিমান্দ্য, পেটের পীড়াদি হইয়া পড়ে। ছেলেকে খুব খাওয়াইলেই ছেলে মোটা সোটা হইবে, এই ধারণায় অনেক প্রসূতি সন্তানের সর্ব্বনাশ করিয়া বসেন। শিশুকে অতিরিক্ত খাওয়াইলে ক্ষুধামান্দ্য হয়, অল্প খাওয়াইলেও দোষ, দুর্ব্বল হয়। অধিক ঘন দুগ্ধেও শিশুর অগ্নিমান্দ্য হইয়া থাকে। শিশুর ভিতরে ঘুষঘুষে জ্বর থাকিলেও ক্ষুধা কম হয়। এ সকল গুলি প্রসূতির স্মরণ রাখিয়া শিশু পালন করা উচিত। বিড়ালের ধাত্রীগিরি দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়, ইহারা যখন তখন ইহাদের শাবককে মাই খাইতে দেয় না। আমাদের আফিসের ভিতর একটী বিড়ালী ৩টী ছানা প্রসব করিয়াছিল, সেই শাবকগুলিকে প্রতি অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর দেখিতে আসিত বটে, কিন্তু মাই ধরিতে দিত না, আমি বিশেষ মনোযোগের সহিত দেখিয়া ছিলাম, প্রতি ১ঘণ্টা অন্তর সে শাবকগুলিকে স্তন পান করাইত,

আমি ঘড়ি ধরিয়া দেখিয়াছি, সে ঠিকই এক ঘণ্টা পরে আসিত এবং পাঁচ মিনিট মাত্র স্তন পান করিতে দিত, তাহার পর ছানাগুলির আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও সে পলাইয়া যাইত। ইহাতে শাবকগুলি অল্পদিনেই বলিষ্ঠ এবং হৃষ্ট-পুষ্ট হইয়াছিল। যখন তখন ছেলে কোলে তুলিয়া মাই খাওয়ান অভ্যাস করান উচিত নয়, অবশ্য অতি শিশুসন্তানকে ঘন ঘন মাই খাওয়ান তত দোষের নহে, কারণ অনেক সময় শিশুর গলা শুকাইয়া যায়। কিন্তু ছেলে যেমন বড় হইতে লাগিল, খাওয়ানরও একটা তখন ধরা কাটা নিয়ম থাকা উচিত। আগামীবারে অনেক আবশ্যকীয় কথা বলিবার ইচ্ছা রহিল।

(গভর্ণমেণ্ট কৃষি-বিভাগের পত্রিকা হইতে সংগৃহীত।)

কাসাবা।

—:(০):—

অন্যান্য দেশে, বিশেষতঃ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ও উষ্ণ কোটিবন্ধান্তর্গত আমেরিকায়, সম্প্রতি কয়েক বৎসর কাসাবা গাছের চাষে অধিক মনোযোগ দেওয়া হইতেছে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে যত রকম সর্ব্বপ্রধান আহার্য্য গাছ আছে, তাহার মধ্যে ইহা অন্যতম। আমেরিকার দক্ষিণাংশের রাজ্য সকলে গবাদির খাদ্যরূপে উহা মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। এই প্রদেশের কয়েক স্থানে সময়ে সময়ে ঐ গাছের চাষ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, এবং অনেক সময়ে তাহাতে সুফলও পাওয়া গিয়াছে এবং মানুষ ও গবাদি উভয়ের খাদ্যের জন্য উহার আরও বেশী চাষ না হওয়ার কোন কারণ আছে বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং ঐ গাছের চাষ ও তাহার ময়দা তৈয়ারী করা সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিলে তাহা উপকারে লাগিবে।

দুই রকমের কাসাবা আছে, এক রকম তিক্ত কাসাবা (মানিহোট ইউলিসিমা) ও আর এক রকম মিষ্ট কাসাবা (মানিহোট আইপি)। তিক্ত কাসাবায় এক রকম বিষাক্ত রস থাকে, যাহাতে অধিক পরিমাণে প্রুসিক এসিড পাওয়া যায়। প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়ার আগুনের উত্তাপে ঐ এসিড উড়িয়া যায় এবং উষ্ণ কোটিবন্ধান্তর্গত আমেরিকায় বেশীর ভাগ এই তিক্ত কাসাবারই চাষ হয়। সে যাহা হউক, যখন ঐ প্রদেশের লোকে ঐ গাছের ব্যবহারে অভ্যস্ত নহে, তখন অন্ততঃ উপস্থিত সময়ে কেবলমাত্র মিষ্ট কাসাবার দিকে মনোযোগ দিলে ভাল হইবে।

কাসাবা অনেক ডাল ও গ্রন্থিলকাণ্ডবিশিষ্ট গুল্ম, এবং উহা ৪ হইতে ৮ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ হয়। শিকড়গুলি ফুলিয়া ১ ইঞ্চি হইতে ৩ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট ও প্রায় ১ হইতে তিন ফুট লম্বা হলুদে রঙ্গের বড় বড় কন্দ হয়। এই কন্দ হইতে কাসাবার আটা, কাসাবার শ্বেতসার ও টাপিওকা তৈয়ারী হয়।

ভাল রকম জলনিকাশ হয় এমন বেলে আঁটালু মাটির জমিই কাসাবার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। জমিতে কোনমতেই জল না জমে, নতুবা কন্দ সকল পচিয়া যাইবে। চাষ খুব সোজা ও অল্প খরচের, এবং লাভজনক। বস্তুতঃ ইহা উক্ত হইয়াছে যে, পৃথিবীর মধ্যে যে সকল গাছের ফলন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, কাসাবা তাহাদের অন্যতম এবং ১ বিঘার গমের চাষে যে পরিমাণ পুষ্টিকর জিনিষ পাওয়া যায়, ১ বিঘার কাসাবায় তাহার ছয় গুণ অপেক্ষা বেশী পাওয়া যায়।

জমি ৬ হইতে ১২ ইঞ্চি গভীর করিয়া ভাল রকম করিয়া লাঙ্গল দিতে হইবে। পরিপুষ্ট কাণ্ড সকল ৪ হইতে ৬ ইঞ্চি লম্বা লম্বা টুক্‌রা করিয়া কাটা হয়, এবং ঐ সকল টুক্‌রা সারি দিয়া ৪ ফুট অন্তর অন্তর পোঁতা হয় ও সারিগুলিও প্রায় ঐ রকম তফাৎ তফাৎ করা হয়। কখনও কখনও টুক্‌রা সকল জুলির মধ্যে পুঁতিয়া আখের টুক্‌রার মত ঢাকিয়া দেওয়া হয়, এবং কখনও কখনও জমিতে হেলাভাবে পুঁতিয়া জমির উপর প্রায় ১ ইঞ্চি পরিমাণে রাখা হয়। দুই রকম প্রণালীর পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে। যে পর্য্যন্ত না গাছগুলি বড় হয়, সে পর্য্যন্ত জমিতে নিড়ান দিয়া আগাছা হইতে মুক্ত রাখিতে হইবে, বড় হইলে পর তাহারাই জমি ঢাকিয়া ফেলিবে ও আগাছা নষ্ট করার প্রয়োজন হইবে না। গাছ পুঁতিবার ৮ হইতে ১২ মাস পরে শিকড় তুলিবার মত হইবে, কিন্তু এই গাছের এই একটী মূল্যবান বিশেষত্ব এই যে, একই ঋতুতে সমস্ত শিকড় তোলা আবশ্যক হয়না; জমিতে শিকড় অনেক দিন ফেলিয়া রাখিয়া যেমন প্রয়োজন তেমনি তোলা যাইতে পারে। নরম মাটিতে কন্দগুলিকে টানিয়া সহজে তোলা যায়, কিন্তু শক্ত মাটিতে নীচে কোদাল কিম্বা কাঁটা দিয়া তাহাদিগকে আল্‌গা করার দরকার হয়।

তুলিবার পর কন্দগুলিকে প্রথমে ভাল করিয়া ধুইয়া তাহার পর এক রাত্রি ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। তাহার পর একখানা ধারাল ছুরি দিয়া উহার কালরঙ্গের যে ছাল থাকে, তাহা ছাড়াইয়া ফেলিতে হইবে (জলে ভিজাইয়া রাখায় এই কাজ সহজ হইবে)। ছাল ছাড়ান কন্দগুলি ছোট ছোট টুক্‌রা করিয়া কাঠের হামানদিস্তায় কুটিতে হইবে। এইরূপে যে নরম তাল পাওয়া যাইবে, তাহা কাপড়ের থলিয়ার ভিতর পুরিয়া, কোন রূপ বিষাক্ত রস থাকিলে তাহা বাহির করিয়া দিবার জন্য, খুব বেশী চাপ দিতে হইবে, এবং তাহার পর চালিয়া শুকাইতে হইবে। গাছের কাঁচা অংশ গবাদির ভাল খাদ্য এবং মূল্যবান আনুসঙ্গিক উৎপন্ন দ্রব্য।

পত্রাদি লেখকগণের প্রতি।

জনৈক বালক :—মুখের ইরপ্‌সন। মুখের ব্রণের ন্যায় চুলকণা অজীর্ণ এবং রক্তাল্পতার লক্ষণ। যাহাতে দাস্ত পরিষ্কার হয়, তাহা করা উচিত। মৃদুবিরেচক ঔষধ, সুপক্ক ফল আহার

ফলপ্রদ, আমাদের বিবেচনায় প্রত্যহ টেবেল চামচের ২ চামচ লাইমজুস করডিয়াল জলের সহিত ২ বার সেবন করা উচিত, Iron & quine Pile অন্ততঃ ১৫ দিন সময়ে সময়ে ব্যবহার করিলে সুফল হইতে পারে।

শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ,—অভ্যস্ত কোষ্ঠ-বদ্ধতা—জোলাপ লইয়া কোষ্ঠবদ্ধতা আরোগ্য হয় না। পক্কফল, মোটা দানার আটার রুটী, বহির্বায়ুতে যথাসাধ্য ভ্রমণ দ্বারা সুফল পাওয়া যায়। যাঁহারা শ্রমকাতর, গৃহমধ্যে আবদ্ধ থাকেন, তাঁহারাই কোষ্টবদ্ধতা রোগে কষ্ট পান।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ নাগ—শিরঃপীড়া—ঘরে টোট্‌কা চিকিৎসায় শিরঃপীড়া আরোগ্যের আশা দুরাশা। কোন চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করুন।

শ্রীদুর্য্যোধন বসাক—হাটু বেদনা—অ্যামো-নিয়া লিনিমেণ্ট এবং তাহাতে সামান্য টার্পিণ দিয়া মালিস করিলে হাঁটু বেদনা ও বক্ষের বেদনা উপশম হইবে। গরম জলে সামান্য লবণ দিয়া সেই জলে বেদনা স্থল দিবসে ২।৩ বার ধৌত করিয়া ফ্লানেল দিয়া বাঁধিয়া অনেক সময় সুফল হইয়া থাকে। "খোকসিনা" মালিস করায় উপকার হইবে।

কমলা লেবু রক্ষার অভিনব উপায়।

শীতকালের কমলালেবু কিন্তু গ্রীষ্মকাল পর্য্যন্ত রাখা যায় না। ২ দিনই রাখা যায় না, তা' তিন চা'রি মাসের কথা ত দূরের কথা। কিন্তু লেবু এতদিনও রাখা যায়। খুব পরিষ্কার শুষ্ক বালিকে বাছিয়া কঙ্করশূন্য করিয়া রাখুন, তাহাকে পুনরায় উত্তমরূপে শুষ্ক করুন, তাহার পর একটী কাষ্ঠের বাক্স লইয়া প্রথমে এক স্তর বালি দিয়া প্রত্যেক লেবুটী পৃথক থাকিবে, এইরূপে বালি চাপা দিয়া বাক্সটীকে সুন্দরভাবে বায়ু প্রবেশ রুদ্ধ করিয়া সাজাইয়া শূন্যে ঝুলাইয়া রাখুন, দেখিবেন, ৩।৪ মাস লেবু থাকিবে। প্রত্যেক পাঠক ইহা পরীক্ষা করেন, ইহা আমাদের অনুরোধ।

সম্পাদকের মন্ত্রণা সভা।

সম্পাদক মহাশয়!

আপনার "কাজের লোকে" অনেকই কাজের কথা থাকে, সেইজন্য আমার জিজ্ঞাস্য নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি কিরূপে প্রস্তুত করা যায়।

১। তাম্বূল বিহার। ২। কাশীর সুরতিগুলি ও জর্দা।

৩। পানে খাইবার সেন্ সেন্।

শ্রীসন্তোনাথ শেঠ, লক্ষীসরাই।

উত্তর।

১। তাম্বূল বিহারের কথা পরে বিস্তারিতরূপে প্রকাশের ইচ্ছা আছে। সুতরাং আজ ইহার উত্তর দিব না।

২। জরদার এবং কাশীর সুরতির কথা ইতিপূর্ব্বে "কাজের লোকে" প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯১০ সালের মার্চ্চ সংখ্যায় দেখুন।

৩। সেন—সেন্, আমরিকান জিনিস। তাহার প্রস্তুত প্রণালী আমাদের জানা সম্ভব নহে। তবে আমরা একবার ঐরূপ একটা দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া ছিলাম, তাহা প্রায় ঐরূপই হইয়াছিল।

লিকরিস্ ষ্টীক্ যাহা কলিকাতায় বেনের দোকানে বিক্রয় হয়, তাহা সর্দ্দি এবং স্বর ভঙ্গের জন্য ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহা যষ্ঠী-মধু হইতে এক ষ্ট্রাক্ট করিয়া বিলাত হইতে আইসে। আমরা এইটীকে জমী করিয়া ইহাকে সুবাসিত করিবার জন্য দানা মৃগনাভি চূর্ণ দিয়াছিলাম। ইহা সুন্দর সৌরভময় হইয়াছিল, গায়ক ও বক্তাগণের স্বরভঙ্গের জন্য উপকার হইবারই সম্ভাবনা, অথচ ইহাতে অনিষ্টকারক কোন দ্রব্যই নাই, মৃগনাভির পরিমাণও কম। টিং মস্‌ক ফোঁটা দুই দিলেও ক্ষতি নাই।

অদ্ভুত প্রশ্ন।

কালীঘাটের ফেরৎ কৃষ্ণদাদা সস্ত্রীক ছেলেমেয়েগুলিকে নিয়ে আলিপুড়ের চিড়িয়াখানা দেখ্‌তে গেছেন। দাদা বউদিদিকে অতিশয়ই ভালবাসেন, কিন্তু বউদিদি যখন বাঘের ঘরের নিকট এলেন, তখন দাদাকে আমার এক অদ্ভুত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে তাঁর খেয়াল চাপ্‌ল। আস্তে আস্তে দাদার গা ঠেলে ঘোম্‌টার ভিতর হতে জিজ্ঞাসা কল্লেন,—হ্যাঁগা যদি বাঘ ছুটে ঘর হতে গরাদে ভেঙ্গে বেরিয়ে তাড়া করে, তাহলে তুমি আগে কা'কে রক্ষে কর, ছেলেদি'কে, না আমাকে?

দাদা। কেন? আমি আগে নিজেকেই রক্ষে করি!

বউদিদি। ওমা সেকি গো,! আমাকে বাঘে ধরে খায়, আর তুমি দাঁড়িয়ে দেখো? বেশ ভালবাস ত?

দাদা। তা কি করব বল, আপনি বাঁচ্‌লে বাপের নাম! ভালবাসা এক জিনিষ, আর পালান অন্য জিনিস।

বলা বাহুল্য, দাদার সঙ্গে বৌদিদি ৭ দিন বাক্যালাপও করেন নাই।

বলুন দেখি?

এমন তিন্‌টী জিনিস কি? যাহা পরের হাতে গেলেই মাটী হয়?

কলম, নারী, আর পুস্তক। এই তিনটী জিনিস পরের হাতে গেলেই মাটী—যথা "কঠিণী পুস্তিকা বালা পরহস্তং গতা গতা" ইতি নীতিবাক্যং। কঠিণী অর্থে লেখনী।

বলুন দেখি?

যত করিবে, তত বাড়িবে, তেমন কর্ম্ম কি? চিন্তা, কলহ, এবং চুলকানি। যতই চিন্তা করিবেন, চিন্তা তত বৃদ্ধি পায়, যত বিবাদ করুন, বিবাদের শেষ নাই। আর যত চুলকান, চুলকাইবার ইচ্ছা পরিতৃপ্ত হয় না, যথা—"উদ্বেগকলহ কণ্ডুঃসেব্যমানেচ বর্দ্ধতে।"

BUSINESS TALK.

বিজ্ঞাপন সম্বন্ধীয়।

—:():—

বিজ্ঞাপন যখন তখনই দেওয়া যায়, এখন আর সময় নাই, বিলম্ব হইয়াছে ইত্যাদি ভুলকথা। আড্‌ভারটাইজিং ওয়ারল্‌ড্‌ বলেন—"It is never too late to advertise."

বিজ্ঞাপনের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবশ্যই ভাবিতে হইবে। বিজ্ঞাপিত দ্রব্যের মূল্য মিতব্যয়িতা এবং যাহাতে বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়, তাহার আকার প্রকার অবস্থা, গ্রাহক সংখ্যা ইত্যাদি।

"কাজের লোকে" বহুবার সময়ে সময়ে এই প্রসঙ্গের আলোচনা করা হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ সম্বন্ধে এ দেশের বিশেষ মনোযোগ নাই। আমরা তথাপি এ সম্বন্ধে কিছু বলা আমাদের যেন কর্ত্তব্য মনে করি।

আমেরিকানগণ বিজ্ঞাপন এবং ব্যবসায় বুদ্ধিতে জগতের অন্যান্য সমস্ত জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিয়াছেন, এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র। তাঁহারা বলেন :—

"A fair Price makes Business and friends" অর্থাৎ "জিনিসের মূল্য সুবিধাজনক হইলে কাজ এবং বন্ধু উভয়ই পাওয়া যায়।" এ কথা ঠিক। কিন্তু এ দেশের ব্যবসায়ীর এ দিকে গলদ। অল্প লাভে কাজ করিতে অনেকেই জানেন না এবং প্রবৃত্তিও নাই। বিজ্ঞাপন দিয়া যে বাহিরের ক্রেতা ধরিয়া আনা ব্যবসায়ীর অতি বড় আবশ্যকীয় কথা, তাহা জানা নাই। কিছু টাকা আছে, সেই টাকা লইয়াই এ দেশের অশিক্ষিত অনভ্যস্ত ব্যবসায়ী কার্য্যক্ষেত্রের আসরে নামিয়া পড়েন, শেষে পুঁজী হারাইয়া কাজের খতম করিয়া বসেন। এই ত গেল অজ্ঞ ব্যবব্যবসায়ীর ব্যবসায় কাহিনী, তাহারপর যাহারা বিজ্ঞাপনে যে ব্যবসারের উন্নতি হয়, শুদ্ধ এইটুকু বুঝিতে শিখিয়াছেন, তাঁহারা original অর্থাৎ মৌলিক হইতে জানেন না। যেমন পাঁচজনে করে, তিনিও অনুকরণ করিয়া তাহাই করেন মাত্র।

প্রত্যেক আমেরিকান ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন পন্থা, বিজ্ঞাপনের অক্ষর, কথা, সমস্তই নূতন। তাহাদের উপদেশ—"To be original in advertising and business methods is necessary to be successfull."

অর্থাৎ যদি কারবারে কৃতকার্য্য হইবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে ব্যবসায় পদ্ধতি এবং কারবারের বিজ্ঞাপনে মৌলিকত্ব এবং অভিনবত্ব থাকা আবশ্যক। কৈ ভাই বাঙ্গালী ব্যবসায়ী! তোমার তেমন নূতনত্ব ও মৌলিকত্ব সংযোজনা করিবার ক্ষমতা আছে কৈ? তুমি হয় ত বিজ্ঞাপনের মাথায় একটা অভিনবত্ব জুড়িতে গিয়া বলিয়া বসিলে, "বুয়র যুদ্ধ" "বিড়ালের চারিটী পা" বড় অক্ষরে দিয়া লিখিতে আরম্ভ করিলে "বিড়ালের ৪টী ঠাং যেমন সত্য; আমাদের অমুক ঔষধের উপকারিতাও তেমনি সত্য ইত্যাদি। বাঃ—কি নূতনত্ব দেখাইলে ভাই, ইহা কেবল সংবাদপত্রের মূল্যবান স্থান তোমার অনভিজ্ঞতার আদ্যশ্রাদ্ধ করা মাত্র! যে পড়ে, সে হাস্য সম্বরণ করিতে পারে না। লোকে ভাবে বিজ্ঞাপনটা পড়াইবার জন্য যখন এত প্রতারণা, জিনিস কিনিতে যাইলে যে গলা কাটিবে না, তাহার প্রমাণ কি? শুনুন—মূল্যবান স্থানে প্রত্যেক কথাই ওজন করিয়া বসাইতে হইবে, প্রত্যেক কথার যেন উদ্দেশ্য ও দায়ীত্ব থাকে, অনুকরণ করিবেন না, নিজের সাধারণ বুদ্ধি প্রয়োগ করিবেন বুঝিতে চেষ্টা করিবেন, তবে বিজ্ঞাপন ভাল হইবে।

বিজ্ঞাপনে আপনার বসন্ত বর্ণনা বা বাক্যযোজণা পড়িবার সময় থাকে না। বিশ্বকোষ খুঁজিয়া আপনার শব্দ এবং বাক্যবিন্যাসের ছটা বুঝিবার জন্য ত সাধারণ পাঠক অভিধান হাটকাইতে যাইতে পারেন না, আপনার কলম কলম ধরিয়া এক কথা একশত বার বলা পড়িতে ত পাঠকের সময় কুলায় না। এই গুলি ত কেহ বিজ্ঞাপন লিখিবার সময় ভাবে না, ভাবিতে জানেও না। তাই এদেশের বিজ্ঞাপন ফাঁকা আওয়াজ মাত্র, খরিদদার ধরিতে পারে না, সেই বিজ্ঞাপন "কাঠের বিড়াল, ইন্দুর ধরিবার ক্ষমতা নাই। এ দোষ সংবাদপত্রের নয়, এ দোষ ব্যবসায়ে অনভিজ্ঞ খাস্তা বুদ্ধির।

তাহার পর অনেক সময় দেখা যায়, সংবাদপত্রের আকার প্রকারও কতকটা নিষ্ফলতার কারণ। এমন কাগজ আছে, প্রকৃতই তাহাদের সার্কুলেশন অর্থাৎ গ্রাহকসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা খুব বেশী, কিন্তু তাহাতে বিজ্ঞাপন দিয়া ও আশানুরূপ ফল হয় না, ইহা ২।৪ ক্ষেত্র পরীক্ষা দ্বারা জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে। ইহার কারণ কাগজ বড় অধিক বৃহদাকার, একবার অতি কষ্টে খুলিয়া পাঠ্য বিষয় পড়িয়া তাহার পর পুনরায় বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা পাঠ করা কষ্টকর, বিপদজনক, কারণ এরূপ কাগজ উলটাইতে রাত্রে বাতিতে ধরিয়া আগুন লাগিয়াছিল, এই কারণে বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন পঠিত হয় না। এত গ্রাহক থাকিতেও বিজ্ঞাপনের ভাল ফল হয় না। এমন সকল কাগজে পাঠ্য বিষয়ের পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন বরং ছোট দেওয়াও ভাল।

আগামীবারে এ সম্বন্ধে আরও কিছু বলিব।

চব্য-চই।

চই গোলমরিচ ও পিপুলজাতীয় লতাবিশেষ; আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধে ইহার প্রচুর ব্যবহার দৃষ্ট হয়। চই বঙ্গদেশের

সর্ব্বত্রই অল্পবিস্তর জন্মে। তবে খুলনা, যশোহর, মাগুরা, বরিশাল, বাখরগঞ্জ প্রভৃতি জেলায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উৎপন্ন হয় এবং বর্ষাকালে ঐ সকল জেলার হাটে হাটে বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়া থাকে। এই সকল জেলার লোকেরা গোলমরিচের পরিবর্ত্তে চই খণ্ড খণ্ড করতঃ ডাল, ঝোল, তরকারিতে ব্যবহার করিয়া থাকেন, বস্তুতঃ এতদ্বারা তরকারি গোলমরিচের ন্যায় স্বাদ ও আঘ্রাণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। এক এক খণ্ড পুরাতন চই বৃহজ্জাতীয় বংশদণ্ড বা স্থূল মানকচু অপেক্ষাও স্থূল হইতে দেখা যায়। পূর্ব্ববঙ্গে চই দামে বিক্রয় হয়; বঙ্গদেশেই চই ভাল জন্মে, ভারতবর্ষের অন্যত্র প্রায় দেখা যায় না। চইয়ের চাষ অতি সহজ, কিন্তু লাভ বিস্তর।

উপরোক্ত জেলাগুলি ব্যতীত আসাম, চট্টগ্রাম এবং কলিকাতার আশপাশ, ২৪পরগণা, হুগলি, হাবড়া, নদীয়া, মুরশিদাবাদ, পাবনা, রাজসাহী প্রভৃতি জেলায় চইয়ের চাষ হইতে পারে। চই সর্ব্বপ্রকার ভূমিতেই জন্মে। ইহা আদৌ রৌদ্রতেজ সহ্য করিতে পারে না, এ জন্য ইহার ভূমি সরস ও ছায়াময় হওয়া উচিত এবং লতা অতি বৃহদাকার হয় বলিয়া আশ্রয়ের জন্য বৃহৎ বৃক্ষ আবশ্যক। পুরাতন আম্রাদি, বৃহৎ বৃক্ষপূর্ণ যে সকল উদ্যান ছায়া ও জঙ্গলময় অবস্থায় পতিত আছে, যাহাতে অপর কোন শস্য উৎপন্ন হয় না, তাহাতে চই সুন্দর জন্মিতে পারে এবং এরূপ বাগানে চইয়ের চাষ উপরিলাভ বিবেচনা করিতে হইবে। আম, কাঁঠালাদি বৃক্ষের মূলদেশ কোদাল দ্বারা গভীরভাবে খনন করতঃ তাহাতে গোময় ও প্রচুর পরিমাণে ছাই মিশাইয়া মৃত্তিকা প্রস্তুত করা উচিত। আষাঢ়ের প্রথম বরাবর চারা বসাইতে পারিলে বর্ষার জলে গাছ সতেজ ও বর্দ্ধিত হইবার অবসর পায়, এজন্য বৈশাখের মধ্যেই ভূমি প্রস্তুত-ক্রিয়া শেষ করিতে হইবে।

চইয়ের শাখা হইতেই কলম করিয়া চারা প্রস্তুত করিতে হয়। এক ইঞ্চি ব্যাস বা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ স্থূল শাখা দীর্ঘে ৫।৬ ইঞ্চি ও ৩।৪টি গ্রন্থিবিশিষ্ট খণ্ডে কাটিয়া ছায়াময় স্থানে ঈষৎ কর্দ্দমাক্ত মৃত্তিকামধ্যে ১ ইঞ্চি গভীরভাবে রোপণ করিতে হইবে। এই স্থানে ৫।৬ মাসের মধ্যে যখন শাখা-প্রশাখা বাহির হইয়া চারাগুলি ১৷৷, ২ ফিট আন্দাজ উচ্চ হইবে ও তেজ করিতে থাকিবে, তখন বর্ষার প্রথম বরাবর নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষতলে এক একখণ্ড গাছ বসাইয়া দিলেই হইল। লতাকাণ্ড যেমন যেমন বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া উঠিতে থাকিবে, তেমনি তেমনি প্রত্যেক গ্রন্থির নিম্নভাগে বন্ধন দেওয়া আবশ্যক, নতুবা গাছ ঝুলিয়া পড়ে ও কাণ্ড স্থূল হয় না। ইহার পর জঙ্গল পরিষ্কার ও মধ্যে মধ্যে গাছের গোড়ার মৃত্তিকা একটু আধটু খুঁড়িয়া দেওয়া ভিন্ন আর কোন পাইটের আবশ্যক হয় না। ছাই চই-গাছের উৎকৃষ্ট সার। যত পারা যায়, গোড়ায় ছাই দিলে মূল ও লতাকাণ্ড অত্যন্ত স্থূল হইয়া থাকে এবং স্থূল মূলই গুণবত্তর বিবেচিত ও অধিকমূল্যে বিক্রয় হয়। অনেকে চই খণ্ডে খণ্ডে কাটিয়া বর্ষাকালে একেবারেই বৃক্ষমূলে রোপণ করিয়া থাকেন, ইহাতে অনেক সময় গাছ বাহির হয় না এবং গাছ অত্যন্ত ক্ষুদ্র হয় বর্ষাকালে বিস্তর সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়, এ জন্য উল্লিখিত উপায়ে পূর্ব্ব হইতে কোন স্থানে চারা প্রস্তুত করিয়া রাখিলে এ সকল অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। বৃক্ষমূলে চই রোপন করায় মূলগত মৃত্তিকা সর্ব্বদা শিথিল ও সারযুক্ত হওন নিবন্ধন আম্রাদি বৃক্ষে প্রচুর ফল জন্মে, অধিকন্তু কীটের উপদ্রবও অল্প হয়, ইহাও বড় সামান্য লাভ নহে।

৪।৫ বৎসরের নিম্নে চই কাটিবার উপযুক্ত স্থূল হয় না। ইহা এক একটি বৃক্ষে ১০।১৫ বৎসর রাখিতে পারা যায়; কিন্তু এত অধিকদিন ফল বৃক্ষে রাখিলে গাছ লতায় আচ্ছন্ন হয় সুতরাং নিস্তেজ হইয়া পড়ে, অনেক সময় মরিয়াও যায়। এজন্য ৭।৮ বৎসরের মধ্যেই কাটিয়া তৎপরিবর্ত্তে নূতন চারা বসাইলে ভাল হয়। ৭।৮ বৎসরের এক একটি চই-লতা অতি কম ১৫।১৬্ টাকায় বিক্রয় হয়। ইহার অঙ্গুষ্ঠ অপেক্ষা স্থূল শাখা কোন কাজে লাগে না, অবশিষ্ট স্থূলভাগই বিক্রয়ার্থ সংগৃহীত হইয়া থাকে। কলিকাতার বাজারে শুষ্ক চই সময়বিশেষে ।০ আনা হইতে ৷৷০ আনা পর্য্যন্ত সের দরে বিক্রয় লইয়া থাকে। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে চই দুষ্প্রাপ্য, এজন্য মূল্য আরও অধিক। মহামহোপাধ্যায় ভাবমিশ্র স্বীয় গ্রন্থে চইয়ের ফলকে গজপিপ্পলী বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন; সুতরাং পশ্চিমের লোকে তাহাই বিশ্বাস করিয়া থাকে, বস্তুতঃ ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তমত। রাজমহলের জঙ্গলে বিস্তর গজপিপ্পলী গাছ দেখা যায়, ইহা বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদ্; গজপিপ্পলী "scindapsus officinale" নামক তাহার ফল। ইহার নামান্তর "Pothos officinale"। সংক্ষিপ্ত দ্রব্যগুণ—চব্য অগ্নি-উদ্দীপক, পাচক, কটুরস, লঘু ও উষ্ণগুণবিশিষ্ট।

জগতের বিস্ময়কর তথ্যাবলী।

—:(০):—

সর্ব্বাপেক্ষা বড় থিয়েটর—প্যারিসের অপেরা হাউস, ইহা ৭২৮৭০০০ ঘন ফিট স্থান

অধিকার করিয়া আছে, ১০০৮০০০০০ ফ্রাঙ্ক ইহা প্রস্তুতের ব্যয়।

সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ আগ্নেয় গিরি—পোপো কাটা পেটী, মেক্‌সিকোর দক্ষিণ পশ্চিমে পিউব্লা হইতে ৩৫ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা হইতে ক্রমাগত ধূম উত্থিত হইতেছে। প্রায় ১০০০ ফিট তাহার মুখটার পরিধি।

সর্ব্বাপেক্ষা বড় টেলিগ্রাফের তার, ভারতের কৃষ্ণানদীর উপরে টেলিগ্রাফে আছে। একটা তার লম্বায় ৬০০০ ফুট প্রায়, ১২০০ ফুট খুটীর উপর দিয়া গিয়াছে। এত বড় তার পৃথিবীর কোথাও নাই।

সর্ব্বাপেক্ষা বড় কামান আমেরিকায় আছে। লম্বা ৫০ ফিট, ভারি ১২৫ টন, ২৩৭০ টন পর্য্যন্ত ভারি জিনিসকে উড়াইয়া দিতে পারে। ইহার গোলা ১৬ মাইল যায়, এই গোলার গতি প্রতি সেকেণ্ডে ২০০০ ফিট, কি ভয়ানক!

সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রাচীর—চীনের প্রাচীর, ইহা সকলেই জ্ঞাত আছেন।

সর্ব্বাপেক্ষা বড় কয়লার খনি লামবার্ট কয়লার খনি, ইহা বেলজীয়মে অবস্থিত, ৩৪৯০ ফিট গভীর।

সর্ব্বাপেক্ষা "বড় লাইব্রারী "বিব্লিওথেক ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী।" প্যারিসে চতুর্দ্দশ লুইস দ্বারা স্থাপিত, ১৪০০০০০০ বড় ভলুম পুস্তক ৩০০০০০ পুস্তিকা, ১৭৫০০০ হাতে লেখা পুথী, ৩০০ ০০ ম্যাপ ১৫০০০০ নানাপ্রকারের মুদ্রা এবং মেডেল সংগ্রহ করা আছে। নানা প্রকারের এন্‌গ্রেভিং প্রায় ১৩০০০০০০ ছবি ১০০০০০০ আছে। এরূপ লাইব্রারী পৃথিবীর আর কোথাও নাই।

বুট ও জুতার চিকিৎসা।

বুট জুতার রোগ লক্ষণঃ—

চামড়া মাত্রেই সচ্ছিদ্র, জল লাগিলে জল শোষণ করে তাহার পর চামড়া পচিয়া যায়, সুতরাং জুতারও জীবন ফুরাইয়া যায়।

এই বুট জুতার জীবন সুদীর্ঘ করিবার জন্য অনেকে অনেক পালিস এবং দ্রব্য ব্যবহার করেন বটে, কিন্তু তাহাতে কোন বিশেষ উপকার হয় না।

সম্প্রতি ডেলি নিউজে ইহার চিকিৎসার একটী সুন্দর ব্যবস্থা প্রকাশ হইয়াছিল, প্রথমে একখণ্ড কাষ্ঠ দ্বারা ঘষিয়া জুতার তলার ও গায়ের মাটী কাদা পরিস্কার করিতে হইবে। তাহার পর জুতার তলা এবং উপরে এক পোঁচ "ওক্ পলিস" মাখাইয়া দিলে তৎক্ষণাৎ তাহা অদৃশ্য হইবে, কারণ জুতার চামড়ায় টানিয়া লইবে। কিন্তু এই প্রক্রিয়া ২।৪ বার করিলে বেশ চক্‌চকে হইবে, আর ইহাতে জল প্রবেশ করিতে পারিবে না সুতরাং বুট বা জুতার দীর্ঘজীবন অবশ্যম্ভাবী। ওকবার্ণিশ বাজারে পাওয়া যায়। ব্যাপারটাও সহজসাধ্য। কাজের লোকে অনেকবার আমরা জুতার বার্ণিস জুতার ওয়াটার প্রুফ করিবার ফরমুলা দিয়াছি সেগুলিও বেশ। চামড়ার জল প্রবেশ নিবারণ করিলে জুতা স্থায়ী হয়।

ভোজনের সময় গল্প।

ইহা বড় স্বাস্থ্যপ্রদ। দশ জনে খাইতে বসিয়া, কিম্বা সংসারের ছেলে মেয়ে লইয়া গল্প করিতে করিতে খাইলে আমোদ ত হয়ই, স্বাস্থ্যও ভাল থাকে। এইরূপে টেবেলটক্ বা খাইবার সময় গল্পাদি করা পাশ্চাত্য দেশবাসীর নিকট বড় আদরের। হাস্যকৌতুক, সংবাদপত্রের কথা, এই সকল ইহারা খাইবার সময় আলোচনা করেন ও অনেকক্ষণ ধরিয়া সকলে বসিয়া খান। কাজেই স্বাস্থ্য ভাল থাকে। এ দেশের অনেকেই ঘাড় গুঁজিয়া হাম হাম করিয়া ২ মিনিটে প্রায় অর্দ্ধেক খাদ্য পেটে পুরিয়া তবে ঘাড় তোলে, ছেলে মেয়ে একটা কথা কহিলে এক ধমকে তাহার প্লীহা পর্য্যন্ত চমকাইয়া দিয়া তবে ছাড়ে। কাজেই ছেলের মা ছেলেপুলে সরাইয়া দেয়।

এক সঙ্গে ছেলে মেয়েকে লইয়া খাইতে খাইতে উপদেশপূর্ণ গল্প গুজব করায় ছেলেদের অনেক শিক্ষাও হয়। তাহারা হৃষ্টচিত্তে খায়, শরীর ভাল থাকে। আমাদের এই পাশ্চাত্য পদ্ধতিটা অনুকরণ করিলে ক্ষতি নাই। আসল কথা, খাইবার সময় হৃষ্টচিত্তে খাওয়াই বিধেয়। সমস্ত দ্রব্য উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিয়া খাওয়া উচিত। আস্তে আস্তে খাওয়া উচিত, শুনিয়াছি মিঃ গ্লাডষ্টোন প্রত্যেক গ্রাস খাদ্যকে ৩২ বার চর্ব্বণ করিয়া তবে গলাধকরণ করিতেন। এই কারণে তিনি কর্ম্মক্ষম এবং দীর্ঘজীবি হইয়াছিলেন। নরজীবনোন্নতির বাসনা থাকিলে ভাল স্বাস্থ্য, ভাল মস্তিক, ভাল শ্রমশীলতার আবশ্যক হয়। নচেৎ এক পাহাড় প্রমান বুদ্ধি থাকিলেও স্বাস্থ্যের অভাবে সৌভাগ্য লাভ করা যায় না।

পরচুল।

পাশ্চাত্য দেশ সমূহের নর নারীগণ পরচুল পরিয়া বাহার দিয়া থাকেন, অনেক মহিলার চুল থাকেনা, অনেক বালিকার আগুলফ-লম্বিত বেণী তাহার নিজের চুলের নয়, পরচুলের হইয়া থাকে। এই সকল পরচুল চুল বটে, কিন্তু মরা মানুষের। চীন দেশ হইতেই এই সকল চুল ভিন্ন ভিন্ন দেশে রপ্তানী হইয়া থাকে, সাংহাই পত্র সমূহে প্রকাশ, এই সকল চুল সংগ্রহের জন্য কবর খুঁড়িয়া লোকে মৃত মহিলা এবং পুরুষদের চুল লইয়া রপ্তাণী করিত এবং সেই সমুদয় চুল বেশ পাট সাট্ করিয়া সভ্য জাতির কেশহীনা মহিলাগণ সখ মিটাইতেন। এই উপদ্রবে মৃত ব্যক্তির কবর অক্ষুন্ন থাকিত না বলিয়া ক্যান্টনের শাশন কর্ত্তা, এই গুরুতর দোষের জন্য প্রাণদণ্ডের বিধি পর্য্যন্ত করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

বিবিধ উৎকট রোগের বীজানু এই চুলের সহিত জীবিত নরদেহের সংস্রবে যায়, কিন্তু সখের জন্য বিলাসীতার জন্য মহিলাগণ এমন ঘৃণিত কার্য্যে বিরত থাকে না। এদেশের যাত্রা এবং থিয়েটরেও পরচুলের ব্যবহার হয়, পরচুলের সঙ্গে বহু রোগ তাহাদেরও শরীরে যাইতে পারে। কিন্তু সখ চাগিলে সে কথা শোনে কে? অনেক মুসলমান এই পরচুলের কারবার করিয়া থাকেন। কিন্তু হিন্দুকে এ কারবার করিতে দেখা যায় না।

মহত্বের আদর্শ।

—:○:—

যিনি মহৎ, তাঁহার অভিমান নাই, তিনি কখনও মানের কাঙ্গাল হননা। আমেরিকানগন যখন স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিল, সেই সময় একটী বড় সুন্দর ঘটনা ঘটিয়াছিল। ভয়ঙ্কর যুদ্ধের সময় এক-স্থানে গড়বন্দী হইতেছে, একজন কর-পোরাল একদল সৈন্য লইয়া এ কার্য্য সম্পাদনে নিযুক্ত ছিলেন। সৈন্যগণ একখানা প্রকাণ্ড কাষ্টখণ্ডকে উত্তোলনের চেষ্টা করিতেছে, করপোরাল অশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া কেবল হুকুম দিতেছেন। সৈন্যদল কাটখানা তুলিতে পারিতেছে না, ঠিক এই মুহূর্ত্তে জনৈক ভদ্রবেশধারী অশ্বারোহী তথায় উপস্থিত হইলেন। করপোরালকে লক্ষ্য করিয়া অশ্বারোহী ভদ্রলোকটী বলিলেন, "মহাশয় কেবল হুকুমই দিতেছেন, নিজে যদি একবার হাত দিতেন, তাহা হইলে সৈন্যদল পূর্ণ উৎসাহে এতক্ষণ কার্য্য সমাধা করিয়া ফেলিত।"

করপোরাল পদগর্ব্বে আগন্তুকের দিকে মুখ ফিরাইয়া অতি ঘৃণার সহিত বলিলেন—"তোমার জানা উচিত, আমি একজন করপোরাল!" আগন্তুক তৎক্ষণাৎ স্বীয় টুপি খুলিয়া অভিবাদন করিয়া বলিলেন—"বটে—ক্ষমা করিবেন। আমি তা' জানিতাম না," এই বলিয়া আগন্তুক মহা উৎসাহের সহিত সৈন্যদের সহিত কাষ্ট তুলিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং এরূপভাবে সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিয়া নিজে এত বল প্রয়োগ করিলেন যে, কাঠখানা নিমেষের মধ্যে উঠিয়া গেল। আগন্তুক ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহন করিয়া বলিলেন—"করপোরাল সাহেব! এইরূপ ভারি কাজ পড়িলে যেন তোমার সেনাপতিকে সংবাদ দিও, তিনি আবার তোমার কার্য্য করিয়া দিতে আসিবেন।" দাম্ভিক করপোরাল, কম্পিত, স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন—ইহার পর নতজানু হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। সমস্ত সৈন্য এবং করপোরাল এই মহত্বের জন্য উল্লাসে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। এই মহাত্মা জর্জ্জ ওয়াশিংটন—আমেরিকার প্রধান সেনাপতি! জর্জ্জ ওয়াশিংটন বলিয়া ছিলেন, কার্য্য উদ্ধার করিবার বাসনা থাকিলে পদ গৌরবের কথা ভুলিয়া গিয়া পূর্ণহৃদয়ে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে তবে কৃতকার্য্য হওয়া যায়।"

ব্যবসায় বানিজ্যে পাশ্চাত্য কর্ম্মীর এ আদর্শ—নিত্যই দেখিতে পাওয়া যায়, বিরল নহে। বড় বড় ধনকুবের সদৃশ্য ব্যবসায়ী ভুষি মাল ক্রয়ের সময় ধুলা গুড়া দেখিয়া আমাদের মত মূর্চ্ছা যান না। নিজেরা তাহার মধ্যে হাত প্রবেশ করাইয়া নমুনা লইয়া থাকেন। আমাদের বাঙ্গালী ব্যবসায়ী কর্ম্ম ক্ষেত্র হইতে দূরে থাকিতে পাইলে অন্য কিছু চাহেন না। কামিজের আস্তিন আর বাঁকা সিঁতি ভাঙ্গিয়া যাইবার ভয়েই আরষ্ট। (Whole heartedness) অর্থাৎ পূর্ণ ঐকান্তিকতা না থাকিলে সাধনায় সুফল পাওয়া স্বপ্নবৎ প্রহেলিকা। কত বার একথা বলিয়াছি, কিন্তু অরণ্যে রোদন!

আবার দিল্লির দরবার।

দিল্লিতে পুনরায় দরবার হইবে, এবার আর অন্য কেহ নয়, আমাদের মহা মাননীয় সম্রাট ভারতেশ্বর এবং মহারাণী সাম্রাজ্ঞী ভারতেশ্বরী এই দরবারে সমুপস্থিত হইবেন, ভারতে ইংরাজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পর ভারতের ভাগ্যে এমন সৌভাগ্য কখনও হয় নাই। ইহারই মধ্যে চারিদিকে আয়োজনের ধূম পড়িতেছে। আমরা উৎফুল্ল হৃদয়ে সেই শুভদিনের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছি। ভারতের প্রজা যে রাজভক্ত, ইহারই মধ্যে প্রজাগণের আনন্দের সীমা নাই। সম্রাট আমাদের সে বৎসর সস্ত্রীক যুবরাজ হইয়া এদেশে আসিয়া ছিলেন, এবারে আমরা সম্রাট এবং সাম্রাজ্ঞী বেশে দেখিব। কলিকাতাতেও পদার্পণ করিয়া রাজধানীর প্রজাবর্গকে কৃতার্থ করিবেন এরূপ শুনা যাইতেছে।

মুসলমান দ্বারা হিন্দু মন্দির সংস্কার।

—:(০):—

যাঁহারা প্রকৃত শিক্ষিত, ধর্ম্মপরায়ণ মুসলমান, তাঁহারা কদাচ হিন্দুর বিদ্বেষ করেন না, তাঁহাদের মধ্যে গোঁড়ামী কম্। মজঃফর নগরের চৈতন্য নামক স্থানে মুসলমান বাদসাহ জাহাঙ্গীরের সময় একটী হিন্দুমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, এখন এই প্রাচীন মন্দিরের অবস্থা অতি শোচনীয়, ধ্বংশ মুখে অগ্রশর। ডিপুটী কলেক্টর মৌলভী মুস্তাফা আসেন মহোদয়ের এই মন্দিরটীর প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ায় ইনি ইহার জীর্ণ সংস্কারে মনোযোগী হইয়াছেন। তিনি ইহার জন্য চাঁদা তুলিয়া মন্দিরটীর এমন একটি আয়ের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন যে, তাহাদ্বারা মন্দিরটী চিরদিন রক্ষা হইতে পারিবে। পণ্ডিত জোয়ালাপ্রসাদ ! সম্প্রতি এখানে থাকিয়া মন্দিরটী দেখিয়া মন্দিরের চূড়ার জন্য একটি গিল্টি কলস দিবেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। যে মুসলমানের এমন মহত্ব, তাঁহাকে হিন্দুরা দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতে কেন কুণ্ঠিত হইবে, বলুন দেখি? হিন্দু মুসলমানে বিবাদ করিয়া কোন সুফলই ফলে না। আমরা হিন্দু, পীর, সত্য পীর মানি, মুসলমান ফকির সাধুকেও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখি, শিক্ষিত মুসলমান ও হিন্দু উঠিয়া পড়িয়া অজ্ঞ লোকদিগকে বুঝাইলে সুফল ফলিবে। বর্ত্তমান বড়লাট বাহাদুর মনোমালীন্য দুর করিবার জন্য যে বিশেষঃ চেষ্টা করিবেন, তাহা বলিয়াছেন। তাঁহার এই মহদুদ্দেশ্য সফল হউক।

কর্পূর তথ্য।

—:():—

চিকিৎসা এবং বিবিধ প্রকার শিল্প কার্য্যে কর্পূর প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হওয়ায় কর্পূরের মূল্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। এই কর্পূরের চাস এদেশেও হইতে পারে। জাপান হইতে ইহার বীজ আনাইয়া এদেশে যৌথ কারবার দ্বারা মূলধন সংগ্রহ করিয়া কর্পূরের চাষ সম্ভব কিনা তাহা এদেশের লোকের পরীক্ষা করা উচিত।

জাপানে কেমন করিয়া কর্পূর প্রস্তুত হয়, আমরা ইতিপূর্ব্বে তাহা "কাজের লোকে" প্রকাশ করিয়া ছিলাম, বোধ হয় পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে।

কর্পূরের বীজ জাপানের "ইউকোহামা নরসরী কোম্পানী লিমিটেড্ (Yokohama Nursury Co. Ld.) এই ঠিকানায় পাওয়া যায়। আমেরিকায় ৭০ সেন্ট্ এক পাউণ্ড কর্পূর বীজের মূল্য। এক পাউণ্ড বীজে প্রায় ২০০০ কর্পূরের চারা জন্মিয়া থাকে। প্রথম বর্ষে বীজ বপণ করিয়া যে চারা জন্মে, দ্বিতীয় বর্ষে তাহা অন্যক্ষেত্রে রোপণ করিতে হয়। তৃতীয় বৎসরের বসন্তকালে আবার ঐ চারা গুলিকে অন্য ক্ষেত্রে অর্থাৎ স্থায়ী ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হয়। কিন্তু জাপানীগণ বলেন, তৃতীয় বার ক্ষেত্রান্তর করা কেবল সময় নষ্ট করা মাত্র —কিন্তু এই বিশেষ সতর্কতার দোষও নাই। জাপানের বড় বড় কর্পূর বৃক্ষ সমূহ কেবল তাহাদের দেবালয় এবং উপাসনালয়ের নিকটেই অধিক দেখা যায় বলিয়া জাপানীরা বলে যে, ইহা "দেব-তরু" অন্যস্থানে ইহা রোপণ করিলে ভাল জন্মেনা; এইরূপ প্রবাদ চারি দিকে প্রচারিত আছে। কিন্তু বিজ্ঞান ইহার অসত্যতা সপ্রমাণ করিয়াছে। পাঠকগন শুনিয়া সুখী এবং বিস্মিত হইবেন যে, ভারতের মাটীতেও কর্পূর বৃক্ষ খুবই বড় হইয়াছিল। মিঃ প্রাউড্‌লক নীলগিরি অঞ্চলে গবর্ণমেণ্টের উদ্যান সমুহের তত্বাবধারক ছিলেন, তিনি তাঁহার শেষ রিপোর্টে লিখিয়াছেন যে, ১৮৯৯ সালে একটী কর্পূরের চারা গবর্ণমেণ্টের বর্‌লিয়ার নামক উদ্যানে রোপণ করা হয়। এখন সেই কর্পূর বৃক্ষ ৩০ ফিট ৪ ইঞ্চি লম্বা এবং গাছের বেড়টা ৪ ফিটের উপর, তাহা হইলে গাছ বড় মন্দ হয় নাই।

সিংহলেও কর্পূরের বীজ পাওয়া যায়। কলোম্বোর অনেক কাগজে কর্পূরের বীজের বিজ্ঞাপন বাহির হয় দেখা যায়। শুনিয়াছি কুইনস্‌লাণ্ডের কর্পূরের বীজই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কর্পূরের বীজ কিনিলে ইহার চাষ সম্বন্ধীয় ব্যবস্থাদি ঐ বীজের সঙ্গে প্রদত্ত হইয়া থাকে।

এইরূপ কৃষিকার্য্য দেশের ধনীগণের অর্থ সাপেক্ষ, দেশের অবস্থাপন্ন লোকগণ যৌথ কারবার দ্বারা "ঘরের কোন" ছাড়িয়া চেষ্টা করিয়া কৃষি কোম্পানী প্রভৃতি করতঃ অর্থকরী কৃষি কার্য্য সমূহ করিতে পরেন। বিলাতী অনেক ধনী, কাফি, রবার, কর্পূর চাষ করিয়া কত লোকের অন্নের সংস্থান করিতেছেন ও নিজেরাও লাভবান হইতেছেন। তাহা এদেশের শিক্ষিত লোকের অবিদিত নাই। কিন্তু এসকল কথা আমাদের দেশে উত্থাপন করা আর অরণ্যে রোদন করা একই কথা। দেশের অদৃষ্ট যখন মন্দ হয়, তখন দিব্য চক্ষু বিশিষ্ট লোকের চরণ প্রান্তে লক্ষ টাকার তোড়া পড়িয়া থাকিলেও সে সেই স্থানটীই কানা হইয়া চলিয়া যায়।

সাহেবদের প্রচুর অর্থ, সময়ের মূল্য বোধ বেশী, তাঁহারা মটর, উড়োকল, প্রভৃতিতে চড়িতে পারেন, তাহার কারণ কাজের সুবিধার জন্য। আর আমাদের দেশের ধনী সম্প্রদায় যে মটর চড়িয়া পৈতৃকধনের শ্রাদ্ধ করেন, কেবল সখের জন্য—কেন বলুন দেখি? দেশের পোড়া অদৃষ্টের জন্য। দেশের কত কাজ করণীয় রহিয়াছে, এসকল জানিয়া শুনিয়াও অন্ধ। কত জনের অদ্ভুত উদ্ভাবন শক্তি,

উদ্যম, অধ্যবসায় হয়ত ২০০৲ টাকার অভাবে মলীন হইয়া রহিয়াছে—হয়ত তাহারই সহিত তাহা লয় পাইবে। কৈ কোন ধনীকে এমন স্থলে ১০টী টাকা দিতেও অগ্রসর হইতে ত দেখা যায় না? এদেশের ধনকুবের নামের জন্য কাতর, সর্ব্বস্ব, যাক্‌, নামের কাঙ্গাল! যে কাজে নাম বাহির হইবে না, তাহাতে এক কপর্দ্দক দিতেও নারাজ। এই ত দেশের অবস্থা। এমন দেশের কখনও যে সুসময় হয়, আমরা ত তাহা বিশ্বাসই করিতে পারিনা।

বেকারের উপায়।

১। তামার কান খুস্‌কি, পিতলের দাঁত খোঁটা, তামার তাগা, এই সকল একটী ছোট বাক্সে লইয়া রাস্তার ধারে ভাগাদিয়া অনেক হিন্দুস্থানী বিক্রয় করে দেখিয়াছেন? এগুলি ইহারা নিজেই প্রস্তুত করে ও বিক্রয় করে; পিতলের চাদর কিনিয়া কাতুরি দ্বারা সরু সরু যেমন আবশ্যক, তেমনি করিয়া কাটে, একটী ছোট লেই আর হাতুড়ী এবং কাতুরী এইতিনটী জিনিস ইহাদের সম্বল। ইহা দ্বারা খরচ খরচা বাদ ইহারা দৈনিক গড়ে ১॥০ হইতে ২৲ টাকার জিনিস সহরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিক্রয় করে এবং মাসিক খাই খরচবাদ বাঁচাইয়া বাড়ীতে মাসে ১৬।১৭৲ টাকা পাঠায়। অনেক বাঙ্গালী বেকার যুবক এ কাজ করিতে পারেন ত? কায়িক পরিশ্রমে জীবিকা নির্ব্বাহ যে দাসত্ব অপেক্ষা গৌরবজনক,এটা চেষ্টা করিয়া মাথায় ঢুকান উচিত।

২। সহরে কতকগুলি লোক আছে, তাহারা আফিসে আফিসে প্যাকিংএর হাল কিনিয়া চিম্‌টা করে, রঙ্গের লোহার ড্রম কিনিয়া বাল্‌তি করে, চট কিনিয়া সেলাই করিয়া পরদা করে। এ সমস্তই হিন্দুস্থানী এবং মুসলমানদের একচেটে, বাঙ্গালী ছেলেরা যাহাদের মূলধন নাই, তাহারা করেনা কেন? এ সকল পাড়াগাঁয়েও পাঠাইলে চলে, কলিকাতার ইমামবাগ ষ্ট্রীটে এই শ্রেণীর অনেক লোক এই কাজ করিতেছে দেখিতে পাইবেন।

৩। বসিয়া আত্মীয় স্বজনের অন্নধ্বংশ করা শুধু অন্যায় নয়, পাপ। পূর্ব্ববঙ্গীয় কায়স্থ সন্তানগণ এই গ্রীষ্মকালে কুলপীর বরফ করিয়া বড় কম পয়সা উপার্জ্জন করেন না। একাজ কোন পশ্চিমবঙ্গের লোককে করিতে দেখিনা, অথচ কলিকাতায় বেলা ৪টা হইতে রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত ইহার বিক্রয়ের সীমা নাই। কাজ খুবই সহজ। কুলপী প্রস্তুত প্রণালীটা বলিতেছি। কুলপীর বরফ অনেকেই খাইয়াছেন সুতরাং টীনের চোংগুলির কথা মনে পড়িতে পারে। এই চোংগুলির মধ্যে কমলা লেবুর এসেন্স মিশ্রিত চিনির সরবৎ দিয়া, বা কোনটায় ক্ষীর বা কোনটায় "আনারসের রস দিয়া মুখ গুলি ময়দা দিয়া আসিয়া দেয়। দিয়া একটা মুখ চওড়া মাটির হাঁড়ীর মধ্যে সাজাইয়া তাহার ভিতরে টুকরা টুকরা বরফ দিয়া হাঁড়ীটার মুখে একটা সরা চাপা দেয়। কেহ তাহাও দেয় না। আরও একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি, ঐ বরফের উপর সের খানেক বিট লবণ দিয়া হাঁড়ীটাকে ক্রমাগত আলোড়ন করিতে করিতে টীনের ভিতরের দ্রব্য গুলি জমিয়া যায়, ইহারই নাম কুলপীর বরফ। ইহা বড় মুখপ্রিয়, সুস্বাদু এবং বরফ অপেক্ষাও শীতল। এই কুলপীর বরফে ক্ষীরের সহিত পেস্তা কিসমিস বাদাম চূর্ণাদি কেহ কেহ দেয়, কেহ কেহ গোলাপ আতর দিয়া, সুবাসিতও করিয়া থাকে। এক একটা এরূপ কুলপী ।০ আনা ।৵০ আনাতেও বিক্রয় করিয়া থাকে। প্রত্যেক বরফ ওয়ালা গড়ে ১॥০, ২৲, ৩৲ পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করে। ইহা বড় সহজ লাভ নয়। ইহাও ত অনেক বেকার সঞ্চয় শূন্য লোকে করিতে পারেন।

৪। হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বাক্স প্রস্তুত একটি ভাল কাজ বলিতে হইবে, কোন বাক্স ওয়ালার নিকট ইহা শিক্ষা করিয়া ভদ্রলোকের ন্যায় এ কাজ করা যায়।

৫। হার্‌মোনিয়মের কাজ সহরে বেশ চলিতেছে, অনেক অল্পশিক্ষিত লোক এই কার্য্যে প্রবেশ করিয়া কাজ শিক্ষা করিতেছে দেখিয়া আনন্দ হয়। বসিয়া থাকা অপেক্ষা এই সকল কুটীর-শিল্প শিক্ষা করা উচিত।

৬। গহনা গাঁথাইয়ের কাজ যাহা পূজীশূন্য লোকে করে, কেহ ইহাও করিতে পারে। লোকে এক দিন দেখিয়াও এ কাজ শিখিতে পারে। একেবারে বিনা পূজীর কাজ। মাল মসলা কিছু সঙ্গে থাকিলে ভাল, গাথাইয়ের জন্য ৵০ ৵০ প্রত্যেক জিনিসটার মজুরী পাওয়া যায়। সহরে আসিয়া অনেক অসহায় একাজও করিতে পারেন।

কিছু কস্তা বা রঙ্গীন সূতা, ফিতে, জরী, একটা কাঁচী, সূঁচ এই মাত্র ইহাদের সম্বল। ইহা দ্বারাই ইহারা দৈনিক ১৲ ১।০ রোজগার করে।

৭। প্রতিদিন ১০টার পর হইতে অসংখ্য বোম্বাই মুক্তওয়ালা ঘরে ঘরে ফেরী করে, ইহারা একটী চারিদিকে পরকোলা দেওয়া বাক্সে অতি সামান্য দ্রব্য সাজাইয়া দৈনিক ১॥০ ২৲ উপার্জ্জন করে।

এই সকল অসংখ্য উপায় দেখিয়াও কেহ যদি কিছু না করে, তবে আর উপায় কি? কিছু না করিলে কি অর্থোপার্জ্জন হয়? শুধু ফাঁকা মানের কাঙ্গাল হইওনা। অনেকবার বলিয়াছি, পরের গলগ্রহ হইয়া অন্নধ্বংশ করা অপেক্ষা একটু সৎসাহসের আশ্রয় লইলে অর্থ হয়। টাকা হইলেই লোকে সম্মান করিবে ও আদর করিবে। অতি সামান্য অবস্থা হইতে সৎউপায়ে যে লোক বড় হয়, তাহারই মান প্রকৃত মান, তেমন লোকের জীবনচরিত রাখিবার জিনিস, লোককে শুনাইবার কথা। তোমার মানের বহর তুমি মাপিলে মান বাড়ে না, তোমার মান অপরের মাপাই উচিত কিনা।

TRAGEDY OF A SHOP KEEPER.

কৃষ্ণহরির ব্যবসা করা।

পূর্ব্ববঙ্গের কোন গ্রামে কৃষ্ণহরির নিবাস, শৈশবে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় পিতৃব্যের স্কন্ধে চড়িয়া প্রায় ২৪ বৎসর মাম্‌দো ভূতের মত অন্নধ্বংশ করিতে ছিল,—কাজের মধ্যে কাজ ছিল, খাওয়া আর নেশাটা ভাংটা করিয়া বেড়ান। ২৪ বৎসর পরে খুল্লতাতের ঘাড়ে আর সহেনা, ঘাড় চড় চড় করে!

একদিন কৃষ্ণহরির খুড়ো মশায় কৃষ্ণহরিকে ডেকে বল্লেন, বাবাজী ২৪ বৎসর বয়স হলো, এমন করে বেড়ালে সংসার চালান আমার পক্ষে কঠিন, তাই বলি, দাদার যা কিছু আছে, এস আজ সব বুঝিয়ে দিই। এই বলে জমী ১২ বিঘা, তৈজস পত্র, বাড়ীর অংশ সমস্ত দশজনকে ডেকে বুঝিয়ে দিয়ে বল্লেন, বাবাজী আজ হতে তোমাকে নিজেই নিজেকে দেখ্‌তে হবে। বস্, তাই হলো। কৃষ্ণহরির পৃথক হয়ে যেন একটু স্ফূর্ত্তি হলো। ২।১০ দিন পরে কলিকাতায় এসে কিছু কাজ কর্ম্ম ব্যবসায় বানিজ্য কর্‌বার মতলব হলো। এ সব ছেলের মনে করাও যা, কাজে করাও তা। জমী জায়গার ২।৪ বিঘা বিক্রয় করে কলিকাতায় এসে একটা মেসে উঠ্‌লেন।

দুপয়সা কাছে থাক্‌লে লক্ষীর বরযাত্রের দল অনাহুতও জোটে। তাই হলো। মেসের মধ্যে অধিকাংশই চাক্‌রীজীবি, একদিন একটা মজলিস করে সাব্যস্ত হলো যে, একটা চুরুটের দোকান করে চাঁদনীতে বসা। ঐ জায়গাটা ভাল, অনেক সাহেব সুবো ঘোরে ফেরে, বিক্রি না হয়ে যাবে না। বস্, তাই হলো। ১০৲ টাকা ভাড়ায় ১০০৲ টাকা সেলামী দিয়ে দোকান লওয়া হলো; একটা গণেশ কেনা হলো; পুজো আগা করান হলো, মেসের বাবুদের মধ্যে ২।৪ জন বন্ধু ও ব্রাহ্মণ বাছাই করে খাওয়ান দাওয়ান হলো। দোকানের সম্বন্ধে কিছু মাত্র অঙ্গহীন হলো না।

বৈকাল। একজন বন্ধু বল্লেন, দেখ ভাই কেষ্ঠহরি, এই ত—দোকান ত হয়েই গেল। কাল হতে কাজে লাগ্‌লে আর ত বেরুবের যোই থাক্‌বে না। তাই বলি আজ একটু ফুর্ত্তি করে এলে হয় না? এ সব কাজে ভোটের বড় অভাব হয় না। যারা যারা উপস্থিত ছিলেন—বল্লেন অবিশ্যি অবিশ্যি একথা অন্যায় নয়।

যখন সকলের মত হলো, কৃষ্ণহরি বল্লেন, তবে তাই হউক। হাওয়ার আগে যেমন কুটো ধায়, তেমনি বন্ধুগণ সবেগে যেয়ে একখানা গাড়ী আন্‌লেন। কৃষ্ণহরি আর ৩টী বন্ধু ভিতরে, আর ২টী বন্ধু কোচবাক্‌সে ও ছাদে বসে একেবারে একটা জায়গায় যেয়ে নাচ গান ভোজন চল্‌তে লাগল। হাঁ, ভাল কথা বল্‌তে ভুলে গেছি, কৃষ্ণহরি যখন গাড়ীতে উঠে, তখন বলেছিল ভাই ৪৲ টাকার বেশী খরচ কর্‌বো না। বন্ধুরা বল্লেন ওঃ! খুব খুব, আমরা চার আনায় ফুর্ত্তি করি, তাতে তুমি ৪৲ টাকা দেবে, খুব হবে এখন চল।

কৃষ্ণহরি, ৫০০৲ টাকা বাড়ী হতে এনেছিল, দোকান ও সেলামীতে প্রায় ২০০ টাকা খরচ হয়েছিল। বাকী ৩০০ টাকা একটা কাপড়ের গেঁজেয় করে কোমরে জড়ান থাক্‌ত। ৪৲ টাকা পকেটে ছিল, পিঠ স্থানে পদার্পণ মাত্রেই চকিতের মত উড়ে গেল। তার পর নাচ গান, ক্রমে কোমরের থলেয় হাত পড়লো। সভাস্থ নরনারী বুঝ্‌লে শিকারঠা নিতান্ত অগ্রাহ্যের নয়। তিন দিন পরে কৃষ্ণহরি কপর্দ্দক শূন্য! যে বাড়ীতে এই সকল কাণ্ড হচ্ছিল, সে বাড়ীর লোকে সময়ের অসদ্ব্যবহারে নারাজ, কৃষ্ণহরির বন্ধুবান্ধব আগে হতেই সরে পড়েছিল, কৃষ্ণহরির যখন প্রভাতের শীতল বাতাসে চৈতন্য হ'ল তখন সে দেখে, তাহার আর কিছু নাই, সে আর গাড়ী ভাড়া করিয়া দোকানে ফিরিতে পারে না। এদিকে বাড়ীওয়ালী আসিয়া বলিল, তোমার নিকট এখনও ৯৲ টাকা পৌনে দশ আনা পাওনা! টাকা নাই। কৃষ্ণহরি কোট আর ধুতি উড়ুনী দিয়া তাহাদের একটী জীর্ণ বস্ত্র পরেই প্রস্থান।

দোকানের তখন মালও কেনা হয় নাই। আর মাল কিনে কি হবে? কৃষ্ণহরি গণেশ উল্‌ঠাইয়া ভিক্ষা কর্ত্তে কর্ত্তে স্বদেশ যাত্রা কল্লেন। কাজেই এইখানে যবনীকা পতন। এটাকে ট্রাজেডি কি কমেডি বলা যাবে, প্রিয় পাঠকগণ মীমাংসা কল্লেই ভাল হয়। টিপ্পনী—অনাবশ্যক।

আগামী মাসে "কাঙ্গাঁচাঁদের মূলধন উদ্ধার" পাঠকগণকে উপহার দিব। সাদরে নিমন্ত্রন।

(SPECIAL)

GOAVA JELLY AND HOW TO MAKE IT.

পেয়ারার আচার এবং কেমন করিয়া তাহা প্রস্তুত হয়।

এদেশে অগণ্য পেয়ারা জন্মে এবং এই বর্ষার প্রারম্ভে সমস্ত পল্লী গ্রামেই প্রচুর পরিমাণে ইহা দেখা যায়। কিন্তু পেয়ারা কাঁচা খাইয়া ফেলিলেও ইহা বহু পরিমাণ নষ্ট হয়। এদেশের লোকে অনেকেই জানেন না যে, পেয়ারা হইতে এক প্রকার জেলী বা আচার প্রস্তুত হয়, তাহা সাহেবদের অতি প্রিয় জিনিস। বাজারে ইহার প্রচুর কাট্‌তি আছে। ইহার নাম "গোয়াভা জেলী" জেলীকে আমরা আচারই বলিলাম। কিন্তু ইহার প্রস্তুত প্রক্রিয়া দেখিলে আচার ঠিক বলা যায় না। গোয়াভা জেলী, পেয়ারার চাট্‌নী বিশেষঃ, এদেশ হইতে ইহা বিলাত যায়। যাক্, পেয়ারা গুলি অনর্থক নষ্ট না হয়, তাহার উপায় এই, জেলী প্রস্তুত করিয়া বোতলে পুরিয়া বিক্রয় করা। কেমন করিয়া ইহা প্রস্তুত করিতে হয় তাহা বলিতেছি। এই সকল দ্রব্য প্রস্তুতের সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে দৃষ্টি রাখা বিশেষ আবশ্যক, ইহা অবশ্য স্মরণ রাখা উচিত।

আবশ্যক।

পাকা পেয়ারা, জল, কাগজীলেবু, চিনি এবং গোলাপজল।

প্রথমে পাকা পেয়ারার ছাল ছাড়াইয়া পরিস্কার করতঃ প্রত্যেক পেয়ারাটীকে ৪ খণ্ড বা বড় হইলে ৬ খণ্ড করিয়া কুটিয়া রাখুন। তাহার পর একটী নূতন হাঁড়ী চড়াইয়া জল দিয়া তাহাতে কুচীগুলি ফেলিয়া দিয়া পাত্রের মুখ সরা দিয়া বন্ধ করিয়া দিন। অগ্নির উত্তাপে যখন কুচিগুলি বেশ গলিয়া খুব নরম হইবে, তখন সে গুলিকে জল হইতে ছাঁকিয়া তুলিয়া পাত্রান্তরে রাখিয়া দিন। তাহার পর গলিত কুচীগুলিকে চট্‌কাইয়া সূক্ষ্ম কাপড়ে ছাঁকিয়া তাহার মাড়ী বাহির করিয়া লইয়া বীজ ও সীটে গুলি ফেলিয়া দিয়া আর একটী মাটী বা এনামেলের কড়াই চড়াইয়া মাড়ীর পরিমাণ মত চিনি এবং ঐ মাড়ীটা চড়াইয়া জ্বাল দিতে থাকুন। যখন ফেনা মরিয়া যাইবে, আর ফেনা উঠিবে না, তখন নামাইয়া একটু শীতল হইলে খুব ভাল গোলাপ জলের ছিটা দিয়া তাহাতে লেবুর রস দিয়া নাড়িয়া বেশ মুখচওড়া বোতলে পুরিয়া উত্তমরূপে কর্ক বন্ধ করিয়া লেবেল দিয়া বিক্রয় করিলেই হইল। যতদূর সম্ভব, বায়ুরোধ করিয়া মুখ বন্ধ করা উচিত, নচেৎ পচিয়া যাইবে। লেবুর পরিমান ১০০ পেয়ারার জেলীতে ১০টী লেবুর রস যথেষ্ট। বলা বাহুল্য, ইহা অম্ল-মধুর, সৌরভময় উপাদেয় খাদ্য। হায় আমার দেশ! এদেশে এমন অনেক জিনিস মাটীতে পড়িয়া লয় পায়, তাহা হইতে অর্থো পার্জ্জনের বহু উপায় হয়, যাহা অন্য দেশের লোকে জানে, তাহাও এদেশের লোকে জানে না। জানিবার চেষ্টাও করে না। তাহা হইলে "কাজের লোকের" প্রতি গৃহে আদর হইত। দুর্ভাগ্য, এদেশের লোক শিল্পব্যবসায়ের শিক্ষার পুস্তকাদিতে এক কপর্দ্দক ব্যয়েও কুণ্ঠিত।

জেলী প্রস্তুতের ইহাই উৎকৃষ্ট এবং কার্য্যকর প্রক্রিয়া, এইরূপে আম, বেল প্রভৃতি হইতেও জেলি প্রস্তুত হয়। অনেক বেকার লোক সামান্য পুঁজীতে একাজ করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন।

জেলী, ও আচার এসকল, মিউনিসিপাল মার্কেটে, অয়েলম্যানষ্টোর সমূহে সাদরে বিক্রয় হইয়া থাকে। S. P.

আমাদের ক্রটীস্বীকার।

অপরের প্রেসে কাজের লোক মুদ্রিত হয়, এদেশের প্রেসের দায়ীত্ব ও কর্ত্তব্য জ্ঞান কম, এই জন্য এবং গার্হস্থ্য আপদ বিপদেও "কাজের লোক" বাহির হইতে বিলম্ব হইল। এদিকে বর্ত্তমান আইনানুসারে সহসাই প্রেস পরিবর্ত্তনেরও উপায় নাই। ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতি ব্যতীত অন্য প্রেসে যাওয়া যায় না। যতশীঘ্র পারি, পাঠকগণকে এপ্রিল ও মের কাগজ পাঠাইতেছি। আমাদের পক্ষে কোন ক্রটী না থাকিলেও এরূপ ঘটনা প্রায়ই মাসিক পত্রের অদৃষ্টে ঘটিয়া থাকে। এজন্য আমরা মর্ম্মান্তিক ক্ষুব্ধ এবং লজ্জিত। শীঘ্রই এই রোগের প্রতিবিধানের চেষ্টা করিব। ক্রটী ক্ষমা করিবেন। কার্য্যাধ্যক্ষ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২॥০ । Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, এবং সাহিত্য বিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিক পত্র।

পঞ্চম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা। New Series, April 1911. নুতন সংস্করণ। এপ্রেল, ১৯১১। Vol. V. No. 4

নমো গণেশায়।

দারিদ্র্যই উন্নতির অন্তরায় নয়।

—(০)—

এদেশের অধিকাংশ লোকেরই ধারণা, দীনতাই ব্যক্তিগত উন্নতির অন্তরায় এবং এই ধারণার উপরই বহু সংখ্যক যুবক হতাশ হইয়া জীবনকে অকর্ম্মন্য করিয়া তুলে। এখন এ দেশের অবস্থা অতি শোচনীয় সন্দেহ নাই, দারিদ্র্য প্রত্যেক সংসারে মূর্ত্তিমান হইয়া বিরাজিত, সমস্ত লোকই কর্ত্তব্য জ্ঞানহীন, অলস, অকর্ম্মণ্য, উদ্যোগহীন। ধারণা, যখন অর্থহীন, তখন আর কি করা যাইতে পারে? কিন্তু যখন এদেশের এমন অবস্থা ছিল না, লোকে দীনতার মধ্য হইতেও অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়াছেন, এত বি-এ, এম্-এ পাস না করিয়া ও সামান্য শিক্ষায় বড় বড় ধন কুবের হইতে পারিয়াছেন, এমন আদর্শ অপ্রতুল নয়। তাহা হইলেই দেখিতে হইতেছে, এত দারিদ্র্য কেন আসিল, আর এই দরিদ্রতাই বাস্তবিক উন্নতির অন্তরায় কিনা। এ দেশের কোন বিষয়েরই প্রকৃত ইতিহাস নাই, জীবনচরিত্রও থাকে না। এদেশের লোকে দীনতার মধ্য হইতে যে উন্নতি করিতে পারিয়াছে, এই গৌরবজনক কাহিনী লোকচক্ষে ধরিয়া দিতেও কুণ্ঠিত, লজ্জিত এমন কি সঙ্কুচিত! সুতরাং আমাদের দেশের এমন সকল মহাজনগণের জীবনী হইতে একথা সুপ্রমাণ করা সুকঠিন বটে। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের ইতিহাসে এইরূপ লোকের জীবনী স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে, তাহা হইতে সপ্রমাণ করা কঠিন নহে যে, দরিদ্রতাই উন্নতির অন্তরায় নয়। আমরা যথাসাধ্য এ দেশের এবং পাশ্চাত্য দেশের এইরূপ কর্ম্মবীরের জীবনী হইতে তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

এ দেশের দরিদ্রতা আমরা নিজে সৃষ্টি করিয়াছি—আমরা অলস, অথচ ভয়নক বিলাসী, যেমন আয়, তেমন ব্যয় করি না। দীন হইলেও বড় লোকের চাল চালিতে যাইয়া মারা যাই! অবশ্য অজন্মা, রপ্তানী প্রভৃতিতেও সমস্ত দ্রব্যেরই মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু যদি আজ আমরা অলস, বিলাসী, শ্রমকাতর না হইতাম, যদি আজ আমরা হাতে হেতেরে কাজ করাকে ঘৃণার চক্ষে না দেখিতাম, যদি আজ আমরা একজনের উপার্জ্জনের উপর অলস ও অকর্ম্মণ্য হইয়া জীবন যাপন না করিয়া, দেশের পতিত জমীকে উর্ব্বরা করিয়া জাপান এবং আমেরিকানদের মত কৃষির উন্নতি করিতাম, তাহা হইলে দুর্ভিক্ষ এবং রপ্তানীতে বড় বিশেষ কিছু করিতে পারিত কি?

পাশ্চাত্য দেশবাসীগণ দরিদ্রতাই যে উন্নতির অন্তরায়, একথা স্বীকার করেনা। তাহারা বলে, কর্ম্মের সাধনায় প্রকৃত ঐকান্তিকতা, অপ্রতিহত সাহস এবং অধ্যবসায় থাকিলে জীবনকে কর্ম্মণ্য করা যায়, লোক সমাজে

প্রতিষ্ঠাবান হওয়া যায়। ইশপ, নাইরস্, ডুভাল, লিনকলন প্রভৃতি অসংখ্য মহাজন তাহার জলন্ত প্রমাণ। পাঠক ইহারা কেহ মেষ-পালক, কেহ দীন কৃষক সন্তান, কেহ চর্ম্মকার পুত্র! এত দুঃখ ভার জীবনে বহন করিয়াছেন যে, ইহাদের প্রথম জীবনের ইতিহাস পাঠে চক্ষে জল আসে, কিন্তু এত ঐকান্তিকতার সহিত সাধনায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন যে, মরজগতে তাহাদের প্রকৃতই অমরত্ব লাভ হইয়াছে।

হায় আমার দেশবাসী! সে অমরত্ব লাভের কোন চেষ্টাই করিলে না? কেবল বিলাস বিভ্রমে দেহ ও দেশকে জর্জ্জরিত করিয়া হেলায় মানব জন্মকে পশুত্বে পরিণত করিয়া তবে ছাড়িলে? হায় হায়, বিলাসীতায় লক্ষ টাকা ব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত নও, কিন্তু সৎকার্য্যে এক কপর্দ্দক ব্যয়েও উদাসীন? কত উদ্যমী সামান্য অর্থের অভাবে উদ্যমহীন, কেহ তাহা দেখে কি? তবে দেশের কথায় কাজ কি? তবে অন্য দেশের অন্য জাতীর উন্নতি দেখিয়া হিংসায় হৃদয় জ্বলে কেন? দেশের উন্নতি ও নিজের উন্নতি এ সকল মুখের কথায় হয় না। পাঠকগন! আজ আমরা আপনাদিগকে জর্ম্মণীর এক বিখ্যাত প্রফেসর হেইনীর সংক্ষিপ্ত জীবনী উপহার দিতেছি।

অধ্যাপক হেইনী।

প্রফেসর হেইনী জর্ম্মনীর একজন বিখ্যাত ছাত্র। ইনি কেমন করিয়া দরিদ্রতার মধ্য হইতেও উন্নতি করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা দেখান যাইতে পারে।

হেইনির পিতা অতি দীন, বহু পরিবার তাঁহার, সামান্য সামান্য কুটীর শিল্প প্রস্তত করিতেন, তাঁহার সহধর্ম্মিনী সেইগুলি বিক্রয় করিয়া আনিয়া অনেকগুলি সন্তান সন্ততির জীবন রক্ষা করিতেন। হেইনী তাহার জীবন কাহিনীর এক স্থলে প্রকাশ করিয়াছেন যে, "অভাব আমার জীবণের সহচর, আমার স্মরণ আছে, যখন আমার জননী এক এক দিন কিছুই বিক্রয় করিতে না পারিয়া সাশ্রু নয়নে গৃহে ফিরিয়া অনাহারে মুমূর্ষু প্রায় সন্তান-গুলিকে তাঁহার কম্পিত, অশ্রু দরদরিত মুখে চুম্বন করিতেন, সেই সময়, সেই দিন কি ভয়ঙ্কর।" হেইনীর পিতা এত কষ্টেও সন্তানকে কিছুদিন একটী শিশু পাঠশালায় পাঠাইতে পারিয়াছিলেন মাত্র। কিন্তু বালক হেইনীর প্রতিভা থাকিলেও আসমুদ্র অভাবের মধ্য হইতে তাহা তখন পরিস্ফুট হইতে পারে নাই। যখন তাহার বয়স ১০ বৎসর মাত্র, তখন আর স্কুলের বেতন দিতে পিতা অক্ষম হইলেন, দিন আর চলে না। বালক হেইনী একটী অবস্থাপন্ন লোকের কন্যাকে লিখিতে পড়িতে শিখাইয়া যাহা কিছু অতি সামান্য পাইতে লাগিলেন, তাহা হইতে পাঠশালায় বেতন দিতে লাগিলেন, হেইনীর পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী দুবেলা খাইতে পাইত না, এত দুর্দ্দশা!

এইরূপে কিছুদিন কোন রকমে সে স্কুলে যতদূর পাঠ হইতে পারে, সমাপন করিয়া তাহার লাটিন ভাষা শিক্ষা করিবার বাসনা হইল। ঐ পাঠশালার শিক্ষকের পুত্রকে সপ্তাহে ।০ আনা বেতন দিয়া লাটীন শিক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই ।০ আনা দেওয়াও তাঁহার পক্ষে কঠিন হইল। শিখিবার ইচ্ছা বালকের এত প্রবল, তাহা নিম্ন লিখিত ঘটনা দ্বারা উপলব্ধি হইতে পারে। তিনি একবার তাঁহার কোন আত্মীয়ের নিকট এক খানা রুটী আনিবার জন্য তাঁহার পিতা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন। বালক পথিমধ্যে যাইতে যাইতে কেবল লাটীন শিক্ষার জন্য কেমন করিয়া ।০ পয়সা সপ্তাহে জোগাড় করিবেন ভাবিতেছিলেন, এবং চক্ষের জলে তাঁহার কোমল গণ্ড দুইটী ভাসিয়া যাইতেছিল। হেইনী এইরূপ অবস্থায় আত্মীয়ের রুটীর দোকানে উপস্থিত হইলেন। ভদ্রলোক বালকের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হেইনী চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে তাহার মর্ম্মের ব্যথা বর্ণন করিলেন। আত্মীয়েরা অবস্থা তাঁহার পিতার অবস্থা অপেক্ষা কিছু ভাল। শুনিয়া তাঁহাকে সপ্তাহে ।০ আনা পয়সা দিতে স্বীকৃত হইলেন। ইহাতে বালক আনন্দে এত বিভোর হইলেন যে, তাঁহার রুটী খানি লইয়া নগ্নপদে জীর্ণবাসে লাফাইতে লাফাইতে দৌড়িতে লাগিলেন, তাহার রুটী খানি রাস্তার কাদায় পড়িয়া গেল, বাড়ীতে পৌহুছিলে পিতা মাতা দ্বারা হেইনী তিরস্কৃত হইলেন এবং চৈতন্য লাভ করিয়া বুঝিলেন, যে তিনি রুটী খানি নষ্ট করিয়া আজ এতলোকের অন্নে ধুলা দিয়াছেন।

এই ক্ষুদ্র পাঠশালার শিক্ষা শেষ করিলে হেইনীর পিতা তাহাকে কোন ব্যবসায় বানিজ্যে নিয়োজিত করিয়া কিছু উপার্জ্জনের জন্য উৎসুক ছিলেন, কিন্তু বালকের সাহিত্যের প্রতি দুর্দ্দম্য আসক্তির জন্য পিতার প্রস্তাব বড় প্রিয় হইল না। মানুষ ঐকান্তিকতার সহিত যাহা বাসনা করে, তাহার সে বাসনা পূর্ণ হয়। এই সময় একজন ধর্ম্মাচার্য্য বালকের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষকের নিকট হেইনীর অসাধারণ জ্ঞান লিপ্সা ও প্রতিভার কথা শুনিয়া তাঁহাকে তাঁহার চেনিজ নগরের বিদ্যালয়ে নিজ ব্যয়ে রাখিয়া দিলেন। ধর্ম্মাধ্যক্ষের অবস্থায় যতদূর সাহায্য হইতে পারে, হেইনী তাহা পাইতেন কিন্তু বহু পুস্তক তাঁহাকে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া অন্য বালকের পুস্তক দেখিয়া নকল করিয়া লইতে হইত। এত কষ্টে হেইনী একজন পণ্ডিত হইলেন এবং অনেকগুলি প্রাচীন লাটীন কবির পুস্তক অনুবাদ করিয়া কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া ড্রেসডেনে থাকিয়া একটা পুস্তকাগারে মাসিক ২৫০ টাকা বেতন পাইতে লাগিলেন, অবস্থাও স্বচ্ছল হইতে লাগিল কিন্তু দৈব দুর্ব্বিপাকে এই সময় জর্ম্মানীতে সমরানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল, সেই যুদ্ধে পুস্তকাগার ধ্বংশ হইল। হেইনী পলাইয়া জীবন রক্ষা করিয়া-

ছিলেন। ড্রেসডেনে তাহার সামান্য কিন্তু জিনিস পত্র পড়িয়াছিল, সেইগুলি লইতে আসিয়া শুনিলেন, সে সকল যুদ্ধের সময় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। হেইনী ড্রেসডেনে যে বাড়ীতে ছিলেন, সেই বাড়ীর কর্ত্তা হেইনীকে সৎ ও শিক্ষিত বলিয়া তাঁহার কন্যাকে সমর্পণ করিলেন। তাঁহার অনেক বন্ধু কোনরূপে তাঁহার নবপরিনীতা স্ত্রী এবং তাঁহার বাসস্থান করিয়া দিলেন, দাঁড়াইবার আশ্রয় পাইয়া হেইনী অনেকগুলি মূল্যবান পুস্তক লিখিলেন। পাশ্চাত্য দেশ এদেশের মত নয়। ২।৪ বৎসরেই সেই সকল পুস্তক সাদরে বিক্রয় হইয়া গেল। ড্রেসডেনেও শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল। এই সময় গটেনজেন ইউনিভারসিটীতে প্রধান অধ্যাপকের পদ খালী হইল, তিনি এই উচ্চ গৌরবজনক পদে প্রায় ১৫ বৎসর অতিবাহিত করিয়া ১৮১২ খ্রীঃ মানবলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন। এই হেইনীর জীবনী স্মরণাতীত কাল বর্ত্তমান থাকিবে! দুরবস্থা কি প্রকৃত অধ্যবসায়ীর উন্নতির পথ অবরোধ করিতে পারিল? তবে কেমন করিয়া বলা যাইবে, দুরবস্থাই মানবের অবনতির অন্তরায়? হেইনী মৃত্যুকালীন যথেষ্ট অর্থও রাখিয়া গিয়াছিলেন। জগদ্বিখ্যাত সম্মান, কীর্ত্তি, অর্থ সমস্তই তাঁহার কঠোর সাধনার ফল। আগামী বারে আরও দেখাইব।

ইংলণ্ডে যাঁহার প্রায় ২৫০০০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ৩৭৫০০০০০৲ টাকা আয়, এমন ধনী ২৫০ জন আছেন। ইহা হইল, ছোট খাট ধনীর মধ্যে। বড় ধনীর সংখ্যা ও সে দেশে কম নাই। এদেশের লোকের পক্ষে ইহা স্বপ্ন বা গল্প কথা। এত জাতীয় ধন বৃদ্ধির কারণ শিল্প, বাণিজ্য এবং কৃষি। এদেশের লোকের একথা মাথাতেই ঠুকে না। সময় খারাপ হইলে মনুষ্যের মতি গতি স্বতন্ত্র হয়। দুঃখ, এমন জাতির সহবাসে থাকিয়া আমরা কেবল সাহেব সাজিতে শিখিলাম কিন্তু তেমন কর্ম্মী হইতে পারিলাম না।

এ দেশের শিক্ষা।

শিক্ষা দ্বারায় যে কাজ হওয়া উচিত, এ দেশে তেমনটী এখনও হয় নাই। শিক্ষায় আমাদের হৃদয় উন্নত হইল কৈ, আমরা যে সঙ্কীর্ণমনা স্বার্থপর, আত্মসুখে সুখী, তাহাইত রহিয়াছি! সুতরাং এতকাল শিক্ষায় এ দেশের কি হইল জিজ্ঞাসা করা কি দোষের কথা?

যত শিক্ষা হইবে, সেই পরিমানেই হৃদয়টাও বড় হওয়া চাই, আমাদের তাহা কেন হইল না?

আমাদের উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে উচ্চ অঙ্গের জটিল বা প্যাঁচোয়ারী বুদ্ধি বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইহা কতকটা উপলব্ধি করা যায়।

আপনি এম-এ পাস করিয়া অসংখ্য অর্থ উপার্জ্জন করেন, দেশের গণ্যমান্য সমাজে খাতির প্রতিপত্তি যথেষ্ট, এ সকল বেশ কথা, দেখিতে শুনিতেও মন্দ নহে, কিন্তু গরীব আপনার দ্বারস্থ হইলে অপমানিত হইয়া ফিরিয়া আসে! দেশের দীনহীনের যাহাতে উপকার হয়, এমন কথা আপনার মনে স্থান পায় না কেন?

আপনি ধনী, জুড়ী, মটরে আসীন, আমি দীন পদব্রজে যাইতেছি, যদি আপনার গাড়ীর সাম্‌নে পড়িলাম, তবে চাবুক খাইয়া প্রাণ যায় কেন? কৈ উচ্চ শিক্ষার সেখানে কি পরিচয় পাওয়া যায়? আপনার উচ্চ শিক্ষার অর্থে আপনার আত্মীয়স্বজন ভিন্ন এক কপর্দ্দকও ত গরীবের বা দেশের কার্য্যে লাগে না, তবে আপনার উচ্চ শিক্ষায়, আপনার অর্থোপার্জ্জনে দেশের ফল কি হইল? তাই বলিতেছি, আমি উচ্চ শিক্ষিত, আমি ধনী এ বলিয়া কোন ফল নাই। উচ্চ শিক্ষিত এ পরিচয় দিতে হইলে হৃদয়ের উচ্চতা দেখান আবশ্যক। কিছু স্বার্থ ত্যাগের আবশ্যক, আপনার জাতিকে

করিতে সৎসাহস থাকায় আবশ্যক। এই ত্রিশ কোটীর উপর ভারতবাসী উপেক্ষায় যদি /০ আনা পয়সাও ফেলিয়া দেয়, তবে একটা প্রকাণ্ড কারবার হইয়া উঠে, অসংখ্য লোক তাহাতে করিয়া খায়। কিন্তু এক আনাও কেহ দিতে চায় না কেন? অসংখ্য কৃষকের নিকট শিক্ষিতগণ হাত পাতিলে তাহারা কদাচ হতাশ করে না। কিন্তু অসংখ্য কৃষক শিক্ষিতলোকের নিকট পিপাসায় জল পায় না কেন? এ দেশের শিক্ষিতের নিকট এক কপর্দ্দক আদায় করিতে যে পারিবে, সে এখন জন্মে নাই বলিলেই হয়। যত আমরা উচ্চ শিক্ষিত এবং পদবীতে বড় হইতেছি, ততই যেন আমরা ভয়ানক জীব হইয়া উঠিতেছি। মধ্যশ্রেণী, সরল কৃষক এবং কারিকরগণ এখন শিক্ষিতকে আর বিশ্বাস করিতে চাহিতেছ না। তাহারা বুঝিতেছে যে, এ সকল শিক্ষিত নামধারীগণের করাল কবলে এক পয়সা হইতে লক্ষ টাকা দেও, কোন উপকারেই আসিবে না। এই ত আমাদের শিক্ষার অবস্থা হইয়া দাঁড়াইরাছে, ফলে এ দেশের কোন কাজে ভাল লোক, প্রকৃত উন্নত হৃদয় শিক্ষিত লোক দাঁড়াইলেও আর সাধারণ সহানুভূতি পাইতেছেন না। সুতরাং চাল না ফিরাইলে এ দেশের মঙ্গল নাই। উচ্চ শিক্ষিত হইয়া উপাধির কোন আবশ্যকই নাই, যদি কিঞ্চিৎ প্রকৃত মানুষের মত হৃদয়, আর কিঞ্চিৎ মহত্ব পাই!

বহুপূর্ব্বে এ দেশে এই মনুষ্যত্বেরই আদর এবং প্রতিপত্তি ছিল, পরোপকারার্থে লোকে জীবন উৎসর্গ করিত, পরের বিপদে লোকে কান্দিত, তাহারা উপাধি না পাইলেও প্রকৃত মনুষ্যত্বের পরিচয় দিতে আদৌ পশ্চাৎপদ ছিল না, এমন প্রমাণের অভাব নাই।

উচ্চ শিক্ষায় আমার কি আসে যায়? তুমি আমার মত অশিক্ষিত খাজামূর্খ থাকিলে, তোমাতে আমাতে এত তফাত পড়িতাম না। বেশ ভাই ভাই কোলাকুলি করিয়া থাকিয়া চাসবাস করিয়াই হউক, আর অন্য কোন সৎ উপায়েই হউক জীবন সুখে অতিবাহিত করিতে পারিতাম।

দেশের প্রত্যেক লোকেরই সুশিক্ষিত হওয়া উচিত এবং সেই সঙ্গে হৃদয়ের উচ্চতা বৃদ্ধি হওয়াও আবশ্যক। তাহা হইলেই দেশের শিক্ষা দ্বারা যে উপকার হওয়া উচিত, তাহাই আপনা হইতে হইবে।

কিন্তু এ দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় এ সকল কথা কাণে তুলেন না। তাঁহারা সাধারণ লোককে মনুষ্য মধ্যে গণ্যও করেন না। এইটুকুইত ফেরের কথা। কবে এই পাপ সংকীর্ণতা অন্তর্হিত হইয়া দেশের লোকের প্রকৃত উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল হইবে?

ভারতীয় কুটীর শিল্প।

——(-:-)——

এণ্ডি রেশম এবং এণ্ডিচাস।

এই একটী বিশেষ লাভজনক কাজ। অনেক চাকুরে বাবু অবকাশ সময়ে ইহার দ্বারা স্বীয় সীমাবদ্ধ আয় বৃদ্ধি করিতে পারেন। যাঁহারা সহায় সম্পত্তিহীন বেকার, এণ্ডি চাস দ্বারা তাঁহারা সমুহ উপকার দেখিতে পাইবেন।

রংপুর, দিনাজপুর, ভাগলপুর, এবং আসাম অঞ্চলে এই এণ্ডি চাস দ্বারা বহুলোক প্রতিপালিত হইয়া থাকে, বাঙ্গালার অপরাপর স্থানেও ইহার চাস হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইহার চাস অতি সহজ, এবং অল্প মুলধনে কাজ আরম্ভ করা যায়। ইহা লাভজনক এবং যথেষ্ট কৌতুহলোদ্দীপক।

আজ আমরা এই এণ্ডি চাসের সম্বন্ধে দুইচারি কথা সংক্ষেপে বলিব। পাঠকগন নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করুন। "কাজের লোকে" ৫ বৎসরে আমরা বহুবিষয় অনুসন্ধান করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিয়াছি, কিন্তু বড় দুঃখের কথা, এদেশে বড় একটা কেহ কিছু করেন না। সে আমাদেরই মন্দভাগ্য। যে উদ্দেশ্যে বহুল প্রচার আশায় "কাজের লোক" প্রকাশ, মনে হয় বুঝি তাহা সফল হইল না। এ দেশে এ শ্রেণীর কাগজের পাঠকও নাই।

এণ্ডি কীট এবং তাহার বিবরণ।

এণ্ডি অর্থাৎ রেড়ীর পাতা খাইয়া এক প্রকার কীট রেশমের গুটি প্রস্তুত করে বলিয়া এই কীট গুলিকে এণ্ডি কীট বলে। সুতরাং এই কীট প্রতিপালন করিতে হইলে এণ্ডি বা রেড়ীগাছের চাস অগ্রে আবশ্যক। রেড়ী বা ভেরেণ্ডা গাছ বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই জন্মে, বিশেষ বিবরণ অনাবশ্যক। এই রেড়ীর চাসের দ্বারা একটা স্বতন্ত্র লাভ ও কারবার হয়, ইহাও "কাজের লোকে" ইতিপুর্ব্বে বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়া ছিল, পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, পুনরুক্তি অনাবশ্যক। ইহার বীজ হইতে তৈল, ছাল হইতেও পাটের ন্যায় আঁশা এবং জ্বালানী কাষ্ঠ হয়, তৈল ও খইল উচ্চদরে বিক্রয় হয়, এবং পৃথিবীর নানা স্থানে রপ্তানী হয়। রেড়ীর খোল কৃষিকার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; এ সকল সাধারণ লোকেও জ্ঞাত আছেন। এই রেড়ী গাছের পাতা ব্যতিত রেশম কীট এক মুহুর্ত্তও জীবিত থাকে না। সুতরাং রেশমের কীট পালনের আগেই পতিত জমীতে রেড়ী বা তৈল ভেরাণ্ডার চাস করিতে হইবে।

জন প্রবাদ।

শুনিতে পাওয়া যায়, রেশমের চাস আগে কেবল চীনেই হইত, ভারতবর্ষে হইত না। চীনে রাজ-আজ্ঞা ছিল যে, যদি কেহ চীন হইতে রেশম বা রেশম কীট অন্য দেশে লইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হইতে পারিত।

ভারতবর্ষের নাগবংশের কোন রাজপুত্র এক চৈন রাজকন্যার পানিগ্রহণ করেন। রাজকন্যা ভারতবর্ষে আসিবার কালীন স্বীয় কুন্তল মধ্যে লুক্কায়িত করিয়া কয়েকটী রেশমকীটের অণ্ড ভারতবর্ষে লইয়া আসেন এবং সেই সময় হইতে ভারতবর্ষে রেশম চাসের প্রবর্ত্তণ হয়। যদি এই জনপ্রবাদ প্রকৃত হয়, তবে ভারতবাসী চীনের নিকট এই মুল্যবান শিল্প শিক্ষার জন্য ঋণী, তাহার সন্দেহ নাই।*

রেশমী কীট।

রেশম কীট চারিপক্ষ বিশিষ্ট কীট সমূহের মধ্যে পরিগণিত, প্রাণীতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ বলেন যে, ইহারা ২ শ্রেণীতে বিভক্ত ১ শ্রেণী উজ্জলবর্ণ বিশিষ্ট, অন্য শ্রেণী বর্ণে একটু মলীন। এণ্ডি রেশমের পোকা এই শেষোক্ত শ্রেণীভুক্ত, বর্ণে মলীন। বিবিধ প্রকারের রেশম কীট আছে, এণ্ডি এই শ্রেণীর কীটগণের অন্যতম বলা যাইতে পারে।

এই এণ্ডি কীটের জাতিও দ্বিবিধ। ১ম উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ, ২য় প্রকার সবুজবর্ণ। অনেক গ্রন্থকার বলেন, রেশম দেখিয়াই ইহাদের শ্রেণী বিভাগ করা সহজ, কিন্তু পোকা দেখিয়া শ্রেণী বিভাগ বড় সহজ সাধ্য নহে।

শ্বেত বর্ণের যে সকল কীট, তাহাদের রেশম লাল এবং সবুজ বর্ণের কীটের রেশম হইতে সাদা রেশমই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের বর্ণ দেখিয়া শ্রেণী বিভাগ করা সুকঠিন, কারণ একই কীটের ২।৪ বার আপনাআপনি রং পরিবর্ত্তন হয়।

---

* কিন্তু অতি পুরাকাল হইতে বেদ পুরাণাদিতে সূক্ষ্ম পট্ট বস্ত্রাদির উল্লেখ দেখা যায়, সুতরাং এই প্রবাদ সত্য কি? বোধ হয় ভারতে অতি প্রাচীন কাল হইতে রেশমের চাষ ছিল।

কাঃ লঃ।

যে সকল কীট সবুজবর্ণের, তাহাদের জন্ম হইতে কয়েক দিন দেহ হরিৎবর্ণের এবং মুখটী কাল থাকে, তাহার পর সাদা রংএর দেহ ও মুখ কাল দেখা যায়। তাহার পর সমস্ত দেহ সবুজ বর্ণের হয়, তাহার পর ২।৪ দিনের মধ্যে হলুদে রং হইয়া ইহারা গুটীর মধ্যে ঘোর-নিদ্রায় অভিভূত হয়। এই সকল দেখিতে বাস্তবিকই বড় বিস্ময়কর। শরীরের রং পরিবর্ত্তন হইয়াই সমস্ত চুকিয়া যায় না, দেহেরও পরিবর্ত্তন দেখিতে আরও বিস্ময় কর। প্রত্যেক কীটই ১ম অণ্ড, ২য় কীট, ৩য় অবস্থায় কোয়া বা গুটী, চতুর্থ অবস্থায় প্রজাপতি। ভগবানের কি আশ্চর্য্যজনক সৃষ্টি কৌশল!

অনেকে কেবল কীটেরও ব্যবসা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহার রীতিমত কাজ ও ব্যবসা করিতে হইলে কতকগুলি সামান্য উপকরণের আবশ্যক হয়।

যথা:—একটী গৃহ কিম্বা চালা, কীট রাখিবার জন্য ডালা, কীটগণের খাদ্যের জন্য রেড়ীর বা ভেরাণ্ডার ক্ষেৎবাড়ী।

গৃহের বিবরণ।

গৃহখানি দীর্ঘে ২০।২৫ হাত, প্রস্থে দশ হাত হইবে। উপরে আচ্ছাদন ত থাকিবেই, নচেৎ গৃহ কেমন করিয়া হইবে? এই গৃহের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বায়ু এবং আলোক সঞ্চালনের জানালা রাখিতে হইবে। এই গৃহের মধ্যস্থলে এমন একটী পরিসর রাস্তা লম্বালম্বী থাকার আবশ্যক, যেন সেই রাস্তায় একজন মানুষ অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারে। তাহার পর এই রাস্তার দুই ধারে গৃহের মধ্যে বাঁশ পুতিয়া মাচান বাঁন্ধিতে হইবে। প্রত্যেক ধারে যেন ৪।৫টী থাক হইতে পারে। ঐ সকল মাচানে উপরোক্ত ডালার উপর কীট সমূহ থাকিবে, ইহাই এই সকল মাচানের উদ্দেশ্য।

রেশম কীটের ভীষণ শত্রু পিপীলিকা এবং পক্ষী। ইহারা সন্ধান পাইলেই কীটগুলি খাইয়া ফেলে। পিপীলিকার উপদ্রব রক্ষা করিতে হইলে, মাচানের খুঁটীগুলিতে রেড়ীর তৈল এবং রজন গলাইয়া চট্‌চটে আঠার মত করিয়া লাগাইয়া দিতে হইবে, অথবা ঐ সকল খুটীর নীচে জল রাখা যায়, এমন কোন উপায় করিতে পারিলে খুবই ভাল হয়।

মাচান যেন গৃহের দেয়ালের সহিত সংলগ্ন না থাকে, চালেও না ঠেকিয়া থাকে, তাহা হইলে দেওয়াল ও চাল বাহিয়া পিপীলিকা অজ্ঞাতসারে আসিয়া কীটগুলিকে বিনাশ করিয়া ফেলিবে।

পক্ষীর উপদ্রব রক্ষা করিতে, জানালাগুলিতে জাল দিলে ভাল হয়, যেন বায়ু অবরোধ না করে অথচ পক্ষীও না ঢুকিতে পারে এমন বন্দোবস্ত করা আবশ্যক।

ডালার কথা।

ডালাগুলি ঠিক আমাদের দেশের বাঁশের চালুনির মত ২।৩ অঙ্গুলী কিনারা উচ্চ হইবে। ইহার উপরের দিক অর্থাৎ যে ধারে পোকা রাখা হইবে, সেইদিকটী গোময় বা গোবর দ্বারা লেপিয়া দিতে হইবে, ইহা দ্বারা পোকার কোন পীড়া হইতে পারে না। অনেক সময় কীটের সংক্রামক পীড়া হইয়া সমস্ত মরিয়া যায়, পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে, গোময় দ্বারা লেপন দেওয়ায় সংক্রামক পীড়ার হাত হইতে কীটগণকে রক্ষা করিতে পারা যায়।

রেড়ীর গাছ।

রেড়ীর চাষ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আর সময় ও স্থান নষ্ট করা অনাবশ্যক। "কাজের লোক" ৩য় খণ্ডে তাহা বিস্তারিতরূপে লিখিত হইয়াছে, পাঠকগণ দেখিয়া লইবেন।

রেশম চাষ করিতে এইগুলি আবশ্যকীয় সহজসাধ্য উপকরণ, ইহাতে অধিক মূলধন আবশ্যক হয় না। স্থতরাং যে কোন ব্যক্তি এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন। যদি ব্যবসার হিসাবেও কেহ না করেন, সামান্য রূপে রেশম কীট পালন করিয়াও যে রেশম উৎপন্ন হইতে পারে, তাহাতে সকলেই সুতার কাপড় না পরিয়া, রেশমী কাপড় পরিতে পারেন ত? ইহাও কম লাভ নহে। রেশমী কাপড় দীর্ঘকাল স্থায়ী, পবিত্র, দেখিতে সুন্দর, জামা, চাদর, কাপড় সমস্তই এণ্ডি রেশমে হইতে পারে। ইহার সুতা সামান্য চরকা-সাহায্যে হইতে পারে, মূল্যবান কলের তত আবশ্যক নাই। প্রত্যেক সংসারের ছেলে মেয়ের সাহায্যে অনায়াসে একাজ চালান যায়। কেহ চেষ্টা করিবেন কি?

আগামীবারে কীট পালন সম্বন্ধে বিশেষ কথা বলিব, একেবারে একটা বিষয় বলাই যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু তাহা হইলে অন্যান্য বিষয় বলা হয় না। পাঠকগণ তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন।

বশম্বদ

কাঃ সঃ।

MEDICAL

ওলাউঠার বিশিষ্ট ঔষধ।

—:(০):—

আজি কুড়ি বৎসরের অধিককাল হইতে পরীক্ষা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছি যে, হলুদের গুঁড়া ওলাউঠা রোগের অতি বিশিষ্ট ঔষধ। আমার একথা শুনিয়া অনেকে বলিতে পারেন যে, আমি অনধিকার চর্চ্চা করিতে বসিয়াছি। কেন না, আমি চিকিৎসক নহি। সে কথার উত্তর এই যে, অভিজ্ঞতার ফল সকলেই লাভ করিতে পারে এবং অভিজ্ঞতার ফলেই অনেক উৎকৃষ্ট ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। স্থতরাং আমি কি অধিকারে এই ঔষধের কথা লিখিতেছি, সেজন্য সুদীর্ঘ কৈফিয়ৎ দেওয়ার বোধ হয় দরকার নাই।

সামান্য হলুদের গুঁড়াকে কেহ গ্রাহ্য করিবে না, এই আশঙ্কায় প্রথম দৈবী-চূর্ণ নাম দিয়া স্থানে স্থানে আমি বন্ধুদিগের নিকট

পাঠাইয়াছিলাম। খুলনা জেলার অন্তর্গত নলুধা স্কুলের হেড মাষ্টার স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় আমাকে লিখিয়াছিলেন, তিনি পাঁচ পুরিয়া ঔষধ পাঁচ জন রোগীকে খাওয়াইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে তিনজন বাঁচিয়াছে। এই তিন জনের মধ্যে এক জনের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল, মৃত দুই জনের মধ্যে এক জনের পেটে ঔষধ থাকে নাই, বমি হইয়া উঠিয়া গিয়াছিল। অন্য এক জনের এমন অবস্থায় ঔষধ পড়িয়াছিল যে, তখন তাঁহার পাকস্থলীর ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং ঔষধ কোন কার্য্য করিতে পারে নাই। অন্যান্য যে সকল স্থানে ঔষধ পাঠাইয়াছি, সকল স্থান হইতেই এই ঔষধের উপকারিতা সম্বন্ধে সুসংবাদ পাইয়াছি। গত কুড়ি বৎসর হইতে আমি নিজে অনেক রোগীকে এই ঔষধ দিয়াছি, তাহাদের মধ্যে যাহাদের পেটে ঔষধ রহিয়াছে, তাহারা প্রায় সকলেই অল্প সময়ের মধ্যে আরোগ্য লাভ করিয়াছে। গত বৎসরেও যাহাদিগকে ঔষধ দিয়াছি, তাহাদের মধ্যে কেহই মারা যায় নাই। এই ঔষধ ব্যবহারের পরে দুই ঘণ্টার মধ্যেই রোগীর অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। রোগী অত্যন্ত আরাম বোধ করে, এমন কি, অনেক সময় নিদ্রিত হইয়া পড়ে।

ঔষধ ব্যবহারের নিয়ম।

অর্দ্ধ তোলা বিশুদ্ধ হলুদের গুঁড়া কাপড়ে ছাঁকিয়া ঠাণ্ডাজলে গুলিয়া একেবারে খাওয়াইতে হইবে। যদি অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে বমি হইয়া উঠিয়া যায়, তবে আর একবার খাওয়াইতে হইবে। যদি দ্বিতীয়বারও উঠিয়া যায়, তবে বুঝিতে হইবে, এই ঔষধ পেটে থাকিবে না। যদি চিকিৎসকগণ এমন কোন উপায় করিতে পারেন, যাহাতে বমি না হয়, তবে বোধ হয়, এই ঔষধ এক প্রকার অব্যর্থ ঔষধে পরিণত হইতে পারে।

সাবধানতা।

যে শীল, খল কি হামানদিস্তায় হলুদ চূর্ণ করা হইবে, তাহাতে অন্য কোন মসলার সংস্পর্শ না থাকে, এজন্য বিশেষ সাবধান হওয়ার প্রয়োজন।

নিবেদন।

চিকিৎসকগণ এই ঔষধ পরীক্ষা করিয়া দেখেন, ইহাই আমার প্রার্থনা। হলুদ-চূর্ণের সহিত ওলাউঠা-জীবাণুর কিরূপ সম্পর্ক, ডাক্তারগণ তাহা অনায়াসে পরীক্ষা করিতে পারেন। হাঁসপাতালে যে সকল ওলাউঠার রোগী থাকে, তাহাদের মধ্যে কয়েকজনকে হলুদের গুড়া খাওয়াইয়া, পরে রীতিমত চিকিৎসা করিতে পারেন এবং যাহাদিগকে হলুদের গুঁড়া খাওয়াইয়া চিকিৎসা করা হইল, তাহাদের মৃত্যুসংখ্যা দেখিয়াও এই ঔষধের গুণ বুঝিতে পারেন। হলুদের গুঁড়া খাওয়াইয়া এলোপ্যাথিক কি কবিরাজী কোন প্রকার চিকিৎসা করার বাধা নাই।

বহু বৎসর ধরিয়া শত শত লোককে আমি হলুদের গুঁড়ার গুণ বর্ণনা করিয়া আসিতেছি। আজ সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য সংবাদপত্রে লিখিলাম। যদি সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণ এবং গবর্ণমেণ্ট এই সামান্য হলুদের গুঁড়ার গুণ পরীক্ষা করেন, আমার বিশ্বাস, ইহা ওলাউঠার অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

শ্রীমনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা,
গিরিডি।

শ্যামদেশের অনেক স্ত্রীলোকই হস্তির নিকট স্বীয় সন্তান রাখিয়া কাজে চলিয়া যায়। ছোট ছোট ছেলে মেয়ে হাতীর শুঁড় ও পায়ের মধ্য দিয়া চলিয়া যায়, হাতী কদাচ তাহাদের অনিষ্ট করে না, স্বযত্নে তাহাদিগকে রক্ষা করে।

যন্ত্রণা এবং তাহা আরোগ্যের সহজ সাধ্য উপায়।

যন্ত্রণা বা বেদনা নিবারণের বহু ঔষধ ডাক্তারগণের হাতে থাকে, পটাস ব্রোমাইড্ হইতে ওপিয়ম বা আফিং এবং ক্লোরাফরম প্রয়োগ পর্য্যন্ত বিবিধ ঔষধ ডাক্তারগণ প্রয়োগ করিয়া থাকেন, কিন্তু সাধারণ লোক বিশেষ কারণে সে সকল জিনিস নিজেরা ব্যবহার করিতে পারেন না। বিশেষ দক্ষতা না থাকিলে ব্যবহার করাও উচিত নয়, কিন্তু বেদনা উপশমের জন্য শৈত্য এবং উত্তাপ ব্যবহার তাহাদের আয়ত্বাধীন। স্নায়ুগুলীর উত্তেজনাই যন্ত্রণার কারণ, বেদনাযুক্ত স্থানে বরফ এবং শীতল জল বাহ্য এবং আভ্যন্তরিক প্রয়োগে বেদনা উপশম হয়, কারণ বরফ এবং শীতল জল স্নায়ুর উত্তেজনা কমাইয়া তথায় একটা অসাড়ত্ব আনয়ন করিয়া যন্ত্রণার উপশম করে,এমন কি শৈত্য প্রয়োগ করিয়া সেই স্থানে অস্ত্রোপচারেও রোগী যন্ত্রণা অনুভব করিতে পারে নাই। "As in the case where subjected to the action of intense cold is so effected that it can be operated on withou t pain being felt."

Health

উত্তাপও যন্ত্রণা নিবারক, কেননা আমরা দেখিতে পাই' (Colic) শূল বেদনায় পাকস্থলীর উপর উত্তপ্ত লবণের শেক দিলে আশু উপকার দেখা যায়। আঘাত প্রাপ্ত যন্ত্রণায় ফোমেণ্টেশন্ যথেষ্ট উপকারদায়ক। দাঁত এবং কানের যন্ত্রণার এবং অন্যান্য স্নায়বিক বেদনায় ১৫ হইতে ২০ গ্রেণ পটাস ব্রোমাইড শীতল জলে গলাইয়া সেবন করাইলে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণার উপশম হইতে দেখা যায়।

হেল্‌থ।

POINTS FOR DYSPEPTICS.

১। সমস্ত খাদ্যই উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিয়া খাওয়া উচিত।

২। যদি সম্ভব হয়, আহারের পরে বিশ্রাম করা উচিত।

৩। খাইতে খাইতে জল খাওয়া উচিত নয়, আহারের পর জল পান করা বিধেয়।

৪। সুরা পান অনিষ্টকর।

৫। যে সকল খাদ্য অধিক ঘৃত এবং মসলাযুক্ত, তাহা আহার করা উচিত নয়।

৬। নিয়ম মত ঠিক সময়ে আহার করা উচিত, যখন তখন খাইলে অজীর্ণ রোগী কদাচ সুস্থ থাকিতে পারে না।

৭। যে সকল জিনিসে শ্বেতসারের আধিক্য, যথা আলু প্রভৃতি, ইহা অজীর্ণ রোগীর অতি সামান্যই খাওয়া উচিত।

ঔষধ দ্বারা অজীর্ণ রোগ অতি কদাচিত সারে, কিন্তু পরিশ্রম, খাওয়া দাওয়ায় সুনিয়মে সুস্থ থাকা নিজের আয়ত্বাধীন। সাদা সিদে চাল চলন, আহার বিহারে যখন আমাদের দেশের ব্রাহ্মণগণ লক্ষ্য করিয়া চলিতেন, তখন দীর্ঘজীবি হইতেন ও চিরজীবন সুস্থ শরীরে থাকিতেন। হায়, কোথায় গেল সে দিন? আমরা "নিজ কর্ম্ম দোষে মজানু রাক্ষস কুল মজিনু আপনি।"
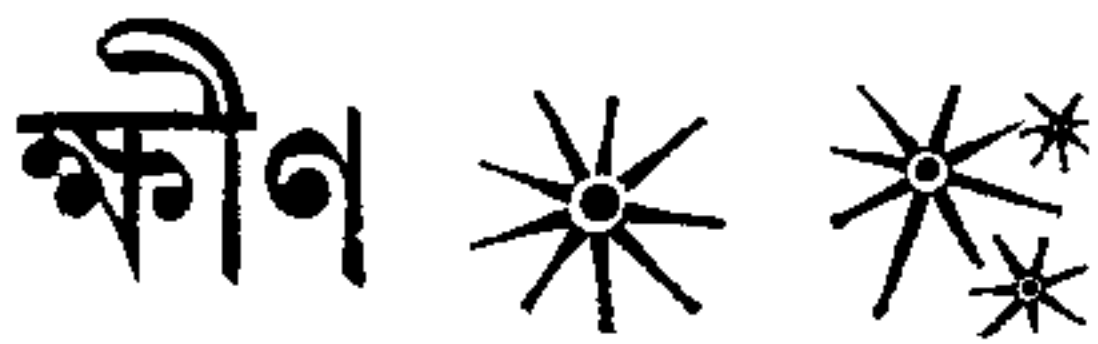
নানা কথা।

দোষ কার?

সহরের বড়লোকের ছেলেরা গাড়ী নিজে হাঁকাইতে ভালবাসেন। এখন একদিন একটা ভারি মজার কাণ্ড হইয়া গেল। কোন বাবুর কোচমান্ পার্শ্বে বসিয়া আছে, বাবু গাড়ী চালাইতেছেন! দৃশ্যস্থান একটা সংকীর্ণ গলি রাস্তা, অপরদিক হইতে একখানা ভাড়াটে ফিটনে একজন সাহেব আসিয়া পড়িল। বাবু এমনিভাবে গাড়ী হাঁকাইতেছেন যে, সংঘর্ষ অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। সাহেব ক্ষিপ্রতার সহিত গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া, বাবুর জুড়ির রাশ চাপিয়া গাড়ী দাঁড় করাইলেন। বাবু বলিলেন, "এটা কি আমার দোষ? এত সংকীর্ণ রাস্তায় ঢুকিলে কেন।"।

সাহেব। তোমার দোষ! কখনই না। রাস্তারও দোষ নয়। সাহেবের কথা শুনিয়া, বাবুটী যেন আশ্বস্ত হইলেন, বলিলেন, তবে দোষটা কার?

সাহেব। এ দোষ আপনার কোচমানের।

বাবু। কেমন করিয়া? সে ত গাড়ী চালায় নাই। সে মোটে রাশেই হাতই দেয় নাই!

সাহেব। যেহেতুক, সে নিজে না চালাইয়া, আপনার ন্যায় খাজা মূর্খের হাতে রাশ দিয়া বসিয়া রহিয়াছে।" বাবু নিরুত্তর।

জগতে যত কর্ক ব্যবহার হয়, তাহার পরিমাণ ১০০০ টন।

স্থির হইয়াছে যে, পৃথিবীতে প্রায় ৬ লক্ষ একর জমীতে তামাক চাষ হয়। নেশার মাত্রা বৃদ্ধি হওয়াই ইহার কারণ। তামাকের কারবার সমগ্র জগতেই বেশ চলিতেছে।

যুদ্ধের মৃত্যু সংখ্যা।

একজন ফরাসী লেখক দেখাইয়াছেন যে, যুদ্ধে এত বন্দুক, এত তরবারি, এত কামান যে, মানুষ মারিবার জন্য আবিষ্কার হয়। কিন্তু আয়োজনের তুলনায় মৃত্যু সংখ্যা প্রকৃতপক্ষে কম হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে রুষিয়া এবং অষ্ট্রেলিয়ায় যে শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে শতকরা ১৭ জন মাত্র সৈন্য হত হয়।

নিপোলিয়নের সময় যে সকল যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে মৃত্যুসংখ্যা শতকরা ১৬ জন। ইটালিয়ান এবং ক্রিমিয়ান যুদ্ধে খুব উচ্চ শ্রেণীর অস্ত্রশস্ত্র থাকিলেও শতকরা ১৪ জনের অধিক হত হয় নাই।

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রুসিয়া এবং অষ্ট্রিয়ায় যুদ্ধে খুব ভাল কামান ও বন্দুক থাকা স্বত্বেও শতকরা ৭ জন মাত্র মরিয়া ছিল। ফ্রান্স এবং প্রুসিয়ান যুদ্ধে শতকরা ৪ জন মাত্র মরিয়াছিল। মানুষের মানুষ মারিবার যত নূতন পন্থা আবিষ্কৃত হইতেছে, ভগবান মৃত্যুর সংখ্যাও তেমনি কম করিয়া আনিতেছেন। হিন্দুর ধারণা, "হরি রাখে ত মারে কে।"

অনেক ডাক্তার ইচ্ছা করিয়াই যেন খ্যাচ্ খ্যাচ্ করিয়া এমন প্রেসক্রিপ শন লিখেন যে, একবর্ণও পড়া যায় না। কেহ কেহ অনুমাণ করেন যে, এইরূপ লিখিবার কারণ ব্যস্ততা এবং খ্যাতিজ্ঞাপক। কিন্তু কমপাউণ্ডার না পড়িয়া, যদি উল্টা বুঝ্ লি রাম করিয়া বসে, তাহা হইলেই রোগীর আত্মীয়স্বজন "রামনাম সত্য হ্যায়" করিতে বাধ্য হয়। আর যদি সত্য সত্যই হাতের লেখা ভাল না হয়, তাহা হইলে চেষ্টা করিয়া ভাল করা উচিত, কারণ জীবন-মরণের ব্যবস্থা ডাক্তারের প্রিসক্রিপশনের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে কিনা?

জাপানী সৈনিকগণ শুদ্ধ যোদ্ধাই নহে, বিশেষ সাহিত্যানুরাগী এবং অধ্যয়নশীল। ইহারা যুদ্ধের সময় সাবকাশ পাইলেই পাঠ করে। ইহাদের ব্যারাকে দেখা যায়, বিশ্রামের সময়ে ইহারা লাইব্রেরী হইতে বড় বড় বৈজ্ঞানিক পুস্তকাদি অতি নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করে। (অন্য দেশের সৈন্যগণ বিশ্রাম সময়ে নানা কু-ক্রিয়ায় রত হয়।) সৈনিকের এত গুণ না থাকিলে কি বড় হইতে পারে।

প্রত্যেক বর্গ মাইল সাগরে ১২০০০০০০ প্রাণী বাস করে, বিজ্ঞানবলে সপ্রমাণিত হইয়াছে।

চীনের ডাক্তারের ফি—চীনে "no cure no pay" "আরোগ্য কর্ত্তে না পার, এক পয়সাও পাইবে না।" আরোগ্য হইলে ইহারা উপঢৌকন দেয়, ডাক্তার তাহাতেই খুসী।

জাপানের আমদানী রপ্তানী।

জাপানের অন্যান্য বিষয়ে উন্নতির ন্যায় শিল্প, বাণিজ্যেও অন্যান্য দেশের ন্যায় উন্নতিশীল। ১৮৮৯ সালে জাপানের আমদানী ও রপ্তানীর একটা হিসাব দেওয়া গেল, কিন্তু এখন কত বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা পাঠকগণের অনুমেয়।

আমদানী।

কাপড়	৬১৬৬৩৮০০৲	টাকা।
অস্ত্র কল ঘড়ী ইত্যাদি	১৩২৩১৮০০৲	"
চিনি	১২৫৮৫০০০৲	"
ধাতু এবং ধাতব দ্রব্য	১২৩৪৭২০০৲	"
তৈল এবং মোম	৯৬২৯২০০৲	"

তৈল বলিতে কেরোসীন তৈল। আমাদের ন্যায় জাপানীগণও কেরোসীন তৈল প্রচুর ব্যবহার করিতেছে।

জাপান হইতে রপ্তানী।

রেশম ও রেশমী কাপড়	৬৩৬৮১০৮৮৲	টাকা।
চাউল	১৪৮৬৯৮৮২৲	"
চা	১২৩১৩৪৫৮৲	"
কয়লা	৮৬৯১২৭৪৲	"
তামা	৫৬৩৫৫৩৬৲	"
সখের জিনিস	৬৭১৩৩৭৬৲	"
কর্পূর এবং কর্পূরের তৈল	২৮৬৪৭২৮৲	"

যত টাকার মোট জিনিস বিদেশে চালান হয়, তাহার অর্দ্ধেক রেশম এবং রেশমী কাপড়। জাপানের চায়ের কাটতি মার্কিণ দেশেই অধিক। কয়লা চীনেই বেশী রপ্তানী হয়। ইহাদের হাত পাখা, গালার জিনিস, বার্ণিস ৬৭ লক্ষ টাকার উপর কাটে, হস্ত শিল্পে এ দেশের বহুলোক প্রতিপালিত হয়, ইহা কম কথা নহে, এখন বহু পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছে। জাপানের বালক বালিকা পর্য্যন্ত শিল্পী, কৃষিতে ইহাদের আমেরিকানদের ন্যায় যত্ন এবং চেষ্টা। ইহারা বিলাসী নয়, সেইজন্য এত শীঘ্র লক্ষ্মীশ্রী হইয়াছে। জাপানীগণ শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য, কৃষিতে এখন প্রাণপণে যত্নবান। উন্নতির চরম হয় নাই কি? পাঠকগণই চিন্তা করিয়া দেখুন। এদেশের যখন উন্নতির পড়্তা ছিল, তখন লোকের এই সকল গুণই ছিল। তাই ধনজন ধান্যে ভারত শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিল—এখন আমরা পূর্ব্বাপেক্ষা কিসে উন্নতি করিয়াছি, কেহ ভাবিয়া দেখেন কি? গলাবাজী ও বক্তৃতার মাত্রা বাড়িয়াছে বটে, যেখানে বাহ্যাড়ম্বর, সেই স্থানেই লঘুক্রিয়া তাহার পরিণাম। চাল ফিরাইলে ভাল হইলেও হইতে পারে।

সহজ শিল্প প্রস্তুত প্রণালী।

—(০)—

ভেজিটেব্‌ল্ পার্চ্চমেণ্ট কাগজ।

হ্যাণ্ডমেড্ অনগ্লেজড্ কাগজ বা হস্তনির্ম্মিত অমসৃণ কাগজকে ১ ভাগ জলে এবং ৬ ভাগ সল্‌ফিউরিক অ্যাসিড দিয়া সলুইশন করিয়া তাহাতে ডুবাইয়া তাহার পর পরিষ্কার জলে যে পর্য্যন্ত অ্যাসিডের দাগ উঠিয়া না যায়, তত দূর ধুইয়া শুষ্ক করিলেই ঠিক পার্চ্চমেণ্টের ন্যায় দেখাইবে এবং কাগজ শক্তও হইবে।

প্রাচীন লেখা পুনরুদ্ধারের উপায়।

হাতে লেখার পাণ্ডুলিপি বহুদিন পরে যদি তাহা পড়িতে না পারা যায়, এবং যদি কাগজখানা পর্য্যন্ত একেবারে নষ্ট হইয়া না যায়, তাহা হইলে Prussiate of Potash প্রুসিয়েট অফ্ পটাশ জলে মিশাইয়া তুলি দ্বারা লেখার অস্পষ্ট স্থান গুলি ধুইয়া দিলে, লেখা ফুটিয়া বাহির হইবে।

কৃত্রিম ঝিনুকের বোতাম।

কেমন করিয়া সাধারণ হাড়ের বোতামাদিকে কৃত্রিম ঝিনুকের ন্যায় করা যায়, তাহা জানিবার এবং শিখিবার কথা। প্রথমে সাধারণ হাড়ের বোতামকে লইয়া, "সাচুরেটেড্ সুগার অফ্ লেডের সলুইশনে সিদ্ধ করিতে হইবে। (Saturated sugar of Lead Solution) তাহার পর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সলুইশনে ডুবাইয়া লইলে ঠিক ঝিনুকের মত হইবে। কিং চিরুণী প্রভৃতির দাঁত বা দাড়া আছে।

সিদ্ধ করিলে নরম হইয়া ট্যারা বাঁকা হইয়া যায়, সেই জন্য Nitrate of Lead এর সলুইশন করিয়া তাহাতে একরাত্রি ভিজাইয়া রাখিয়া তাহা হইতে তুলিয়া শতকরা ৩ ভাগ নাইট্রিক্ অ্যাসিড্ অর্থাৎ ১০০ ভাগ জলে ৩ ভাগ নাইট্রিক্ অ্যাসিড দিয়া যে সলুইশন হইবে, তাহাতে ১৫ মিনিট বা অর্দ্ধ ঘণ্টা ডুবাইয়া তাহার পর শীতল জলে ধৌত করিয়া লইলে, ঠিকই ঝিনুকের ন্যায় দেখাইবে। এ দেশে ঝিনুকের বোতাম প্রস্তুত হয় না, কিন্তু হাড়ের বোতামগুলিকে ঠিক ঝিনুকের মতন করিলে, তাহা মূল্যবান হয়, পরীক্ষা করা উচিত। এইরূপ একটী মাত্র বিষয়ের জন্যই কাজের লোক্‌কে ৩৲ টাকা দেওয়া উচিত। আরও কত বিষয় কাজের লোকে পাইবেন, বাৎসরিক ২॥০ টাকা দিতে কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নয়। তাহা হইলে কাগজ রক্ষা হয় কিসে? আপনার এরূপ সন্ধান এবং সাহায্যের আবশ্যক না হইলেও কত দীন দুঃখীরও ত উপায় হয়। স্বজাতি-প্রিয়তার অভাবই এইরূপ সংকীর্ণতার কারণ নয় কি? একটু চিন্তা করুন।

TO CLARIFY SUGAR.

চিনি পরিষ্কারের উপায়।

আমাদের দেশে গাদ কাটিয়া চিনি পরিষ্কারের উপায় অনেকেই জানেন, কিন্তু বিলাতে চিনি পরিষ্কারের একটা পন্থা অবলম্বিত হয়।

সামান্য আরবী গঁদ,
সামান্য আইসিংগ্লাস,

এই দুইটীকে লইয়া গরম জলে গলাইয়া ফেলিতে হইবে, তাহার পর চিনিগুলাকে জল দিয়া আগুনে চড়াইতে হইবে, যখন চিনি ফুটিবে, সেই সময় উপরোক্ত দ্রবীভূত দ্রব্যটা চিনির কড়াইয়ে ঢালিয়া দিন, আর কিছুই করিতে হইবে না। সমস্ত ময়লা তখন কড়াইয়ের নিম্নে পড়িয়া যাইবে। তাহার পর না গুলাইয়া আস্তে আস্তে দ্রব চিনির রসটাকে ঢালিলেই সুন্দর পরিস্কৃত চিনি হইবে। লোফসুগার বা দোবারা চিনিকে পরিষ্কার করিতে হইলে, ডিম্বের শ্বেতাংশ, গঁদ বা আইসিংগ্লাস দিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত করা হয়।

FURNITURE POLISH,

পাকা মসিনার তৈল ১ পাঁইট, মাষ্টিক বার্ণিস ১ পাঁইট, এই দুইটীকে মিশ্রিত করিয়া ফ্লানেল দ্বারা কাঠ কাটবার দ্রব্যে মাখাইয়া শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা ঘসিলেই সুন্দর পালিস হইবে। কিন্তু পালিসের পূর্ব্বে উত্তমরূপে সাবানের জল দিয়া জিনিসটাকে যেন ধুইয়া সিরিস কাগজ দ্বারা ঘসিয়া ময়লা উঠাইয়া দেওয়া হয় এবং তাহার পর পালিস করা হয়। ইহা বোতলে পুরিয়া লেবেল দিয়া অনায়াসে বিক্রয় করা যায়।

কাচের জিনিস ভাঙ্গিলে জুড়িবার উপায়।

আইসিংগ্লাস কতকটা লইয়া জীন নামক মদ্যে গলাইয়া ফেলিতে হইবে। তাহার পর ভগ্ন অংশ দুইটাকে গরম উনানের মধ্যে বা যে কোন উপায়ে গরম করিয়া ঐ দ্রবীভূত আইসিংগ্লাসে চুবাইয়া ভগ্ন স্থান একত্র লাগাইয়া কিছুক্ষণ বান্ধিয়া রাখিলেই দেখিবেন জুড়িয়া গিয়াছে। কাচের পুতুলাদি এইরূপে জোড়া দেওয়া হয়।

COMMON SEALING WAX.

সাধারণ বাতী-গালা।

৪ আউন্স	চাঁচ-গালা
২ আউন্স	রজন
২ আউন্স	সিন্দুর

উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া মৃদু অগ্নির উত্তাপে রাখিয়া দিলে গলিয়া যাইবে, তাহার পর ছাঁচে ঢালিয়া বা পাকাইয়া গোল ও চৌকা বাতি গালা করা হয়। ইহাতে সিন্দুর ব্যতীত অন্য যেরূপ ইচ্ছা রং দেওয়া যায়। তাহার পর সাইজ মত কাটিয়া ৩ খানি করিয়া এক একটী থাক্ করা হয়, একটা বাক্‌সে ৪ থাক থাকে, এবং ১ ডজন অর্থাৎ বারটী বাতি-গালা থাকে। চারি পাঁচ আনায় বিক্রয় হয়। বাতি-গালা সরু ও লম্বা লম্বা কাগজের বাক্‌সে থাকে, বাতি গালার কাজ করিয়া কলিকাতায় অনেক লোকই জীবিকানির্ব্বাহ করে। ইহা এখন সুদূর পল্লীবাসীরও আবশ্যকীয় দ্রব্য হইয়াছে।

SOFT SOAP.

সফ্‌ট্ সোপ্ বা কোমল সাবান।

অনেক স্থলেই আমরা সফ্‌ট্ সোপের কথা বলিয়া থাকি। তাহা প্রস্তুতের সহজ সাধ্য উপায়।

প্রথমে সিকি পাউণ্ড চুণকে এক গালন জলে গলাইয়া ফেলিতে হইবে। ইহা স্থানান্তরে রাখিয়া অন্য পাত্রে sal-soda স্যাল-সোডা অর্দ্ধ পাউণ্ড এবং ১টা কোয়ার্ট বোতলের সিকি আন্দাজ জল এই দুটীকে মিশ্রিত করিয়া ইহাতে প্রথম কথিত পরিষ্কার চুনের যে জল করা হইয়াছে, তাহাই ঢালিয়া দিতে দিতে হইবে। তাহার পর ১ পাউণ্ড আন্দাজ Brown Soap অর্থাৎ মেটে সাবান বা বার সাবানকে প্রায় ১ গালন আন্দাজ শীতল জলে গলাইয়া ইহাতে স্যাল-সোডা এবং চুণের জল মিশান যাহা আছে, সেইটা ঢালিয়া দিয়া নাড়িয়া মিশ্রিত করুন। ইহারই নাম সফ্‌ট্ সোপ বা কোমল সাবান। ইহাদ্বারা সূক্ষ্ম বস্ত্রাদি সহজে পরিস্কৃত হয়। এই সফ্‌ট্ সোপ বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। বিলাতের লোকে বস্ত্র ঘরে ধৌত করিবার জন্য

এইরূপ কৌশলে কোমল সাবান বা সফ্‌ট্‌ সোপ করিয়া রাখে। ইহা অন্যান্য বিবিধ কার্য্যে ব্যবহৃত হয়।

কাপড়ের মার্কা তুলিয়া ফেলিবার উপায়।

যেখানে মার্কা দেওয়া আছে, সেই স্থানটাকে ক্লোরাইড্‌ অফ লাইমের সলুইশনে ভিজাইয়া ১০।১৫ মিনিট রাখিতে হইবে। যখন দেখিবেন, লেখাটা সাদা হইতেছে সেই সময় (লিকুইড্‌ আমোনিয়া) বা হাইপো-সলফেট্‌ অফ্‌ সোডার সলুইশনে ডুবাইয়া একটু পরে কাচিলেই মার্কা তিরোহিত হইবে। রিঃ বুঃ।

ভাল হেয়ার রেষ্টোরেটিভ্‌ বা পাকা চুল কাল করিবার ঔষধ।

ল্যাক্‌ সলকার	৪ ড্রাম
সুগার অফ্‌ লেড্‌	২ ড্রাম
গোলাপ জল	১ পাইট

ইহা চুলের কলপ নয়, প্রত্যহ পাকা চুলে ২।১ বার মাখিলে চুলের স্বাভাবিক বর্ণ ফিরিয়া আসে, এইরূপ কথিত আছে। ব্যয় অতি সামান্য, পরীক্ষা করা উচিত।

WASH BALLS

বল সাবান।

সাধারণ সাবান	৫ পাউণ্ড
ষ্টার্চ্চ	২ পাউণ্ড
এসেন্স অফ্‌ অরেঞ্জ বা এসেন্স অফ্‌ রোজ	১ আউন্স

উত্তমরূপে মিশাইয়া তাহার পর গোল গোল বলের মত করিলেই তাহা ওয়াশ বল হইল।

কেমন করিয়া "শাময়" চামড়া পরিষ্কার করিতে হয়।

ওয়াশিং সোডা (washing soda) বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়, তাহার কিঞ্চিৎ লইয়া জলে গলাইয়া ফেলুন, Weak lotion অর্থাৎ অল্প সোডায় বেশী জল দিয়া কম জোর সলুইশন করিয়া লইতে হইবে। ইহাতে সাবান গুলিয়া তাহাতে শাময় চামড়াটী ভিজাইয়া প্রায় ২ ঘণ্টা রাখিয়া দিন, তাহার পর কচ্‌লাইয়া আর একবার উপরোক্ত নূতন সলুইশন করিয়া তাহাতেও কচ্‌লাইয়া তাহার পর পরিষ্কার জলে কাচিয়া লইয়া নিংড়াইবেন না, চামড়া ফাটিয়া যাইবে, একখানি তোয়ালে বা ন্যাকড়ার মধ্যে ভাঁজ করিয়া সাজাইয়া তাহার পর তোয়ালে সমেৎ নিংড়াইলে সমস্ত জল নিকাশ হইয়া যাইবে, তাহার পর দড়ীতে ছায়ায় অথচ রৌদ্রের আঁচে টাঙ্গাইয়া রাখিলেই যখন শুষ্ক হইয়া যাইবে, তখন দেখিতে ঠিক ভেলভেটের মত হইবে এবং পরিষ্কার হইবে।

Lampblack Writing Ink.

ভুঁষার কালী।

ভুঁষা (লাম্প ব্লাক)	১০ ভাগ
গঁদ ...	১০ ভাগ
অকজালিক অ্যাসিড্‌	৫ ভাগ
জল ...	২০০ ভাগ

প্রথমে অল্প জল দিয়া ১ম তিনটী দ্রব্য উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে, অবশিষ্ট জলটুকু ঢালিয়া দিলে উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা কাল কালী হইবে। বিঃ দঃ।

রৌপের সমতুল্য যৌগিক ধাতু প্রস্তুতের উপায়।

৭০ ভাগ তামা,
৭ ভাগ আলুইমিনম,
২৩ ভাগ নিকেল ধাতু,

একত্রে দ্রবীভূত করিলে, রৌপ্যের ন্যায় একটী উজ্জ্বল ধাতু হয়।

EDITORIAL NOTE-BOOK.

Musk Lavender-water.

মস্ক লাভেণ্ডার প্রস্তুত প্রণালী।

সাধারণ লাভেণ্ডার ওয়াটার প্রস্তুত।

অয়েল লাভেণ্ডার	৪ আউন্স
অয়েল বারগানেট	১ আউন্স
এসেন্স অফ্‌ আমবারগ্রিন	১ ড্রাম
স্পিরিট অফ্‌ ওয়াইন	১ গালন

এই হিসাবে সুন্দর সাধারণ লাভেণ্ডার হইতে পারে। কিন্তু মস্ক্‌ লাভেণ্ডার করিতে মৃগ-নাভীর সৌরভ উপরোক্ত সমস্তে দিয়া অর্থাৎ তাহাতে ২ ড্রাম এসেন্স অফ্‌ মস্ক দিলেই মস্ক লাভেণ্ডার হয়।

Boot-Top Polish.

বুট পালিস্‌ (পাউডার)।

অক্‌ জালিক্‌ অ্যাসিড	১০ আউন্স
ক্রিম অফ্‌ টারটার	৬ আউন্স
সুগার অফ্‌ লেড্‌	২ আউন্স
পাউডার্ড পিউমিস্‌ Powdered Pumice	৪ আউন্স
জাফ্‌রান	৪০ গ্রেন্‌
কারমাইন্‌	৮০ গ্রেন্‌

এইগুলিকে উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া ৩ আউন্স পরিমিত লইয়া এক একটী প্যাকেট করিতে হইবে। যখন ব্যবহারের আবশ্যক হইবে, এই একটী প্যাকেট লইয়া ১ পাইট্‌ আন্দাজ জলে দিলেই গোলাপী রঙ্গের বুট পালিস হইবে তাহা, এক টুকরা ন্যাকড়া দ্বারা জুতা পরিষ্কার করতঃ তাহার দ্বারা ঘসিলেই সুন্দর পালিস হইবে। বলা বাহুল্য, এই পালিস সাদা বা কটা চামড়ার জন্য।

জুতা বাফ্‌ (Buff) রংএর হইলে উপরোক্ত সমস্ত দ্রব্যই থাকিবে, কেবল কার্‌-মাইনের পরিবর্ত্তে (Burnt Secuna) নামক রং দিতে হইবে মাত্র। কারমাইন দিলে লাল হয়, কিন্তু সিকুনা দিলে বাফ্‌ রং হয়।

এই জিনিস বাজারে বিক্রয় হইতে পারে। আমাদের বোধ হয়, ইহার কাট্‌তিও বেশী হয়, কারণ ইহা প্যাকেটে মফঃস্বলে পাঠানরও সুবিধা হয় এবং সঙ্গেও নিরাপদে যাইতে পারে।

যে দোকানদার বিজ্ঞাপন না দিয়া শুধু রাস্তার পথিকের মুখপানে আশ্বস্ত হৃদয়ে তাকাইয়া বসিয়া থাকে, তাহার উন্নতি করিবার আশা আকাশ-কুসুমবৎ ভ্রমাত্মক, ইহা স্মরণ রাখা উচিত।

গার্হস্থ্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

Mother's Page.

শিশুর ক্ষুধা।

পূর্ব্বে বলিয়াছি সুস্থ শিশুকে স্তন ধরাইলে তাহাতে তাহার খাইবার বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। অতিরিক্ত বা অল্প খাওয়ানর জন্য ও শিশুর ক্ষুধা মন্দ হইতে পারে, দুগ্ধ শিশুর পাকস্থলীর অনুপযুক্ত হইলেও ক্ষুধা মন্দ দেখা যায়, নিয়মিত সময়ে প্রথম হইতেই লক্ষ্য না রাখিয়া যখন তখন খাওয়াইলেও শিশুর অগ্নিমান্দ্য দেখা যায়। শিশুর কোষ্ঠবদ্ধ বা জরভাব হইলেও শিশুর ক্ষুধা কমিতে দেখা যায়।

শিশুকে একটা ধরাকাটা নিয়ম করিয়া পরিমিত আহার দেওয়া উচিত। নচেৎ বিবিধ প্রকার পীড়া শিশুকে আক্রমণ করিবে, অধিক খাওয়াইলেই ছেলে ভাল থাকে না। বাড়ীর কর্ত্তৃপক্ষ এদিকে যেন তীক্ষ্ণ মনোযোগ দেন, শুদ্ধ মাতা বা স্ত্রীলোকদের উপর বা দাস দাসীর উপরই নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না। এ দেশের আধুনিক মহিলাগণের এ বিষয়ে বুদ্ধি শুদ্ধি কম।

শিশুর বমি বা দুধতোলা রোগ।

অনেক ছেলে দুধ খাইয়াই তুলিয়া ফেলে, ইহা সুস্থ বলবান ছেলেরও দেখা যায়। ইহার একটা কারণ আছে। ছেলেদের পাকস্থলী বয়স্ক লোকদের ন্যায় সোজা থাকে না, একটু বক্রভাবে অবস্থিত থাকে। প্রসূতির স্তনে যদি দুগ্ধ অধিক থাকে এবং অতি সুস্থকায় শিশু স্তনপান করিবার সময় যদি ব্যস্ত হইয়া অতিরিক্ত টানিয়া ফেলে, তাহা হইলে একটু পরিবর্ত্তিত হইয়া বা আস্তই দুগ্ধ উঠিয়া যায়, কারণ পাকস্থলীর ঈষৎ বক্রতা বশতঃ একেবারে পাকস্থলীর মধ্যে যাইতে পারে না। এরূপ অবস্থায় বমনের কোন লক্ষণ দেখা যায় না। বমনের জন্য শিশুর কোন বিশেষ কষ্টও দৃষ্ট হয় না। অথচ অনায়াসে সমস্ত দুগ্ধ উঠিয়া যায়। অতিরিক্ত দুগ্ধ পান করানও ইহার কারণ। যাহা পাকস্থলীতে ধরে না, অথচ জোর করিয়া খাওয়াইলে উঠিয়া যায়, ইহাস্বাভাবিক। তবে ইহা সত্য যে, যদি এইরূপে ক্রমাগত শিশুকে অতিরিক্ত খাওয়ান যায়, তাহা হইলে উৎকট পীড়াও হইতে পারে। এই স্থানে প্রসূতির একটী সতর্কতার কথা আছে, ছেলেকে অনেক সময় কোলে শায়িত করিয়া দুগ্ধ পান করান হয়। যদি বমনের—সময় ছেলেকে সোজা করিয়া না ধরা যায়, তাহা হইলে ছেলের উদরস্থ দুগ্ধ নাক মুখ দিয়া বাহির হইয়া ছেলের শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয়, অসাবধান হইলে শিশুর মৃত্যুও এমন অবস্থায় ঘটিতে পারে। সেইজন্য বমনের উদ্রেক মাত্র, ছেলে সোজা করিয়া ধরা উচিত, সহজে মুখ দিয়াই বাহির হইয়া পড়িবে। অল্প বয়স্কা জননীর এইগুলি শিক্ষা করা উচিত এবং প্রবীণ গৃহিনীদের ও কর্ত্তাদের তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। সুস্থকায় শিশুর এরূপ দুধ তোলা তত কিছু ভয়াবহ নহে। এরূপ প্রায়ই হইয়া থাকে। কিন্তু বমনে যদি অম্লগন্ধযুক্ত থাকে, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা অথবা শিশুর শিরঃপীড়া, মুখমণ্ডল উষ্ণ থাকে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া উচিত, বমনের সহিত শিরঃপীড়া চঞ্চলতা, খিটখিটে স্বভাব পা গুটাইয়া কান্দা এগুলি জঠরের পীড়াজ্ঞাপক, সুচিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া উচিত। জননীর খাদ্য বিষয়ে অমনোযোগীতাই ইহার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী, এইজন্য প্রসূতির খাদ্য বিষয়ে সতর্ক হওয়া আবশ্যক। অনেক সময় দুধতোলা অন্য পীড়ার লক্ষণ স্বরূপ, সুতরাং উপেক্ষা করা উচিত নয়।

শিশুর দাস্ত।

শিশুর জন্মিবার পর হইতে ৬ সপ্তাহকাল প্রত্যহ ৩।৪ বার দাস্ত হওয়া উচিত, তাহার পর দ্বিতীয় বর্ষ পর্য্যন্ত দুইবার দাস্ত হইলেই যথেষ্ট হইল। অবশ্য অধিক খাওয়ান দাওয়ানর জন্য দাস্ত অধিক হইতে পারে, কিন্তু তাহা স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। প্রতিবিধান করা আবশ্যক।

দাস্তের রং প্রথমে হরিৎবর্ণ। ইহাই সুস্থতার চিহ্ন। কিন্তু যদি দাস্তের রং সাদা হয়, তাহা হইলে লিভার বা যকৃতের ক্রিয়া বিকার হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। যদি সবুজ হড়হড়ে, অম্ল গন্ধ বিশিষ্ট দাস্ত হয়, তাহা শিশুর অম্ল (Acidity) হইতেছে বুঝিতে হইবে।

যদি হরিদ্রা এবং সবুজ দাস্তের সহিত ছেনাকাটা দুগ্ধখণ্ড দৃষ্ট হয়, বুঝিতে হইবে যে, দুগ্ধও ভালরূপ পরিপাক করিবার ক্ষমতা কমিয়া আসিতেছে। নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়।

২ বৎসরের পর, বালকের দাস্ত ব্রাউন অর্থাৎ ঈষৎ খয়ের রং বিশিষ্ট, এমন অবস্থায় মল কঠিন হইতেও পারে, কেননা শিশুর প্রাণ এখন দুগ্ধের উপরই নির্ভর করিতেছে না, কঠিন জিনিস ভাত, মুড়ি, রুটী, মাছ এ সকল খাইলে মল কঠিন হইবে। ৩।৪ বৎসরের শিশুর মল সময়ে সময়ে এত কঠিন হয় যে, শিশু তাহা বেগ দিয়া বাহির করিতেও অক্ষম হয়। এরূপ ক্ষেত্রে গ্লিসারিন্ পিচ-

কারী দ্বারা গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করাইয়া দিলে উপকার পাওয়া যায়, বালকের গুহ্যদ্বার ফাটিয়া যায় না এবং দাস্ত সরলভাবেই বাহির হয়। যদি মলের রং কাল, কঠিন এবং দলাদলা হয়, তাহাতে আমের ন্যায় সাদা সাদা পদার্থ দেখা যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, বালক Catarrh of Intestine অর্থাৎ নাড়ীর সর্দ্দী হইয়াছে, ইহাকে সাদা কথায় শ্বেত আমাশয় বুঝিলেও ক্ষতি নাই, যদি তাহার সহিত রক্তের দাগ দেখা যায়, তাহা হইলে রক্তামাশয় অথবা—"নাড়ীর যক্ষ্মা" রোগ বলিয়া প্রকাশ পায়। টাইফয়েড বা সান্নিপাতিক জ্বরেরও ইহা লক্ষণ বটে। পাঁশুটে মল লিভারের পীড়া জ্ঞাপক।

শিশুর খুব তরল ভেদ, চালুনী জলের ন্যায় এবং গন্ধশূন্য মল Infantile cholera বা শিশু ওলাউঠার লক্ষণ।

প্রসূতি ব্যতীত শিশুর এ সকল কেহ লক্ষ্য রাখে না, উপরোক্ত লক্ষণাবলীর একটু ইতর বিশেষ দেখিলেই তৎক্ষণাৎ বাড়ীর কর্ত্তার বা প্রবীনা গৃহিণীদের কর্ণগোচর করা উচিত। শিশুর জীবন ক্ষুদ্র, সময় নষ্টে জীবন সংশয়াপন্ন হইতে পারে। প্রত্যেক কাজের লোকের পাঠকের নিজে এই সকলগুলি পড়িয়া (মহিলাগণ যদি পড়িতে অক্ষম হন) তাহা হইলে তাঁহাদিগকে একটু সময় নষ্ট করিয়াও বুঝাইয়া দেওয়া উচিত, ইহাতে সংসারের সুখই বৃদ্ধি হইবে, দেখিবেন। আজ এই পর্য্যন্ত থাক। আগামীবারে অনেক কথাই বলিবার বাসনা রহিল।

সংসারে স্ত্রীর ক্ষমতা।

—— ঃ(০)ঃ ——

(১)

স্ত্রীর ক্ষমতা সংসারে অসীম, তাহা ভাল দিকে বা মন্দ দিকে উভয় দিকেই প্রবল। সংসার শান্তিনিকেতনই হওয়া বাঞ্ছনীয়। সৎ স্ত্রী সংসারের শান্তি-পাদব, শ্রান্ত মানব গৃহে আসিয়া সেই শান্তি পাদবের ছায়ায় বসিয়া সমস্ত ক্লেশ, শ্রম, জুড়াইয়া ফেলে। এমন শান্তিময়ী স্ত্রী সুখের আকর। সত্যের দিকে স্ত্রী যাইলে এতই ভাল, কিন্তু স্ত্রী যদি সৎ না হয়, সংসারে তখন সে অশান্তি পাদব স্বরূপিণী, —সে বিষবৃক্ষের ছায়ায় যে বসিবে, সেই জর্জ্জরিত হইয়া যাইবে। ভাল স্ত্রী পুরুষের পক্ষে সাহস, বল, সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতি জ্ঞান, কিন্তু অবশীভূতা নারী পুরুষের পক্ষে দুর্ব্বলতা, পাপ, এবং ভিরুতা। এরূপ স্ত্রীর সহবাসে পুরুষ মৃত্যুবৎ হয়।

ভাল স্ত্রী সর্ব্বদাই মিষ্টভাষিণী মিতব্যয়ী, ধৈর্য্যশীলা, পতিপরায়ণা এবং সন্তুষ্টা। ইহারই বিপরিতে রমণী পিশাচিনী—সেইজন্য সংসার সুখের করিতে হইলে আগে সহ ধর্ম্মিণীকে মনের মতনটী করিয়া লইতে হইবে। নিজের নীচতা দূরীভূত করিয়া আদর্শ, ত্যাগী, মিষ্টভাষী প্রভৃতি গুণে বিভূষিত হইতে হইবে। সেই আদর্শের অনুকরণে স্ত্রীও গঠিত হইবে। যে হতভাগ্য পুরুষ তাহা পারে না, সে ধন কুবের হইয়াও সমস্ত জীবন মর্ম্ম বেদনার নিদারুণ বিষে জর্জ্জরিত হইয়া অতি কষ্টে জীবন লীলা সংবরণ করে।

মানব কঠিন হৃদয় সত্য, মানুষ কঠোরতা সহ্য করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত, কিন্তু সংসারে অসৎ স্ত্রীর কদর্য্য ক্ষমতার তাড়না তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠে। পুরুষের হৃদয়ের শান্তি নষ্ট হইলে সে অকর্ম্মণ্য হয়, উপার্জ্জনে অক্ষম হয়, ভীরু হয়, দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এইরূপে সংসারে তখন দীনতার রাজত্ব স্থাপিত হয়। স্ত্রীপুরুষ উভয়ে উভয়কে দেখিয়া আর সুখী হইতে পায় না, হৃদয় শুষ্ক কর্কশ হইয়া যায়, ক্রমে পল্লী বাসী এই হতভাগ্য দম্পতির জন্য নিজেদের শান্তিসুখ হারাইতে বাধ্য হয় ও প্রত্যেক নরনারী তাহাদের শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। তখন সংসারটী বিষময় হইয়া পড়ে। কোন দম্পতিই যেন এই দাবানল প্রজ্জ্বলিত না করেন, ইহাতে সুখী হইতে পারিবেন না।

বাঙ্গালীর সংসারে এইরূপ দৃষ্টান্তের প্রাচুর্য্য আজকাল যেন দৃষ্টিগোচর হইতেছে। যে হিন্দুমহিলার শান্ত, সুপ্রসন্ন পবিত্র মুখদর্শন করিয়া জীব জন্তুও শান্তি বোধ করিত, সেই হিন্দু মহিলার কোন কোন সংসারে বিভিষিকা-ময়ী প্রখরা মূর্ত্তি দেখিয়া পশুপক্ষীও গৃহ প্রাঙ্গণ ছাড়িয়া পলাইয়া যায়।

রমণী সুলভ কোমলতা রমণীর হৃদয়ে না থাকিলে রমণী রাক্ষসী হইয়া দাঁড়ায়। সযত্নে এই রাক্ষসীভাব দূর করা উচিত। তবে সংসারে প্রকৃত সুখের মুখ দেখিতে পাইবে। এত অনর্থ কেন যে সংসারে উঠিয়া থাকে, তাহার কয়েকটী মাত্র ক্ষুদ্র কারণই অনুসন্ধানে খুঁজিয়া পাওয়া যায়। তম, আত্মসুখ প্রিয়তা, পরশ্রীকাতরতা, কর্কশ স্বভাব, হিংসা, এবং অবিশ্বাসই এই সকলের মূল। এই সাংঘাতিক মূল অনেক স্থলে আধুনিক স্বামীর দ্বারাই রোপিত এবং পরিপোষিত হয়। স্বামী স্ত্রীকে সুশিক্ষিতা করিতে সক্ষম হইলে, জন্মাবধি স্বভাবজাত কুটীলতাদি অসৎ গুণসকলও সমূলে উত্তোলিত করিয়া গৃহিণীকে সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতি দেবীরূপে গঠন করিতেও পারা যায়। ইহা মানব ক্ষমতার অসম্ভব কার্য্য নয়। আমরা আগামী সংখ্যার এই বিষয়টীর আলোচনা করিব।

("কাজের লোকের" জন্য লিখিত।)

কয়েকটী পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ।

হিক্কারোগের অব্যর্থ মুষ্টিযোগ।

১। চাল্‌তা (চাল্‌দা) পাকা হইলেই ভাল হয়, অভাবে কাঁচা, বাক্‌ড়াগুলি সমুদয় ছাড়াইয়া ভিতরে যে একটী ফুলের মত থাকে, তাহার ভিতর হইতে যতটুকু আটা পাওয়া যায়, বাহির করিয়া একটী পাথর বাটীতে রাখিয়া, যতটুকু আন্দাজ ওজনে হইবে, তাহার অৰ্দ্ধেক পরিমাণে কাশীর চিনি, অভাবে পরিষ্কার চিনি লইয়া ঐ আটার সহিত বেশ করিয়া ফেনাইয়া হিক্কার অবস্থা অনুসারে ৫।১০।১৫ মিনিট অন্তর একটু একটু করিয়া মুখে দিয়া চুষিয়া খাইতে দিলে খুব কঠিন হিক্কাও আরোগ্য হয়। (পরীক্ষিত)

২। পুকুরে যে লাল সালুকফুল হয়, যাহাকে অনেকে রক্তকম্বল বলে, তাহারই ফুল সহিত একটী মোটা ডাঁটা গোড়াশুদ্ধ তুলিয়া গেঁড়োটী (মূলটী) কাটিয়া ফেলিয়া দিয়া ফুলটিকে নিচের দিকে রাখিয়া মূলের দিকের ৮।১০ আঙ্গুল ডাঁটা নখ দ্বারা তাহার পাতলা ছাল গুলি তুলিয়া ঐ ডাঁটায় কাশীর চিনি মাখাইয়া হিক্কা রোগীকে মুখে করিয়া সর্ব্বদা চুষিতে দিলে সহজে হিক্কা অতি সত্বর বন্ধ হয়। পূর্ব্বোক্ত চিনি মাখান ডাঁটা রসশূন্য হইলে আবার ৮।১০ আঙ্গুল ছাড়াইয়া চিনি মাখাইয়া পুনরায় চুষিতে দিবেন।

৩। পুরাতন শশার বিচির খোলা বাদ দিয়া যে শাঁশ বাহির হইবে, সেই শাঁশ ২০।২৫টী লইয়া চন্দনপীড়িতে বেশ করিয়া ধুইয়া শ্বেতচন্দন কাষ্ঠসহ ঐ শাঁশ কয়টীকে ঘষিয়া সমুদয়কে চন্দন পারা করিয়া একটী পাথর বা কাঁচের বাটীতে রাখিতে হইবে। পরে ২টী কুলের আঁটীর কঠিন অংশ বাদ দিয়া ভিতরের শাঁশ ২টী বাহির করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় চন্দনকাষ্ঠ দ্বারা চন্দনের ন্যায় করিয়া উহার সহিত একত্রে মিশাইয়া ফেলুন, পরে ২।৩টী কচি পাণিফলের শাঁশ ও ২টী বড় এলাচের খোলা উপরোক্ত নিয়মে বাঁটীয়া একটু পরিষ্কার ন্যাকড়া দ্বারা ছাঁকিয়া সমুদয় জিনিষ একত্রে মিশাইয়া এক এক চামচ্ সর্ব্বদা মুখে দিলে অতি সত্বর হিক্কা বন্ধ হয়।

৪। একটী ভাল গোলমরিচ পাকি ছুঁচে বা বড় আল্‌পীনে বিদ্ধ করিয়া প্রদীপের শিশে মরিচটিকে বেশ করিয়া পোড়াইয়া হিক্কা রোগীর নাকের নিকট ধরিয়া ঐ ধোঁয়ার নস্য লইতে দিলে সহজ হিক্কা মাত্রই আরাম হইয়া থাকে।

৫। মুঠা দুই আন্দাজ মুড়ি একটী পাথর বাটীতে আধ পোয়া আন্দাজ শীতল জলে ভিজাইয়া মুড়ি বাদ দিয়া ঐ জল একটু একটু পান করিতে দিলে সহজ হিক্কা ও গা বমি বমি বন্ধ হয়।

৬। একটী কচি টাট্‌কা ডাব গাছ হইতে পাড়িয়া কিছুক্ষণ ঠাণ্ডা জায়গায় রাখিয়া ডাব্‌টী শীতল হইলে তাহার চারিধারের ছোব্‌ড়া ধারাল অস্ত্র দ্বারা কতক বাদ দিয়া বেশ পরিষ্কার করিয়া ছুলিতে হইবে অথচ জল বাহির হইয়া না পড়ে। ডাবটী ছোলা হইলে তাহার উপর দিকে আধ ইঞ্চি পরিমাণ একটী বিঁধ (ছেঁদা) করিয়া উহা হইতে পলা দুই আন্দাজ জল বাহির করিয়া ফেলিয়া ১ ড্রাম আন্দাজ ডাইলিউটেড্‌ মিউরেটীক এসিড Acid mnratic dil মিশাইয়া ঐ ছিদ্রটী হাত দিয়া বন্ধ করিয়া ডাবটী বেশ করিয়া নাড়িয়া লইবেন। পরে একটী প্রায় অৰ্দ্ধ হস্ত পরিমিত লম্বা কোন ফাঁপা নল যথা—পাটকাটী (প্যাকাটি) তল্‌দাবাঁসের কঞ্চির কাটী ঐ ডাবের বিঁধ সই করিয়া তাহাতে পরাইয়া ঐ নল দ্বারা ২০।২৫ মিনিট অন্তর একটু একটু টানিয়া খাইতে দিলে অনেক কঠিন, কষ্টকর অসাধ্য হিক্কা অতি সহজে আরাম হয়। (পরীক্ষিত)

পাঠকগণ—উপরোক্ত কয়েকটী মুষ্টিযোগের পরীক্ষার ফল পূজনীয় শ্রীযুক্ত "কাজের লোক" সম্পাদক মহাশয়ের নিকট লিখিয়া জানাইলে বাধিত হইব। চিকিৎসাব্যবসায়ীদিগের নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই যে, হিক্কারোগে বিস্তর ঔষধ দিয়াও যদি বিশেষ কাজ না পান, তবে দয়া করিয়া উপরের লিখিত ১নং ৩নং ও ৬নং মুষ্টিযোগ তিনটী পরীক্ষা করিয়া নিশ্চয়ই সুফল পাইবেন—নিবেদন ইতি।

বশম্বদ—শ্রীঅনুকুলচন্দ্র বিশ্বাস।

হোমিওপ্যাথিক।

ডানদিকের ফুস্‌ফুস্ প্রদাহে (নিউমোনিয়াতে) লাইকোপোডিয়মের আশ্চর্য্য উপকারিতা—যাহা স্বচক্ষে না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না।

রোগীর বয়স ৪০।৪৪ বৎসর, জাতিতে বাগ্‌দী। প্রথমে ৭।৮ দিন তার অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা হয়। ১০ দিনের দিন রোগীর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হওয়ায় গৃহস্থ পূর্ব্ব চিকিৎসা পরিত্যাগ করিয়া রোগীকে আমায় হাতে দেয়। আমি গিয়া দেখিলাম, রোগীর মাথা নেড়া করিয়া জলপটী বসান আছে—রোগী অজ্ঞান, অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া বিড় বিড় করিয়া বকিতেছে। অনেক ডাকাডাকির পর জাগাইলে বিড় বিড় করিয়া বকিতে বকিতে আবার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। বকুনির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে এ সম্বন্ধে

কিছুই উত্তর দিতে পারে না—কখনও বা বকুনি সম্বন্ধে ২।১টী কথা বলিয়া আবার পুর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়, নাড়ী খুব দ্রুত ও ক্ষীণ, পিপাসা খুব আছে, জল পান করিবার জন্য খুব আগ্রহ প্রকাশ করিয়া হাত বাড়াইয়া গেলাস ধরিয়া খুব তাড়াতাড়ি কাঁপা কাঁপা হাতে গেলাসটী লইয়া মুখে তুলিয়া কাঁচ্চাখানেক আন্দাজ জলপান করে মাত্র।

সময় সময় ঐ কাঁপা কাঁপা হাতে বিছানা আঁচড়ায় ও হাতড়ায়, নিশ্বাস প্রশ্বাস অতি কষ্টে তোলা ফেলা করিতেছে। আরও জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল যে, রোগীর প্রত্যহ ৫।৬ বার করিয়া পাতলা দাস্ত হয়, দাস্তের বিষয় অনেক সময় বলিতে পারে না।

বুক পরীক্ষা করিয়া রোগীর ডান্‌দিকে বা ফুলকোয় প্রদাহ হইয়াছে (নিউমোনিয়া) বুঝিতে পারিলাম। রোগী বাম পার্শ্বে আদৌ শুইতে পারে না, ঐ পার্শ্বে শুইলেই যন্ত্রণা বাড়ে। রোগী খুব দুর্ব্বল, জিভ্ খুব শুকনো, আর কটাশে বর্ণ গয়ের, তাপ ১০৪, নিশ্বাস প্রতি মিনিটে ৬৫ বার পড়িতেছে। নাড়ীর বেগ ১২৫, রোগী এত বকিতেছে, কিন্তু চক্ষু প্রায় লাল ছিল না বলিলেই হয়। গয়ের যা উঠ্‌ছিল, তা বেশির ভাগই রক্ত মিশিত, ২।১ বার পুঁজের ন্যায় দেখা দিয়াছিল। আঙ্গুলের ঘা দিয়া ডান্ দিকের ফুল্‌কোর বেশী বেশী আধখানাতে নিরেট শব্দ বুঝিতে পারা গেল।

রোগীর অজ্ঞান অবস্থা, বিড় বিড় করিয়া বকা, তাড়াতাড়ি কাঁপা কাঁপা হাতে জলপান করা, বাম পার্শ্বে শুইতে না পারা, গয়েরের অবস্থা ইত্যাদি দৃষ্টে ফস্‌ফরাস (phos 30) তিন ঘন্টা অন্তর খাইতে দিলাম। পুর্ব্ব চিকিৎসায় তিসির পুলটীস দেওয়া হইতে ছিল। ঠিক মত পুলটীস দেওয়া হইতেছে না দেখিয়া পুলটীস বদল করিয়া বুকে তুলার ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া রীতিমত ড্রাই ফোমেণ্টেশন ব্যবস্থা করিলাম।

পরদিবস প্রাতে গিয়া দেখিলাম, রোগীর টেম্পারেচার ১০২, শেষ রাত্রে যে গয়ের তুলিয়াছিল, তাহা তত লাল্‌চে নয়। ফিকে লাল, হাঁপও অনেকটা কম বলিয়া বোধ হইল। শুনিলাম, দাস্ত রাত্রে কেবল ১ বার হইয়াছিল, তত পাত্‌লা নহে। ঔষধ ও অন্যান্য ব্যবস্থা পুর্ব্ববৎ রহিল। সন্ধ্যার সময় সংবাদ পাইলাম, বেশীর ভাগ বকুনী, ভোর হইতে কম হইয়া বেলা ১২টা পর্য্যন্ত খুব কম্ ছিল, ১২টার পর হইতে বকুনি একটু বাড়িয়াছে, তবে পুর্ব্বদিবসের ন্যায় তত বেশী নয়। হাতের কাঁপুনি আছে, বিছানা হাতড়ান অপেক্ষাকৃত কম, অজ্ঞানতাও তত নাই।

আমার চিকিৎসায় তৃতীয় দিবস বেলা ২টার সময় রোগীর নিকট গিয়া রোগীর অবস্থা দেখিয়া পুর্ব্বদিবস মনে যেটুকু আশা ভরসা হইয়াছিল, তাহা একবারে দূরীভূত হইল। আবার শুনিলাম, রোগীর সেদিন বার (১২) দিন। (১২ দিন ১৪ দিন ২১ দিন বাতশ্লেষ্মা রোগীদের ভয়ঙ্কর দিন, এ ধারণা আমার বরাবরই আছে এবং রোগ বাড়েও ঐ দিনে—একথা অনেকেই জানেন। রোগীর খুব ঘাম হইতেছে, গায়ে কাপড় রাখিতে পারিতেছে না। কাছে কোন লোক গেলে তার উপর বিরক্ত হইতেছে, চক্ষু দুটী পুর্ব্বের চেয়ে অনেক পরিমাণে লাল হইয়াছে, পুর্ব্ব দুই দিবস অপেক্ষা বকুনিত বেশী, গয়ের আঠার ন্যায় চট্‌চটে ও ঘোর পাটকিলে রংএর, কখনও বা হলদে পুঁজের মত এবং অল্প দুর্গন্ধ যুক্ত। নিম্ন উদর অল্প ফাঁপ রাখিয়াছে, টেম্পারেচার ১০৪, নিশ্বাসও খুব ঘন। বুক পরীক্ষা করিয়া জানিলাম, ডান্ দিকে তো প্রদাহ আছেই, তা ছাড়া আবার বাঁ দিকের বুকের উপর দিকটাতে একটু প্রদাহ হইয়াছে, ডান দিকের কর্ণমূল ফুলিয়া বেদনা হইয়াছে। তখন একমাত্র ৩০ শক্তির বেলেডোন দিলাম।

তারপর উপোরোক্ত গয়েরের অবস্থা এবং প্রথম ডান দিকে প্রদাহ আরম্ভ হইয়া বাঁদিকে যাওয়া নিম্ন উদর ফাঁপা, ডান দিকে কর্ণ মুল ঘর্ম্ম স্বত্বেও কিছু উপশম না হওয়া ইত্যাদি অবস্থা দেখিয়া ৩০ শক্তির লাইকোপোডিয়াম ৩ ঘণ্টা অন্তর চারি দাগ ঔষধ দিলাম।

জগদীশ্বরের কৃপায় হোমিওপ্যাথির আশ্চর্য্য শক্তিতে ঐ রোগীটি ১৩ দিনের দিন হইতে ক্রমশঃ আরোগ্য পথে আসিয়াছিল। এক লাইকোপোডিয়াম যে কত কাজ করিল, ২৪ ঘন্টার মধ্যে যে অবস্থার কত পরিবর্ত্তন করিল, তাহা ভাবিলেও আশ্চর্য্য ঘটনা বলিয়া বোধ হয়। এতেও অনেকে হোমিওপ্যাথিকে জলপড়া বলিয়া থাকেন! যিনি স্বচক্ষে একবার হোমিওপ্যাথির আশ্চর্য্য ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনি কখনও হোমিও প্যাথি ভুলিতে পারিবেন না। তবে চক্ষু বুজিয়া হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দিলে চলিবে না। সকলেই যদি একটু পরিশ্রম স্বীকার করিয় রোগ ও ঔষধ মিলাইয়া ঔষধ প্রয়োগ করেন, তবে নিশ্চয়ই সুফল প্রাপ্ত হইবেন সন্দেহ নাই।

ডাঃ শ্রীঅনুকুলচন্দ্র বিশ্বাস,
ব্রাহ্মণপাড়া, হুগলী।

অল্পবয়স্ক অপরাধী।

ইংলণ্ডে অল্প বয়স্ক বালক বালিকা অপরাধিগণের স্বতন্ত্র বিচার করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে; বয়স্ক ব্যক্তিগণের সহিত একত্রে তাহাদের বিচার হয় না, তাহাদের মত শাস্তিও হয় না এবং পৃথক স্থানে ইহাদিগকে রাখা

হয়। ইহার কারণ এই যে, অধিক বয়স্ক অপরাধীর সঙ্গে থাকিয়া তরলমতি অল্পবয়স্ক অপরাধিগণ সংশোধিত ত হয়ই না, বরং নূতন নূতন দুষ্ক্রিয়ায় আসক্ত হয়। ইংলণ্ডের আইনের অনুকরণে বরোদার গাইকওয়াড় এক আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিয়াছেন। অনধিক ১৭ বর্ষ বয়স্ক বালক বালিকাগণ অপরাধ করিলে তাহাদের স্বতন্ত্র আদালতে বিচার করা হইবে। ১২ বৎসরের নিম্ন বয়স্ক অপরাধিগণের কারাদণ্ড, মৃত্যু দণ্ড, নির্ব্বাসন দণ্ড হইতে পারিবে না, তাহাদের সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত হইবে না। যদি তাহাদের অভিভাবকগণ ইহাদিগকে সাবধানে রাখিবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুতি দেন,তবে ইহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। যদি ইহারা গুরুতর অপরাধ করে, ইহাদিগকে রিফরমেটরীতে আবদ্ধ রাখা হইবে; এবং ইহাদের ব্যবহারিক শিল্প-শিক্ষা দেওয়া হইবে। ১৬ বৎসরের কম বয়স্ক কোন বালক কিম্বা বালিকাদের কেহ তামাক, সিগার, সিগারেট ও বিড়ি বিক্রয় করিতে পারিবে না। করিলে ১০৲ টাকা জরিমানা হইবে, এবং ঐ জিনিস সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে। যদি কোন বালককে ধূমপান করিতে দেখা যায়, তবে পুলিস ঐ সিগার কিম্বা সিগারেট কাড়িয়া লইবে এবং তাহার বস্ত্রাদি অনুসন্ধান্ করিতে পারিবে। কোন বালক বালিকার নিকট কেহ মদ্য বিক্রয় করিতে কিম্বা মদের দোকানে তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে দিতে পারিবে না। বরোদার গাইকওয়াড় এই উৎকৃষ্ট আইন প্রণয়ণ করিয়া বালক বালিকাগণের প্রভুত কল্যাণ সাধন করিবেন। অল্পবয়স্ক বালকগণ কলিকাতার রাস্তায় চুরুটমুখে দিয়া চলিয়া যায়; দেখিলে প্রাণে বেদনা পাই; অনেক বালক সুরাপানও করিয়া থাকে, গুলিও খায়; গবর্ণমেণ্টও এ বিষয়ে কোন ব্যবস্থা করেন না। আর অভিভাবকগণ ত দেখেনই না। বরোদাতে যেরূপ নিয়ম হইল, ব্রিটিশ ভারতে কি সেরূপ আইন হইতে পারে না?

সঞ্জীবনী।

প্রাপ্ত দ্রব্যাদির সমালোচনা।

হরি-বিলাস-মসলা।—১২৩ নং পার্ক ষ্ট্রীট হইতে শ্রীযুক্ত হরিপদ চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমাদিগকে দুই কৌটা 'হরিবিলাস মসলা' উপহার পাঠাইয়াছেন, বিলাতি প্রক্রিয়ায় "কারিপাউডার" বা রন্ধনের মসলা বলিয়া কেহ কেহ যাহা করিয়াছেন, ইহা সেরূপ নহে। আয়ুর্ব্বেদোক্ত অনেকগুলি মসলা একত্রে চূর্ণীকৃত, ইহা রান্না তরকারী এবং চালভাজা প্রভৃতিতে মাখিয়া খাইতে হয়। অতি উপাদেয়, মনোরম সৌরভযুক্ত, একটী কৌটায় অনেকটুকু থাকে। দামও এক কৌটা ।৵০ মাত্র, সুলভ হইয়াছে। এরূপ জিনিসের আদর হওয়া উচিত। ইহা বায়ু পিত্ত কফনাশক। আহার ঔষধ দুইই চলিবে

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

"কাজের লোক" সম্পাদক আজ কয়েক মাসই জ্বরে কষ্ট পাইতেছেন, তাহার উপর প্রেসের বে-বন্দোবস্ত আছেই। এই সকল কারণে "কাজের লোক" নিয়মিত বাহির হইবার বিঘ্ন ঘটিতেছে, আমরা অবিলম্বেই এই ত্রুটী সংশোধন করিয়া লইব, তাহার জন্য চেষ্টা করিতেছি। "কাজের লোক" কখন বন্ধ হইবে না সেজন্য গ্রাহকগণ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

"কাজের লোক" সম্বন্ধে লব্ধ প্রতিষ্ঠ সংবাদ পত্র কি বলিতেছেন?

কাজের লোক:—

৫ম বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা।

এই পত্রিকাখানি কেবল সাহিত্য সেবীদিগকে বিমল সাহিত্য রসের আস্বাদন দিবার নিমিত্ত প্রকাশিত হয় নাই; ইহা বঙ্গবাসীদিগকে কঠোর সংসারের উপযুক্ত করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ইহার প্রায় সমস্ত প্রবন্ধই কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য প্রভৃতি নানা-কাজের কথায় পূর্ণ। ভগবান পত্রিকাখানির জীবন দীর্ঘ করুন্। প্রত্যেক বঙ্গবাসীরই এই পত্রিকাখানিকে উৎসাহ দান করা বাঞ্ছনীয়।

ভারতীয় কুটীর শিল্প, কেমন করিয়া সীমেণ্ট প্রস্তুত করিতে হয়, রাঙ্গা আলুর ময়দা, এ দেশের কাচের কারখানার নিস্ফলতার কারণ, কৃষিতত্ব, গার্হস্থ্য জ্ঞাতব্য বিষয়, সহজ শিল্প-প্রস্তুত প্রণালী, বেকারের উপায়, বাণিজ্য এবং উৎপত্তি ও সেকালের কৃষি প্রভৃতি অনেকগুলি প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয় আলোচ্য সংখ্যা দুইখানিতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। "কাজের লোকের" বার্ষিক মূল্য ২৷০ টাকা। ১ নং অভয় হালদারের লেন, বহুবাজার কলিকাতা।

নিহার,—১১।৪।১৯১১।

মেদিনীপুর হিতৈষী,—২৫এ বৈশাখ, ১৩১৮।

কাজের লোক—ফেব্রুয়ারি, ১৯১১ ১ নং অভয় হালদারের লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ২৷০ টাকা। ইহাতে বিশেষ বিশেষ কার্য্যের কথাই থাকে। গৃহস্থ মাত্রেরই ইহার গ্রাহক হওয়া ও পাঠ করা কর্ত্তব্য। কারণ ইহাতে নিত্য প্রয়োজনীয় বহু মূল্যবান তথ্য প্রকাশিত হয়।

মহামান্য সিমলাপালের রাজা

শ্রীযুক্ত জগবন্ধু সিংহ চৌধুরী বাহাদুরের পত্র।

আপনার "কাজের লোক" পত্রিকা দৃষ্ট করিলাম, ইহা প্রকৃতই কাজের লোক, আশা করি ইহাতে সাধারণের বিশেষ উপকার দর্শিবে। * * গোলাপ চাষ ও গোলাপী আতর তৈয়ারী প্রণালী এবং অশ্বগন্ধা চাষ ও তাহার গ্রাহক ও দরাদির বৃত্তান্ত আপনার "কাজের লোকে" প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন। ইতি সন ১৩১৭ সাল, ২০এ ভাদ্র।

সিমলাপাল রাজবাটী।

রাজ-কাহিনী।

সদাশয়তা।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দের কথা,—প্রিন্স জর্জ্জ তখন 'বেকাণ্টি' নামক সমর-পোতে নাবিক-সৈন্যের কার্য্য করিতেছিলেন। প্রিন্স জর্জ্জ জাহাজে নৌ-সমর-বিভাগের সমুদয় নিয়ম-কানুনই মানিয়া চলিতেন। জাহাজের কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশানুসারে সাধারণ সৈনিকগণের মত তিনি কখনও দিবাভাগে, কখনও বা রাত্রি-কালে কর্ত্তব্যপালন করিতেন। একদা রাত্রি বারটার সময় প্রিন্স জর্জ্জের কার্য্য শেষ হইল। কার্য্যাবসানে প্রিন্স বিশ্রামাভিলাষে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কামরায় যাইতেছেন, এমন সময় সহসা এক জন শাস্ত্রীর উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। সে ব্যক্তি তখন জাহাজের প্রধান মাস্তলের নীচে দাঁড়াইয়া পাহারা দিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছিল। মাস্তলের নিকট বন্দুক হস্তে ইতস্ততঃ পাদচারণা করাই তাহার কর্ত্তব্য ছিল, কিন্তু সে তখন মাস্তলের নীচে বসিয়া বসিয়া ঝুঁকিতেছিল। প্রিন্স জর্জ্জ এভাবে তাহাকে কর্ত্তব্যপালন করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সৈনিকটীকে ডাকিয়া তুলিলেন, অবহিতচিত্তে কর্ত্তব্যপালন করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

সৈনিক বলিল,—"আমি অত্যন্ত পীড়িত, আমি মাথা তুলিতে পারিতেছি না; দাঁড়াইবারও সামর্থ্য আমার নাই।"

প্রিন্স বলিলেন,—"তুমি যে এরূপ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছ—এ কথা কাপ্তেনকে বল নাই কেন?"

সৈনিক বলিল,—"বলিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হয় নাই। জাহাজে লোকাভাব অনেকেই পীড়িত; কর্ত্তব্যপালন আমাকে করিতেই হইবে—ইহাই কাপ্তেনের আদেশ।

প্রিন্স।—তোমার সঙ্গী বন্ধুদের নিকট গিয়াছিলে কি? বদলী হইবার জন্য তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিয়াছিলে কি?

সৈনিক।—করিয়াছিলাম, অতিরিক্ত পরিশ্রমে সকলেই কাবু হইয়া পড়িয়াছে—আমার বদলী লইতে কেহই রাজী নয়।

প্রিন্স।—উত্তম;—আমি রাজী আছি। যাও, তুমি তোমার শয্যায় গিয়া শয়ন কর; আমি তোমার কর্ত্তব্যপালন করিব।

প্রিন্স জর্জ্জ তৎক্ষণাৎ প্রহরীর হস্ত হইতে বন্দুক লইয়া তাহার কর্ত্তব্যপালনে প্রবৃত্ত হইলেন।

সম্রাটের নিরহঙ্কারিতা।

একদা 'বেকাণ্টি' সমরপোতে ইংলণ্ডের অনেকগুলি উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত রাজকর্ম্মচারী আমন্ত্রিত হন। তাঁহাদের সংবর্দ্ধনার জন্য জাহাজে যে স্থান নির্দ্ধারিত হয়, তাহার এক পার্শ্বে জাহাজের নাবিক-সৈন্যগণের বসিবারও স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। সমাগত বরেণ্য জনগণ স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট, নাবিকসৈন্যগণও পৃথকাসনে বসিয়া তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছে; পান ভোজন চলিতেছে, এমন সময় প্রিন্স জর্জ্জ তাঁহাদের মধ্যেই আসন গ্রহণ করিবেন এবং তাঁহারা সকলে সসম্ভ্রমে প্রিন্সের করমর্দ্দন করিবেন, কিন্তু প্রিন্স তাঁহাদের পর্য্যায়ভুক্ত হইলেন না, তিনি ধীরে ধীরে নাবিক-সৈনিকগণের নিকট গিয়া তাঁহাদের মধ্যে বসিয়া পড়িলেন।—সমবেত আভিজাতবর্গ স্তম্ভিত! 'বেকাণ্টি'র কাপ্তেন তাঁহাদের মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন, তিনি প্রিন্সের নিকট গিয়া বলিলেন,—"প্রিন্স! আপনি ওইখানে গিয়া বসুন।"

প্রিন্স বলিলেন,—"না মহাশয়, এখানে আমি প্রিন্স নহি,—আমি এখানে 'বেকাণ্টি' রণপোতের নাবিক; আমি আমার যোগ্য আসনই গ্রহণ করিয়াছি।"

প্রিন্স জর্জ্জ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীরস্বরে এরূপ ভঙ্গীতে কথাগুলি বলিলেন যে, "বেকাণ্টি"র কাপ্তেন বা সমাগত আভিজাতবর্গ প্রিন্সকে আর কোনও কথা বলিতে পারিলেন না। অর্দ্ধজগতের অধীশ্বরীর পৌত্র প্রিন্স জর্জ্জের এই অদ্ভুত আচরণে সকলেই বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২॥০।

Registered No. C, 421.

THE BUSINESSMAN

AN IDEAL TRADE JOURNAL DEVOTED TO USEFUL ART, MANUFACTURE, &C.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, এবং সাহিত্য বিষয়ক সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিক পত্র।

EDITED BY S. P. CHATTERJEE.

পঞ্চম বর্ষ	New Series,	নূতন সংস্করণ	Vol. V.
৫ম সংখ্যা।	May 1911.	মে, ১৯১১।	NO. 5

নমো গণেশায়।

অপব্যয়েই অভাবের সৃষ্টি। মিতব্যয়িতা একটা মূল্যবান সম্পত্তি মধ্যে গননীয়। মিতব্যয়িতা রাজস্ব স্বরূপ। অপব্যয় করিও না, অভাবও হইবে না।

অনেক উপার্জ্জন করিয়াও সঞ্চয় করিতে পার না। যে হেতুক তুমি সঞ্চয় করিতে জান না। যে ভাল গাড়োয়ান. সে অতি সংকীর্ণ রাস্তার মধ্যেও মোড় ফিরাইতে পারে।

যে সঞ্চয় করিতে সক্ষম, সে প্রকৃতই কাজের লোক। কথায়, কর্ম্মে, সঞ্চয়ে মিতব্যয়িতার আবশ্যকতা আছে এবং প্রকৃত কর্ম্মীর এই গুলিতে প্রকৃত মিতব্যয়িতাই থাকে।

যে কাজ আরম্ভ করিয়া কার্য্য শেষ না করে, তাহার সমস্ত শ্রম ও সময় পণ্ড হয়। সময়ের অভাবেও মানুষ ধ্বংশ হয়, টাকার অভাবেও মানুষ অধঃপাতে যায়। সেইজন্য সময় এবং অর্থের মিতব্যয়িতা আবশ্যক।

যদি চৌটীর দিকে দৃষ্টি না থাকে, টাকাও দেখিতে পাইবে না।

তোমার পকেটে কত টাকা আছে, সেটা বড় বেশী আলোচনার কথা নয়, কিন্তু সেই অর্থে তুমি যে কি কিনিবে, সেইটীই ভারি চিন্তার বিষয়। যেমন আয়, তেমনি বুঝিয়া ব্যয় অনেকেই করিতে জানে না, সেই টুকুইত চিন্তার এবং ভয়ের কথা।

"A man's Purse will never be bear
If he knows when to buy when to spend and when to spare."

মানুষ যদি কখন ব্যয় করিতে, কখন ক্রয় করিতে এবং কখন সঞ্চয় করিতে হয় শিক্ষা করে, তাহা হইলে তাহার অর্থের অভাব হইতে পারে না।

যেমন উপার্জ্জন, সেইরূপেই জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা উচিত। প্রাতঃকালে দেনাদার হইয়া গাত্রোত্থান করা অপেক্ষা অনশনে রাত্রে নিদ্রা যাওয়াও ভাল।

অভাবেই পাপের সৃষ্টি, পাপার্জ্জিত অর্থও লাভ নয়, সদুপায়ে উপার্জ্জনই লাভ। মিতব্যয়ী হও, অভাব হইবে না, অসদুপায়ে উপার্জ্জনেরও আবশ্যক হইবে না।

মানুষের প্রকৃত অভাব পুরণের জন্য অধিক অর্থের আবশ্যক হয় না। বিলাস বিভ্রমেই অভাবের সৃষ্টি। সন্তোষ অভ্যাস

কর, অভাবের তীব্র দংশন বিফল হইবে। বিলাসিতাও দূরে যাইবে।

পরিশ্রম কর, অভাব ঘুচিবে, প্রত্যেক শ্রমের কার্য্যেই লাভ আছে। অভাব ঘুচাইতে চেষ্টার আবশ্যক, মধুমক্ষিকার ন্যায় অহরহ শ্রমশীল হইলে সুখলাভের বিলম্ব হয় না।

যতক্ষণ মানুষ খাটিবে, দরিদ্রতা, ততক্ষণ তাহাকে স্পর্শও করিবে না। অলস হও, অলক্ষ্মী সংসারটীকে অধিকার করিবে। 'There is no gain without pain' বিনা কষ্টে কিছুই লাভ করিতে পারিবে না। শ্রমশীল হও; সঞ্চয় শিক্ষাকর,——ব্যয় সংক্ষেপ কর, তবেই উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। অর্থের উপরই জাতীয় গৌরব নির্ভর করে, হাও অবশ্য স্মরণ রাখিও।

PLANTAIN FIBRE.

কলার আঁশ।

কলা একটা উৎকৃষ্ট খাদ্য, ইহা ভারতবর্ষের লোক সকলেই অতি প্রাচীন কাল হইতে জ্ঞাত আছে, ইহার পত্র, ফল, ছাল, ফুল পেট্‌কো সমস্তই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু কয়েক বৎসর হইল স্থির হইয়াছে যে, ইহার অর্থাৎ কলার পেট্‌কো হইতে কার্পাসের ন্যায় সূতা প্রস্তুত হয়, তাহার দ্বারা কাপড় এবং দড়া দড়ী প্রস্তুত হইতে পারে। এই কলার পেট্‌কো হইতে যে আঁশ পাওয়া যায়, তাহা কার্পাস অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে বরং উৎকৃষ্ট। দীর্ঘ কাল স্থায়ী, এবং সুচিক্কন, দেখিতে ঠিক রেশমের ন্যায় হইতে পারে। এদেশে কদলীর চাস অতি অনায়াসসাধ্য, সেই জন্য এদেশে এই নূতন শিল্পের অবাধ প্রচলন অসম্ভব নহে। ইহা একটী অর্থকরী শিল্প মধ্যে পরিগণিত। ত্রিভাঙ্কুর এবং দক্ষিণ ভারতের অনেক স্থানে স্বভাবজাতকদলীর বন দেখিতে পাওয়া যায়। কলার পেট্‌কো গুলিকে বাঙ্গালা দেশের গরীব লোকে জ্বালন রূপে ব্যবহার করিয়া থাকে এবং ভস্ম গুলিতে ক্ষার করিয়া বস্ত্র পরিস্কার করিতে জানে মাত্র, ইহার আর অন্য কোন ব্যবহারই জানে না। কিন্তু যখন এ দেশের উদ্যোগী লোকে বুঝিবে যে, ইহা হইতে মূল্যবান সূতা প্রস্তুত করিয়া বস্ত্রাদি বয়ন করা যায়, তখন কলা গাছের মূল্য আরও বোধগম্য হইবে। সেইজন্য আমাদের "কাজের লোকে" এই কদলীর আঁশা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা এবং সঙ্কেৎ করা মাত্র।

এই কলা গাছের পেট্‌কো এবং পাতার ডাঁটা হইতে যন্ত্র এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারায় সূতা বাহির করা হইয়া থাকে। কলের সাহায্যে কেমন করিয়া যে সূতা বাহির হইয়া থাকে, মিঃ পদ্মমু বসম্ পিলে মহাশয় একবার একখানি মান্দ্রাজের কাগজে আলোচনা করিয়া ছিলেন, তিনি বলেন, ফিলিপাইন দ্বীপ-বাসীগণ কলার কাঁচা পেট্‌কোকে বাঁসের নীল দ্বারা চাঁচিয়া সূতা বা ইহার আঁশা বাহির করিয়া থাকে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, কলার পেট্‌কো গুলিকে তিনি নারকেলের মালা দ্বারা আঁচড়াইয়া ইহার তন্তু বাহির করিতেও সক্ষম হইয়া ছিলেন। উতকামন্দের মিঃ প্রাউড্‌লক্ তিনিই সর্ব্ব প্রথম কলার আঁশা বাহির করিবার জন্য আসরে নামিয়া ছিলেন। তিনি এক প্রকার কল প্রস্তুত করিয়া ছিলেন, সেই কল অতি সহজসাধ্য। একখণ্ড ৬ ফুট লম্বা ৪ ইঞ্চি প্রস্থ এবং ৪ ইঃ পুরু কাষ্ঠে দুইটি খুঁটী সংলগ্ন করিয়া সেই খুঁটী দুটিকে মাটীতে পুতিয়া ফেলিয়া ছিলেন, এবং উপরের ঐ ৬ ফুট কাষ্ঠ খণ্ডে লম্বা ভাবে এক খানা ভোঁতা ছুরিকে সংলগ্ন করিয়া একটা বাতার স্প্রিং করিয়া তাহাতে সংলগ্ন করিয়া ছিলেন। ছুরির সদর দিকটা অবশ্য নিচের দিকে ছিল, ছুরির নীচে কলার পেট্‌কো গুলি থেঁতো করিয়া দিয়া ঐ বাঁসের স্প্রিংটা ছুরির উপর চাপাইয়া দিলে ভোতা ছুরি খানা জোরে কলার পেট্‌কোর গুচি গুলিকে চাপিয়া ধরিত এবং পেটকো গুলির মূল ধরিয়া টানিয়া যাইলেই ছাল উঠিয়া যাইয়া আঁশা বাহির হইয়া পড়িত। কিন্তু ইহার একটা অসুবিধা, ইহা মাটীতে পোতা থাকে, বলিয়া গাছ কাটিয়া কলের নিকট আনিতে হয়। ইহা ব্যয় সাপেক্ষ। সেই জন্য ইহার ব্যবহার প্রচলিত হইতে পারে নাই। ত্রিভাঙ্কুরের "School of Art" একটী কল প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাতে অধিক ব্যয় পড়ে না। বিশেষ বিবরণের জন্য তাঁহাদিগকে লিখিলে জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে।

এই কলটীর ফ্রেমটী সেগুণ কাষ্ঠের, ইহাতে আঁচড়াইবার ফলক (Scraping Blade এবং নিংড়াইবার রোলার (Squeezing Roller) সংলগ্ন করা আছে। ইহা দ্বারা আঁচড়ান এবং নিংড়ান একত্রেই হইয়া থাকে। কলও খুব ছোট এবং হালকা, এবং যেখানে সেখানে লইয়া যাওয়া যায়। দুঃখের বিষয়, কলটিকে লিখিয়া পাঠকগণকে ঠিক বুঝান যায় না। আমাদের একটী বাঙ্গালী ভদ্র লোক শ্রীযুক্ত মনীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রাসায়নিক উপায়ে কলার পেট্‌কো হইতে আঁশা বাহির করিবার এক উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু এখন আর তাঁহার নাম ও ঠিকানা কিছুই শুনা যায় যায়না। আমরা যখন শুনিয়া ছিলাম, যে

এই উপায়ে নাকি খুব ভাল আঁশাও বাহির হইয়াছিল।

ইংলণ্ডের Messrs Leath and Ellwood ; Leicester, England, এক প্রকার আঁশা বাহির করিবার কল প্রস্তুত এবং আবিষ্কার করিয়াছেন, এই কল এ দেশে আনিয়া কাজ করিতে প্রায় ৬০০০৲ টাকা পড়ে। এ দেশের অবস্থানুসারে ইহা দ্বারা লাভ হইতে পারে না। ইহা ইঞ্জিন সাহায্যে চলিয়া থাকে। কলার আঁশা বাহির করিয়া সে গুলিকে সোডা এবং ক্ষার জলে ধৌত করিয়া লওয়া হয়, তখন ইহার বর্ণের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি হইয়া ভাল রেশমের ন্যায় দেখায়। ইহাকে রেশম এবং কার্পেট সূত্রের ন্যায় রং করা যায়। এবং ইহাকে পিঁজিবার আবশ্যক হয় না। ইহার এক একটী আঁশাই টানা রূপে ব্যবহৃত হয় এবং সূতার 'পড়েন' দিলে ঠিক সিল্কের ন্যায় দেখায়। ১৯০২ সালে আমেদাবাদের প্রদর্শনীতে এইরূপ বস্ত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল, এবং পুরস্কারও পাইয়াছিল। কলার আঁশা দ্বারা কাগজ এবং দড়ী প্রস্তুত ও হইয়া থাকে। কলার আঁশার গুণের তারতম্যানুসারে ২০০ টাকা হইতে ৪০০ টাকা পর্যন্ত টন বিক্রয় হইয়া থাকে। গননা দ্বারা স্থির হইয়াছে, যে, ৫০ লক্ষ কলা পেট্‌কো এবং পাতার ডাটায় প্রায় ২০০০ টন সূতা বাহির হয়। কলার অন্যান্য আরও ঐ পরিমাণ। কদলীর পেট্‌কো হইতে ২৫০ টাকা হিসাবে টন ধরিলেও ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা উঠে। ব্যাপার ত সামান্য নহে!

এদেশের ইহা একটী বিশেষ রকমের ব্যবসায় হইতে পারে। কিন্তু করে কে? উদ্যোগী কৈ? সামান্য কৃষক এবং গৃহস্থ চেষ্টা করিয়া কলার আঁশা কিছু কিছু বাহির করিয়া দড়া, দড়ী, কাপড় প্রস্তুত করাইলেও কম অর্থ বাঁচিয়া যায় না। ৩ আউন্স অর্থাৎ ১॥ ছটাক কার্পাসের সুতায় যে পরিমাণ কাপড় প্রস্তুত হয়, কলার আঁশার ১ আউন্স অর্থাৎ আধ ছটাক আঁশায় সেই পরিমাণ কাপড় বুনিতে পারা যায়। কলার চাষে ফল ও পাতা হইতেও প্রচুর আয় হইতে পারে। কলার মোরব্বা মোচা, থোড়, ফল সমস্তই উৎকৃষ্ট খাদ্য এবং মূল্যবান। কলার ময়দা মাংশ অপেক্ষা পুষ্টিকর এবং লঘুপাক। বারান্তরে কদলীর ময়দার আলোচনা করিয়া দেখাইব। এই রত্ন প্রসূতা ভারতের এমন অর্থকরী গাছ গাছ্‌ড়া অনেক আছে, তাহা বিদেশীয় ব্যবসায়ীগণ প্রচুর পরিমাণে ক্রয় করেন। কলার আঁশাও বিদেশে যায়, অনেক নীলকর, এবং কৃষক সাহেব সম্প্রদায় কলার চাষ করিতেছেন ও এদিকে মনোযোগ দিয়াছেন। আমরা এদেশের লোক হইয়াও দেশের দ্রব্যের ব্যবহার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, অলস এবং উদ্যমহীন, সেই জন্যই আমাদের দেশ এত হীন—দুটী উদরান্নের জন্য লালায়িত। আমরা এ সম্বন্ধে পুস্তকাদিও পড়িনা, আলোচনা ও করি না। কেবল আহার নিদ্রা, বিলাস বিভ্রম লইয়া ঠিক্ যেন নেশাখোরের ন্যায় দুঃখময় জীবন অতি কষ্টে অতিবাহিত করিয়া ভবলীলা সাঙ্গ করি। আর কত দিনে আমাদের মোহ ঘোর ভাঙ্গিবে, আর কতদিনে আমরা কর্ম্মী হইব? আর কত দিনে আমরা আত্মনির্ভরশীল হইতে শিখিব? আমাদের কয়েকটী গ্রাহক কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া কলার আঁশা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়াছেন, তজ্জন্য ধন্যবাদ, আমরা যথাসাধ্য তথ্য জ্ঞাপন করিলাম, কাহারও উপকারে আসিলে কৃতার্থ হইব।

নারকেলের মাখম।

কলাগাছের ন্যায় নারকেলেরও কিছু বাদ পড়ে না। উৎকৃষ্ট খাদ্য হইতে শত-মুখী পর্য্যন্ত নারকেলেই প্রস্তুত হয়। সকল দেশেই দুগ্ধ, ঘৃত এবং মাখমের দুর্দ্দশা, এসকল বিশুদ্ধ মিলা সুকঠিন। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে বিজ্ঞানবলে উদ্ভিজ্জ জাত মাখম প্রস্তুত হইয়া সে অভাব পূর্ণ করিতেছে। এ দেশের বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারি না। এ পর্য্যন্ত ত কেহ যে কিছু করিলেন, তাহাও দেখিতে পাই না। যাক্‌-সেকথা, এখন ইয়োরোপের সর্ব্বত্রই আমাদের দেশজাত নারকেল হইতে মাখম প্রস্তুত হইতেছে, তাহা স্বাস্থ্যকর, সুমিষ্ট এবং পুষ্টিকর। ফ্রান্সের 'ভেজিটেলাইন' নামক যে তৈলাক্ত পদার্থ বিক্রয় হয়, জর্ম্মণীতে "পামিন" "ককুস্ নন" নামক—যে পদার্থ বিক্রয় হয়, তাহা ভারতজাত নারকেলের মাখম মাত্র। এ দেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে শুষ্ক নারকেল খণ্ড বিলাত যায়। জর্ম্মানী, ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডের বন্দরে তাহা প্রচুর পরিমানে বিক্রয় হয়। এই সকল শুষ্ক নারকেল খণ্ড হইতে নানা উপায়ে মাখম প্রস্তুত হয়, তাহা খাদ্য দ্রব্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই শুষ্ক নারকেল খণ্ড "কোব্‌রা" নামে খ্যাত। এই নারকেলের মাখমে ৯০ ভাগ তৈল বা স্নেহ পদার্থ থাকে এবং অতি সামান্যই জল থাকে, সুতরাং আসল মাখম অপেক্ষা নারকেলের মাখম উপকারী, লঘুপাক ও পুষ্টিকর। এই মাখম শীতল স্থানে রাখিলে ৩।৪ মাস অবিকৃত অবস্থায় থাকে।

শুষ্ক নারকেল খণ্ড হইতে মাখম প্রস্তুতের প্রক্রিয়া এদেশের লোকে জ্ঞাত নহে. কিন্তু কাঁচা নারকেল খণ্ড

হইতে অনেকে নিম্ন লিখিত প্রক্রিয়ায় মাখম প্রস্তুত করিতে জানেন।

এইরূপে মাখম প্রস্তুত করা কিছু কঠিন নহে, টাটকা ঝুনা নারকেলকে কুরুনীতে কুরিয়া নিংড়াইলেই নারকেলের দুগ্ধ বাহির হয়, ইহা সকলেই দেখিয়াছেন। সেই দুধকে মন্থন দণ্ড দ্বারা মন্থন করিতে করিতে মাখম বাহির হইয়া উপরে ভাসিয়া উঠে। এই মাখম গালাইলেই ঘৃত হয়, ইহাতে নারকেল তৈলের ন্যায় গন্ধ থাকে না, খাইতেও সুস্বাদু।

কতদিন যে এই মাখম এবং ঘৃত স্থায়ী হয়, তাহা পরীক্ষা সাপেক্ষ।

এ দেশে ব্যবসায়ের হিসাবে কেহ নারকেলের মাখম প্রস্তুত করেন না। সহযোগী "সঞ্জিবনী" একবার বহুদিন পূর্ব্বে এসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন, এবং সংকেতও করিয়াছিলেন যে, কোন বিজ্ঞানে উপাধি প্রাপ্ত ছাত্রকে ফ্রান্স ও জার্ম্মানী হইতে শুষ্ক নারিকেল খণ্ড হইতে মাখম প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা দিয়া আনিয়া এদেশে ইহার শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করা উচিত, কিন্তু প্রশ্ন এই, কে ব্যয়ভার বহন করিবে?

বাস্তবিকই তাই, এদেশের লোক অনর্থক গৃহ বিবাদ বাধাইয়া লক্ষ্য লক্ষ্য মুদ্রা ব্যয়েও কুণ্ঠিত হইবেন না, বরং এক খানার স্থলে পাঁচ খানা মটর গাড়ী করিতেও কুণ্ঠ নাই, কিন্তু দেশের কল্যাণ কল্পে এক কপর্দ্দকও অপব্যয় বলিয়া বোধ হইবে, এমন দেশেও আবার উন্নতির কল্পনা! যাহারা বিলাত যাইয়া বিজ্ঞান ও শিল্প শিক্ষা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা সরল ভাষায় কোন পুস্তকাদিও ত লিখিয়া দেশের উপকার করেন না। বস্ত্র রঞ্জন প্রভৃতির জন্য অনেকে বিলাত ও জাপান গেলেন, কৈ কোন পুস্তকাদিও ত লিখিতে পারিতেন? ঢেঁকির স্বর্গেও মতি গতির পরিবর্ত্তন হয় না। এ দেশের স্বভাব জাত কুঢ়েমি বিলাত হইতে ঘুরিয়া শিখিয়া আসিলেও দেশে আসিয়া পূর্ব্বাবস্থাই প্রাপ্ত হয়।

হাইড্রোসিলের ঔষধ।

অনেকে এই ঔষধটীকে প্রস্তুত করিয়া উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকেন।

এক্ট্রাক্ট বেলেডোনা—২ ড্রাম
গ্লিসারিণ—১ আউন্স
ইক্থিয়ল—১ ড্রাম

একত্র মিশ্রিত করিয়া লেবেল দিয়া বিক্রয় করিয়া থাকেন। ইহা বর্দ্ধিত কোশে লাগাইয়া তুলা দ্বারা বান্ধিয়া রাখিতে হয়। কিয়ংক্ষণ পরে তুলা জলে ভিজিয়া যাওয়ার মত দেখায়।

বিজ্ঞাপন দাতাগণ বলেন যে, ইহা দ্বারা কোশ মধ্যস্থ জল বাহির হইয়া যায়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, গ্লিসারিন থাকার জন্য ইহা স্বভাবতই এইরূপ জল হইয়া যায়, অজ্ঞলোকে তাহাই বিশ্বাস করিয়া থাকে।

যাহা হউক, ইহা কোশ বৃদ্ধির একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ বটে, তাহার সন্দেহ নাই।

গলসী নিবাসী বিষ্ণুচরন সেনের একদিকের একটী কোশ বৃদ্ধি হইয়া জ্বর হইতে ছিল, বর্দ্ধমান হাঁসপাতালে সিবিল সার্জ্জণকে এবং কলিকাতায় হাঁসপাতালে দেখানতে অস্ত্রোপচারই ইহার একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন।

লোকটী অপারেশন করাইতে নারাজ হয়, আমি তাঁহাকে ডাঃ হরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের নিকট লইয়া যাই, তিনি উপরোক্ত প্রিসক্রিপসনটী করিয়া দেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, রোগীকে অপারেশন করাইতে হয় নাই, ২।৪ দিনে বেদনা কমিয়া গিয়াছিল, তাহার পর আর বিশেষঃ কোন উপসর্গ আজ ৩।৪ বৎসর হইতে চলিল দেখা যায় নাই।

মোরব্বা তথ্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ইতি পূর্ব্বে কাজের লোকে মোরব্বা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছিল, আজও কিছু শিক্ষা দিতে বাসনা হইতেছে। পুর্ব্বেও বলিয়াছিলাম, আজও বলিতেছি, মোরব্বার কাজ করিলে কায়িক পরিশ্রম এবং সামান্য অর্থে সহরে ও পল্লীগ্রামে অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারা যায়। নূতন কিছু করিতে পারিলে গ্রাহকের ও অভাব হয় না। ব্যবসাদারের এই রহস্য টুকু বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়।

কলার মোরব্বা।

কলা হইতে অতি উপাদেয় মোরব্বা হয়। ইহা সহজ সাধ্য, অনায়াস লব্ধ জিনিষ।

অর্দ্ধ পক্ক কলা আন্দাজ বা ওজন ১ একসের লইয়া তাহাদের খোসা গুলি ছাড়াইয়া ফেলিয়া দিন, প্রত্যেক কলাটীকে দ্বিখণ্ড করুন, তাহার পর উনানে একটা কড়া চড়াইয়া তাহাতে ২।১ সের জল দিয়া তাহার উপর কতকগুলি খড় দিন; এবং সেই খড়ের উপর কদলি খণ্ড গুলিকে সাজাইয়া জাল দিতে আরম্ভ করুণ। উদ্দেশ্য, ভাপে সিদ্ধ হইয়া যাইবে। যখন বেশ সিদ্ধ হইবে, তখন সাবধানে অন্য পাত্রে কদলীখণ্ড গুলিকে নাবাইয়া রাখুন।

তাহার পর অন্য পাত্রে দেড়সের আন্দাজ চিনি দিয়া একতারবন্দ্ রস প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ১টা লেবুর সমস্ত রস্‌টা দিন, এবং অগ্নির উত্তাপে চড়াইয়া যখন রস ফুটিতে থাকিবে, তখন ইহাতে কদলী খণ্ডগুলি ঢালিয়া দিয়া নাড়িয়া ফুটাইতে থাকুন। ২।৩ বার ফুটিলে নামাইয়া লউন। এখন কলার মোরব্বা হইয়া গেল। ইহা খাইতে অম্ল মধুর, কদলীর সুগন্ধ যুক্ত এবং বড় মুখ প্রিয়। কদলী বলকারক। বিক্রয়ার্থ সুন্দর সাদা মুখ চওড়া বোতলে পুরিয়া বেঁধে দিয়া বিক্রয় করিতে হয়।

১৷৷০ সের চিনির রস, একসের কলা ও জলে ওজনে প্রায় ৪ সের হইবে। বার আনা সের বিক্রয় করিলেও যথেষ্ট লাভ হইবে।

মিকাডোর দৈনিক জীবন।

জাপান সম্রাট প্রতিদিন ঠিক ৫ টার সময় শয্যাত্যাগ করেন। তাহার পর তিনি প্রথমেই মুখ ধুইবার নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপানান্তর রাত্রিকালের বস্ত্রাদি পরিত্যাগ করেন। ৭ টার সময় ব্রেক ফাষ্ট বা প্রাতঃকালীন আহারাদি সমাপন করিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করেন। ৯ ঘটিকার সময় ডাক্তার আসিলে তাহাকে শরীর পরীক্ষা করা হয়। তাহার পর রাজ মহিলাগণ সম্রাট সম্মুখে উপস্থিত হন। এই সময় সম্রাট একবার সেনাপতির পরিচ্ছদ পরিয়া ১০টার সময় অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। মধ্যাহ্ন ভোজনের পূর্ব্বে অধ্যয়নগৃহ পরিত্যাগ করেন এবং ২টা পর্য্যন্ত বিশ্রামাগারে অবস্থান করেন।

তাহার পর ২টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত রাজ কার্য্যে ব্যস্ত থাকেন, যদি কার্য্যের তত আধিক্য না থাকে, তবে তিনি ৩টার পরই অধ্যয়নাগার পরিত্যাগ করিয়া স্নানাগারে প্রবেশ করেন। সম্রাট প্রতিদিনই স্নান করেন।

সন্ধ্যা ৬টার সময় সান্ধ্য আহার প্রস্তুত থাকে। এই আহারের পর রাত্রিতে রাজ্ঞী এবং রাজ সহচরীগণের সহিত কবিতা, সাহিত্য প্রভৃতির আলোচনায় প্রবৃত্ত হন, রাত্রি ৯টার সময় ডাক্তার আর একবার উপস্থিত হন। তাহার পর ১০৷৷ বা ১১টার সময় সম্রাট শয়ন কক্ষে প্রবেশ করেন।

প্রাতে অধ্যয়নাদি শেষ হইলে তিনি সেনানীর পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ বর্ণের ফ্রক কোট এবং পায়জামা পরিধান করেন। কথিত আছে, সম্রাটের এই পরিচ্ছদ সেকালের ফ্যাসনের, কিন্তু তিনি প্রাচীন রীতিনীতির বিশেষ পক্ষপাতী এবং অনুরাগী। তাঁহার রাত্রি কালের পরিচ্ছদ (night gown) শ্বেতবর্ণের। যে পরিচ্ছদ তিনি একদিন একবার ব্যবহার করেন, সে পরিচ্ছদ দ্বিতীয়বার ব্যবহার করেন না। এই পরিচ্ছদ রাজ প্রাসাদের কর্ত্তব্য কার্য্যে নিযুক্ত কোন কর্ম্মচারীকে অথবা কোন রাজকর্ম্মচারী যাঁহার রাজ সংসারে, আর কাজ নাই, এমন পুরাতন কর্ম্মচারীকে প্রদত্ত হইয়া থাকে। কামিজ, মোজা এ সকল একদিন ব্যবহারের পরই ঐ রূপে বিতরিত হইয়া থাকে।

বৎসরের মধ্যে দুইবার তিনি প্রাচীন জাপানী পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইয়া সাধারণের নয়ন পথে উপস্থিত হন। সে বৎসরের প্রথম এবং তৃতীয় দিনে। এই শেষোক্ত উৎসবটীর নাম পৃথিবীর চতুষ্কোণ পূজা, এই দিনকে জাপানী ভাষায় বলে "শনোহেই" বৎসরের অপর সমস্ত দিনেই সম্রাট সেনাপতির পরিচ্ছদ পরিয়া থাকেন। সম্রাট একবার মাত্র সেই সেনানীর বেশে বাহির হইয়াছিলেন মাত্র। ইউকোহামাতে শরৎকালে একখানি রণতরীর উৎসব উপলক্ষে নৌ সেনানায়কের পরিচ্ছদে বাহির হইয়া ছিলেন এবং এই রূপ নৌসেনানীর পরিচ্ছদে এইরূপ কদাচিত ঘটনায় কখন কখন বাহির হইয়া থাকেন।

জাপান সম্রাটের খাদ্য সামগ্রী অতি সাদাসিধা, বোধ হয় জগতের সমস্ত সম্রাটের খাদ্য অপেক্ষা সামান্য রকমের। এমন কি জাপানের অনেক উচ্চ রাজকর্ম্মচারী অপেক্ষাও সাদাসিধা ধরণের। দুই প্রকার সুপ এবং তিন প্রকার ডিশ মাত্র আহার করেন। প্রাতঃকালে এত সাদাসিধা খাদ্য আহার করেন যে, জাপানের অতি দীন প্রজাও সেইরূপ খাইয়া থাকে।

সম্রাট প্রতিদিন স্নান করিয়া থাকেন, শীতকালে গরম জলের টবে গাত্র নিমজ্জিত করিয়া স্নান করেন এবং গ্রীষ্মকালে কৃত্রিম বৃষ্টির ন্যায় ঝাঁঝরীর জলে স্নান করিয়া সুখানুভব করেন। রাজ পরিচারিকাগণ টবে করিয়া জল প্রস্তুত রাখে, তাহার পর সম্রাট স্নানাগারের একখানি ৪ ফুট চতুষ্কোণ উচ্চ আসনে উপবেশন করিয়া ঝরণার জলে স্নান করিয়া থাকেন। পরিচারিকাগণও মাথায় জল ঢালিয়া দেয়।

রাজপ্রাসাদের সমস্ত পরিচারক এবং পরিচারিকার অতি অবশ্য এবং ১ম কর্ত্তব্য, সকলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং পবিত্র থাকিবে, এমন কি নিজের বস্ত্রাদি স্পর্শ করিলে তৎক্ষণাৎ হস্ত প্রক্ষালন করিতে হইবে, এমন কি যদি গাত্রের কোন স্থানে কিছু লাগে, তাহাও হস্ত দ্বারা স্পর্শ

করিবার যো নাই। তাহাদের বক্ষ মধ্যে একপ্রকার কাগজ থাকে, তাহা দ্বারা পরিষ্কার করিতে হইবে। জাপানিরা রাজ প্রাসাদকে পবিত্র ধর্ম্মালয়ের ন্যায় বিবেচনা করিয়া থাকে।

জাপান সম্রাট মিকাডো প্রতি ২দিন অন্তর ক্ষৌর কর্ম্ম সমাধান করান। রাজ নরসুন্দর প্রতিদিন সম্রাটের চুলের পারিপাট্য করিয়া দেয়, এখন একজন রাজ পরিচারিকা এইকার্য্যে নিয়োজিত আছে।

সম্রাট বেশী কথা বলেন না এবং যাহার তাহার সঙ্গে আলাপ করেন না। তাঁহার অশ্ব এবং কুকুরের সখ আছে। সম্রাটের মন যদিও জাপান সাম্রাজ্যের ন্যায় সাম্রাজ্যের গুরুতর রাজ কার্য্যে সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ থাকে, তথাপি তিনি শিল্পপ্রিয়, নিজে অনেক শিল্পে বিশেষ পারদর্শী এবং অনুরাগী।

রাজ প্রসাদে ভোজ প্রভৃতি হইলে তিনি গৃহ সজ্জা প্রভৃতিতে যেরূপ উপদেশ দেন, তাহা সুরুচি এবং উচ্চ শিল্পের পরিচায়ক।

ক্ষীণতা রোগ।

স্ত্রীলোক অতিশয় মোটা হইলে বাস্তবিক সে একটা ভয়ানক জীব হয়। যে সকল স্ত্রীলোক শ্রম কাতরা, বসিয়া বসিয়া দিনাতিপাত করেন, তাঁহারাই প্রকৃতির এই কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া কষ্টভোগ করেন।

আবার অনেক মহিলা স্বভাবতই ক্ষীণাঙ্গী—মেদ বৃদ্ধিও যেমন একটা রোগ, মেদক্ষয়ও সেইরূপ একটী পীড়া। এইরূপ রুগ্না স্ত্রী লইয়া সংসার উন্নতি করা কঠিন, তাই সহধর্ম্মিণীর এরূপ অবস্থাটী উপেক্ষার নহে। এই মেদক্ষয়ে ভবিষ্যতে ক্ষয়রোগ আনয়ন করিয়া থাকে। এইরূপ ক্ষীণতা উপেক্ষা করিয়া অনেক সংসার শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। সেইজন্য এসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা মন্দ হইবেনা। জগতের কৃতবিদ্য চাকিৎসকগণ বলেন, অমিতাচার, আহারে উপেক্ষা ব্যায়ামের অভাব, অধিক সন্তান প্রসব এবং ক্রোধ, হিংসা, অতি পরিশ্রম, এই গুলি এই ক্ষীণতার কারণ। শরীরকে মোটা করাতে হইলে মনের স্ফূর্ত্তি একটী অতিবড় ঔষধ, তাহা সর্ব্বাগ্রেই স্মরণ করা উচিত। অমিতাচার ও অতি বিলাসিতায় স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া পড়ে, যথানিয়ম আহার আবশ্যক। স্বভাবের নিয়ম লঙ্ঘন করিলে কাহারও পরিত্রাণ নাই। ইহা স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই স্মরণ রাখা উচিত।

ক্রোধ এবং হিংসা এই দুইটীরই বিষময় ফল আছে, যথাসাধ্য দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করিতে হইবে। অতি পরিশ্রমে শরীর ক্ষীণ হয়, পরিশ্রমের অভাবেও স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। এই সকল স্ত্রীলোকের পক্ষে নিম্নলিখিত খাদ্যের ব্যবস্থা করিলে সুফল হইয়া থাকে।

প্রায় বাঙ্গালী স্ত্রীলোক মাত্রেই পিত্ত প্রধান ধাতু বিশিষ্টা। অধিক মৎস্য, লঙ্কা, আলু, পেয়াজ প্রভৃতি অনিষ্টকর; মাংসও হিতকর নহে। ইহারা যাহা খায়, তাহা হইতে শরীরের পুষ্টি সাধন হয় না।

(১) উত্তমরূপে চিবাইয়া প্রত্যেক কঠিন খাদ্য উদরস্থ করা উচিত।

(২) খাইতে খাইতে গল্প গুজব হাস্য কৌতুক ইহাদের পক্ষে হিতকর।

(৩) একেবারে অনেক খাওয়া অপেক্ষা অল্পে অল্পে অনেক বার খাওয়া স্বাস্থ্যকর।

(৪) মধ্যাহ্ন আহারের পূর্ব্বে প্রাতঃকালে যদি গরম দুগ্ধের সহিত কিঞ্চিৎ চিনি দিয়া প্রত্যহ খাইতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে আশাতীত উপকার হইয়া থাকে। চিনি এবং দুগ্ধের মেদ বৃদ্ধির বিশেষ ক্ষমতা আছে।

(৫) স্নানের পর ইংরাজ মহিলাগণ একটু নিদ্রা যান, ইহাকে "বিউটী স্লীপ" বলে। বাঙ্গালী মহিলাগণের আহারের পরে একটু নিদ্রা যাওয়া মন্দ নহে। রাত্রে সকাল সকাল খাইয়া দশটার মধ্যে শয়ন করা হিতকর। মানসিক প্রফুল্লতা সকলের উপর। মনের সুখ না থাকিলে স্ত্রী পুরুষ কাহারও স্বাস্থ্য ভাল থাকিতে পারে না। যদি এই সকল করিয়াও আশানুরূপ সুফল না হয়, তাহা হইলে হোমিওপ্যাথিক নিম্নলিখিত ঔষধ কয়েকটীতে উপকার হইবে, আমরা অনেক স্থলে হোমিওপ্যাথিকের অদ্ভুত কার্য্য কারিতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি।

ক্ষীণতা রোগকে ডাক্তারীতে বলে মারাসমস Marasmus। সার্সাপেরিলা, আয়োডিন, নেট্রাম, আব্রোটেনাম এই কয়েকটী ঔষধ উপকারী।

গলাসরু, ত্বক কুঞ্চিত এরূপ ক্ষীণাঙ্গীর পক্ষে সার্সাপেরিলা ভাল। সার্ব্বাঙ্গীন ক্ষীণতায়—আয়োডিন ভাল। রোগী বেশ খায়, কিন্তু শীর্ণ, বিশেষ গলা সরু যাঁহার বিশেষ লক্ষণ, এরূপ রোগীর নেট্রামমিউর ভাল। আব্রোটেনামের রোগীর শীর্ণতা সার্ব্বাঙ্গিক, তবে পদদ্বয় আরও ক্ষীণ, ক্ষুধা রাক্ষসবৎ। পাঠকগণ পরীক্ষা করিতে পারেন। তবে লিউকোরিয়া, গণোরিয়া, প্রভৃতি রোগ থাকিলে ক্ষীণতার কারণ দূরীকরণের জন্য অগ্রে সেই সকল রোগের প্রতিকার করা উচিত।

জাপানী ডাক্তারের ফি।

জাপানে ডাক্তারের ফি বা দর্শনী নাই। সেখানকার ডাক্তার কখনও স্বপ্নেও তাহা পাইবার আশা করেন না, ইহারা প্রত্যেক রোগীকেই সযত্নে দেখিয়া

থাকেন, অর্থের প্রত্যাশা রাখেন না। জাপানে ভ্রাতৃভাবের পূর্ণ আদর্শ বিদ্যমান। ইহাদের সমাজে যে ডাক্তার যুদ্ধ, এবং দুর্ভিক্ষাদির দুঃসময়ে রোগীর নিকট অর্থ গ্রহণ করেন সে ডাক্তার দস্যু মধ্যে পরিগণিত "when the twin enemy & poverty invades home, then he when takes naught from that house even if be given him is a robber" জাপানী-জীবন সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার সময় বক্তাগণ সর্ব্বদাই বলেন, ডাক্তার যে রোগীর রোগ দেখিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন তাহা নহে, তাহার অভাব মোচন এবং অর্থ সাহায্যও করিবেন। "A Doctor not only given his time and medicines free to sufferer but he will also give him money to tide over his dire necessities এখানকার প্রত্যেক ডাক্তারই স্বহস্তে ঔষধ প্রস্তুত করেন। জাপান সাম্রাজ্যের মধ্যে কদাচিৎ ডিস্‌পেনসারী বা ঔষধের বিক্রয়ের দোকান দেখা যায়। যদি কোন সম্ভ্রান্ত লোকও ডাক্তারের নিকট আইসে, ডাক্তার তাঁহার নিকটও কিছুই পাইবার আশা রাখেন না। রোগী আরোগ্য হইয়া উপহার স্বরূপ ডাক্তারকে যদি স্বীয় সদাশয়তা গুণে কিছু উপহার স্বরূপ পাঠাইয়া দেন, ডাক্তার সহাস্য বদনে নতশিরে তাহা গ্রহণ করিয়া ধন্যবাদ প্রদান করিয়া থাকেন. এই স্থানেই আদান প্রদানের কথা সমস্ত চুকিয়া যায়।

এমন স্বজাতি বৎসল জাতিও আবার বড় না হয়? এ দেশের দরিদ্র রোগী চিকিৎসকের চৌকাট পার হইতে সাহসই করে না। এ দেশের ডাক্তারগণ দ্বারে যে দরিদ্র চিকিৎসা বলিয়া লিখিয়া থাকেন তাহাও দরিদ্রদের দ্বারা পশার প্রতিপত্তি বৃদ্ধির আশায়। বরং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ বিনামূল্যে কিছু কিছু ঔষধ দেন, কিন্তু এলোপ্যাথিক ঔষধ বিনামূল্যে কেহই দেন এমনত দেখা যায় না। খুব জাঁকাল রোগী না হইলে ডাক্তারের কর্ণ কুহরে দীনের কাতর কাহিনী প্রবেশই করিতে পারে না। চিকিৎসার দর্শনীর হার এদেশে ভয়ানক বৃদ্ধি হইয়াছে, দরিদ্রের রোগ চিকিৎসা করান অসাধ্য। সহরে হাসপাতালাদি দ্বারা অনাথ দীনের উপকার হয়, কিন্তু পল্লী গ্রামের রোগী বাঁচিয়া থাকে কেবল দয়াময়ের করুণার গুণে। জাপানের ন্যায় এদেশেও পূর্ব্বে চিকিৎসকগণ বিনা ব্যয়ে দরিদ্র রোগ চর্য্যা করিতেন, নিঃস্বার্থ পরায়ণতা তখন ধর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত ছিল। এ দেশের চিকিৎসক মহোদয়গণ! দীন দুঃখী রোগ যন্ত্রণায় কাতর হইয়া আপনাদের দ্বারে শান্তি পাইবার আশায় যায়, তাহাদিগকে আপনারা সযত্নে দেখিতে ত্রুটী করিবেন না। জীবন রক্ষার তুল্য মহৎ ধর্ম্ম আর নাই। ভগবান আপনাদের মঙ্গল করিবেন। শুধু অর্থই মানুষের লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়, মহত্ত্বেরও আবশ্যক আছে। মহত্ত্বই নরজীবনকে অমরত্ব প্রদান করে। এ অমরত্ব লাভ আপনাদের আয়ত্বাধীন। মানুষ সুনাম রাখিয়া যাইলেই তাহারা জীবন অমর এবং সার্থক হয়। জাপানের ডাক্তারগণের উক্ত আদর্শ সমগ্র জগতের অনুকরণীয়। ধন্য জাপান ধন্য জাপান।

গার্হস্থ্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

মাছি তাড়াইবার উপায়।

কাল গোল মরিচ চূর্ণ ১ চামচে চিনির সহিত মিশাইয়া একখানা ডিস্ বা প্লেটে দিয়া রাখিলে মাছি পলাইয়া যায়।

ব্লটীং কাগজের কয়েক খণ্ড লইয়া অয়েল ইউকালিপটসে ডুবাইয়া ঘরে রাখিলে মাছি পলাইয়া যায়। ইউকালিপটাসের সঙ্গে পেনিরয়াল অয়েল সম পরিমাণ মিশাইলে আরও ভাল হয়।

১ খণ্ড স্পঞ্জকে গরম জলে ডুবাইয়া তাহাতে ৩০ ফোঁটা আন্দাজ অয়েল ল্যাভেণ্ডার দিয়া ঘরের মধ্যে রাখিয়া দিলে ইহা ত হবেই ও সারাদিন ল্যাভেণ্ডারের সৌরভ থাকিবে. কিন্তু ইহা মাছির পক্ষে অসহ্য। পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত মাছিই সমস্ত পীড়ার বীটানু আনিয়া মানব শরীরে প্রবেশ করাইয়া সর্ব্বনাশ ঘটায়, আধুনিক ডাক্তারগণের এই মত। সুতরাং মাছির জন্য সতর্ক হওয়া আবশ্যক।

সহজ শিল্প প্রস্তুত প্রণালী।

Satin polish.

সাটীন পালিস।

ইহা কাল জুতার পালিস, লাগাইবা মাত্র চক্ চক্ করিয়া থাকে।

প্রস্তুত প্রণালী।

ভিনিগার বা সিরকা আধসের, বৃষ্টির জল, বা পরিস্কৃত জল এক পোয়া, একত্র মিশ্রিত করিয়া ইহাতে

বকম কাষ্ঠ চূর্ণ ১০।১২ তোলা।
সিরিস চূর্ণ ৫ তোলা।

সফ্ট্ সোপ্ ওজনে পাঁচ আনা।
আইসিং গ্লাস ।/•
নীল (Indigo) ।/•
দিয়া একটী হাড়ীতে মুখ বন্ধ করিয়া ১০।১৫ মিনিট অগ্নির উত্তাপে ফুটাইয়া লইয়া ঠাণ্ডা হইলে শিশি বন্ধ করিয়া লেবেল দিয়া বিক্রয় করিতে হয়।

বকমকাষ্ঠ, নীল বড়ী, শিরিষ, বেনের দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়। সফ্ট সোপ আইসিং গ্লাস কেমিষ্টের দোকানে পাওয়া যাইবে।

ব্যবহার বিধি:—একটু চাপিয়া স্পঞ্জ দ্বারা জুতায় পোঁচড়া দিয়া টানিয়া যাইলে সাটিনের ন্যায় চক্ চকে হইয়া যায়, ঘসিতে হয় না। তারে একখণ্ড স্পঞ্জ আঁটিয়া কর্কের সহিত সংলগ্ন করিয়া রাখিলে কর্ক দেওয়াও চলে এবং স্পঞ্জটাও থাকে। বিলাতি সাটীন পালিশের শিশিতে এইরূপ দেওয়া থাকে।

অশ্বগন্ধা।

অশ্বগন্ধা একটী আয়ুর্ব্বেদীয় গুল্ম বিশেষ, টাপারী, গুড় কামানী, বেগুণ প্রভৃতি গাছের ন্যায় জন্মে। বর্দ্ধমান জেলায় দামোদর প্রভৃতি নদীর ধারে ইহা আপনা হইতে জন্মিয়া থাকে। বাঙ্গালীর মধ্যে বর্ত্তমান সময়ের প্রসিদ্ধ কৃষিতত্ত্ববিদ শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে মহাশয় বলেন, অশ্বগন্ধার পাতা হইতে চায়ের ন্যায় অশ্বগন্ধার চা প্রস্তুত করিয়া তিনি স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, ইহা শ্রমশান্তি নাশক, কোষ্ঠ পরিষ্কারক, এবং স্নায়ুশক্তি ও শুক্রবর্দ্ধক। আয়ুর্ব্বেদীয় রাসায়নাদি অশ্বগন্ধা সাহায্যে প্রস্তুত হইয়া থাকে। বলবৃদ্ধি করিতে আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহা একটী অতি আবশ্যকীয় এবং অদ্বিতীয় ঔষধ মধ্যে পরিগণিত। চায়ে যেমন অনিদ্রা কোষ্ঠ বদ্ধতা আনয়ন করে, অশ্বগন্ধায় তাহা হয় না।

এই অশ্বগন্ধা একটী লাভজনক কৃষিকার্য্য। বাজারে ইহার মূল ও ডাঁটা বিক্রয় হয়। প্রবোধ বাবু অশ্বগন্ধাকে "আয়ুর্ব্বেদীয় চা" আখ্যা দিয়াছেন। আমাদের বাঙ্গালী যাঁহারা চার বড় বিশেষ পক্ষপাতী, তাঁহারা অশ্বগন্ধার পাতাকে চা রূপে পান করিলে উপকার পাইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল সর্ব্বাধিকারী মহাশয় চায়ের পরিবর্ত্তে একবার বাঙ্গালা চায়ের কথা বলিয়াছিলেন, তিনি বলেন, লোকে চায়ের পরিবর্ত্তে শুষ্ক বিল্বপত্রকে ঠিক চা প্রস্তুতের প্রণালীতে প্রস্তুত করিয়া পান করিলে অশেষ উপকার উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বিল্বপত্রের এরূপ ডিককৃশন যে বায়ুনাশক, আমাশয় প্রশমনকারক এবং কোষ্ঠ পরিষ্কারক হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। যাক্, এখন ইহার চাষ সম্বন্ধে কিছু বলিব।

অশ্বগন্ধার চাষ করিতে হইলে বেগুণ প্রভৃতির যেমন চাষ করিতে প্রথমে একটা হাপর করিয়া মাটীর পাট করিয়া তাহাতে বীজ রোপন করিতে হয়, ইহারও চাষ সেইরূপ ৭।৮ দিনের মধ্যেই চারা বাহির হয়, এই চারাগুলি যখন ৪।৫টী পাতা মিলিতে থাকে, তখন ক্ষেত্রান্তরে আষাঢ়ের প্রথমেই বৃষ্টি হইলেই রোপন করিতে হয়। দুই তিন হাত ব্যবধানে চারা রোপণ করিতে হয়। ক্ষেত্রে রোপণের সময় প্রত্যেক গাছের গোড়ায় গোবর সার কিছু কিছু দেওয়া উচিত।

আষাঢ়ের প্রথমে গাছ রোপণ করিলে শ্রাবণের শেষভাগে প্রথম পাতা ভাঙ্গিয়া ফেলা উচিত। বৎসরের মধ্যে ২।৩ বার পাতা ভাঙ্গিয়া দিলেও ক্ষতি হয় না। এই পত্রগুলি চায়ের ন্যায় ব্যবহৃত হইতে পারে। ভাদ্র মাস হইতে ইহার ফল ধরিতে আরম্ভ হয়। প্রবোধ বাবু বলেন, ফল না হইতে দেওয়াই ভাল। ইহাতে অশ্বগন্ধার গুণের তারতম্য হইয়া পড়ে। গাছের মূল যত মোটা হইবে, ততই ইহার গুণ ভাল হয়। ২।৩ বৎসর পরে মূল তুলিয়া বিক্রয় করা যাইতে পারে। সম্ভবতঃ ইহার বীজ ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং আসোসিয়েশন এবং কলিকাতার অন্যান্য নরসারী গুলিতে পাওয়া যাইতে পারে। কলিকাতার কবিরাজেরা অশ্বগন্ধা ক্রয় করিয়া থাকেন। ইহার মূল বিলাত যায় কি না, তাহা বলিতে পারি না। ইহার চাষ দোআঁশ জমীতে হইবার উপযুক্ত। বেগুন প্রভৃতি যেরূপ ক্ষেত্রে জন্মিতে পারে এবং ঐ সকল চাষে যেরূপ ক্ষেত্রের পাট হওয়া উচিত সেইরূপ হইবে। দেশের কৃষকগণ দোআঁশ জমীতে কিছু কিছু অশ্বগন্ধার চাষ করিলে ইহা অধিক মূল্যে বিক্রয় হইতে পারে। এই গুণ লাভজনক কৃষিকার্য্য মধ্যে ধরা যাইতে পারে।

সর্প বিষের ঔষধ।

এই বর্ষাকাল বড় ভয়ানক, এই সময়েই সর্প অধিক জন্মে, পাঠকগণকে সেইজন্য প্রতি বৎসরই আমরা স্মরণ করাইয়া দিতে চাই।

১। মশারি এবং খাটিয়ার উপর ব্যতীত রাত্রিকালে কদাচ শয়ন করা উচিত নয়।

২। আলোর জন্য কার্পণ্যতা করিয়া অনেকেই জীবন হারাইয়া বসেন, লণ্ঠন ও আলোক ব্যতিত এক পাও অগ্রসর হওয়া উচিত নয়।

৩। ফিনাইল এবং কার্ব্বলিক অ্যাসিড্ জলে গুলিয়া বাড়ীর অলি গলিতে ঢালিয়া দেওয়া উচিত, সর্প ভয় কম হয়।

৪। কাজের লোককে যে ভিনিগার দ্বারা সর্পদংষ্ট ব্যক্তির চিকিৎসার কথা বলা হইয়াছিল, তাহা স্মরণ রাখিবেন। দংশিত স্থানের উপরে বন্ধন দিয়া ভিনিগারের পটী বসাইয়া দিবেন। ভিনিগারের দাম অতি সামান্য, ।৵০ আনায় ১ বোতল পাওয়া যায়। সাহেবরা ভিনিগার খায়। "কাজের লোক" প্রথম বর্ষে ইহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইয়াছিল।

৫। পত্রান্তরে প্রকাশিত হইয়াছিল, এক ব্যক্তি সাপ এবং নেউলের ঝগড় দেখিয়াছিলেন, তিনি দেখিয়াছিলেন, সাপ নেউলকে কামড়াইলে সে তৎক্ষণাৎ কুঁচে—যাহাকে কেঁচো বলে, বর্ষাকালে ইহারা মাটী ভেদ করিয়া বাহির হয় দেখিয়াছেন, সেই কেঁচোর গাত্রের লাল চাটিয়া আসিয়া পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। দর্শক বলেন, ইহা হইতে তাহার অনুমান হইয়াছিল যে, এই কেঁচোর লাল হয়ত সর্প দংশিত রোগীর উপকারে আসিতে পারে, এই অনুমানে তিনি ২।৩টী সাপে কামড়ান রোগীকে কেঁচোর লাল জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া এক ঘণ্টা অন্তর দিয়া জীবন রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। পাঠকগণ ইহার সত্যতা অবশ্য পরীক্ষা করিবেন।

৬। ১ জন সন্ন্যাসী বলিয়াছিলেন, যে, লজ্জাবতীর মূল ও পাতার রস এবং লাল গন্ধকের দেশলাইয়ের লাল অংশ টুকু একত্র মিশ্রিত করিয়া দংশিত স্থানের উপরে বন্ধন দিয়া চ পাইয়া দিলে রোগী মরে না। রোগীর কানের নিকট শাঁক বাজান উচিত, অর্থাৎ রোগী যেন ঘুমাইয়া না পড়ে। এই ঔষধটীর মধ্যে দেখা যাইতেছে যে, লজ্জাবতী লতা আয়ুর্ব্বেদ মতে সর্প বিষয়, বিশুদ্ধ ফস ফরাস লাল দেশলায়ের মুখে থাকে, ইহাও ভয়ানক বিষাক্ত, হয়ত বিষে বিষক্ষয় হইয়া পড়ে। সাপে কামড়ান রোগীর শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হয়, ফসফরাস পাশ্চাত্য চিকিৎসা মতে সর্দ্দি চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাও পরীক্ষা করা বিধেয়। দংশিত স্থানের উপরে সজোরে বন্ধন দেওয়া সর্প বিষ চিকিৎসার প্রথম কাজ, এইটীতে গলদ করিলে রোগীর চিকিৎসার আর পথ থাকে না। চিকিৎসকাদি ডাকিবার পূর্ব্বে উপরি উপরি দুইটী বন্ধন আগেই দিয়া তবে অন্য উপায় দেখা উচিত।

দংশিত স্থানে কার্ব্বলিক অ্যাসিড বা পার মাঙ্গ নট অফ্ পটাসাদি দেওয়া পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের মতে অহিতকর বলিয়া সপ্রমাণিত হইয়াছে, তাহা ইতি পূর্ব্বে কাজের লোকে প্রকাশ করিয়াছিলাম।

দংশিত স্থানের উপরে আগে বন্ধন দিয়া বরং লোহা পোড়াইয়া ক্ষত স্থান বিশেষরূপে দগ্ধ করিয়া দেওয়াও ভাল। এদেশের অনেকেই অনেক জানেন বটে, কিন্তু হতভাগ্য দেশের অজ্ঞ লোকে তাহা প্রকাশ করে না। এই জন্য অনেক বিষয়ই চিরতরে নষ্ট হইয়া গিয়াছে ও যাইতেছে।

A Friendly Talk to unemployed.

বেকার বন্ধুর উপদেশ।

এ জগতে কর্ম্মেরও অভাব নাই, অর্থেরও অভাব নাই। একটু ঐকান্তিক চেষ্টা থাকিলেই কর্ম্ম এবং অর্থ উভয়ই পাওয়া যায়, অর্থের স্বাচ্ছল্য হইলে সম্মানও পাওয়া যায়। কিন্তু শুদ্ধ ফাঁকা মানের জন্য অকর্ম্মণ্য ও নিশ্চেষ্ট হইয়া নাকে কাঁদিলে দুঃখ ঘুচে না। সৌভাগ্য কাপুরুষ এবং অলসের জন্য নয়—সৌভাগ্য এই সংসারের জীবন-সংগ্রামের বীরকেই বরণ করিয়া থাকে। অলস কাপুরুষ,—যাহারা বসিয়া বসিয়া পর প্রত্যাশী হইয়া সৌভাগ্য-লাভের আশা করে, তাহারা ভ্রান্ত এবং প্রতারক। কেন ? করণীয় কাজ কি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না ? যদি স্বাধীন-জীবিকার জন্য প্রকৃতই ইচ্ছুক হও, তবে অগ্রসর হও, অসংখ্য উপায় তোমার সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে দেখিতে পাইবে। যাহার মূলধন নাই, সহায়-সম্পত্তি নাই, তাহার মান অপমান ভাবিলে চলে না। তাহাকে পরিশ্রম করিতেই হইবে, কঠোর সাধনা করিতেই হইবে, তবে অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইবে। এদেশের যেদিন আপামর সাধারণ মান অপমান ভুলিয়া গিয়া প্রত্যেকে অন্ততঃ নিজের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহোপযোগী কিছু উপার্জ্জন করিতে পারিবে, সেই

দিনেই জাতীয় উন্নতিই বল, আর দেশের উন্নতিই বল, তাহার সূত্রপাত হইবে।

অনেক পল্লী যুবকই বলে, "বাবা যাহা করিয়াছেন, তাহাতে কাজ করিয়া খাইতে হইবে না।" এই হতভাগ্যদের অনেকেরই অবস্থা শেষে শোচনীয় হয়, কলসীর জল গড়াইতে গড়াইতে যেমন দুদিনে কলসীশূন্য হইয়া যায়, সেইরূপ মুষ্টিমেয় পিতৃ-উপার্জ্জিত অর্থ ও সম্পত্তি অলস, অকর্ম্মণ্য, দাম্ভিক, অসার পুত্রনামবাচ্য বংশের মহাশত্রুর হস্তে লোপ পায়—ক্রমে বংশমর্য্যাদাও সমাজে নগণ্য হইয়া পড়ে। কিন্তু আমাদের মুসলমান ভ্রাতাদের অনেকেরই পিতৃ-সম্পত্তি থাকে না, বা থাকিলেও তত দৃষ্টি রাখেনা। সেইজন্য প্রত্যেকে কিছু না কিছু উপার্জ্জন করিবার চেষ্টা করিয়া ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হয়; এটা তাহাদের জাতীয় শুভলক্ষণ, তাহার সন্দেহ নাই। কলিকাতা সহরে আমরা বিশেষ মনোযোগের সহিতই লক্ষ্য করিয়াছি—বাঙ্গালীর ব্যবসায় বুদ্ধি অপেক্ষা মুসলমানের ব্যবসায় বুদ্ধি কিছু প্রখর বটে। ইহাদের উদ্ভাবনীশক্তি আছে, ইহারা শ্রমশীল। দেখিয়াছি, কোন মেলা বা উৎসব হইলে ইহারা কাগজের অসংখ্য ছাতা বিক্রয় করিয়াই প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া মূলধন সংগ্রহ করে, কাগজের টুপি, কাগজের মুখস, মাটীর পুতুল ও খেলনা, পাখা, দড়ির সিকে, ছোট ছোট মাটীর টবে কাগজের ফুলগাছ, শোণ বা পাট দিয়া কুকুর বাঁদর করিয়াও বিক্রয় করে। অসংখ্য বালক বালিকা তাহা ক্রয় করিয়া থাকে। ইহাদের প্রত্যেক লোককে আমরা পয়সা দিয়া ডাকিয়া জানিয়াছি, ইহারা দৈনিক ৩।৪ টাকা উপার্জ্জন করে। এইরূপ ফেরিওয়ালা এই করিয়া মূলধন সংগ্রহ করতঃ চাঁদনী ও অন্যান্য স্থানে ভাল কাটা কাপড়ের দোকান করিতেও সক্ষম হইয়াছে। অনেক মুসলমানমহিলা মেটেবুরুজ প্রভৃতি স্থান হইতে পেনিকোট, ছেলেদের জামা, মেয়েদের সেমিজ বড়ী বেলা ১০টার পর ঘরে ঘরে বিক্রয় করিয়া যায়। অলস অকর্ম্মণ্য হইয়া পরান্ন ধ্বংস করা অপেক্ষা সদুপায়ে এইরূপে উপার্জ্জন করাটা কি তোমার পিতৃধনাভিমান অপেক্ষা সংকীর্ণতায় পরিচায়ক? হায়, হায়, আজ তুমি পিতার ধন দেখিয়া ধরাকে সরা দেখ, আর বসিয়া বসিয়া ভাত মার, গ্রামে দলাদলির ঘোঁট কর; তোমার নির্লজ্জতার বহর দেখিয়া বাস্তবিক কর্ম্মী-জগত স্তম্ভিত হইয়া যায়। পিতার উপার্জ্জিত অতি মুষ্টিমেয় অর্থ আর কাঠাকতক অজন্মা জমী দেখিয়া লম্বা কোঁচা দোলাইয়া বেড়াও, কিন্তু ঐ তোমার বেঙ্গর আধুলির ন্যায় সম্পত্তির কথাটা ভুলিয়া গিয়া দেখ দেখি, তোমার নিজের কি আছে? তুমি কয় পয়সা জীবনে উপার্জ্জন করিয়াছ, বা কয়জন লোকের অন্ন সংস্থান করিতে পারিয়াছ? যদি ১০৲ টাকাও উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইতে, নিজের পরিশ্রমে নিজের বুদ্ধিতে কিছু করিতে পারিতে, তবে তোমার সকল অভিমান, আবদার সহ্য করা সমাজের পক্ষেও অসাধ্য হইত না। কূপমণ্ডুকের ন্যায় তুমি পল্লী-সন্তান দুনিয়ার কোন সন্ধানই রাখনা, তাই তোমার অভিমান হয়—মান পাইবার জন্য কাতরাইয়া বেড়াও! কিন্তু তুমি ভাব কি, তুমি পরস্বাপহারী, ভিক্ষুক অপেক্ষা কোন অংশে উচ্চ নও?—একজন মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া তবে কিছু সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, আর তুমি বসিয়া বসিয়া সেই কষ্টোপার্জ্জিত অর্থে বিলাস-বাসনা পরিতৃপ্ত করিতেছ! সামাজিক এবং নৈতিক আইনানুসারে বাস্তবিকই তোমার এরূপ করিবার ক্ষমতা নাই? তুমি বোঝ কি, ঈশ্বরেরও তাহা অভিপ্রেত নহে? তুমি নিজে কিছু করিবে, তাহাতে দশ জনে প্রতিপালিত হইবে, সমাজের উচ্চ আদর্শ ভগবানেরই অবধারিত বিধান! বল দেখি ভাই—কোন গুণে তুমি মানের দাবী করিতে পার?

তোমার পিতার দোহাই দিয়া সমাজের নিকট মানের দাবী বর্ত্তমান যুগে আর চলে না, চলা উচিতও নয়। এই রোগটা পল্লীগ্রামের কতকগুলি হতভাগ্য দাম্ভিক যুবকের মুখে অধিক শুনিতে পাওয়া যায়; ইহারা প্রায়ই বলিয়া থাকে, আমার বাবা অমুক—আমার বাবা হেন তেন। কেন? তোমার বাবা কি করিয়াছেন? দশজনে যেমন ন্যায়তঃ বা অন্যায়তঃ কিছু আনিয়া উদরপূর্ণ ও নিজের পরিবার প্রতিপালন করেন, তদ্ব্যতীত কিছু করেন নাই; কোন রাজপথও করিয়া দেন নাই, দাতব্য চিকিৎসালয়ও করিয়া দেন নাই, দীনের দুঃখ মোচনার্থে রিক্তহস্তও হন নাই, তবে সে কথা তুলিয়া সমাজের নিকট স্বর্গীয় পিতৃদেবকে সমালোচকের চক্ষে ফেলিয়া দেওয়া অবশ্যই পুত্রের উপযুক্ত কাজ বলিয়া গণনা করা উচিত নয়, আর বাস্তবিক যদি এইরূপ প্রাতঃস্মরণীয় আদর্শ পিতা কোন সৌভাগ্যবান পুত্রের অদৃষ্টে ছিলেন বা থাকেন, সেইজন্য পুত্রের অকর্ম্মণ্য, অলস দাম্ভিক হইবার ত কোন কারণই নাই, বরং সেই আদর্শ পিতারই সম্ভ্রম, নাম কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করাই সৎপুত্রের ধর্ম্ম

হওয়া উচিৎ, কিন্তু কয়জন এমন পুত্র দেখিতে পাওয়া যায়?—অতি দুর্ল্লভ! পল্লীগ্রাম এবং সহরে কর্ত্তব্যজ্ঞান বিশিষ্ট এমন সৎপুত্রের অভাব বাঙ্গালীর সমাজে হইয়াছে; আর সেই জন্যই এত দুর্দ্দশা বাড়িতেছে। যদি সমাজে ফাঁকা মান—নাম লইয়া সমাজে আধিপত্যের দাবী কর, তবে সমাজ তোমার Capacity বা ওজন সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ অবশ্যই চাহিতে পারে। নচেৎ সমাজে বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভাবনা। কারণ, অলস অকর্ম্মণ্য লোকের দ্বারা সমাজ কলুষিত হয়, আর বাস্তবিকই এ সকল লোকের সমাজে তত মূল্যই থাকে না। মানুষ যখন যোগ্য উপযুক্ত হয়, স্বীয় কৃত কর্ম্মদ্বারা সমাজকে উপকৃত এবং বাধিত করে, সমাজের লোক তৎক্ষণাৎ জাতিধর্ম্ম সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে আপনা হইতেই সম্মান দিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়া থাকে। কিন্তু এক শ্রেণীর যুবক আছে, তাহারা দাবী ও জোর করিয়া সমাজের নিকট মান আদায় করিতে চায়! সমাজের সম্মান পাইবার জন্য অতি ব্যগ্র হইয়া পড়ে, কাজেই সমাজ এত ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করে না, দূরে ফেলিয়া দেয়। কিছুদিন পরে উপেক্ষিত হইতে হইতে পিতৃপিতামহ অর্জ্জিত সম্মান লুপ্ত হইয়া পড়ে, আর কখনও সে বংশের সন্তান ভাল কাজ না করিলে উঠিতে সক্ষম হয় না। বাস্তবিক ফাঁকা মান অপেক্ষা অর্জ্জিত মানই ভাল জিনিষ। তাই বলিতেছিলাম, বসিয়া বসিয়া ভাত মারিয়া সমাজের নিকট মানের দাবী করা চলে না। কর্ম্মণ্য হও, দশটাকা উপার্জ্জন কর, দশজনকে প্রতিপালন কর, ব্যবসাবাণিজ্য দ্বারা জাতীয় ধন বৃদ্ধি কর, তবেই ধন-মান সম্ভ্রম বাড়িবে, আর সেই সম্মান লাভে যে অনির্ব্বচনীয় সুখ হইবে, জগতের কোন সুখ তাহার সহিত তুলনাই হইতে পারে না। বাপের নামে বিকাইবার দিন আর নাই। ইহা পাইবার আশাও কাপুরুষত্বের নামান্তর মাত্র।

প্লেগের অভিনব চিকিৎসা।

বর্ম্মার প্রোম্ নগর হইতে বার্ম্মিজ ভাষায় "Discovery of a medicine of world-wide importance, নামক একখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়, এবং

বিনামূল্যে বিতরিত হয়। সুতরাং পরোপকার উদ্দেশ্যেই যে এই পুস্তিকা খানি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার আর সন্দেহ মাত্র নাই।

প্লেগের এই ঔষধটী আর কিছুই নহে—Crude Petroleum বা Earth Oil. যাহা এদেশে "মেটে তৈল" নামে বিখ্যাত। ইহার আভ্যন্তরিক এবং বাহ্য প্রয়োগে এই পীড়া ভাল হয়। সম্প্রতি গত প্লেগের সময় প্রোম এবং চীনে এই ঔষধ প্রয়োগ করায় অনেকেই বাঁচিয়াছিল। স্থানাভাব বশতঃ আমরা রোগীগণের নাম ও চিকিৎসা বিবরণ দিতে পারিলাম না। এমন কি একটা বিড়াল প্লেগাক্রান্ত ইন্দুর ভক্ষণ করিয়া রোগাক্রান্ত হয়, ইহাকেও এই ঔষধ প্রয়োগ করায় আরোগ্য লাভ করিয়া ছিল। এই বিড়ালটীর ৩টী কুঁচকী ফুলিয়া উঠে, বিড়ালের প্রভু ইহাকে মেটে তৈল খাওয়াইয়া এবং কুঁচকি গুলিতে মেটে তৈল মালিস করিয়া দেয়। ৪ দিন পরে বিড়াল সম্পুর্ণ আরোগ্য লাভ করে। চিকিৎসার ব্যবস্থা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

রোগীকে পরীক্ষা করিয়া যখন প্লেগ বলিয়া রোগ নির্ণয় হয়, তখনই রোগীকে ৩।৪ টেবল্ স্পুন মেটে তৈল সেবন করাইয়া দিতে হয়, এবং এই মেটে তৈল দ্বারা সমস্ত শরীর মালিস করিয়া দিতে হয়; এইরূপ ভাবে যতক্ষণ না রোগীর গাত্র হইতে ঘাম নির্গত হয়, ততক্ষণ মালিস করিতে হইবে। এবং মধ্যে মধ্যে রোগীকে মেটে তৈল অবলেহন বা চাটিতে দিতে হইবে। তাহার পর ২।১ দিন বাদে রোগীকে ক্যাষ্টর অয়েল বা রেড়ীর তৈলের জোল্লাপ দিতে হইবে। দাস্ত পরিস্কার হইয়া যাওয়ার পর ২।৪ দিন ব্রাণ্ডি এবং কুইনাইন মিক্‌সচার দেওয়া উচিত। ইহার পর দেখিবেন, রোগী আরোগ্যের পথে অগ্রসর হইতেছে। যখন রোগীর পতনাবস্থা অর্থাৎ অবস্থা খারাপ আসিতেছে, এমন বোধ হইবে, তখন মেটে তৈল দেওয়া বৃথা হইবে। কারণ সেরূপ অবস্থায় কোন সুফল পাওয়া যায় না।

এইরূপ চিকিৎসার সময় রোগীর বন্ধু এবং আত্মীয়গণকে উপস্থিত থাকিতে না দেওয়াই ভাল, কারণ ইহারা রোগীর বিশ্বাস কমাইয়া দিয়া চিকিৎসার ব্যাঘাত করে। মেটে তৈল ঐ পরিমাণ খাওয়াইলে রোগীর কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। প্লেগ রোগীর এবং মৃত ইন্দুরের শোণিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু সকল অনুবীক্ষণ দ্বারা পরীক্ষা করা যায়। এই সকল জীবাণু ঠাণ্ডা পড়িলেই অতিশয় বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সেই জন্য বর্ষা এবং শীতের সময়ই প্লেগের উপদ্রব বৃদ্ধি হইয়া থাকে। গ্রন্থকার টীকাতে বলিতেছেন যে, কুইনাইন, ব্রাণ্ডি এবং ক্যাষ্টর অয়েল সকল স্থানে আবশ্যক নাও হইতে পারে কিন্তু তিনি বিবেচনা করেন যে, মেটে তৈলের সহিত এই ব্রাণ্ডি কুইনাইন দিলে রোগীর কোন ক্ষতি না হইলেও রোগী দুর্ব্বল হইতে পারে না। "Rangoon Gazette."

সহজ শিল্প প্রস্তুত।

চামড়ার উপর স্বর্ণ অক্ষর উঠাইবার প্রণালী।

পুস্তকের মলাটের চামড়া বা মণিব্যাগ ইত্যাদিতে যদি সোণার অক্ষরে কিছু লিখিতে হয়, তাহা হইলে প্রথমে চামড়ার উপর খুব সূক্ষ্ম রজন চূর্ণ দিয়া তাহার উপর সোণালী পাত একখানি দিয়া যে অক্ষরের ছাঁচ তুলিতে হইবে, সেইটীকে অগ্নির উত্তাপে গরম করিয়া ঐ সোণার পাতের উপর চাপিয়া ধরিলেই নীচের রজন গলিয়া যাইয়া সোণার পাতকে চামড়ার সহিত আঁটিয়া ধরিবে। এই রূপেই দপ্তরীগণ পুস্তকে সোনালী পাত দ্বারা নাম তুলিয়া থাকে। সোণার পাত রাধাবাজারে ষ্টেশনারী দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়।

কাপড়কে ওয়াটার প্রুফ

করিবার উপায়।

কাপড়কে ওয়াটার প্রুফ করিবার জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটী দ্রব্যের আবশ্যক। ফট্‌কিরি. সাবান এবং আইসিং গ্লাস এবং যথাযোগ্য জল।

প্রণালী—প্রত্যেকটী সম পরিমাণ লইয়া পৃথক্ ভাবে গুলিয়া ময়দা গুলিলে যেমন হয়, সেইরূপ না খুব পাতলা না খুব গাঢ় এইরূপ ভাবে গুলিয়া সমস্ত গুলিকে একত্র করিয়া একটী স্পঞ্জ বা ব্রস দ্বারা কাপড়ের সদর ও মফঃস্বল এমন যদি থাকে, তাহা হইলে সেই মফঃস্বল অর্থৎ উল্‌টা পীঠে লাগাইয়া শুকাইতে হইবে। বেশ শুষ্ক হইলে এইরূপ ৩।৪ কোট লাগাইলেই এই কাপড়ে আর জল লাগিবে না। যাহা জলে ভিজে না, তাহাকে বলে ওয়াটার প্রুফ। এরূপে ওয়াটার প্রুফ করিয়া সাধারণ গৃহস্থলোক অনায়াস ব্যবহার করিতে পারেন, এবং বিক্রয়ও করা যাইতে পারে। ন

অগ্রিম বার্ষিক মুল্য ২।৷০ । Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, এবং সাহিত্য বিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিক পত্র।

Edited By S. P. Chatterjee.

পঞ্চম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা। | New Seris, June 1911. | নূতন সংস্করণ। জুন, ১৯১১। | Vol. V. No 6

নমো গণেশায়।

ভারতীয় কুটীর শিল্প।

—ঃ(০)ঃ—

(২)

এণ্ডি রেশম কীট পালন।

এণ্ডি কীটের গুটীর মধ্যে মরা এবং জীবিত দুই প্রকারই কোয়া মিশাইয়া প্রতারক বিক্রেতাগণ ক্রেতাগণকে ঠকাইয়া থাকে। সুতরাং এ দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। যাহা হইতে প্রজাপতি বাহির হইয়া যায় নাই, তাহাই জীবিত, আর গুটী কাটিয়া যাহার প্রজাপতি বাহির হইয়া গিয়াছে, তাহাই মরা গুটী বুঝিতে হইবে, চক্ষে দেখিলেই এইটী ধরিতে এবং বুঝিতে পারা যায়।

জীবিত গুটীগুলিকে একটী ডালার উপর সাজাইয়া, এক স্থানে রাখিয়া দিলেই ২ সপ্তাহের মধ্যেই তাহা হইতে প্রজাপতি বাহির হইয়া ২।৪ দিনের মধ্যে ডিম্ব প্রসব করিতে থাকিবে। জীবতত্ত্ব যতই আলোচনা করা যায়, ততই যেন বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়, এই গুটী হইতে বহির্গত প্রজাপতিগণ আদৌ কিছু খায় না, যতদিন বাঁচিয়া থাকে, ডিম্ব প্রসবই ইহাদের কর্ত্তব্য কাজ, কাজ শেষ হইলে, ৪।৫ দিনের মধ্যেই ইহারা মরিয়া যায়। এই সকল গুটীর ভিতর হইতে স্ত্রী এবং পুরুষ উভয় জাতীয় প্রজাপতিই বাহির হয়, তাহাদের সহবাসেই ডিম্বের উৎপত্তি, ডিম্বপাড়া শেষ হইলে ইহারা ভবলীলা সাঙ্গ করে—অদ্ভুত নহে কি?

স্ত্রী ও পুরুষ প্রজাপতির আকারে তত বড় বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। পুংপ্রজাপতি উড়িতে পারে, স্ত্রী প্রজাপতির পক্ষ ঈষৎ কুঞ্চিত, সেইজন্য ইহারা উড়ে না, ইহারা উড়িয়া বেড়াইলে কার্য্যেরও অসুবিধা হইত, উড়িয়া যেখানে সেখানে ডিম্ পাড়িয়া ফেলিত। প্রজাপতির ডিম্ব শ্বেতবর্ণ, সর্ষপের ন্যায় ক্ষুদ্র, নানা স্থানে উড়িয়া ডিম পাড়িলে, সে ক্ষুদ্র ডিম মানুষ সংগ্রহ করিতে পারিত না, তাহা হইলে উদ্দেশ্য বিফল হইত। ভগবানের কাজ মানুষের কাজের ন্যায় উদ্দেশ্যহীন নহে, সেইজন্য ইহাদের পক্ষ সংযোজিত—ইহারা কেবল বসিয়া বসিয়া এক স্থানে ডিম্ব প্রসব করিবে, ইহাই ভগবানের উদ্দেশ্য! এ সমস্তই মানবের উপকারার্থে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, মানুষ তাঁহার এত প্রিয়, কিন্তু সেই মানুষ অকৃতজ্ঞ বিপথগামী সন্তানের ন্যায় অহরহ তাঁহার উদ্দেশ্য-বিফল করিবার চেষ্টা করে, পাপ-পঙ্কে লিপ্ত হইয়া অশেষ দুঃখ পায়। যাক্—যখন প্রজাপতিগুলির ডিম্বপাড়া শেষ হয়, তখন ইহারা মরিয়া যায়। তখন ডালা হইতে সেই ডিমগুলিকে নখর দ্বারা খুটিয়া, গতবারে চালুনীর ন্যায় যে ডালার কথা বলিয়াছিলাম, তাহাতে কাগজ পাতিয়া, তাহার উপর

সাজাইতে হইবে। প্রত্যেক প্রজাপতি গড়ে ১৫০।৬০টী ডিম্ব প্রসব করে।

ডিমগুলিকে পূর্ব্বকথিত ডালায় ছড়াইয়া দিয়া গতবারে যে মাচানের কথা বলা হইয়াছে, সেই মাচানের প্রথম থাকে সাজাইয়া রাখিতে হইবে। পিপিলিকা উপদ্রব হইতে, ডিম্বগুলিকে রক্ষার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, পাঠকগণ তাহা অবশ্যই বিস্মৃত হন নাই। এক সপ্তাহ হইতে দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যেই সমস্ত ডিম্ব ফুটিয়া তাহা হইতে কীট নির্গত হইয়া পড়িবে, ইহাদের রং হরিদ্রাবর্ণ এবং মুখটী কাল। মরজগতে জীব জন্মিলেই তাহারা আহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়, ইহারাও তাই করে, ডিম ফুটিয়া বাহির হইয়াই রেড়ীর পাতা খুঁজিতে নড়িয়া চড়িয়া বেড়ায়। এখন রেড়ি গাছের খুব কচি পাতা আস্ত বোটা সমেৎ আনিয়া ইহাদের উপর ঢাকা দিতে হয়, কিয়ৎক্ষণ পরে দেখা যায়, সমস্ত পোকা পাতার উপর উঠিয়া পত্র ভক্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এখন এই পাতার বোটা ধরিয়া ঝাড়িয়া দিলে, অফুটন্ত ডিমগুলি যাহা পাতার গায়ে লাগে, তাহা পড়িয়া যায়।

এখন কতকগুলি কচি রেড়ির পাতাকে কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া এই ডালার উপরে পোকাগুলির উপর ঢাকা দিয়া মাচানের দ্বিতীয় থাকে সাজাইয়া রাখিতে হইবে। প্রথম ২।৪ দিবস ৩।৪ বা ৪।৫ বার পাতা বদলাইয়া দিতে হয়, তাহার পর ৩।৪ দিন আবার পোকাগুলির উপর আস্ত পাতা ঢাকা দিলে যখন পোকাগুলি ঐ পাতার উপর উঠিতে আরম্ভ করিবে, তখন সেই ডালাগুলিকে তৃতীয় ও চতুর্থ থাকে সাজাইয়া রাখিতে হইবে।

যে সকল ডিম ৩।৪ দিন পরেও ফুটিবে না, সে গুলিকে আর যত্ন করা বৃথা, ফেলিয়া দিবেন।

নিয়মিত আহার যেমন মানব এবং উচ্চশ্রেণীর জীবের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য আবশ্যক, এই কীট জীবনেও সেইরূপ নিয়মের আবশ্যক আছে, নচেৎ জীব শরীর ধ্বংস হয়। রেশম তত্ত্ববিদ্ অভিজ্ঞগণ বলেন, সকালে ৫টা, ৯টা মধ্যাহ্ণ ১টা—অপরাহ্ণ ৫টা, রাত্রি ৯টা—এই ৫ বার আহার দেওয়া উচিত।

পাতাগুলিকে জলে ধুইয়া শুষ্ক কাপড় দ্বারা মুছিয়া জল শূন্য করিয়া কাঁচী দ্বারা সরু কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া তবে খাইতে দেওয়া উচিত। জলশুদ্ধ পাতা দিলে সর্দ্দি লাগিয়া পোকা মরিয়া যাইবে। পোকা বড় হইলে আস্ত গোটা পাতা দেওয়া যায়।

আর একটা কথা, কেহ কেহ বলেন যে, প্রথম দিন যে পোকা ডিম হইতে বাহির হইবে, তাহাকে ম ডালায় এবং দ্বিতীয় দিনের পোকাকে ২য় ডালায় ইত্যাদি ক্রমে নম্বর করিয়া রাখা ভাল, তাহা হইলে কাজের অনেক সুবিধা হইবে। এইরূপ করার কারণ, প্রথম দিনের পোকা যে দিবস গুটি বা কোয়া হইতে প্রজাপতি হইয়া বাহির হইবে, ৪র্থ দিনের যে পোকা সে ৪ দিন পরে প্রজাপতি হইয়া বাহির হইবে। সে সময়ে কার্য্যের বড় অসুবিধা হইয়া থাকে, সেই জন্য যে দিনের যে কীট, তাহা পৃথক ডালায় পৃথক থাকে রাখাই যুক্তি সঙ্গত।

ডিম হইতে যখন কীটগুলি বাহির হয়, তখন দেখিতে সরু খড়কে কাটির ন্যায়, তাহার পর পাতা খাইয়া বড় হইয়া কীটগুলি ৪।৫ আঙ্গুল পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। দেহের ও রঙ্গের পরিবর্ত্তন ছাড়া ইহারা ৪।৫ দিন অন্তর সাপের ন্যায় খোলস ছাড়ে। যখন খোলস ছাড়ে—তখন আহার করে না, চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। সুতরাং যেগুলি খোলস ছাড়ে, তাহাদিগকে আহারও দিতে হয় না। এই পোকা-জীবনে ইহারা ৪।৫ বার খোলস ছাড়ে।

মরজীব জন্মিবামাত্রই তাহার সঙ্গেই মল মূত্র থাকে, কীটের মল থাকা অবশ্যম্ভাবী। সেই জন্য ২।১ দিন অন্তর মলমূত্র ও শুষ্ক পচা পাতা ফেলিয়া দিয়া ডালাগুলি পরিষ্কার করা আবশ্যক। ইহার সহজ উপায়, ঐ সকল ডালায় নূতন আস্ত পাতা চাপা দিলেই কীটগুলি পাতার উপরে উঠিবে, তখন পত্রের বোঁটা ধরিয়া নূতন ডালার পোকাগুলি স্থানান্তরিত করিয়া সেই ডালাগুলিকে পরদিনের জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে হইবে। যে ঘরে কীট পালন করা হয়, তাহাতে তামাক খাওয়া উচিত নয়, কোন উগ্র দ্রব্য লইয়া যাওয়া উচিত নয়, যিনি এই গৃহে কাজ করিবেন, তাঁহার সর্ব্বদা পবিত্রভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার আবশ্যক, নচেৎ পোকার মড়ক উপস্থিত হইয়া, সমস্ত পোকা মরিয়া যায়। আগামীবারে এই প্রবন্ধটী শেষ করিব।

লিভারের বিকৃতি হইলে পা হাত ফুলা, ফেঁকাশে রং শোথের এই সকল ভীষণ উপসর্গ সমূহ উপস্থিত হইলে, গরীব যাহার চিকিৎসা করাইবার ক্ষমতা নাই, সে কাঁচা মুলো মায় শাক পর্য্যন্ত চিবাইয়া খাইলেও মহৎ উপকার হইবে। আমাদের সেকালের শোথ চিকিৎসায় শুষ্ক মুলা এবং পুনর্ণবা সিদ্ধ করিয়া তাহার জল খাইতে দেওয়া হইত, ইহা অনেকেই জানেন।

গাধার দুগ্ধ—যক্ষ্মারোগীর এবং দুর্ব্বল শিশুগণের ইহা উৎকৃষ্ট খাদ্য। ইহা সহজে পরিপাক হয়, বলকারক, এবং মাতৃদুগ্ধের সমতুল্য। অন্য দুগ্ধে যেমন যকৃতের ক্রিয়াবিকার জন্মে, ইহা দ্বারা তাহা হইতে পায় না। ইহাতে চিনির অংশ অধিক থাকে, বলিয়া শিশু হৃষ্টপুষ্ট হয়।

মুষ্টিযোগ—৫ সের ফুটন্ত জলে এক ছটাক ফটকিরি মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা মশারী ধুইয়া লইলে মশারীতে আগুন লাগিবে না।

রাজপুত্রের আত্মত্যাগ।

জাপানে পূর্ব্বে দেশলাই ছিল না দেশলাই প্রস্তুত হইত নরওয়ে ও সুইডেনে। জাপানের তখন সবে মাত্র অভ্যুদয়ের সূত্রপাত—কেমন করিয়া দেশলাই প্রস্তুত শিক্ষা করা যায়, সমগ্র জাপানজাতি তখন জল্পনা কল্পনা করিয়া স্থির করিতে পারিতেছে না। এমন সময় জাপানের সম্রাটের ভ্রাতুষ্পুত্র সুখময় রাজভোগ ছাড়িয়া জাতীয় উন্নতির আশায় আত্মবিসর্জ্জনে কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি সুইডেনে উপস্থিত হইয়া অনেক উপায়ে যখন কোন কারখানায় প্রবেশ করিতে পারিলেন না, তখন তিনি ঝাড়ুদাররূপে একটা কারখানায় কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। ঝাড়ুদারের যেখানে সেখানে যাইতে বারণ নাই। এইরূপে তিন বৎসর থাকিয়া দেশলাই প্রস্তুত শিক্ষা করিয়া জাপানে দেশলাইয়ের কারখানা স্থাপন করিলেন। আজ জাপানের দেশলাইয়ে সমগ্র জগত ছাইয়া ফেলিয়াছে। এক দেশলাইয়ের কার্য্যে জাপানের জাতীয় ধন যে কি পরিমাণে বাড়িয়াছে, তাহা সহজে অনুমান করিয়া বলা যায় না।

এদেশে এমন আত্মসম্মান বিসর্জ্জন দিতে একজনও আছেন কি? হতভাগ্য দেশটা ফাঁকা মানের জন্যই আরও মারা গেল। যিনি প্রকৃত মানী, তাঁহার মানের দিকে দৃষ্টি মাত্র থাকে না।

ধূমপানে মৃত্যু—হঙ্গেরীর এক ব্যক্তি প্রতিদিন ৫৬টা সিগারেট সেবন করিত; তামাকের বিষে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। তামাকে নিকোটিন নামক বিষাক্ত পদার্থ আছে; যাহারা ধূমপান করে, ঐ বিষ তাহাদের শরীরে ক্রমে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া অনিষ্ট উৎপাদন করে। ধূমপান করা বিপজ্জনক।

আফিং সেবনে: বিষক্রিয়ার চিকিৎসা।

অনেক নির্ব্বোধ স্ত্রীলোক এবং পুরুষ আফিং সেবনে আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়া মারা পড়িয়া থাকে। সহরে সময়ে ধরা পড়িলে হাঁস পাতালে পাঠাইলে বরং বাঁচিবার আশা থাকে, কিন্তু পল্লীগ্রামে এমন অবস্থায় জীবন রক্ষা হওয়া কঠিন। আমরা কোন বিশ্বস্ত বন্ধুর নিকট নিম্নলিখিত চিকিৎসার বিবরণ শুনিয়া পাঠকগণের অবগতির জন্য এস্থলে প্রকাশ করিতেছি, পাঠকগণ কখনও পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

হিং ইহার বিষক্রিয়া নষ্ট করিতে সক্ষম। কোন রোগী আফিং খাইয়াছে, এমন বুঝিতে পারিলে রোগী যতটুকু আফিং খাইয়াছে, জানা যাইলে, তত টুকু অথবা একটু অধিক হিংকে শীলে বাটিয়া দুগ্ধে অভাবে জলে গুলিয়া খাওয়াইলে রোগী সুস্থ হইবে। যদি রোগীর খাইবার শক্তি না থাকে, তাহা হইলে রোগীর ব্রহ্মতালু কামাইয়া তাহাতে হিং বাটিয়া চাপাইয়া দিতে হইবে, নাভীর ও চতুর্দ্দিকে প্রলেপ দিতে হইবে, রোগী নিদ্রিত হইয়া না পড়ে, সে জন্য চেষ্টা করিয়া জাগাইয়া রাখিতে হইবে। আধুনিক আফিং খাওয়া রোগীর চিকিৎসাতে Stomach pomp দ্বারা বমি করান ইত্যাদি প্রক্রিয়াগুলি বড় কষ্টকর চিকিৎসা, হিং দ্বারা সেরূপ কোন যন্ত্রণাই হয় না।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে হিং বায়ু নাশক, উত্তেজক।

ইংরাজী চিকিৎসা-শাস্ত্রে ইহা Anti-spasmatic and a little Stimulating mostly used in norvous affections, Hystria, Convulson &c ইহার অনুবাদ ইহা খেচুনী নিবারক, উত্তেজক, বায়ুনাশক সেইজন্য আজমা বা হাঁপানী রোগে, স্নায়ুবিক দুর্ব্বলতা, পেট ফাঁপায় ব্যবহৃত হয়।

অহিফেনে বিষাক্ত রোগীর শরীরে মধ্যে এই সকল উপসর্গ গুলিই তাহার জীবনী-শক্তি নষ্ট করিয়া মৃত্যুর দিকে লইয়া যায়। এরূপ স্থলে হিং মহৎ উপকারী হইবে সন্দেহ নাই।

রোগী খাইতে না পারিলে পিচকারী দ্বারা মলদ্বার দ্বারা যেমন গ্লিস্নারিণ ইন্‌জেকশন করা হয়, সেইরূপে গুহ্য দ্বারে প্রবেশ করাইয়া দিলেও খাওয়ানর কাজই হইতে পারে। আরও একটা কথা—ঘাড় এবং শিরদাঁড়ার মধ্যস্থলে হিং বাটিয়া প্রলেপ দিলেও মহৎ উপকার হয়। রোগীর সেবা শুশ্রূষার মধ্যে তাহাকে চারিদিকে বালিস দিয়া খাড়া বসাইয়া রাখা, নিদ্রাভিভূত হইতে না দেওয়া। তাহাকে টানা-হেচড়া করিবার আবশ্যক নাই। পরীক্ষার ফল "কাজের লোকে" প্রকাশ করিলে বাধিত হইব।

যদি হিং দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠে, তাহা হইলে একটা কদলী বা কলাগাছের গায়ে একটা কঞ্চির নলী ঠুকিয়া বসাইয়া সেই নলের মুখে একটা নূতন হাড়ী বা ভাড় দিয়া রাখিতে হইবে, ধাতু পাত্র যেন না দেওয়া হয়। তাহার পর যে জল পাওয়া যাইবে, তাহাতে গোলমরিচ অর্দ্ধ পয়সা মূল্যের বাঁটিয়া দিয়া সেই জল যতটা খাইতে পারে, খাওয়াইয়া দিবে। তাহা হইলেও রোগী ভাল হইবে। যখন রোগীর এরূপ অবস্থায় নেশা কাটিয়া ১০।১২ ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া যাইবে, তখন ঘোল, পান্তভাতের আমানী একটু আধটুক দেওয়া যাইতে পারে এবং এমন অবস্থায় একটু বিশ্রাম লইলেও ক্ষতি নাই।

অগ্নিদগ্ধে হিং প্রয়োগ।

অগ্নিতে কোন স্থান পুড়িলে হিং বাটিয়া প্রলেপ দিলে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণা জুড়াইয়া গিয়া ঘুমাইয়া পড়ে। কোন যন্ত্রনাই উপলব্ধি হয় না।

হিংএর আরও একটী গুণ ইহা যকৃত এবং প্লীহা রোগীর একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ, প্রতিদিন এক ধান ওজনে ইহা সেবন করিতে পারিলে, প্লীহা এবং যকৃত ভাল হয়।

শ্রীঅমৃতলাল সর্ব্বাধিকারী।

PRACTICAL PICTURE FRAMING.

ছবি বান্ধাই কাজ।

(৩)

কেমন করিয়া একখানি ফ্রেমের মধ্যে তিনটী মূর্ত্তি দেখাইবে।

সেদিন পাঠকগণকে বলিয়াছিলাম, অতি কম মূল্যের চিত্র কারুকার্য্যের গুণে অধিক মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। সে ছবির কথা আজ বলিতেছি। ইহার নাম Triple picture, ত্রিমূর্ত্তিবিশিষ্ট ছবি, ইহা বিস্ময়কর কারুকার্য্য। এই ছবির সম্মুখে দাঁড়াইলে একরূপ মূর্ত্তি, ডানদিকে একটু সরিয়া দৃষ্টি করুন, তাহা আর নাই, অন্য মূর্ত্তি হইয়াছে, তাহার পর সম্মুখ হইতে বামদিকে ২ পা মাত্র সরিয়া আসুন দেখিবেন, সে দুই মূর্ত্তির কোন মূর্ত্তিই নাই, অন্যরূপ মূর্ত্তি হইয়া গিয়াছে, অথচ ফ্রেম ত একখানিই, একই ছবির মধ্যে তবে এমন হয় কেন? এই টুকুই বিস্ময়কর।

সেই রহস্য টুকুই বুঝাইবার চেষ্টা করিব। প্রথমে ৩ খানি ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তির ছবি ক্রয় করুন, যেমন ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহাদেবের, এমন ৩খানি ছবি আর্ট স্কুলে লইলে আন্দাজ ।০, ।৴০ আনা পড়িবে। শুদ্ধ কাগজ কিনিবেন, ফ্রেম আপনাকেই করিতে হইবে। ছবিগুলি কিনিয়া যেন ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুর ছবি দু'খানির যে ধার সাদা, সেই ধারে আটা লাগাইয়া দু'খানি ছবির পিঠে পিঠে লাগাইয়া জুড়িয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিতে দিন, বলা বাহুল্য, যেন তিনখানি ছবিই এক মাপের হয়। যেন ১৬ ইঞ্চি দীর্ঘ এবং ১২ ইঞ্চি প্রস্থ ধরা গেল।

এখন একখানি ফ্রেম প্রস্তুত করিতে হইবে। বেশ গিল্‌টী চওড়া ফ্রেমকে পূর্ব্বকথিত উপায়ে কাটা দিয়া আঁটিয়া যেমন গত মাসে ছবি বান্ধায়ের কথা বলিয়াছি, সেইরূপ এক খানি ফ্রেম করুন।

এখন একটী ১৬ ইঞ্চি দীর্ঘ, ১২ ইঞ্চি চওড়া ১ ইঞ্চি গভীর দেবদারু কাষ্টের ডালা বিহীন বাক্সের মত করুন।

এই ফ্রেম্‌টার উপরের এবং নীচের কাষ্ঠ খানির ভিতর দিকে ঠিক ১ ইঞ্চি করিয়া করাতের দ্বারা সামান্য পরিমাণ কাটিয়া যান, এই খাঁজগুলিতে ছবির কাগজ যতটুকু মোটা এইরূপ কাগজ যেন যাইতে পারে।

নিম্নলিখিত চিত্রানুযায়ী হইবে।
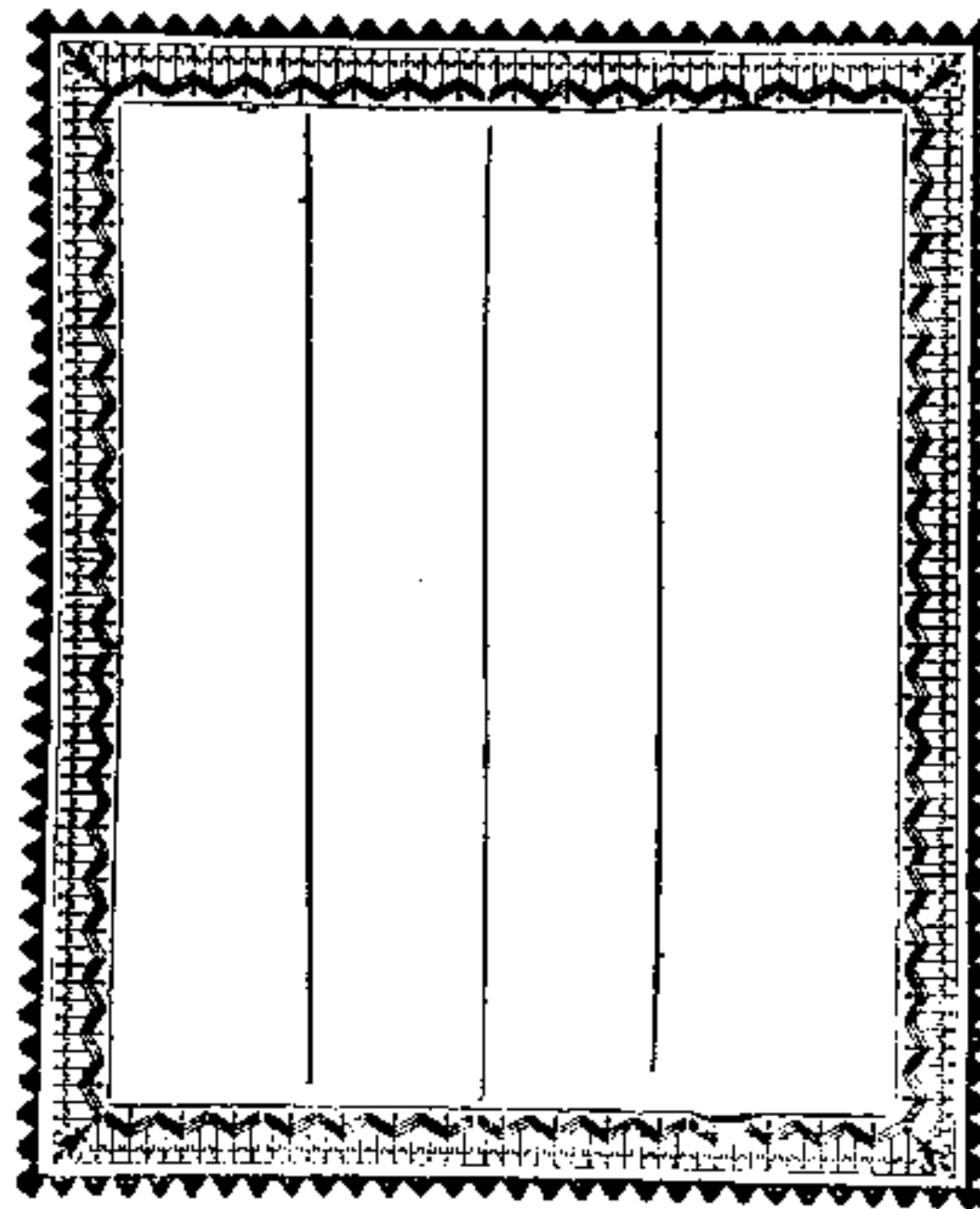
এখন এই ফ্রেমখানিতে—বাকী চিত্র অর্থাৎ মহাদেবের ছবিখানিকে এই কাষ্টের ফ্রেমখানিতে আটা দিয়া আঁটিয়া দিন।

তাহার পর ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুর ছবি দু' খানিরই সাদা পিঠ দুটী একত্র যে জুড়িয়া শুখাইতে দিয়াছেন, সেই ছবিখানিত এখন জুড়িয়া একখানি হইয়া গিয়াছে, এইখানিকে ঠিক ১ ইঞ্চি করিয়া লম্বার দিকে রুল দিয়া চোস্ত করিয়া কাটিয়া ফেলুন, সুতরাং ছবিখানির পরিশর ছিল ১২ ইঞ্চি, ইহাকে ঠিক বারটী সমান অংশে বিভক্ত করাতে বারটী ফালি হইয়া গেল। এখন ঐ বারটী ফালীকে এখনই যে কাচের ফ্রেমখানির উপরের ও নীচের কাষ্ঠ দুখানিতে করাত দ্বারা খাঁজ করিয়াছেন, এই ফালীগুলির মাথাগুলি নীচে উপরে আঁটিয়া যান। তাহার পর পূর্ব্বে যে গিল্‌টি চওড়া ফ্রেমটা প্রস্তুত করা আছে, তাহার নীচে যেমন গ্লাস ধারণের জন্য খাঁজ থাকে, তাহাতে গ্লাস দিয়া সেই ফ্রেমখানাকে নিচের যে কাষ্টের ফ্রেম, যাহাতে ছবিগুলি সাজান হইল, তাহাতে স্ক্রু দ্বারা আঁটিয়া ফেলুন। এখন "ত্রিমূর্ত্তি" ফ্রেমিং শেষ হইল, একটা সতর্কতা আবশ্যক আছে, ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুর ছবি একত্রে আঁটিয়া যে ফালী করা হইয়াছে, কাষ্ঠের ফ্রেমে বসাইবার সময় যেন গোলমাল বা উল্টা পাল্‌টা না হয়। যে ধারে ব্রহ্মার চিত্র ছিল, সে ধারে যেন ব্রহ্মার ও যে ধারে বিষ্ণুর অংশ, ঠিক যেন সেইরূপই থাকে।

এখন এই ছবিকে দেওয়ালে টাঙ্গাইয়া দিন, যে ব্যক্তি ঠিক সম্মুখে দাঁড়াইবে, সে ব্রহ্মা বিষ্ণুর ছবি ফালী করিয়া যে খাড়া করিয়া খাঁজে খাঁজে বসান হইয়াছে, সেই ফালীগুলির সূক্ষ্ম ধারগুলি দেখিতে পাইবে, কিন্তু একটু এপাশ ওপাশ হইয়া দাঁড়াইলে চক্ষে এই ফালীগুলি সমান্তরাল রেখার ন্যায় অবস্থিত থাকা হেতু ছবিখানি ঠিক অখণ্ড বলিয়াই বোধ হইবে। প্রবন্ধটিকে ২।৩ বার মনোযোগের সহিত পড়িলে বুঝিতে পারিবেন। এইরূপ ছবিগুলি ২॥০ টাকা ৩৲ টাকা হইতে ৫৲ টাকা পর্য্যন্ত বিক্রয় হয়। একটু কায়িক পরিশ্রম, ছবি এবং ফ্রেমে ১৲ টাকার অধিক ব্যয় পড়ে না, কিন্তু ৪।৫৲ টাকায় বিক্রয় হয়। অনেক বেকার যুবক এ কাজ করিলে পল্লীগ্রামে এই অদ্ভুত জিনিসটী সাদরে বিক্রয় হয়। যদি একান্তই শিখিবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে এইরূপ একখানি ছবি বাজার

হইতে কিনিয়া খুলিলেই রহস্য বুঝিতে পারিবেন।

আগামীবারে (Picture Dressing) ছবি সজ্জার কথা বলিব, ইহাও অল্প মূল্যের ছবিকে কারুকার্য্যের সাহায্যে বহু মূল্যবান করা হইয়া থাকে। লিখিয়া এ সকল বিষয় সম্যক বুঝান সুকঠিন, তবে আমরা সংক্ষেপ করিলাম, প্রকৃতই শিক্ষার বাসনা থাকিলে চেষ্টা করিয়া এ সকল দেখিয়া শিখিতে হইবে।

রাজপুত্রগণের সদ্ব্যবহার শিক্ষা।

সম্রাট ৫ম জর্জ্জ তাঁহার পুত্রগণ যাহাতে শিষ্টাচারী হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। একদিন দুইজন রাজকুমার রাজার সঙ্গে অশ্বারোহণে যাইতেছিলেন; তৎকালে অনেক লোক রাস্তা নির্ম্মাণ কার্য্যে নিযুক্ত ছিল; তাহারা রাজা ও রাজকুমারগণকে দেখিয়া সসম্মানে টুপি উত্তোলন করে; রাজাও টুপি তুলিয়া প্রতি নমস্কার করিলেন; কিন্তু রাজপুত্রগণ টুপি না তুলিয়া চলিয়া গেলেন। রাজা তাঁহাদের এই সৌজন্যের অভাব দেখিয়া তাঁহাদিগকে থামিতে বলিলেন এবং ঐ লোকদের নিকট লইয়া গিয়া টুপি তুলিতে বলিলেন, তাঁহারা সে আদেশ অবিলম্বে পালন করিলেন। এই ভাবে রাজা সন্তানগণকে সৎব্যবহার শিক্ষা দেন। রাজার এই সাধু-দৃষ্টান্ত অনেকেরই অনুকরণীয়। আমাদের দেশে গুরুজনের প্রতিও সৌজন্য প্রদর্শন উঠিয়া যাইতেছে; বাল্যকালে পিতামাতাগণ সন্তানদিগকে সকল সময়ে সৌজন্য শিক্ষা দেন না। তাহাতে ফল খারাপ বোধ হয়। রাজার এ দৃষ্টান্তে আমরা শিক্ষা লাভ করিলাম। এদেশবাসী রাজকর্ম্মচারীগণও রাজার এই ব্যবহার হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতে পারেন।

FRIENDLY TALK.
মিত্রের সদালাপ।

(সমাজতত্ত্ব)

১। সমাজের অধিকাংশ লোক যখন একত্রীভূত হইয়া কোন সামাজিক কাজ করিতে উদ্যত হয়, তখন একাকী তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া বাস্তবিক ধৃষ্টতা। পতনোন্মুখ গিরিচূড়াকে কেহ একাকী রক্ষা করিতে পারে না। অনেক নির্ব্বোধ এই কার্য্যকে উদারতা বলিয়া দেখাইতে যায়। কিন্তু তাহা উদারতা নয়, প্রকৃত আত্মম্ভরিতা। ফলে নিজে ধ্বংশ হয় মাত্র, একত্রীভূত সমাজ-দেহ অক্ষুন্নই থাকে।

২। সেই জন্য কদাচ একত্রীভূত সমাজের বিরুদ্ধে একাকী দাঁড়ান উচিত নয়। কারণ তাহাতে ফল মন্দ হয়—উদ্দেশ্য সফল হয় না। যদি প্রকৃত মহৎ উদ্দেশ্য থাকে, সঙ্গে মিশিয়া সে সমাজকে সংশোধনের চেষ্টা করা বরং ফলপ্রদ। অনেকের হাঁদা বুদ্ধিতে তাহা আসে না। তাই সম্মান হারায়। হাম-বড় হইতে যাইয়া সমাজ বিপ্লবের সৃষ্টি করে মাত্র।

৩। যে যে সমাজের লোক, তাহার সেই সমাজেই থাকা উচিত, তাহাতে সমাজগৌরব এবং নিজের গৌরব অক্ষুন্ন থাকে। কাক ময়ূরের দলে যাইয়া লাঞ্ছিত হয়, পেচক কিছু কাকের দলে মিসে না, গরু কুকুরের দলে যায় না, কায়স্থ ব্রাহ্মণ হইতে চায় না, ব্রাহ্মণ কায়স্থ সমাজে মিশে না। যে যাহার আপনার সমাজে থাকে, থাকাই ভাল। এই নৈসর্গিক নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে যাইলে সমাজ দুর্ব্বল হয়, ইহা স্বাভাবিক। আর্য্য ঋষিগণ দূরদর্শী ছিলেন, তাঁহারা এই দোষের জন্য নীচ উচ্চভেদে মেশামেশি এবং পান ভোজনটায় এত আঁটা আঁটি করিয়া গিয়াছিলেন। বিশ্বপ্রেম ভাল, কিন্তু আত্ম-সম্মানও কম মূল্যবান নয়।

তুমি বলিবে ইহা সংকীর্ণতা, কিন্তু সামাজিকতা লইয়াই এই জাতি বিচারের কথা। পূর্ব্বের সাত্ত্বিক ঋষি তুল্য আদর্শ ব্রাহ্মণগণ বিশ্বপ্রেমিক ছিলেন—পরহিতার্থে তাহারা সর্ব্বদাই উদার ছিলেন, সেখানে ত জাতি-ভেদের কথা উচিত না। বিষ্ঠা, চন্দন, নীচ উচ্চ, মহতের নিকট সমান আদরের ছিল। আহার বিহার লইয়াই ত সমাজের বিরোধ।

৩। মানের দাবী করা পাপ, মান পাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করিলে মান মিলে না। যাচিয়া মানের আবশ্যক নাই, বরং মানের গোঁড়ায় ছাই দিলে মান বাড়ে। জলে ভাসমান পুষ্পকে বালক যেমন হাত বাড়াইয়া যত ধরিতে যায়, ততই যেমন ফুলটী সরিয়া সরিয়া যায়, এবং শেষে বালক অগাধ সলিলে ডুবিয়া যায়, সেইরূপ অনেকে ধনের সঙ্গে জোর করিয়া কিছু মান পাইতে যায়, কিন্তু ধন মানুষের হাতে একাকী আসে না, কিছু মানও আনে। এই অতি ব্যগ্রতায় সেই মান টুকুও নষ্ট হয়, এবং সমাজের নিম্নস্তরে পড়িয়া চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া যায়। সেই জন্য বিজ্ঞজন মানের জন্য কাতরান না। মান বাড়ে মহত্ত্বে—কিন্তু মহৎ মানের গোড়ায় ছাই দেয়, মানের জন্য ব্যস্ত হয় না। সেই ব্যক্তি দীন হইলেও মান তাহারই বাড়ে—তাহার নামে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হয়। সে যখন মরে, তাহার স্মৃতিটুকু শুষ্ক গোলাপের বৃন্তচ্যুত পত্রের ন্যায় তখনও যশসৌরভে সমাজকে পরিতৃপ্ত করে! হায় নির্ব্বোধ! মানের দাবী করিয়া মান পাইবে না। মানের উপযুক্ত হও, মান আপনা হইতেই পদানত হইবে।

যাহারা দাবী করিয়া মান চায়, তাহারা দাম্ভিক, দাম্ভিক নীতিশাস্ত্রের মতে ঘৃণিত জীব—সমাজের নিম্নস্তর আসনে বসিবারই যোগ্য ব্যক্তি। কেমন আপনা হইতেই তাহারা বসিয়াও পড়ে।

কৃতকার্য্যতা।

যদি কোন কার্য্যের সাধনায় মানুষ সিদ্ধ-মনস্কাম হইতে বাসনা করে, তাহা হইলে কখন তাহাকে অতি বড় সাহসী এবং কখন অতি বড় বিবেচক হইতে হয়। সম্রাট নেপোলিয়ন বলিয়াছিলেন :—

"to succeed one must sometimes be very bold and sometimes very prudent"

ব্যবসায়, বাণিজ্য, অর্থোপার্জ্জন, রাজ্য লাভ ও শাসন ধর্ম্মসাধনা, এই সকলগুলিতেই সাহস এবং বিবেক আবশ্যক। নচেৎ কৃতকার্য্য হইতে পারা যায় না, সহসাই কোন কার্য্য আরম্ভ করিয়াই যে কৃতকার্য্য হইতে পারা যাইবে, এখন আশা করাও ঠিক নয়। সিদ্ধি লাভের পথ কিছু বন্ধুর—বাধা সঙ্কুল, ধৈর্য্য না থাকিলে সাহস এবং বিবেচনা শক্তি থাকিলেও সিদ্ধি লাভ করা যায় না।

আবার কার্য্যে একাগ্রচিত্ত হইতে পারিলে অধিক ধৈর্য্যাবলম্বনেরও আবশ্যক হয় না—সিদ্ধি লাভের পথ সুগম হইয়া যায়, প্রত্যেক প্রকৃত ধীর ও একাগ্রচিত্ত সাধকই সফলকাম হইয়া থাকেন। কিন্তু পরিতাপ এই, শত করা ৯৯ জনের কাজের আড়ম্বড় থাকে, কিন্তু প্রকৃতই তাহাদের ভিতর ঐকান্তিকতা বা একাগ্রচিত্ততা অতি কম, এমন লোক কৃতকার্য্য ত হই না, শেষে অদৃষ্টবাদী হইয়া নিশ্চেষ্ট হয়, ইহারা প্রচার করে, সাধনায় সিদ্ধি লাভ করা যায় না, সিদ্ধি লাভ অদৃষ্ট সাপেক্ষ—কপালে থাকিলে পাওয়া যায়, নচেৎ শত সাধনায় কিছুতেই কিছু হয় না।

এ কথা ঠিক নয়, সাধনাতেই সিদ্ধি লাভ করা যায়, ইহাই ধ্রুব সত্য। পাশ্চাত্যদেশবাসী অদৃষ্ট মানিতে চায় না—তাহারা বুঝে সাধনায় বসিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট না হইলে মানুষ কৃতকার্য্য হয় এবং সিদ্ধি লাভও করিতে পারে। অলস, যাহারা সাধনায় ঐকাগ্রচিত্ত হইতে অক্ষম, জীবন-সংগ্রামের ভগ্নদূত, তাহারাই অকর্ম্মণ্য জীবনবহনের জন্য কোন সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ না দিতে পারিয়া অদৃষ্টের উপর সমস্ত দোষ চাপাইয়া নিজের বিবেককে নিরাপদ রাখিতে চায় মাত্র। মানুষের অদৃষ্ট বলিয়া যদি কিছু থাকে, কঠোর সাধনা করিলে অবশ্যই সে অদৃষ্টকে সুপ্রসন্ন হইতেই হইবে, ইহা নিশ্চয় ধারণা করা উচিত।

এই মরজগতে অনায়াস-লব্ধ কিছুই নাই। বিনা শ্রমে কিছুই লাভ করা যায় না। সৌভাগ্যলাভের সরল পন্থাই হইল, "একাগ্রচিত্ততা" জীবনমরণ কিম্বা মন্ত্রের সাধন করিতে পারিলে কৃতকার্য্য হইতে পারা যায়। সংসারের অনেকেরই তাহা হইয়াছে ও হইতেছে। প্রাচীন ভারতবাসীর এই কঠোর সাধনায় ক্ষমতা ছিল, সেই সাধনা ভ্রষ্ট হইয়া এখন আমরা বিলাসী হইয়াছি। আর ত সাধনায় শক্তি নাই, কাজ দেখিলে কাতর হই, কাজেই অদৃষ্টের উপর নির্ভর ভিন্ন আমাদের আর উপায় কি? বিলাস বিভ্রমে চিত্ত দুর্ব্বল হইয়াছে, স্নায়ুমণ্ডলী শিথিল হইয়াছে, তাই শ্রমকাতর, অলস অকর্ম্মণ্য, সাহস-হীন হইয়া পড়িয়াছি, আর কি আমরা কর্ম্মী হইতে পারি? পাশ্চাত্য জাতীয় কবি লর্ড হাউটন গাহিয়াছেন,—

"Let us go forth and resolutely dare
With Sweat of brow to toil our little days"

ধন্য দেশ, ধন্য ইহাদের কর্ম্মের সাধনা, আর ধন্য সে দেশের কবি, যাহাদের কবিতা মানুষকে কৃতি পুরুষ করিয়া তুলে।

হে দেশবাসী! কৃষি বাণিজ্য শিল্প ধর্ম্মালোচনায় প্রকৃত একাগ্রচিত্ত হও, কর্ম্মের সাধনায় বসিয়া পড়, আর কত কাল অকর্ম্মণ্য হইয়া জীবনযাপন করিবে? নিজে নিজেকে প্রতারিত করিও না। প্রকৃত সাধক হও, প্রকৃত কাজ কর, তোমার দেশ দীন হইতেও দীনতম হইয়া যাইতেছে, আলস্যে কবিতা উপন্যাস পাঠের এ সময় নয়। বিলাসিতা পরিত্যাগ কর, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া প্রাণপণে কর্ম্মের জন্য হৃদয়কে নিয়োজিত কর, দেখিবে, সাধনায় কৃতকার্য্য হওয়া যায়, চেষ্টা বিফল হয় না। প্রকৃত ঐকান্তিক সাধনা করিলে সিদ্ধিলাভ করা যায়। যদি দেশের প্রত্যেক লোক শ্রমশীল হয়, বিলাসিতা পরিত্যাগ করে, প্রত্যেকে কোন সৎ উপায়ে কিছু কিছু উপার্জ্জন করে, দেশের অবস্থা ফিরিতে তবে বিলম্ব হয় না। হায় এ দেশের অদৃষ্ট, এ দেশবাসী মুখে বলে, কিন্তু কাজে কিছুই করে না এই রোগেইত সমগ্র দেশ মরিয়াছে, তাই প্রত্যেক কাজেই অকৃতকার্য্যতা।

সহজ শিল্প প্রস্তুত প্রণালী।

(Special)

অনেক ইংরাজমহিলা রং ফর্সা এবং চর্ম্মের কোমলতা বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত জিনিষটী ব্যবহার করেন। ইহার নাম "Verginal Milk" ইহার দ্বারা গাত্রচর্ম্ম কোমল এবং পরিষ্কার হয়। ইহা বিক্রয়েরও উপযুক্ত জিনিস।

ভারজিনাল্ মিল্‌ক্ বা কুমারী—দুগ্ধ।

উৎকৃষ্ট গোলাপ জল—১ কোয়ার্ট, ইহাতে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া (Simple

Tinture of Benjoin) সিম্পল টিংবেনজুইন্ দিয়া ক্রমাগত নাড়িলে ইহা (Cream) ক্রিমএর মত হইবে, ইহাকে আরও উৎকৃষ্ট করিতে হইলে ইহাতে ১২।.৫ ফোঁটা Tincture Myrrh টিংচার্ মার এবং ফোঁটা কতক গ্লিসারিন দিলে সুন্দর হইবে। কিন্তু সাবধান, সিম্পল্ টিংচার বেন্জুইন যেন ব্যবহার করেন, কমপাউণ্ড টিংচার বেন্‌জুইন ব্যবহার করিলে জিনিসটী নষ্ট হইয়া যাইবে, তাহা সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য কদাচ ব্যবহার্য্য নহে, সেই জন্য কদাচ "কম্পাউণ্ড টিংচার বেন্-জুইন যেন ব্যবহার না করেন।

Sun Burn Cure.

সূর্য্যদগ্ধার ঔষধ।

অনেক সুন্দরী মহিলার মুখে সূর্য্য কিরণ দ্বারা এক প্রকার মেছেতার মত দাগ হয় এবং মুখশ্রী নষ্ট হইয়া যায়। কোল্ড্ ক্রিমের দ্বারা সময় সময় কিছু উপকার দেখা যায় বটে, কিন্তু নিম্নলিখিত নির্দ্দোষ অথচ যথার্থ ফরমূলাটী হিতকর। অনেকে ব্যবহার করিয়া বিশেষ উপকার পাইয়াছেন। এইরূপ মহিলাগণ শুইতে যাইবার সময় যেন মুখখানিকে শীতল জলে ধৌত করিয়া উত্তমরূপে তোয়ালে দ্বারা মুখ মুছিয়া নিম্নলিখিত দ্রব্যটী প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করেন। সূর্য্যদগ্ধা, মেছেতার দাগ, ব্রণের দাগ মুছিয়া যাইয়া মুখখানি সুন্দর হইবে। এ জিনিসটীও পেটেন্ট করিয়া বিক্রয় করা যায়।

প্রস্তুতপ্রণালী।

পরিষ্কার সাদা মোম	১ আউন্স
স্পারমাসেটি	২ আউন্স
মিষ্ট বাদামের তৈল	॥ পাইট্

পরিষ্কার এনামেলের পাত্রে এই গুলিকে গলাইয়া ফেলিয়া নামাইয়া ইহাতে

গ্লিসারিন	৩ আউন্স
অটো অফ রোজ	১২ ফোঁটা

দিয়া ক্রমাগত নাড়িতে থাকুন, যখন প্রায় ঠাণ্ডা হইবে, তখন ইহাকে একটা শীতল স্থানে রাখিয়া দিন। এইটীকে জমি করিয়া অনেকে বিলাতী চেরী ব্লসম এসেন্স ২ আঃ ইহাতে মিশাইয়া নানা নামে বিক্রয় করেন। ইহা প্রতি রাত্রেই ব্যবহার করা উচিত নয়। সপ্তাহে ২।৩ দিন যেন ব্যবহার করা হয়। চর্ম্মের অবস্থা বুঝিয়া এক দিন অন্তরও ব্যবহার করা যাইতে পারে। উপরোক্ত দ্রব্যগুলি যেন ঠিক যেমন মাপ দেওয়া গেল, ঠিক তাহাই দেওয়া হয় এবং কাচের কাটী বা নল দ্বারা নাড়া হয়। কোন ধাতব দ্রব্য ব্যবহার করা উচিত নয়। অনেকে ইহাতে এসেন্স অফ্ রোজ, চেরিব্লসম প্রভৃতি এসেন্স মিশায় গন্ধ মনোহর হয় বটে, কিন্তু এই সকল জিনিসে রেক্‌টিফায়েড্ স্পিরিট থাকায় চর্ম্মের ভাবী ফল অনিষ্টকর হয়। এ সকল না দেওয়াই ভাল।

কেশতৈল প্রস্তুত প্রণালী।

উৎকৃষ্ট বেলার তৈল	১ সের

ইহাতে ২ ড্রাম অ্যালক্লাইনরুট নামক জিনিস, যাহা তেল রং করিবার জন্য বাজারে বিক্রয় হয়, তাহা দিয়া ২৪ ঘন্টা একস্থানে রাখিয়া দিন। তাহার পর ছাঁকিয়া লইয়া ইহাতে ২ ড্রাম চন্দন তৈল, ২ ড্রাম হেনার আতর, অয়েল রোজ মেরি ১ ড্রাম্ এবং টীংচার কাম্থারাইডিস্ ১০ ফোঁটা দেওয়া হয়, ইহা টাকের উৎকৃষ্ট ঔষধ। এইগুলি দিয়া খুব নাড়িয়া মিশাইয়া ইহাতে অয়েল নিরোলী ১ ড্রাম এবং এবং ৩০ ফোটা অটোডি রোজ দিয়া কর্ক বন্ধ করিয়া বোতলটাকে ৭ দিন মধ্যে মধ্যে দিবসে ৫।৭ করিয়া নাড়িয়া দিতে হইবে। তাহার পর ইহা সুন্দর কেশ তৈল হইবে, এখন সৌখীন নাম দিয়া বিক্রয় করিতে পারেন।

কৃত্রিম মারবেল প্রস্তর প্রস্তুত প্রণালী।

ফট্‌কিরির সলুইশনে পারিস্ প্লাষ্টার দিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করুন এবং উননে একটা বড় কড়াই দিয়া অগ্নির উত্তাপে এইটাকে শুষ্ক বা ভাজিয়া ফেলুন, তাহার পর পুনরায় খুব সুক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া জল দিয়া কাদার মত করিয়া যেমন টালী প্রস্তুত করে সেইরূপে চৌকা টালী করিয়া শুষ্ক হইলে যেমন করিয়া ঘষিয়া আসল মার্ব্বেল পাথরকে পালিস করে, সেইরূপে পালিস করান, দেখিতে ঠিক মার্ব্বেল পাথরের মত হইবে এবং চক্‌চক করিবে।

গৃহিনীর বৈঠক।

দিদিমার পার্শ্বে সরসী বালা উপবিষ্টা, পাকা চুলগুলি তুলিয়া দিতেছে। সরসী এখন ক্রমেই বড় হইয়া উঠিতেছে সত্য, কিন্তু এখনও বালিকা স্বভাব সুলভ চপলতা যায় নাই—দিদিমাকে বলিল, দিদিমা তুমি "বালুসাই" ঘরে প্রস্তুত কর্‌তে জান? গিন্নি একটু হাস্‌লেন, বল্লেন কেন? খেতে সাধ হচ্ছে নাকি?

সরসি বল্লে, হলে আবার খাই না, তা খাওয়ার যা'হোক, শিখ্‌লে হ'ত।" গৃহিনী বল্লেন, তবে সকলকে ডেকে আন, তার পর বল্‌চি।

সরসী বউদি'কে ডেকে আন্‌লে, গিন্নি বল্‌তে লাগ্‌লেন। দেখ, তোমারা "বালুসাই" সন্দেস খেয়েছ, কিন্তু কেমন করে ঘরে তৈয়ারী কত্তে হয়, তাই আজ বল্‌ব।

"বালুসাই প্রস্তুত।"

প্রথমে ১ সের ময়দা একটা ছোট গামলায় রেখে, তার মাঝ খানে গর্ত্ত করে তাতে আন্দাজ দেড়পোয়া গরম ঘী ঢেলে দিয়ে

আধ ঘন্টা খানেক এক খানা কাপড় চাপা দিয়ে রেখে দাও। এ দিকে একটা কড়ায়ে একটু দুধ গরম কর্ত্তে দাও, এই গরম দুধ দিয়ে ময়দাগুলিকে মাখ্‌তে হবে। ময়দা মাখাটা বেশ লুচির ময়দার মতনই হবে, তাতে ছোট ছোট নেচি কাট, বেলুন দিয়ে বেল্‌লে ছোট কচুরির মতন চাকৃতি হবে, সেইগুলিকে বেশ ভাল ঘীএ ভেজে নাও, খুব কড়াও যেন না হয়, আর খুব নরম যেন না হয়, এইটুকুই-এর বুদ্ধির কাজ। তারপর চিনির রসে চুবিয়ে দিয়ে রাখ, একটু পরেই দেখ্‌বে, রস দানিয়ে "বালুসাই"গুলির গায়ে লেগেছে, এরই নাম "বালুসাই"। সামান্য খরচায় অনেক বেশী জিনিস ঘরে হয়, কিন্তু এই জিনিস বাজারের পচা ঘীএ ভাজে, খেলেই অম্বল হয়। সকল মেয়েরই এ সকল ঘরে তৈয়েরী করে স্বামী ছেলে মেয়েকে দেওয়া উচিত, এ সব এ কালের মেয়েরা জানে না, শোনেও না কিন্তু আমরা সে কালে এ সব কর্‌তুম, এখনকার মেয়েরা আগুণ তাতে গেলে মূর্চ্ছা যায়, রং ময়লা হয়ে যাবার ভয়ে রাধ্‌তে যেতে চায় না, বসে বসে গতরটী নষ্ট করে। সরসী যেন শশুরবাড়ী যেয়ে বিবি সেজোনা।

পুর্ব্বেই বলেছি, সরসীটার এখনও বালিকা স্বভাব যায় নাই, সে বলিয়া উঠিল, আগে বিয়েই হোক দিদিমা, তারপর সে কথা।

FILTER

ফিল্‌টার বা জল পরিষ্কারের কল।

—:○:—

বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবেই বিবিধ প্রকার সাংঘাতিক পীড়া জন্মে। এদেশের পল্লীগ্রামের লোক জল পরিষ্কার করিবার দিকে তত লক্ষ্য রাখেন না এবং প্রকৃতপক্ষে পরিষ্কৃত বিশুদ্ধ জলের পল্লীগ্রামেই অভাব। বিদেশীয় জাতি এই পানীয় জলের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে, তাহারা এদেশের কোন পল্লীগ্রামে যাইলে ফিল্‌টার করা বা জল পান করিবার সুবিধা না থাকিলে বরং সাত দিন সোডা, লিমনেড খাইয়াও জীবন কাটাইবে, তথাপি যেখানকার সেখানকার জল পান করিবে না। যাহাতে সর্ব্বশ্রেণীর লোকে অতি সামান্য ব্যয়ে যেখানকার সেখানকার জল পরিষ্কার করিয়া খাইতে পারে, সম্প্রতি তাহার বিবিধ প্রকার ফিল্‌টার বা জল পরিষ্কারের যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। পাঠকগণকে আজ সেই ফিল্‌টারগুলির কয়েকটী বিবরণ জানাইব।

১। পকেট ফিল্‌টার—পথিক বা পরিব্রাজকের সুবিধার জন্য, একটী সুন্দর বাক্‌সে একটী ফিল্‌টার এবং তাহাতে ১টী লম্বা রবারের টিউব বা নল লাগান আছে। এই ফিল্‌টার বিশেষ ক্ষমতাশালী, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিলাতে প্রস্তুত। কোন পচা পানা পুকুরেও সেই ফিল্‌টারটী ফেলিয়া দিয়া রবারের নলে মুখ দিয়া টানুন—নির্দ্দোষ বিশুদ্ধ শীতল জল পাইবেন।

২। বোতল ফিল্‌টার—ইহাও অভিনব, যে কোন স্থানের এক টব জল আনিয়া তাহাতে এই বোতলটী ডুবাইয়া দিলেই নির্দ্দোষ বিশুদ্ধ জল দ্বারা বোতলটী পূর্ণ হইয়া যাইবে। এই বোতলের গাত্রটাই ফিল্‌টারিং উপকরণে প্রস্তুত, বোতলের কর্ক বদ্ধ থাকে, মুখ দিয়া জল প্রবেশ করে না, গাত্র গিয়া চোয়াইয়া বোতল পরিপূর্ণ হয়। যে দেশের স্বাস্থ্যের প্রতি তীক্ষ্ণ মনোযোগ, তাহাদের নিত্যই নূতন জিনিস আবিস্কৃত হয়। স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল; পাশ্চাত্য সুসভ্য দেশবাসী তাহা বিশেষরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন। এইজন্য স্বাস্থ্য রক্ষার্থ অর্থ ব্যয়ে ইহারা আদৌ কুণ্ঠিত নহে। আর এদেশের লোকে ১০ পয়সার তৈল খরচ করিয়া একটা আলোক লইয়া বাহির হইলে জীবনটা সর্পগ্রাস হইতে রক্ষা পায়, তাহা করিতেও উদাসীন। মরেও তাই। যাহা হউক আমাদের দেশের পল্লীগ্রামে গ্রীষ্ম এবং বর্ষাকালে পানীয় জলের যেরূপ শোচনীয় অবস্থা, তাহাতে এরূপ ফিল্‌টার প্রত্যেক সংসারে ব্যবহৃত হওয়া উচিত। কার্য্যকারিতায় তুলনায় মূল্য অধিক নহে। পকেট ফিল্‌টার প্রত্যেক লোকেরই এক একটী আবশ্যক। এমন কি প্রত্যেক পল্লীবাসীকে আমরা ইহা নিশ্চয়ই এক একটী রাখিতে অনুরোধ করি।

এগুলি বিলাতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত এবং জগতের খ্যাতনামা সুচিকিৎসকগণের অনুমোদিত। এদেশে প্রচলনের জন্য মেসার্স আর, সি, গুপ্ত এণ্ড সন্‌স, ৮১ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে আনিয়া বিক্রয় করিতেছেন। পরিষ্কৃত জলই জীবন। বর্ষার কলুষিত জল পান করিয়া সপরিবারে ভুগিয়া মরা অপেক্ষা নিম্নলিখিত কোন একটা ফিল্‌টার রাখিলে অর্থ এবং জীবন দুই রক্ষা হইতে পারে। মূল্যেরও বিবরণ দিলাম।

পকেট ফিলটার—৩॥০।

বোতল ফিল্‌টার—২ পাইট জল ধরে ৫॥০ ৩ পাইট জলের ৭৲, ৪ পাইট জলের ৮॥০। আবার ১ পাইট জল ধরে এমনও আছে, মূল্য ৪৲।

টেবেল ফিল্‌টার—সুন্দর ইনামেল করা, কারুকার্য্যময় অনেক জল ধরে মূল্য ২৪৲

ইচ্ছা করিলে ৩॥০ টাকা দিয়া কি এ দেশের লোক স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে পারে না? তা পারে, কিন্তু এ দেশের মজা এই, বিলাসিতার জন্য প্রচুর অর্থ অপব্যয় করিতে আমরা আদৌ চক্ষু কর্ণ দিই না, কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে, কি শরীর রক্ষা করিতে।০ আনা পয়সা ব্যয়েও কাতর! এ সকল জিনিস এদেশে কিনিবে—ইংরাজজাতি, ইহারা আমাদের ন্যায় "False economy" বা মিথ্যা মিতব্যয়িতা ভাল বাসেন না।

সোণার গহনা রং করিবার উপায়।

একগোছা চুল জলন্ত আগুনে দিলে যে ধোঁয়া উঠে, তাহার ধোঁয়াতে সোণার গহনা ধরিলে নূতনের মত রং হইয়া যায়।

২য় প্রকরণ।

সমভাগ লবণ এবং ফট্‌কিরি অল্প জলে গুলিয়া অলঙ্কারগুলিতে মাখাইয়া; উত্তপ্ত করিবে, পরে ব্রুশ দ্বারা উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া অন্য একটী মৃত্তিকা পাত্রে অল্প ফট্‌কিরি এবং পাকা তেঁতুলের মাড়ী দিয়া একটু গন্ধক এবং নিশেদল দিয়া গহনাগুলি তাহাতে দিয়া ফুটাইবে, যখন গহনাগুলি উজ্জ্বল পীত বর্ণ হইবে, তখন ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া লইলেই সুন্দর রং করা হইবে। কিন্তু যে সকল গহনার ডাইমন্‌কাটা আছে, তাহা রং করিলে পুনরায় ডায়মনগুলি ছিলাইয়া লইতে হয়। নচেৎ ডাইমনকাটা গহনাকে সাবানের জলে ব্রুস দিয়া ধৌত করাই ভাল।

পল্লীগ্রামের আত্মশাসন।

ভারতে হিন্দুরাজত্বকালে, যে পল্লীসমাজ প্রতিষ্ঠিত ও প্রবল ছিল, তাহার সুখ্যাতি রহস্যজ্ঞ ইংরেজদিগকে করিতে হইয়াছে; ভারতের ভূতপূর্ব্ব ব্যবস্থাসচিব মেন সাহেব নিজের "ভারতীয় সভ্যতায়" পল্লীসমাজের গুণগান করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে মনরো, এলফিনোষ্টোন, ম্যালকম প্রভৃতি ঐতিহাসিক গবর্ণমেণ্ট পল্লীসমাজের গুণগান করিয়াছিলেন। হেনরী টরেণ্ট নিজের "ভারতীয় সাম্রাজ্য" নামক গ্রন্থে পল্লীসমাজের গুণ দেখিয়া, ইংরেজ আমলের ব্যবস্থার দোষ দিয়াছেন। টরেণ্ট বলিয়াছেন, "নবলব্ধ বৈদেশিক রাজ্যে প্রজাশক্তি দুর্ব্বল হইয়া ইংরেজ রাজপুরুষদিগের অভিপ্রেত হইয়াছে। এই জন্যই প্রজাশক্তির আধার পঞ্চায়ত-প্রথা বিলুপ্ত করা হইয়াছিল। কল বন্ধ হইতেছে, পল্লীকার্য্যে ব্যাঘাত ঘটিতেছে।"

হিন্দুর পল্লীসমাজই মুসলমানদিগের সময়ে পঞ্চায়ত নামে পরিচিত হইয়াছিল, নাম প্রভেদ হইলেও কাজে প্রভেদ ছিল না। ইংরেজের আমলেই সেই প্রথা উৎপাটিত হইয়াছে, কিন্তু এখন আবার প্রাচীন প্রথার প্রতিপত্তি হইতেছে। হবহাউসের "ডিসেন্‌ট্রালিজেশন কমিশন" প্রাচীন পঞ্চায়ত প্রথা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে বলিয়াছেন।

প্রাচীন পল্লীসমাজ এক প্রকার ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্র-রাজ্যেই পরিণত ছিল। গ্রামের লোকেই গ্রাম্যসভা প্রতিষ্ঠিত করিতেন, গ্রাম্য লোকেই গ্রাম্যসভার সভ্য ও সভাপতিদিগকে নির্ব্বাচিত করিতেন। পল্লীসমাজের সভাপতি মণ্ডলের অর্থাৎ গ্রাম্য পার্লেমেণ্টের মুখ্য বা প্রধানতম বলিয়া "মণ্ডলমুখ্য" নামে অভিহিত হইতেন। সভার সকল সভ্য ও সকল কর্ম্মচারীকেই ইহার আদেশ উপদেশে চলিতে হইত।

গ্রাম্য কর সংগ্রহ, গ্রাম্য ব্যয়, গ্রাম্য পূর্ত্ত-স্থাপত্য, গ্রাম্য শিক্ষা, গ্রাম্য চিকিৎসা, দেওয়ানি ফৌজদারী গ্রাম্য বিচার, গ্রাম্য পুলিশ প্রভৃতি সমগ্র গ্রাম্য কার্য্যই গ্রাম্যসমাজের হস্তে ন্যস্ত ছিল।

গ্রাম্যসভা গ্রাম্য হিতে মন দিয়া থাকিতেন। হিন্দু রাজত্বকালে, গ্রাম্য দেবালয় ও দেবতার ভার, দেবসেবার সমুদয় কার্য্য, গ্রাম্য সমিতির হস্তে থাকিত। মুসলমান সময়ে এ ব্যবস্থা রহিত হইয়াছিল, কিন্তু আর সকল বিষয়েই পূর্ব্বতন ব্যবস্থা বাহাল ছিল। গ্রাম্য কর-সংগ্রহ—গ্রাম্য সভা করিতেন, সরকারী রাজস্বকর্ম্মচারী যথাকালে আসিয়া কর লইয়া চলিয়া যাইতেন। দেশ রক্ষা ও গ্রাম রক্ষার জন্য যে পলটন ছিল, তাহাতে সরকারী আধিপত্যই প্রতিষ্ঠিত ছিল।

সার হেনেরি মেনের ন্যায় অন্যান্য রহস্যজ্ঞ ইংরেজলোকই বলিয়াছেন, "হিন্দুসময়ে ভারতীয় পল্লীসমাজ ক্ষুদ্র রিপবলিক বা প্রজাতন্ত্ররাষ্ট্রেই পরিণত ছিল।" অনেক ইংরেজ বলেন, "ভারতের লোক চিরদিনই রাজতন্ত্র দেখিয়া আসিতেছে। প্রজাতন্ত্র যে কি পদার্থ, তাহা কেহ কোন কালে বুঝিত না। ভারতের লোক কোন কালেই রাজশাসন ব্যতীত অন্য শাসন দেখে নাই, অন্য শাসনের মর্য্যাদা বুঝে নাই, আত্মশাসন যে কি পদার্থ, তাহা ভারতের লোকে পূর্ব্বে কোন কালে দেখে নাই, বুঝে নাই।"

একথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারাই ভারতীয় ইতিহাসে একান্ত অনভিজ্ঞ। মনরো, ম্যালকম, এনফিনষ্টন, টরেণ্ট, মেন প্রভৃতির গ্রন্থেও তাঁহাদিগের দৃষ্টি পড়ে নাই।

যাহাই হউক, হবহাউস-কমিশন যখন পুরাতন পল্লী প্রথা পুনর্জ্জীবিত করিতে বলিয়াছেন, যখন এ পরামর্শ গবরমেণ্টের অগ্রাহ্য হয় নাই, তখন আশা আছে; প্রাচীন পল্লীসমাজ ভারতের লোকে আবার দেখিতে পাইবে।

আশা হইতেছে, গবর্ণমেণ্ট আইন-সাহায্যে পল্লীসমাজ পুনপ্রতিষ্ঠিত করিবেন; আশা হইতেছে, বঙ্গের গবর্ণমেণ্ট এ পক্ষে উদ্যোগী হইবেন।

হিন্দু আমলের প্রাচীন প্রথাই যে অক্ষুন্নরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে, এরূপ মনে করি না। কেননা, গবর্ণমেণ্ট পল্লীসমাজের উপর স্থানীয় রাজপুরুষদিগের—জেলার ও মহকুমার মাজিষ্ট্রেটদিগের—কর্ত্তৃত্ব প্রবল করিয়া রাখিবেন। পল্লীসমাজকে পূর্ণশক্তি দিতে অধুনাতন গবর্ণমেণ্ট সম্মত হইবেন না; পূর্ব্বতন পল্লীসমাজ গ্রাম্য পুলিশের উপর কর্ত্তৃত্ব করিত। গ্রাম্য চৌকিদারকে গ্রাম্য সমাজের অধীন রাখিতে হইত। এখনকার

চৌকিদারী-পঞ্চায়তও গ্রাম্য চৌকিদারের উপর কর্তৃত্ব করিতে পান। কিন্তু পূর্ব্বে সমাজের যেরূপ অধিকার ছিল, এখনকার চৌকিদারী পঞ্চায়তের সেরূপ অধিকার নাই। সরকারী পুলিশের উপর পঞ্চায়তের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই অথচ গ্রাম্য চৌকিদার সকল বিষয়েই সরকারী পুলীশের অধীন ও আয়ত্ত।

নবব্যবস্থায় যদি গবর্ণমেণ্ট গ্রাম্য চৌকিদারকে গ্রাম্য সমাজেরই অধীন করিয়া দেন, তাহা হইলে, সুব্যবস্থা হইবে। জেলা ও মহকুমার রাজপুরুষদিগের কর্ত্তৃত্ব-শক্তি যে, সঙ্গত হইবে না, তাহা নিশ্চিত। কিন্তু এই শক্তি সঙ্গত না হইয়াও যদি সংকোচিত হয়, তাহা হইলে আমরা তুষ্ট হইব। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফৌজদারী মামলায় রাজপুরুষদিগের সামান্যরূপ সাহায্য করিতে, আসামীকে ধরিয়া দিবার ক্ষমতা, কোন কোন কোন পঞ্চায়ৎ পাইয়াছিল। কিন্তু দেওয়ানী ফৌজদারী বিচারে পঞ্চায়তের অধিকার সাব্যস্ত হইলে, ফল যে ভাল হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

গ্রাম্য দেনা-পাওনা, স্বত্বাস্বত্ব, বিবাদ-বিসংবাদ প্রভৃতি বিচারযোগ্য বিষয়ে গ্রাম্য সমাজের যেরূপ অভিজ্ঞতা থাকিবার কথা, সরকারী আদালতের সেরূপ থাকিবার কথা নহে। এইজন্যই হবহাউস-কমিশন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেওয়ানী-ফৌজদারী মামলার বিচারভার নূতন পঞ্চায়তের অর্থাৎ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত পল্লী-সমাজের হস্তে ন্যস্ত করিতে চাহেন।

গ্রাম্য স্বাস্থ্যরক্ষা ও চিকিৎসায় গ্রাম্য সমাজের কর্ত্তৃত্ব থাকিলে, সুফল হইবে। গ্রাম্য পথঘাটে কর্ত্তৃত্ব থাকিলে সুফল হইবে; গ্রাম্য শিক্ষায় কর্ত্তৃত্ব থাকিলে সুফল হইবে; গ্রাম্য বিদ্যালয়ে নির্ব্বাণ-সংস্কারাদি বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব থাকিলে সুফল হইবে। গ্রাম্য সকল বিষয়েই গ্রাম্য সমাজের অধিকার থাকিলে, সুফল হইবে। এখনও গবর্ণমেণ্ট সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নব পল্লীসমাজ প্রথার প্রবর্ত্তনায় প্রবৃত্ত হন নাই, কিন্তু বিহারে যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পঞ্চায়ত বিচারালয় বসিতেছে, তাহাতে দেওয়ানী ফৌজদারী রাজপুরুষেরা দেশহিতৈষী উদ্যোক্তাদিগের সাহায্য করিতেছেন, উৎসাহবর্দ্ধন করিতেছেন, পথ দেখাইয়া দিতেছেন, —দেখিয়া আমরা তুষ্ট হইতেছি।

কিন্তু এরূপ স্পোরাডিক অনুষ্ঠানে পূর্ণহিতের সম্ভাবনা অল্প। সমগ্র প্রদেশের জন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে। আর—সুতরাং একটা আইনও পাশ-বাহাল করিতে হইবে।

আমাদের বিশ্বাস, হিন্দু রাজত্বের পুরাতন প্রথা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক। শিক্ষা, পূর্ত্ত, স্থাপত্য, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা প্রভৃতি সকল বিষয়ের ভার পল্লীসমাজের হস্তে দিতে হইবে। আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেওয়ানী ফৌজদারী বিচারভারও ঐ সমাজের হস্তে ন্যস্ত করিতে হইবে। গ্রাম্য পুলিশের—অর্থাৎ চৌকিদার ও দফাদারদিগের ভারও ঐ পল্লীসমাজের হস্তে রাখিতে হইবে।

জেলার ও মহকুমার মাজিষ্টরেরা দৃষ্টি রাখিতে পারিবেন। কিন্তু পদে পদে, কথায় ২ পল্লীসমাজের উপর যে সে হুকুম চালাইতে পারিবেন না। এইরূপ ব্যবস্থা করাই উচিত হইবে। পল্লীসমাজের উপর যদি সরকারী পুলীশ অবাধ কর্ত্তৃত্ব করিতে পান, তাহা হইলে পল্লীসমাজের আদৌ প্রতিপত্তি থাকিবে না। লোকে এইরূপ প্রতিপত্তি-মর্য্যাদাহীন পল্লী সমাজকে মানিবে না। তাহা হইলে, পল্লী-সমাজের প্রতিষ্ঠা করিতে গবর্ণমেণ্টের সকল শ্রম পণ্ড হইবে। হিতে বিপরিত ঘটিবে।

হেন্‌রী টরেণ্টের ন্যায় পূর্ব্বতন লেখকদিগের মতামত মানিতে হইবে। কোন গ্রন্থে কোন অভিজ্ঞ রাজপুরুষ কিরূপ পরামর্শ দিয়া গিয়াছেন, তাহা দেখিয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে। যাঁহারা গ্রাম্য আত্মশাসনের বিরোধী, তাঁহাদের মতে কাজ হইলে, কাজ পণ্ড হইবে। বস্তুতই হিতে বিপরিত হইবে। অমৃতে গরল উঠিবে, সুখের বদলে দুঃখ বাড়িবে। পল্লীসমাজকে আত্মশাসন শক্তি দিতেই হইবে। দৈঃ চঃ।

ব্যবসায়ীর প্রতি সঙ্কেত।

—(০)—

১। কোন কাগজ নূতন বাহির হইতেছে, তাহাতে বিজ্ঞাপন দিবনা বলিয়া ঘৃণার সহিত লাফাইয়া উঠিবেন না, আপনি কাজ বুঝেন না। যে সকল কাগজ নূতন বাহির হয়, সে তখন নিজের উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে, নমুনা পাঠায়, দশজনকে দেখায় শুনায়, দান করে, এসময়ে বিজ্ঞাপণ দিলে ভালই হইবার কথা। অনেকে কাজ বুঝেন না, অথচ মুন্সিয়ানা চালেন এই টুকুই দুঃখ আর কি?

২। আমেরিকান বিজ্ঞাপনদাতাগণ বলেন, ডাইরেক্টারী প্রভৃতিতে বিজ্ঞাপন দিয়া কিছু হয় না, কদাচ বিজ্ঞাপন দেওয়া উচিত নয়। কোন ফল হয় না। এ সকল ঠিক অভিধান এবং ডিক্‌সনারীর মত জিনিস, যখন দরকার, তখনই একবার ব্যবহার হয়, তাহার পর কোথায় পড়িয়া থাকে। ডাইরীতে লোকের ব্যবসায়েরও ব্যক্তিগত রহস্য থাকে, ডাইরী কিনিয়া ব্যবহারের দিন হইতে কেহ কাহাকেও স্পর্শও করিতে দেয়না, সুতরাং বিজ্ঞাপনে কাজ হয় না।

৩। কাগজের সার্কুলেসন জিজ্ঞাসা করা বৃথা, কাগজের পাঠ্য বিষয় সাধারণের চিত্তাকর্ষক কি না, সেইটীই আসল কথা? শুধু বিজ্ঞাপনই দিয়া যান। কাগজের জ্ঞাতব্য বিষয় যদি ভাল হয়, তবে একখানা কাগজ ১০ জনে এমন কি ১০০ জনেও পড়ে। সে কাগজের যদি ২০০ গ্রাহকও থাকে, তাহাও আদরের, কেননা তাহা হইলেও ২০০০ পাঠক পাওয়া যায়, এদেশের যেমন ব্যবসা, তেমনি ম্যানেজার, আর তেমনি হিসাব বোধ। আমরা মনে মনে হাঁসিয়া আকুল হই, বিজ্ঞাপনের জন্য যখন কাগজের নমুনা খানি হাতে দিই,

তখন শুদ্ধ মলাট্‌টা এদিক ওদিক দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন, ছাপা কত?

ছাপা লইয়া ত দরকার নাই, কাগজের লেখা কেমন, অন্ততঃ ১ খানা কাগজ ১০ জনের কৌতূহল উদ্দীপন করিতে পারে কি না, তাহাই দেখিতে হইবে। যদি তাহা হয়, তবে তাহাতে বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়, এই কথা আর কি।

"বহুদর্শী।"

বাগিচার সংক্ষিপ্ত আবাদের কথা।

—:-(০)-:—

আঁশফল।

আষাঢ় শ্রাবণ মাসে পাকে, লিচুর মত এক প্রকার ফল। বীজ ও গুলকলমে গাছ হয়। কলমের চারাতেই ভাল ফল ভাল হয়। ১টা গাছে অন্ততঃ ১০ গাড়ী ফল ধরে, প্রতি গাছে ১০।১২৲ টাকা আয় হইতে পারে। খোলের সার এবং এটেলমাটী ও দোঁয়াস মাটীতে ইহা ভাল জন্মে।

জাম।

অতি উপকারী ফল, জারক, বীজে গাছ হয়। কিন্তু গুলকলম করিয়া ফলন্ত ও মত্তা জামের সহিত কলম করিলে ফল খুব ভাল হয়। দোঁআশ মাটীতে ইহার চাস করা উচিত। বিশেষ যত্ন না করিলেও ইহার আঁটী হইতেও প্রচুর জন্মে।

গোলাপ জাম।

এটেল মাটীই প্রশস্ত, ছায়াযুক্ত স্থানের মাটীতে গোলাপ জাম ভাল হয়। বীজ ও গুলকলমে গাছ হয়। বীজের গাছের ফল ছোট হয়, কলমই ভাল। ইহার চাস লিচু চাসের মত।

জামরুল।

লাল ও সাদা দুই প্রকার, শ্রাবণ মাসে গুলকলম করিয়া ইহার চারা প্রস্তুত করিতে হয়। ৩।৪ বৎসরে ফল ধরে, দোআঁশ মাটী ইহার চাসের উপযুক্ত। চৈত্র ও বৈশাখ মাসে ইহার ফল পাকে। ইহাও আয়কর বৃক্ষ।

লকেট ফল।

জমি এবং আবাদ লিচু ও অন্যান্য ফলের গাছের মত। বীজ ও গুলকলমে গাছ হয়। ইহা খাইতে অম্লমধুর, কলিকাতায় ইহার আদর খুব, ৶০ আনা হইতে সময় সময় ।০ শত বিক্রয় হয়।

লিচু।

বীজ ও কলম উভয়েই ইহার গাছ হয়। তবে বীজের গাছের ফল ক্ষুদ্র এবং অম্ল হয়। কলমে ইহার চারা করিতে হয়। খোলের সারযুক্ত এটেল এবং দোআঁশ মাটীতে লিচুর চারা বসাইতে হয়। ইহার চারা শ্রাবণ হইতে আশ্বিন কার্ত্তিক পর্য্যন্ত বসান যাইতে পারে বরং অতিশয় বর্ষার সময় বসাইলে গাছ মরিয়া যায়। বোম্বাই, মজঃফরপুর, মেকনিন্‌, প্রভৃতি জাতীয় লিচুই উৎকৃষ্ট। ইহাদের কলম করিলে ভাল হয়।

পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ।

ইচ্ছাভেদী বটিকা।

কোষ্ঠবদ্ধতার রোগী অনেক। যাহারা ক্রমাগত ঘরের মধ্যে বসিয়া থাকে, পরিশ্রম করে না, বর্হিবায়ুতে বেড়ায় না, তাহারাই এই কষ্টপ্রদ রোগে আক্রান্ত হয়। সেই জন্য ইচ্ছাভেদী বটিকার অনেকেরই নিকট আদর আছে।

সোণামুখীর পাতার গুঁড়া	১ তোলা
মিশ্রি চুর্ণ	১ তোলা
কিসমিস	১ তোলা

উত্তমরূপে বাটিয়া কর্দ্দমের মত করিয়া কুল আঁটির মত বটিকা করিতে হইবে, এবং শুষ্ক করিতে হইবে, তাহার পর রাত্রে আহারের পর শয়ন কালে ধাতু বুঝিয়া ১ বা ২টী একটু জল দিয়া খাইলেই সকালে দাস্ত পরিষ্কার হইবে।

বেল সিদ্ধ বা বেল ভাতে।

দুর্দ্দম্য কোষ্ঠবদ্ধতায় একটী ভদ্রলোক আমাকে বলেন যে, বাজারে কাঁচা কচি বেল কিনিয়া তাহার ছাল ছাড়াইয়া এবং আটা না ফেলিয়া ভাতে দিতে হয় অথবা অন্য পাত্রে সিদ্ধ করিতে হয়। তাহার পর সানিয়া কেবল বিচিগুলি ফেলিয়া দিয়া ইহাতে একটু সামান্য চিনি দিয়া যেমন করিয়া ওল ভাতে খাওয়া যায়, সেইরূপ ভাতের সঙ্গে আহারের প্রথমে খাইলেই অতি সুন্দর কোষ্ঠ সাফ হয়। এই ব্যাপারটা করিয়া বড় সুন্দর আশাতীত সুফল হইয়াছিল। আমি একটা ছোট বেলের আধখানা খাইতাম। জোলাপ প্রভৃতি অপেক্ষা ইহা খুব ভাল।

গোঁপ কামাইলে চক্ষুর দোষ জন্মে, ইহা অনেক ডাক্তার জ্ঞাত ছিলেন। সম্প্রতি ভিয়েনার একজন কৃতবিদ্য ডাক্তার বহুদর্শিতা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, এখন যে শ্বাসযন্ত্রের পীড়ার এত আধিক্য হইয়াছে, আধুনিক গোঁপ কামান ফ্যাসনটী তাহার জন্য দায়ী। সাহেবদের দেখাদেখি অনুকরণপ্রিয় বাঙ্গালী যুবকগণও গোঁপ কামাইয়া ফেলিতেছেন। গোঁপ যে ভগবান দিয়াছেন, তাহার একটা উদ্দেশ্য আছে, সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া দিলে স্বভাবের কঠোর দণ্ড সহ্য করিতেই হয়।

এদেশের কারবারের ডাইরেক্টর।

অনেক যৌথ কারবার আজকাল এদেশে হইতেছে এবং ভবিষ্যতে হইতেও পারে। কিন্তু অনেক স্থলেই আমরা দেখিতেছি, কৃতিত্ব দেখিয়া এদেশের কার্য্যের পরিচালক নিযুক্ত করা হয় না। খুব বড় নাম এবং সমাজের প্রতিপত্তি দেখিয়াই করা হইয়া থাকে। এমন সকল ডাইরেক্টরগণের ব্যবসায় বাণিজ্যে অভিজ্ঞতা কম, ইহারা অংশীদারগণের টাক লইবার জন্য যত ব্যস্ত, কাজের পসার প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্য তত ব্যস্ত নহেন। এই সকল ডাইরেক্টর বিজ্ঞাপন দিতে নারাজ—অপব্যয় মনে করেন। অনেক স্বদেশী লিমিটেড কোম্পানীর মিটিংএর সময় সিটিং হয় বটে, কিন্তু প্রায়ই বিজ্ঞাপনের কথা মোটেই উঠে না, এটা অনাবশ্যকীয় মনে করেন। অনেক লিমিটেড কোম্পানীর নামই সহরের বাহিরে যাইলে শুনিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু সাহেবদের বহু পুরাতন ফারমেরও বিজ্ঞাপন থাকে। কেন? সাহেবরা কি বড় নির্ব্বোধ? তাঁহারা অপব্যয় করিতে কি এদেশে আসেন? না, তাহা নহে, তাঁহারা বুঝেন ক্রমাগত বিষয়টা বিজ্ঞাপন দিয়া লোকের চক্ষের উপর রাখিতে হইবে। লোকের নিকট ফারমের নাম পরিচিত রাখিতে হইবে। সেই জন্য ইঁহারা বরং আফিসের খরচা কমাইয়া বিজ্ঞাপনের ব্যয় বৃদ্ধি করেন, অবিলম্বে কারবারের উন্নতিও হয়।

এদেশের ডাইরেক্টর বড় নামের ডাইরেক্টর, তাঁহার আফিসে দেখিবেন, তাঁহারই আত্মীয় স্বজনে পরিপূর্ণ, অংশীদারগণের দশায় যাহা হউক, উপস্থিত হাতে হাতে তাঁহাদের ঘরে কিছু যায়। সাধারণে সহরের বাহিরে ফারমের নামই শুনে না, কারণ বিজ্ঞাপনের ব্যয় অতি সামান্য, কাজেই লোকে দেশীয় যৌথ কারবারের বড় সহজে অংশ কিনিতে চায় না, ইহা স্বাভাবিক। টাকা দিয়া প্রায়ই শুনা যায়, এ বৎসর নানা ব্যয়ে অংশীদারদিগকে কিছু দিতে পারা গেল না। ইহার কারণ, কেবল অংশ ক্রেতার টাকা লইতে যত ঔৎসুক্য, কাজের উন্নতির দিকে তেমন ঔৎসুক্য নাই। এই সকল কারণে দেশীয় যৌথ কারবারের অবস্থা সহজে ভাল হয় না। কারবারে অভিজ্ঞ লোক থাকা উচিত, সই করিবার ডাইরেক্টরের অভাব নাই বটে, কিন্তু কাজ চালানর প্রকৃত ডাইরেক্টরের আমাদের অভাব। কেবল নিয়ম গঠন, আর পরিবর্ত্তন করাই ডাইরেক্টরের কাজ নয়, কিসে কাজের উন্নতি হইবে, তাহা মাথায় থাকা আবশ্যক। দেশের গরীবরা যে টাকা ন্যস্ত করে, কিছু পাইবার আশায় ত? তবে তাহারা হতাশ হয় কেন? সাহেবী কারবারেও কদাচিৎ এমন হয় বটে, তবে এ দেশের মত এত ঘন ঘন এমন কথা শুনিতে হয় না। এখন এদেশের লোকের ডাইরেক্টরী পদ লইতেও বিলম্ব আছে।

মজলিস।

বিধবার বিবাহ এবং জগন্নাথ রাজ পণ্ডিতের মাতা।

জগন্নাথ পণ্ডিতরাজ একজন তৈলঙ্গ পণ্ডিত। সম্রাট সাজেহানের সময় দিল্লিতে বাস করিয়া ছিলেন, তিনি অমৃত লহরী, নবাব আসব খাঁর গুণ কীর্ত্তনাদি কয়েক খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। দৈব দুর্বিপাকে তাঁহার এক মাত্র বালিকা কন্যা বিধবা হইল, পণ্ডিতরাজ মনোক্ষোভে ম্রিয়মান। অনেক অনুসন্ধানে তিনি শাস্ত্রীয় মত সংগ্রহ করিয়া বিধবা কন্যার বিবাহ দিতে মনস্থ করিয়া পাত্র স্থির করিলেন, —পণ্ডিতরাজের বৃদ্ধা জননী শুনিলেন; বুঝিলেন, প্রমাণ প্রয়োগে সমাজ সংযত করা কঠিন, জগন্নাথকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাবা জগন্নাথ! কচি মেয়েটার ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট করিয়া কাজ নাই, আগে আমার বিবাহ দাও, সমাজ কি বলে দেখা যাক, তারপর কন্যার কথা।"

জগন্নাথ পণ্ডিত নির্ব্বাক, মাথা হেঁট করিয়া মৃত্তিকা খুঁটিতে লাগিলেন। এদেশের সংস্কারকগণ পরের চিন্তায় কাতর, নিজেরা আদর্শ দেখাইতে কিন্তু সর্ব্বদাই পশ্চাৎপদ কেন? এছুঃ

সেই আর এই।

একটা প্রাচীন গল্প বলি। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মানন্দ পণ্ডিত হইলেও দরিদ্র, সত্যনিষ্ঠ এবং বাকসংযত। নিজের সম্বন্ধে অধিক কথা বলিতে জানেন না। কিন্তু এমন লোক সংসারে খাইতে পায় না। ব্রহ্মানন্দ জন সমাজে অপরিচিত। ভিক্ষালব্ধ অন্নে তাঁহার সাধ্বী স্ত্রী এবং তিনি অতিকষ্টে দিনাতিপাত করেন।

যে দেশে ব্রহ্মানন্দের বাস সেই দেশের রাজা পরম পণ্ডিত এবং বিদ্যোৎসাহী। পণ্ডিত ও কবি দিগকে প্রচুর দান করেন। ব্রাহ্মণী ব্রহ্মানন্দকে বলিলেন, 'দ্যাখ, এত বড় পণ্ডিত তুমি, রাজার নিকট যাইলে কিছু পাইতে, একবার যাওনা কেন?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন "সেখানে নিজের লোক না থাকিলে কিছু হয় না।" অবশেষে ব্রাহ্মণীর জেদ এবং অনুনয় বিনয়ে ব্রাহ্মণ যাইতেই স্বীকৃত হইলেন।

* * * *

ব্রাহ্মণ প্রকৃতির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিয়া ভগবানের অসীম মহিমার কথা ভাবিতে ভাবিতে যাইতেছেন, সম্মুখে ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী; ব্রাহ্মণ নদী পার হইতে হইতে জল ও কর্দ্দমে মাখামাখি হইয়া পরপারে রাজসভায় উপস্থিত হইলেন, বহু পণ্ডিত সমাকীর্ণ সভাস্থল, ব্রাহ্মণের দশা দেখিয়া হাসিয়া উঠিল, রাজা একটী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "ঠাকুর! 'সেই আর এই" এখানে কিছু হইবে না, ফিরিয়া যাও।" ক্রমশঃ

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২॥০ । Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, এবং সাহিত্য বিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিক পত্র।

Edited By S. P. Chatterjee.

পঞ্চম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা। New Series, July 1911. নূতন সংস্করণ। জুলাই, ১৯১১। Vol. V. No 7

নমো গণেশায়।

চয়ন।

গাছে জল দিবার সময়। প্রাতঃকালই গাছে জল দিবার প্রশস্ত সময়।

রুষিয়ার সাম্রাজ্ঞীর রুমাল।

রুষিয়ার সাম্রাজ্ঞীর একখানি রুমাল আছে, তাহার মূল্য ১ হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ ১৫০০০ টাকা! প্রস্তুত করিতে নাকি ৭ বৎসর লাগিয়াছিল।

আল্‌পিন প্রস্তুতের কারখানা।

জগতের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ পিন্ প্রস্তুতের কারখানা ইংলণ্ডের বার্ম্মিংহাম নগরে। প্রতি দিন এখানে ৩৭০০০০০০ পিন্ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে, বর্ত্তমান যুগে পিনের খরচ কত। এদেশে একটীও পিন্ প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা আজিও হয় নাই।

পরের অপকার করিতে প্রয়াসী হইওনা, ইহা নিজেরও বিনাশের মূল জানিও। গণপতি পুরাণে কথিত আছে :—

অপকারেষু মায়ায়াং চিন্তয়েন্ন কদাচন।
স্বয়মেব পতিষ্যন্তি কুলজাতা ইবদ্রুমঃ॥

যে ব্যক্তি পরের অপকার করে, তাহার বিনাশের জন্য কোন উপায় চিন্তার আবশ্যক হয় না। সেই পরাপকারী ব্যক্তি নদী কুলজাত বৃক্ষের ন্যায় আপনিই পতিত হইয়া থাকে।

ভারতে জনসংখ্যা।

এ বৎসর যে মানুষ গণনা হইয়াছে, তাহার সংশোধিত ফল বাহির হইয়াছে। সমগ্র ভারতের লোক সংখ্যা ৩১,৫১,৩২,৫৩৭ হইয়াছে। তন্মধ্যে পুরুষ ১৬,১৩,২৬,১১০ ও স্ত্রীলোক ১৫,৩৮,৯৬,৭২৭ জন। ১৯০১ সালে মোট লোক সংখ্যা ২৯,৪৩,৬১,০৫৬ ছিল, তন্মধ্যে পুরুষ ১৪,৯৯,৫১,৮২৪ ও স্ত্রীলোক ১৪,৪৪,০৯,২৩২ ছিল।

লর্ড হ্যালডেন ভূপেন্দ্র বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনাদের দেশের লোকে দেশের সেবা অপেক্ষা অর্থকেই নাকি বেশী ভালবাসে?" ইহার পর লর্ড হ্যালডেন বলিয়াছিলেন, "আমি ব্যারিষ্টারী করিয়া বৎসরে অন্যূন সওয়া দুই লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিতাম, কিন্তু দেশের সেবা করিবার অভিলাষে তাহা পরিত্যাগ করিয়াছি। এখন বৎসরে ৭৫ হাজার টাকা বেতনেই আমি সন্তুষ্ট। প্রধান মন্ত্রী মিঃ এস্কুইথ ব্যারিষ্টারী করিয়া বৎসরে অন্যূন ৩ লক্ষ টাকা পাইতেন, তিনি তাহা পরিত্যাগ করিয়া অনেক কম বেতনে মন্ত্রীর কার্য্য করিতেছেন। অর্থই মানবজীবনের একমাত্র প্রার্থনীয় বস্তু নয়। ইংলণ্ডে যাঁহারা বাণিজ্য ব্যবসায়ে রত আছেন, তাঁহারা কেহ কেহ "প্রতিদিন" ২৩ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করেন! অর্থোপার্জ্জনই তাঁহাদের জীবনের লক্ষ্য। তাঁহাদের অপেক্ষা গরীব অবস্থায় থাকিয়া স্বদেশের পরিচর্য্যা করা কি উচ্চতর লক্ষ্য নয়?" (সঞ্জীবনী)

প্রতিদিন রাত্রি ৩টার পর ঊষা তারার উত্তর পশ্চিমদিকে এক ধূমকেতুর উদয় দেখা যাইতেছে।

বিপন্নকে উদ্ধার করা একটী মহান ধর্ম্ম। কোন প্রকারেই সেই উপকারের বিনিময়ে কোন সুবিধা লওয়া উচিত নয়। স্রোতস্বতী জলে ভাসমান মেষশাবককে উদ্ধার করিয়া নিজে কাটিয়া খাইলে বিপন্নকে উদ্ধারের মহত্ত্ব থাকে কৈ? তোমাকে উদ্ধার করিয়াছি বলাও ভাল নয়, তজ্জন্য বিনিময়ে কিছু লওয়াও ভাল নয়, উপকৃত ব্যক্তি দিতে স্বতই প্রস্তুত হইতে পারে, কিন্তু সভ্য সমাজ তাহা অনুমোদন করেন না—কথাটা এই।

স্ত্রীলোকের সতীত্ব এবং পুরুষের কথা এই দুইটী সমস্ত সভ্য সমাজের স্তম্ভ স্বরূপ—যে জাতীর এই দুটী স্তম্ভ দুর্ব্বল এবং ক্ষীণ, সে সমাজের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। যে দেশের পুরুষের কথার ঠিক নাই, তাহাদের প্রতিজ্ঞা বাচালতা মাত্র—অসার, অকর্ম্মণ্য।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রনাথ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় কেবল যে একজন সুপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক তাহাই নহেন, সর্ব্ববিষয়েই লিখিবার তাঁহার দক্ষতা আছে। তিনি দয়া করিয়া "কাজের লোকের" কল্যান কামনায় এবারে ইন্সিয়োরান্স বা জীবন বীমা" শীর্ষক একটী অতি দুরূহ বিষয় বুঝাইবার জন্য "কাজের লোকে" ধারাবাহিক কয়েকটী প্রবন্ধ লিখিতেছেন। বহু গুঢ় জ্ঞাতব্য বিষয় এই প্রবন্ধে প্রকাশিত হইবে, পাঠকগণ লক্ষ্য রাখিবেন। আমরা এজন্য তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

ভারতীয় কুটির-শিল্প।

এণ্ডি রেশম কীট পালন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দুই সপ্তাহ পরে ঐ সকল কীট পাতা খাইয়াই গুটী করিতে আরম্ভ করে। এই গুটী করিবার সময় পোকার বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা যায়। ইহাদের রং তখন হরিদ্রাবর্ণ হইতে থাকে এবং ডালার চারিদিকে ঘুরিয়া গুপ্তস্থান অনুসন্ধান করিয়া বেড়ায়। এই সময় পাতার ডাঁটা কুটীকাটী ঐ ডালের উপর দিলে ইহারা ঐ কাটী অবলম্বন করিয়া গুটি প্রস্তুত করিয়া থাকে। কিন্তু কেহ কেহ বলেন, এই সময় কাগজের ঠোঙ্গা ইহাদের উপর চাপা দিলে গুটী পরিষ্কার হয়।

গুটী করিতে আরম্ভ করিলে আর খাদ্য দিবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সকলেই এক সঙ্গে গুটী করিতে আরম্ভ করে না, যাহারা গুটী করিতে আরম্ভ না করে, তাহাদের আহার প্রয়োজন তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। তাহাদিগকে আহার দিতেই হইবে।

গুটী সম্পূর্ণ হইতে ৪।৫ দিন লাগে। তাহার পর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ডালার এক একটী গুটী তুলিয়া সাজাইতে হয়। এইরূপ অবস্থায় ৮ হইতে ১২ দিন থাকার পর প্রজাপতি বাহির হইয়া আবার ডিম পাড়ে এবং ৪।৫ দিন ডিম্ব প্রসবের পর মরিয়া যায়। প্রজাপতিগণের ডিম্ব সম্বন্ধে একটী কথা আছে সেটুকু বলিতে ভুলিয়াছি। অনেক সময় স্ত্রী প্রজাপতি ডিম্ব প্রসব করে, কিন্তু তাহা হইতে পোকা বাহির হয় না। সেগুলি "বাওয়া ডিম্ব"। হাঁস মুরগী প্রভৃতি অনেকেরই এইরূপ বাওয়া ডিম্ব হয়, সে ডিম্ব হইতে শাবক হয় না। ইহাদেরও সেইরূপ হয়। সেই বাওয়া ডিম ২।৩ দিন পরে চুপ্‌সাইয়া যায়। ইহার কারণ প্রজাপতিগণের Sexual intercourse বা স্ত্রী এবং পুং প্রজাপতির সম্মিলন না হওয়াতেই এইরূপ বাওয়া ডিম্ব হইয়া থাকে। বাওয়া ডিম্ব হইতে আরম্ভ হইলে ইহাদের বংশ লোপ হইয়া যায়। প্রতিকারের উপায়, স্ত্রী এবং পুং প্রজাপতির পশ্চাতে হুল দুটী একত্র করিয়া দিতে হয়, তাহা হইলে আর বাওয়া ডিম্ প্রসব করে না। অন্যান্য রেশমের কোশ হইতে প্রজাপতি বাহির হইয়া গেলে যেমন সে গুটিতে আর কোন কাজ হয় না। ইহাদের সেরূপ নহে। এণ্ডিরেশমের কোশকে পিঁজিয়া সুতা প্রস্তুত হয়।

সুতা প্রস্তুত সম্বন্ধে

শ্রদ্ধাস্পদ নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় মহাশয় লিখিয়াছেন, গুটী গুলিকে ক্ষার জলে ২।৩ ঘণ্টা সিদ্ধ করিয়া লইয়া তাহার পর রেশমের তুলার ন্যায় সহজে সুতা কাটাই করা যাইতে পারে। যে ক্ষারের কথা বলা হইল, ঐ ক্ষার কলাগাছের ছাল এবং পাতা পোড়াইয়া প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। ঐ ক্ষার জলে চট্‌কাইয়া কোয়া গুলিকে কাচিয়া লইতে হয়। ঐ কোয়াগুলিকে একটা ন্যাক্‌ড়ার পুটলিতে একখণ্ড প্রস্তর বা ইষ্টক সহ বান্ধিয়া হাঁড়ীতে ক্ষারজল দিয়া তাহাতে দিয়া জাল দিতে হয়। ২।৩ ঘণ্টা সিদ্ধ হইবার পর জল ঠাণ্ডা হইলে তাহা হইতে পুটলীগুলি তুলিয়া পরিষ্কার জলে বারম্বার চট্‌কাইয়া চট্‌কাইয়া কাচিয়া লইয়া যখন আর ময়লা বাহির না হইবে, তখন রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া বস্তাবন্দী করিয়া রাখিয়া দিতে হয়। সময় মত কিছু কিছু বাহির করিয়া টাকু বা চরকার সাহায্যে সুতা প্রস্তুত করিতে হয়।

এইবার এণ্ডি চাষের লাভালাভ সম্বন্ধে ২।৪ কথা বলিয়া প্রবন্ধটী শেষ করিব। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় মহাশয় দেখাইয়াছেন যে,—"২০ হাত লম্বা ও ১০ হাত চওড়া ঘরে রাস্তার জন্য ১ হাত বাদ দিয়া ৫টী মাচান হইতে পারে। প্রত্যেক মাচানে ৪টী করিয়া থাক্ এবং প্রত্যেক থাকে ১৬ খানা ডালা রাখিলে ৩২০ খানা ডালা ধরে। যদি প্রত্যেক ডালায় ৩০০ কীট রাখা হয়, তাহা হইলে ৯৬০০০ কীট গৃহটীকে প্রতিপালিত হয়। এবং ১০টী গুটী ওজনে ১০ পাই অর্থাৎ প্রত্যেকটী ১ পাই করিয়া হয়, (আমরা ওজন করিয়া দেখিয়াছি) তবে ৫১২০টীতে ৮০ ভরি বা এক সের হইয়া থাকে। তাহা হইলে সমুদয় গুটী হইতে প্রায় ১৮ সের রেশম হইবে।

১৮ সের রেশমের মূল্য ৬৲ টাকা হিসাবে ১০৮৲ টাকা এবং বৎসরে ৮ বারও রেশম পাইলে বৎসরে ৮৬৪ টাকা। চালা প্রস্তুতাদি ব্যয় বাদে খরচা ২০০ টাকা বাদ দিলেও ৬৬৪ টাকা খাঁটী লাভ! দেশের যুবকবৃন্দ চাক্‌রীর উমেদারী করা অপেক্ষা ইহা করিয়া দেখিবেন কি? আমরা সানুনয়ে অনুরোধ করিতেছি, কোন উদ্যোগী একবৎসর পরীক্ষা করিয়াও দেখিতে পারেন। এ দেশটা হুজুগের দেশ, হুজুগ লইয়া জীবনের অমূল্য সময় বৃথা নষ্ট করা ত উচিত নয়।

INSURANCE.

ইন্‌সিওরেন্স বা জীবনবীমা।

(শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রনাথ সর্ব্বাধিকারী লিখিত।)

জীবন ধারণ করিতে হইলেই অর্থের প্রয়োজন। অর্থ না থাকিলে জীবন ভারবহ হইয়া পড়ে—অন্ততঃ সামাজিক লোকের পক্ষে। ধনীরও অর্থ না হইলে চলে না, আর নির্ধনেরও অর্থাভাব ঘটিলে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না। অর্থ না হইলে চলে—কেবল সন্ন্যাসীর। তাহাদের অর্থের আবশ্যকতা নাই—কারন তাহাদের ভোগাকাঙ্ক্ষা নাই, তাহাদের দক্ষিণ হস্তের ভাবনা ভাবিতে হয় না, তাহাদের প্রতিপাল্যও বড় কেহ নাই। যদিও তাহাদের নিকট "বসুধৈব কুটুম্বকম্"—কিন্তু সে কুটুম্বিতা রক্ষার্থে অর্থের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা নাই। মিষ্টবাক্য, সুমধুর উপদেশ, পরোপকার প্রবৃত্তি,—বড় জোর স্বভাবজাত ফল মুলেই সাধু সন্ন্যাসীর গৃহে আতিথ্য সৎকার হয়। তাহাদের বাড়ীও করিতে হয় না, গাড়ীও রাখিতে হয় না, জুড়ী মোটরও চড়িতে হয় না—Position, prestige প্রভৃতির ধারও ধারিতে হয় না। সুতরাং তাহাদের অর্থের প্রয়োজনীয়তা কি? "অর্থমনর্থম্" তাহাদের পক্ষে—কিন্তু সংসারীর পক্ষে নহে। সংসারীর পক্ষে অর্থাভাবে অন্নাভাব—অন্নাভাবে প্রাণনাশ। অতএব অর্থ না হইলে চলিতেছে কৈ?

অর্থোপার্জ্জন বিশেষ শ্রমসাধ্য। পরিশ্রম সহকারে যাহারা অর্থোপার্জ্জন করিতে যত্নবান, তাহারা সহজেই অর্থের মুখ দেখিতে পায়; কিন্তু যাহারা শ্রমকাতর অথবা তাদৃশ শ্রমশীল নহে, তাহাদের পক্ষে অর্থোপার্জ্জন নিতান্তই বিড়ম্বনা না হইলেও কষ্ট সাধ্য। তাহারাও যদি কায়-ক্লেশে কোনো প্রকারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া চলিয়া যায়, তাহাদের অবর্ত্তমানে তাহাদের সন্তান সন্ততির উপায়? কিঞ্চিৎ সংস্থান করিয়া রাখিয়া ভবলীলা সাঙ্গ না করিলে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি ছাড়ে কৈ? আর তাহারা ছাড়িলেই বা মানুষের মন বুঝে কৈ? মায়ার টানে যে কিছু সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া যাইতেই হয়। যে তাহা না পারে, সংসারী লোকের ভাষায় সে অতি হতভাগ্য—তাহার সন্তান সন্ততিগণ তদধিক।

সঞ্চয় মানুষকে করিতেই হয়। তাহা ইচ্ছায় হোক, আর অনিচ্ছায় হোক, সঞ্চিত অর্থ থাকুক—আর নাই থাকুক, সঞ্চিত ধনে ভাণ্ডার পূর্ণ হোক, আর নাই হোক, সঞ্চয় প্রবৃত্তি মানবের একটা ধর্ম্ম। সে ধর্ম্মে যাহাদের আস্থা নাই, তাহারা হয় উন্মাদ, না হয় দেবতা—অথবা সংসারে বীতরাগ।

ধনীও সঞ্চিত অর্থের একটা ব্যবস্থা করিয়া যায়। প্রবাদ আছে, "যক্"—সঞ্চয়কারীর ধনভাণ্ডার রক্ষা করিত। সেই ধন যাহার প্রাপ্য, তাহার হস্তগত হইলেই "যক" তাহার ধন তাহাকে দিয়া "যকের" কর্ম্ম হইতে নিস্কৃতি লাভ করিত। যতদিন নির্দ্দিষ্ট অধিকারীর দর্শন না ঘটিত, ততদিন "যক্‌কে" পরের ধনাদি নাড়িয়া চাড়িয়াই দিনাতিপাত করিতে হইত। "যকের" হস্তে ধনাপহরণ কিম্বা ধনাপচয়ের ভয় নাই। কারণ সেই ধনের জন্য "যক্" সম্পূর্ণ দায়ী। এইরূপই ত প্রবাদ।

এইরূপ ধনভাণ্ডারী আমাদের মানবসমাজের ভিতরেও আছে দেখিতে পাওয়া যায়। কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করিয়া যদি তাহাদের ভাণ্ডারে জমা রাখিয়া দেওয়া যায়, তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া সঞ্চয়কারীর অথবা সঞ্চয়কারীর নির্দ্দেশিত ব্যক্তির হস্তে একদিন আসিয়া পড়িবেই পড়িবে। গল্পকথিত যকের হস্তে ধনবৃদ্ধি হইবার কোনো উপায় বা বন্দোবস্ত ছিল না—কিন্তু আমাদের জীবন্ত ভাণ্ডারীর হস্তে তাহা বিশেষরূপেই বর্দ্ধিত হয়। এই ধন রক্ষা ধন সঞ্চয়ের নামান্তর ইন্‌সিওরেন্স বা বীমা।

তুমি প্রতি মাসে কিম্বা প্রতি তিনমাসে বা ছয় মাসে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ করিয়া এই সকল বীমা কোম্পানীর ভাণ্ডারে বীমা দিয়া চলিয়া যাও, সে অর্থ তোমার নষ্ট হইবে না। যত টাকা তুমি তোমার একটা নির্দ্দিষ্ট দিনে পাইতে চাও কিম্বা যতটা টাকা তোমার উত্তরাধিকারীর প্রাপ্য, নিরমিত হারে বীমা কোম্পানীর নিকট তাহা জমা দিলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। সে সঞ্চিত অর্থ সুদে আসলে, বীমা কোম্পানীর ব্যবসায়জনিত লাভে বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হইয়া সঞ্চয়কারী অথবা তাহার উত্তরাধিকারী অথবা তাহার নির্দ্দেশিত ব্যক্তির হস্তে পড়িবেই পড়িবে। সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। এইরূপই ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর বন্দোবস্ত ও শৃঙ্খলা। তবে যে কোম্পানীর হস্তে তুমি "সঞ্চয়-ভার" অর্পণ করিবে, সেই কোম্পানীটি সৎ কি অসৎ, তাহার দায়ীত্ব কতদূর, তাহার মুলধন কিছু আছে কি না আছে, তাহার পরিচালকগণ কিরূপ কর্ত্তব্যবান ও ন্যায়নিষ্ঠ, তহারা শ্রদ্ধা কি অশ্রদ্ধার পাত্র—এ সকল বিষয়ের অনুসন্ধান তোমাকেই করিতে হইবে। অনুসন্ধানের ফল যদি সন্তোষজনক হয়, তবে ইনসিওরেন্স কোম্পানী কথিত নিয়মাবলীর অনুসরণ করতঃ তোমার কর্ত্তব্য তুমি পালন কর, তাহাতে আর কোন গোলোযোগই নাই।

ইন্‌সিওরেন্সের কথা অনেক, আর বিষয়ও গুরুতর। তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সমাপ্য নহে। তবে কথা এই—সংসারী মানুষের,

কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সঞ্চয় অবশ্য কর্ত্তব্য। আর সঞ্চয় করা এবং সঞ্চয় করিয়াও রক্ষা করাও কঠিন। তাহার উপর মানুষের আধি ব্যাধি, আকস্মিক দুর্ঘটনা, মৃত্যু প্রভৃতি আছে, মানুষ মুহূর্ত্ত মধ্যে মারা যাইতে পারে। মানুষ মরুক, বাঁচুক, হাজুক, পচুক কিছু আসিয়া যাইবে না। তাহার জীবন কিম্বা দ্রব্য সম্ভার বীমা করা থাকিলে, তাহার আর ভাবনা নাই, অর্থ তাহার ভাণ্ডারে ভাণ্ডারজাত।

মনুষ্য মাত্রেরই জীবন বীমা করিয়া রাখা উচিত। মানুষ এই আছে, এই নাই। এক জনের মৃত্যুতে তাহার সংসারে অন্নাভাবে হাহাকার উঠে, এই সভ্যতায় যুগে কখনই উচিত নহে। এখনকার লোকের পরস্পরের মধ্যে প্রীতি, সহানুভূতি, সমবেদনা প্রভৃতি তাদৃশ নাই। সুতরাং একের অভাব অন্যে বড় মোচন করিতে চাহে না বা তাহাতে সেরূপ উৎসাহ নাই। এরূপ অবস্থায় অন্যের মুখাপেক্ষী করিয়া রাখাপেক্ষা, প্রতি মনুষ্যেরই আপনাপন দারিদ্রক্লিষ্ট সন্তান সন্ততির একটা কিছু উপায় করিয়া রাখিয়া যাওয়া উচিৎ। আর সে উপায় যখন সহজসাধ্য, তখন তাহাতেই বা উদাসীনতা কেন? ইন্‌সিওরেন্সই এ সঙ্কট মীমাংসার সহজ উপায়—অন্ততঃ সভ্য-জগতের এইরূপ বিশ্বাস। প্রতীচ্য জগতের এ বিশ্বাস, প্রাচ্য জগতে কতদিনে বিশ্বাসনীয় হইবে?

বিনাজলে আলুচাষ।

বিনাজলে আলুচাষ করা যাইতে পারে, ইহা সাধারণতঃ লোকে বিশ্বাস করিতে পারে না। পুরুষানুক্রমে রায়তেরা জল সেচন করিয়া আলুর চাষ করিতেছে; এখন যদি কেহ বলে, জল সেচন না করিয়াও আলুচাষ করা যাইতে পারে, এই সম্পূর্ণ নূতন কথা মানুষ বিশ্বাস করিবে কেন? ইহা অতি সত্য কথা। নিতান্ত শুষ্ক জমিতে অর্থাৎ বীরভূমের কাঁকড়, নীরস জমি, বর্দ্ধমানের কোন কোন স্থান, বাঁকুড়া, মানভূম, হাজারীবাগ, রাঁচি, সিংভূম প্রভৃতির অত্যন্ত নীরস জমিতে একেবারে বিনাজলে আলুচাষ করা সম্ভবপর নহে; কিন্তু আমরা যে প্রণালীতে রাজসাহী গবর্ণমেণ্ট কৃষিক্ষেত্রে বিনা জলে আলু চাষ করিয়াছি, সেই প্রণালীতে উল্লিখিত স্থান সকলে চাষ করিলে অপেক্ষাকৃত কম জল সেচন করিয়াও আলুচাষ করা যাইতে পারে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। জল দেওয়ার প্রধানতম উদ্দেশ্য নীরস জমিকে সরস করা। জলের এক নাম জীবন; এই জীবন বিনা জীব এবং শস্যের জীবন ধারণ করার সম্ভাবনা কোথায়? যদ্দ্বারা জীবন বাঁচে, তাহার অপব্যবহারেও জীবন সংশয় ঘটে, ইহাও সর্ব্ববাদী সম্মত কথা। অত্যধিক জলপান করিলে মানুষ অসুস্থ হয়, ঠিক তদ্রূপ অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে শস্যাদিতে জল সিঞ্চন করিলে তদ্দ্বারা উপকারের পরিবর্ত্তে মহা অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। নতুবা কোন শস্যের পক্ষে কি পরিমাণে জলের প্রয়োজন এবং শস্যাদির কিরূপ অবস্থায় জল দিতে হয়, এই জ্ঞান অভিজ্ঞতা দ্বারা লাভ করিতে হয়। আমি আজ ২৫।২৬ বৎসর যাবত গবর্ণ-মেণ্ট কৃষিবিভাগের কাজ করিতেছি; এই দীর্ঘ কাল ব্যাপী অভিজ্ঞতার দ্বারা আমি যে সামান্য জ্ঞান লাভ করিয়াছি, তাহাই এ স্থলে উল্লেখ করিতেছি। অগ্রহায়ণ, পৌষ মাসে প্রখর রৌদ্রোত্তাপে আলুর জমি রস বিহীন হইয়া পড়িলে গাছগুলি নিস্তেজ হইয়া পড়ে, সুতরাং রায়তেরা বাধ্য হইয়া অগ্রহায়ণ মাসে অন্ততঃ দুইবার, পৌষ মাসে অন্ততঃ তিন বার ও মাঘ মাসে একবার মোট সাধারণতঃ ছয়বার জল দিয়া থাকে। স্থান বিশেষে আরও অধিক জল দেওয়ার ব্যবস্থাও আছে। অনেক স্থলেই আলু চাষের উপযুক্ত জমি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সেই সকল জমির সন্নিকটে জলাশয় না থাকাতে আলুচাষ করা সম্ভবপর নহে, বিশেষতঃ জল সিঞ্চনের অত্যধিক খরচ বহন ও অধিক মূল্যে বীজ আলু ও সার ক্রয় করিয়া গরীব রায়তেরা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আলু চাষ করিতেও পারিতেছে না। এজন্যই বাঙ্গালা দেশে আজও আশানুরূপ আলুর চাষ হইতেছে না। কোন উপায়ে যদি জল সেচনের খরচ কমাইতে ও মূল্যবান সারের পরিবর্ত্তে অনায়াস লব্ধ মূল্যের সার জমিতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে গরীব রায়তদিগের পক্ষে বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা হইবে, এই আশায় কার্য্যে নিতান্ত ব্যস্ততা সত্ত্বেও আলু চাষ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলো-চনা করিতেছি।

সার প্রয়োগ ও জমি প্রস্তুত করা।

দোয়াস জমিই আলু চাষের পক্ষে উপ-যোগী। আলুর জমিতে অন্য কোন চাষ না করিয়া প্রতি বৎসর শুধু আলুর চাষ করিলে অধিক পরিমাণে আলু জন্মে। কার্ত্তিক মাসের শেষাবস্থায় ও অগ্রহায়ণের প্রথমাবস্থায় আলু রোপণ করিলে ফাল্গুনের প্রথমভাগেই জমি হইতে আলু তোলা যাইতে পারে। আলু তুলিবার পর প্রথম বৃষ্টি হইলে জমিতে দুইবার বেশ করিয়া লাঙ্গল ও মই দিয়া প্রতি বিঘাতে পাঁচ সের ধঞ্চা কিম্বা নীলের বীজ বুনিয়া দিতে হইবে। ধঞ্চা বা নীলের গাছগুলি তিন ফুট পরিমাণে বড় হইলে উত্তমরূপে জমি চাষ ও মই দিয়া উক্ত গাছ সকল জমির সঙ্গে মিশাইয়া দিতে হইবে। কিছু দিন পরে গাছগুলি পচিয়া মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইবে। ইংরাজীতে ইহাকে Green manure ও বাঙ্গালাতে সবুজ সার বলা হয় *। এই Green manure দ্বারা জমি খুব উর্ব্বরা হয়। মূল্যবান রেড়ির খোলের পরিবর্ত্তে এই সবুজ সার জমিতে ব্যবহার করিলে সারের কাজ ইহা দ্বারা সুসম্পন্ন হইতে পারে, পক্ষান্তরে খরচও খুব কম হয়। জমিতে ঘাস জন্মিলে যখনই লাঙ্গল দেওয়ার সুবিধা হইবে, তখনই মধ্যে মধ্যে গভীর রূপে জমি কর্ষণ করিয়া ঘাস মারিয়া দিতে

* পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে, কাজের লোকে ধৈঞ্চা বীজ শীর্ষক প্রবন্ধে এই সবুজ সার সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে আমরা যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছিলাম। কাঃ সঃ।

হইবে। শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন মাসে যখনই জমির যো হইবে, অর্থাৎ জমি নিতান্ত কর্দ্দমাক্ত বা শুষ্ক হইয়া না যাইবে, সেই অবস্থাযুক্ত জমিকে গভীররূপে চাষ করিলে জমিতে ঢেলা বাধে না এবং সহজেই মাটি গুঁড়াইয়া যায়। তৎসঙ্গে জমির ঘাস মরিয়া ও পচিয়া জমির উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি করে। কৃষকেরা ইহাকে পচান চাষ বা বারমাসী চাষ বলিয়া থাকে। সুবিধা হইলে শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, এই তিন মাসে অন্ততঃ ৪।৫ বার জমি চাষ করিতে ও মই দিতে পারিলে ভাল হয়। কার্ত্তিক মাসের প্রথমে প্রতি বিঘাতে ১০০ মণ পরিমাণ পচা গোবর সার ছড়াইয়া দিয়া উত্তম রূপে ঐ গোবর সার মাটির সঙ্গে মিশাইয়া দিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে, জমিতে ঢেলা বান্ধিলে জমির রস সহজেই নিঃশেষ হইয়া যাইবে; সুতরাং যত্ন পূর্ব্বক ভাল করিয়া পুনঃ পুনঃ মইএর দ্বারা মাটি গুড়াইতে ও মাটি বেশ করিয়া চাপিয়া রাখিতে হইবে। কারণ জমি ফাঁপ বা আল্‌গা থাকিলে সহজেই মাটির রস নিঃশেষ হইয়া যাইবে, এজন্যই বেশ করিয়া মইএর দ্বারা মাটি চাপিয়া রাখিতে লিখিলাম। সচরাচর জমি গভীর রূপে কর্ষণ করা হয় না, এজন্যই সহজে জমি নীরস হইয়া পড়ে। পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে অন্ততঃ ৯ ইঞ্চ হইতে ১২ ইঞ্চ গভীর করিয়া চাষ করিলে এবং মাটি বেশ করিয়া ধূলির মত করিয়া মইএর দ্বারা জমি আটিয়া রাখিলে সহজে জমি রস বিহীন হইবে না। এইরূপ রস সঞ্চিত জমিতে কার্ত্তিক মাসের শেষ কিংবা অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমে দুইবার জমি গভীররূপে চষিয়া সঙ্গে সঙ্গে উত্তমরূপে মই দিয়া জমি বেশ করিয়া ৬।৭ ইঞ্চি ব্যবধানে এবং ৪।৫ ইঞ্চি মাটির নিম্নে অঙ্কুরযুক্ত আলু রোপণ করিতে হইবে। অঙ্কুর বিহীন আলু রোপণ করিলে এক সঙ্গে গাছ বাহির হয় না, সুতরাং গাছের গোড়ায় মাটি দেওয়ার পক্ষে বড়ই অসুবিধা ঘটে; এজন্য অঙ্কুরযুক্ত আলু রোপন করাই একান্ত বাঞ্ছনীয়।

আলুর অঙ্কুর বাহির করিবার নিয়ম।

ঘরের মেজেতে এক পুরুঞ্চই করিয়া বালি ছড়াইয়া দিতে হইবে, তদুপরি আলুগুলি একটির সঙ্গে আর একটি সংলগ্ন করিয়া বিছাইয়া দিতে হইবে, পরে দুই ইঞ্চি পরিমাণ বালির দ্বারা ঐ আলুগুলি ঢাকিয়া দিতে হইবে, পরে বালির উপর আউস ধানের খড় দ্বারা ঢাকিয়া মাঝে মাঝে তদুপরি জল ছিটাইতে হইবে। এইরূপ অবস্থায় সপ্তাহকাল আলুগুলিকে রাখিলে সহজেই অঙ্কুরিত হইবে। অঙ্কুরযুক্ত ছোট আলুগুলি দুইখণ্ড, মধ্যম আলুগুলি তিন খণ্ড, এবং বড় আলুগুলি ৪।৫ খণ্ড করিয়া কাটিতে হইবে, প্রত্যেক খণ্ডে ২।৩টি অঙ্কুর রাখিতে হইবে, রোপনের সময় অঙ্কুরগুলি উপরের দিকে রাখিয়া রোপন করিতে হইবে। আলু রোপনের ২০।২৫ দিন পরে গাছগুলি যখন ৮।৯ ইঞ্চি বড় হইবে, সেই সময়ে ৪।৫ ইঞ্চি মাটি দ্বারা গাছের গোড়া ঢাকিয়া দিতে হইবে; প্রথম মাটি দেওয়ার ২০।২৫ দিন পরে দ্বিতীয় বার ৩।৪ ইঞ্চি মাটি গাছের গোড়ায় দিতে হইবে। দুই লাইনের মধ্যস্থিত ফাঁকা বা খালি যায়গা হইতে মাটি তুলিয়া গাছের গোড়ায় দিতে হইবে। রায়তেরা তিনবার পাই গাছের মাটি দেয়, আমার মতে দুইবারের অধিক মাটি দেওয়ার আবশ্যকতা নাই। অনভিজ্ঞ কৃষকেরা মনে করে, বেশী পরিমাণ মাটি দ্বারা আলুগাছের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত ঢাকিয়া দিলে আলু বেশী পরিমাণে উৎপন্ন হয়। বস্তুতঃ ইহা রায়তদিগের ভ্রান্তি বই আর কিছুই নহে। গাছের গোড়ার শিকড়েই আলু উৎপন্ন হয় সুতরাং গাছের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত ঢাকিয়া দেওয়ায় সার্থকতা কি বুঝিতে পারি না। বরং গাছের অগ্রভাগ নিয়ত ঢাকিয়া দিলে মাটির চাপে গাছগুলি নিস্তেজ হইয়া পড়ে, সুতরাং লাভের পরিবর্ত্তে লোকসানের সম্ভাবনাই অধিক। (সঞ্জিবনী)

শ্রীহরকুমার গুহ
সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, রাজসাহী কৃষিক্ষেত্র।

FREINDLY TALK.
মিত্রের সদালাপ।

——(ঃ-০-ঃ)——

সমাজে প্রতিপত্তি এবং উচ্চতা লাভের প্রধান উপায়—নিজেকে যথাসম্ভব নিচু বোধ করা, তমোগুণবিশিষ্ট হইলে সামান্য লোকের নিকটও সম্মান পাওয়া যায় না। কেন যাইবে? কেহ ত তোমার খানা বাড়ীর প্রজা নয়—তুমি অমুকের ছেলে, অমুকের নাতি বলিলে, তাহার চৌদ্দ পুরুষের কি আসে যায়? তোমার ব্যবহারেই তোমার বংশগৌরব প্রকটিত হইবে। সৎব্যবহার দেখাও, সকলেই তোমাকে উচ্চ বংশসম্ভূত বলিবে—সকলেই সমাজের উচ্চআসনে সাদরে বসাইয়া তোমাকে যথাযোগ্য সম্মান দিবে। ক্ষুদ্র স্বার্থে মরিও না, অর্থ সঙ্গে যায়ও না। উচ্চ নাম, যশ, ভাল কর্ম্মফলই সঙ্গে যায়। বুঝিয়াছ ভাই—বেশ।

অনর্থক সমাজে অনৈক্যতার সৃষ্টি করা উচিত নয়। দুইটা দল বাঁন্ধা, কথা চালাচালি, বাচালতা, আপাত মধুর বলিয়া বোধ হইবে বটে, কিন্তু তাহাতে তোমারই যে সর্ব্বনাশ হইতেছে—সেটা বুঝিও। সমাজে তোমার যে পুরুষানুক্রমিক একটা প্রভুত্ব, ক্ষমতা, মানসম্ভ্রম ছিল, সেইটুকু খাটো হইতেছে—তুমি চোক রাঙ্গাইলে লোকে ভীত হইত, এখন কথাটী কহিলে তোমার বিপদ হইবে! সুতরাং অনৈক্যতার সৃষ্টি করিয়া দুটী দল বান্ধিয়া মনে করিও না যে, বড় বুদ্ধিমানের কাজই হইয়াছে। তুমি তোমার পিতৃ পিতামহার্জ্জিত মান সম্ভ্রম, ক্ষমতা, স্বার্থ, আজ নিতান্ত উপেক্ষায় পদদলিত করিতেছ। ঠেকিলে এ কথার সারত্ব বুঝিবে। জ্ঞানী বুঝে। বুঝে না অজ্ঞানী, সে তমোগুণের প্রভাবে!

রাজদণ্ডের ন্যায় সমাজের দণ্ডও শিরোধার্য্য। লোকের সমাজের ভয়ই গুরুতর। কারাপ্রত্যাগত

ব্যক্তি সমাজে যদি সম্মান পায়, তবে সে কি কারাবাসের ভয় করে? রাজদণ্ড এবং সমাজ দণ্ড উভয়ে একত্রিভূত হইয়া তবে মানুষকে ঠিক রাখে। রাজ-আইন, এবং সমাজ-আইন দুই আবশ্যক। সেই শক্তিমান লোক-সমষ্টি গঠিত সমাজ যখন কাহাকেও সমাজ-দণ্ডে দণ্ডিত করিতে উদ্যত হয়, দোষীর নতশিরে সমাজের দয়াভিক্ষাই তখন প্রশস্ত উপায়। কিন্তু কোন সমাজদ্রোহি যদি দোষীকে উত্তেজিত করিয়া সমাজ-শক্তিকে উপেক্ষা করে বা করায়, তবে তেমন ব্যক্তি সমাজের ঘোর অনিষ্ট করে তাহার সন্দেহ নাই। প্রকৃত দোষী অপেক্ষাও সে দোষী। তেমন লোক সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। কোন বুদ্ধিমান শিক্ষিত ব্যক্তি তাহা করেও না। যে করে, সে দশচক্রের সহিত যুঝিতে যাইয়া অচিরে ধ্বংশমুখে পতিত হয়, ইহাই স্বাভাবিক। শিক্ষিত শান্তিপ্রয়াসী লোক, সমাজের এমন গোলযোগকে মিটাইয়াই ফেলে। কারণ মিলনের অপেক্ষা সুখ নাই। সমাজদ্রোহিতা পাপ—সমাজদ্রোহি হইয়া "দশের বার" হওয়া উচিত নয়। ইহা আইন, ধর্ম্ম এবং নীতি বিরুদ্ধ। দশের মত—দশের ক্ষমতা, উপেক্ষার নয়। কাণ্ডজ্ঞান হীন বৃষ চলন্ত বাষ্পশকটকে শৃঙ্গের দ্বারা উল্‌টাইতে যাইতে পারে, কিন্তু সে যে পশু, নরজগতের শ্রেষ্ঠজীব তুমি, তোমার কি তাহা সাজে ভাই? দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখাইতেছি।

মনে কর তোমার সমাজে একজন দস্যু বাস করে—সমাজ তাহার সহিত আহার বিহার পরিত্যাগ করিতে চাহে। তুমি হঠাৎ সেই দশচক্রকে উপেক্ষা করিয়া যদি বল "কুছ পরোয়া নাই—আমি একাই দস্যুকে রক্ষা করিব" তুমি দশজনকে অবশ্য সংগ্রহ করিয়া একটী দল বান্ধিলে, সমাজকে ছাড়িয়া দিলে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তোমার নীতি জ্ঞানের মূল্য কি? সত্য বল দেখি? যদি তুমি সত্য স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হও, তবে তোমার বংশ মর্য্যাদারও কোন মূল্য নাই, নীতি-জ্ঞানের মূল্য নাই—লোক ও সমাজের চক্ষে ধূলা দিয়া ভদ্র সাজিয়া বেড়াও মাত্র। যাঁহারা প্রকৃত মহৎ তাহাদের নৈতিক সাহস থাকে। ভাল লোক এমন কাজ করিয়া সমাজ-বিভ্রাট ঘটায় না। রাজনীতির ন্যায় সমাজ-নীতিও জটীল। সমস্ত নাড়াবুনেই কীর্ত্তনে হইলে ভাবনা কি ভাই। কেবল কাস্তে ভেঙ্গে করতাল গড়ানই সার হয় মাত্র। বুঝেছ?

আর একটা কথা, ছেদের জন্য সমাজে বিভ্রাট ঘটান উচিত নয় ইহাতে সমাজের সমাজত্ব থাকে না। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, সমাজের অতি আবশ্যকীয় উপাদান। সে উপাদান নষ্ট করিও না, নিজেও বিপন্ন হইবে। আমি যদি দোষী হই, সমাজের অনিষ্ট করিয়া থাকি, দণ্ডও আমার লওয়া উচিত। সমাজের কারাদণ্ড নাই, ফাঁসিকাষ্ঠ নাই, ক্রটী স্বীকার এবং স্বভাব সংশোধনেই সমাজ সন্তুষ্ট। এ সমাজের বিপক্ষে দাড়ান দুর্ব্বুদ্ধি, তাহা পাপ। কেন বুঝাই-তেছি। সমাজে দুই দল হইলে চিরকালের "মধ্যস্থ প্রথা" নষ্ট হয়। কেহ কাহারও অত্যাচারের প্রতিকার করিতে পারে না। প্রতিহাত রাজদ্বারে দাঁড়াইতে হয়, সমাজের যথেচ্ছাচারীতায় পরস্পরের সহানুভূতি নষ্ট হয়, তখন নিজে নিজেকে রক্ষা করিবার দায়ীত্ব লইতে হয়। কিন্তু পারা যায় না, কাল যদি কোন প্রবল দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করে, মধ্যস্থের প্রতিপত্তি সমাজে বজায় না থাকিলে কে রক্ষা করিবে? দল পাকাইবার সময়, সমাজে অনৈক্যতা সৃষ্টির সময় এ সকল মস্তিষ্কে আনা উচিত। কোন দিন ঠেকিলে এই কথা তখন বুঝিতে পারিবে। নিজে নিজেকে রক্ষা করা যায় না, তাই সমাজ-বদ্ধ থাকা প্রাণী মাত্রেরই স্বভাব, বিধির অলঙ্ঘ্য বিধান। ক্ষমতার অপব্যবহারেও মানুষ ধ্বংশ হয়। অসীম পরাক্রমশালী রাবণ ক্ষমতার অপব্যবহারেই ধ্বংশ হইয়াছিল—দুর্য্যোধন, বিশ্বামিত্র প্রভৃতির পতনের মূল ক্ষমতার অপব্যবহার। ক্ষমতা সকলের হয় না, যদি সৌভাগ্যক্রমে পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতির ও পুণ্যের ফলে তাহা থাকে, তবে তাহার সদ্ব্যব-হার করিও—ঠকিবে না।

রাজদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীর উদ্ধার সাধ-নের কামনায় যাহারা ক্ষমতার পরখ করিতে যায়, তাহারা মূর্খ। তেমনি দশশক্তি সমন্বিত সমাজ দ্বারা দণ্ডিত ব্যক্তিকে উদ্ধার কামনায় নিজের ক্ষমতা পরীক্ষা করিতে যাওয়া আরও ধৃষ্টতা। এ নির্ব্বুদ্ধিতার সীমা আছে কি ভাই? বোঝ।

আমিই বুদ্ধিমান ভাল বুঝি, মানুষ এইরূপ যে দিন ভাবিবে, বুঝিবে, বা কল্পনাও করিবে—সেই দিন হইতে সে তাহার ধ্বংশের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করিবে। কারণ তাহার মাথায় আর কাহারও সৎপরামর্শ প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পাইবে না। দুর্য্যোধনকে বিদুর, সঞ্জয়, ভীষ্ম কি কম বুঝাইয়া ছিলেন—দাম্ভিক অদূরদর্শীর মস্তিকে তাহা প্রবেশ করিতে পারে নাই। পতন তাহার পরিণাম ফল। এইরূপই হয়। প্রজ্ঞাবানেই দূরদর্শী হয়, অদূর-দর্শী পশুবৎ। কারণ পশুর শুভাশুভ ইষ্টানিষ্ট জ্ঞানের অভাব বলিয়াই সে পশু। যে দিকে মহৎ শিক্ষিত, জ্ঞাতি, স্বজাতি সেই পক্ষ পিতৃ-পক্ষ স্বরূপ। ধীমানগণই সেই পক্ষ অবলম্বন করেন। যে অশিক্ষিত ও অদূরদর্শী, সেই চিরা-গত নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া অন্তরে চির-তুষানল জ্বালিয়া অব্যক্ত অনুতাপ-যন্ত্রণা ভোগ করে। যাঁহারা প্রকৃত উচ্চ বংশসম্ভূত, তাহারাই এই অনুতাপ ভোগ করে। কিন্তু অশিক্ষিত হইলে তাহার তমোগুণ প্রবল হয়, সে হৃদয়হীন, যন্ত্রনায় কাতর হইলেও ভ্রম স্বীকার করে না। এই টুকুই সংকীর্ণমনা লোকের নিজস্ব সম্পত্তি, প্রাণ যাইবে, তবু মুর্খতা স্বীকার করিবে না। কাজেই সমাজে অধঃপতনই ইহার পরিণাম

ফল। কারণ মহত্বের দ্বারায় সমাজকে বশ্যতা স্বীকার করান যায়, কিন্তু মহত্ব হারাইলে সমাজ বশ্যতা স্বীকার করায়, ইহাই স্বাভাবিক। হে ধীমান! শান্তিই সুখ, তুচ্ছ আত্মম্ভরিতা পরিত্যাগ কর, শান্তির আশ্রয়-ভিখারী হও, সুখী হইবে। তোমার ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য তোমার সমাজকে কলঙ্কিত করিবে, এ সংকীর্ণতার জন্য লজ্জিত হইবে না কেন? ঘর জ্বালাইয়া রোসনাই দেখা চলে না।

EDITORS IN COUNCIL

সম্পাদকীয় মন্ত্রণা সভা।

শ্রীরামপদ দে, কলিকাতা।

প্রঃ। চীনা বাসন বা পুতুল ভাঙ্গিলে তাহা জুড়িবার কোন উপায় বলিয়া দিতে পারেন কিনা? অবশ্য সহজ সাধ্য হওয়া চাই।

উত্তর। নিশ্চয়ই। সামুক বা শাঁকের খুলিকে উত্তমরূপে সূক্ষ্ম চূর্ণে পরিণত করুন, তাহার সহিত এমন পরিমাণ ডিম্বের শ্বেতাংশ দিয়া খলে মাড়ুন, যেন আটার মত হয়। তাহাই দিয়া ভাঙ্গা মুখদুটী একত্র করিয়া যতক্ষণ না জুড়িয়া যায়, ততক্ষণ সেই অবস্থায় রাখিয়া শুষ্ক করিয়া লউন – বেমালুম জুড়িয়া যাইবে।

শ্রীযুগলকিশোর সামন্ত, কলিকাতা।

প্রঃ। মহাশয়, গতবৎসর একটী সার্জ্জের কোট প্রস্তুত করাইয়া ছিলাম, গ্রীষ্মকালে বাক্সে বন্ধ ছিল, এখন দেখি যে কোটটীর কলারটীতে সাদা ছাতা পড়িয়াছে, এই চিতি উঠাইবার কি কোন উপায় আছে? অনুগ্রহ পূর্ব্বক লিখিলে বাধিত হইব।

উত্তর। বটে? এক কাজ করুন, স্পিরিট অফ্ আমোনিয়া ১০।১৫ ফোটা এক পাঁইট জলে মিশাইয়া সেই জলে এক টুকরা ফ্লানেল ভিজাইয়া ঐ ছাতাধরা স্থানের উপর যতক্ষণ সমস্ত ময়লা না উঠিয়া যায় ততক্ষণ ঘর্ষণ করুন, রোগ ভাল হইবে। জীন মদও একটু ফ্ল্যানেলে ঐরূপে ঘষিলে ছাতা ও তেল ধরা উঠিয়া যাইবে। স্পিরিট অফ্ টারপেনটাইন দিলেও উঠিবে।

শ্রীদ্বিজপদ ঘোষ—মেদিনীপুর

প্রঃ। মহাশয় আমার গলায় স্বর ভাঙ্গা ভাঙ্গা, বহুদিন হইতে আমার গলার স্বরই এই রূপ। এই স্বরভঙ্গের কি প্রতিকার হইতে পারে? ইত্যাদি।

উত্তর। বিশুদ্ধ মৌচাকের মোম্ ২ ড্রাম কোপেবা বাল্‌সম্ ৩ ড্রাম, লিকরিস ৪ ড্রাম। প্রথমে কোপেবা বাল্‌সম্ এবং মোমটাকে একটী নূতন মৃত্তিকা পাত্রে দিয়া গলাইয়া ফেলুন, যখন বেশ গলিয়া যাইবে, তখন অগ্নি হইতে নামাইয়া ঐ তরল অবস্থাতেই যষ্টীমধুচূর্ণ গুলি দিয়া নাড়িয়া মিশাইয়া ফেলুন। যখন শীতল হইবে, তখন ৩ গ্রেণ পরিমাণ এক একটী পিল প্রস্তুত করুন। সময়ে সময়ে দিবসে ২।৩ টা পিল (চুষিয়া) সেবন করুন। বিলাতে পেসাদার গায়ক এবং বক্তাগণ ব্যবহার করেন। যথাঃ—

"This is an excellent remedy for clearing voice and is used by most proffessional singers in Continent."

B. R

শ্রীঅটলবিহারী সরকার।

উত্তর। আমরা জানিনা। সকল বিষয়ই আমাদের জানা সম্ভবপর নহে।

শ্রী বি, এন্ চৌধুরী, সিংভূম।

প্রঃ। Almond পেষ্ট, জিনিসটা কি? কিসে ব্যবহার হয়, লিখিয়া বাধিত করিবেন।

উত্তর। আমরাত জানি, ইহা স্ত্রীলোকের গালের মেছেতা, সূর্য্যদগ্ধা প্রভৃতির জন্য ব্যবহার করা হইয়া থাকে। ১ আউন্স তিক্তবাদামের (Bitter Almond) অতি সূক্ষ্ম চূর্ণ, বার্লি ১ আউন্স এবং তাহাকে আঠার মত করিতে যতটুকু খাঁটীমধু আবশ্যক হয়, দিয়া যথেষ্টরূপে ঘুঁটিয়া মিশাইলেই যে জিনিসটী হইল, তাহার নাম Almond paste. ইহা গাত্র চর্ম্ম কোমল মসৃণ এবং পরিষ্কার করে।

B. R.

মিঃ ডি, এন্ সামন্ত, ঢাকা।

প্রঃ। মহাশয়, ওক বার্ণিষ বলিয়া যে বার্ণিষ বাজারে বিক্রয় হয়, তাহা প্রস্তুতের উপায় কি?

উত্তর। টার্পিন বার্ণিষের নামান্তর ওক বার্ণিষ।

বিশুদ্ধ রজনচূর্ণ	৩॥ পাউণ্ড
টার্পিন	১ গ্যালন

দিয়া ৪ দিন নিনাড় রাখিয়া দিন, গলিয়া যাইবে। তখন ওক বার্ণিষ হইবে। কেহ কেহ ইহার সহিত ১ পাইট কানাডা বাল্‌সম মিশাইতে বলেন। কাষ্ঠ ও ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্যে ব্যবহার করা হয়।

HOMEOPATHIC NOTES.

চক্ষের ছানিতে (মতিয়া বিন্দু) ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্বনিকার এবং সাইলিসিয়ার প্রয়োগ।

রোগীনীর বয়স ৬০ বৎসর। চক্ষের লেন্‌সটী সাদা হইয়া গিয়াছে, স্থানে স্থানে হরিদ্রা বর্ণের আভাও আছে। অন্ধ বরণ বলিয়া রোগিনীর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণও হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু লেন্‌স সূত্রগুলি আদৌ অপকৃষ্টতা লাভ করে নাই। (Lence Fibres had no become degenerated to any extent.)

রোগিনীকে প্রাতে ক্যালকেরিয়া কার্ব্বনিকা ২x চূর্ণ (Calcaria carb 2x Trituration) ২ গ্রেন ১ পুরিয়া ব্যবস্থা করা হইল, এবং সন্ধ্যা বেলায় সাইলেসিয়া ৩x চূর্ণ ২ গ্রেন ব্যবস্থা হইল। আরও ইউফ্রেসিয়া অফিসিন্যালিস্ মাদার টিংচারের ৩০ ফোটা ১২ আউন্স জলে দিয়া যে লোশন হইল, তাহা দ্বারা চক্ষু ধৌত করিয়া দিবারও ব্যবস্থা হইল। ১ মাস পরে চক্ষের অবস্থা ভাল হইতে লাগিল, পাঁচ মাস এইরূপ ব্যবস্থা রাখার পর দেখা গেল, চক্ষের ছানি লোপ পাইয়াছে, চিহ্ন মাত্রও নাই। তবে এই চিকিৎসার ফললাভ করিতে হইলে রোগী এবং

চিকিৎসকের ধৈর্য্য এবং সময় আবশ্যক। বেশী-দিনই এইরূপে ঔষধ সেবন করাইতে হয়।

(সংগৃহীত)

ককুলস্—গাড়ীতে বা নৌকায় উঠিলে যাহাদের মাথাঘোরে, ককুলস্ তাহাদের পক্ষে অমৃত তুল্য। ২x ব্যবহার্য্য। হাকোলার ডাক্তার গনেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, অ্যাপোমর্ফিয়াও এ সম্বন্ধে একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ, তাহা স্মরণ করা উচিত।

ভেরাট্রম আল্‌বম—২x, ডাক্তার গ্যাচেল তাহার পকেট বুক অফ্ মেডিক্যাল প্যাক্‌টিস নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, "বেদনা বিহীন উদরাময়ে ভেরাট্রম কোন কার্য্য করে না। আক্ষেপ এবং শূল বেদনা, যাহার জন্য রোগী কুঁকড়াইয়া থাকিতে বাধ্য, সেইরূপ লক্ষণই ভেরাট্রম আল্‌বের লক্ষণ। কিন্তু ডাক্তার গনেশ বাবু বলেন, "যাতনা বিহীন" এমন কোন লক্ষণ ভেরাট্রমে নাই। চাল ধোয়া জলের ন্যায় ভেদে ইহা দ্বারা অনেক রোগী বাঁচিয়াছেন। আমরা এদেশে, ১২ এবং ৩০ শক্তি ব্যবহার করি।

ভারতের ডাক বিভাগ।

ভারতে ইংরাজ রাজত্বের একটী অদ্বিতীয় কীর্ত্তি—ভারতের ডাক-বিভাগ। এমন সুবন্দো-বস্ত আর কোন বিভাগে আছে কিনা সন্দেহ। সামান্য মুটে মজুর হইতে রাজাধিরাজ পর্য্যন্ত ডাক-বিভাগের চক্ষে এক—নীচ উচ্চ ভেদ নাই, মানী, জ্ঞানী, অজ্ঞানী সকলেরই এক বিধি, এক বিচার, তাই বলিতে হয়, ডাকবিভাগ ইংরাজ রাজত্বের একটী অদ্বিতীয় কীর্ত্তি। এ হেন ডাক-বিভাগের কাজ কর্ম্মের বিবরণ পাঠক পাঠিকাগণের সুখ পাঠ্য হইতে পারে বলিয়া, আমরা ১৯১০।১১ সালের ডাক-ঘরের কার্য্যবিবরণ পাঠকগণকে উপহার দিলাম। পূর্ব্ব হইতে এখন কাজ কত বাড়িয়াছে, দেখি-লেই আশ্চর্য্য হইবেন।

১৯১০-১১ সালের ভারতের ডাকঘর সংক্রান্ত বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। উহা হইতে জানা যায় যে, ডাক-বিভাগের কর্ম্মে নিযুক্ত লোকজনের সংখ্যা উক্ত বৎসর ৯৩০৬২ এবং ডাকঘরের সংখ্যা ১৮৮১৩। বৎসরকাল মধ্যে ৯৪৫ কোটী সংখ্যক পত্রাদি ডাক-বিভাগের দ্বারা বিলি হইয়াছে। তন্মধ্যে রেজেষ্টারী করা পত্রাদির সংখ্যা ২৬ কোটী ৮৫ লক্ষ। পত্রাদি পাঠাইবার জন্য যত ষ্ট্যাম্প বিক্রীত হইয়াছে, তাহার মূল্য ২ কোটী ৩৭ লক্ষ টাকা। সাড়ে ২৫ কোটী মণিঅর্ডার বিলি হইয়াছে। ঐ সকলে টাকা বিলি হইয়াছে ৪৫ কোটী ৭৫ লক্ষ।

ভ্যালু পেয়েবলে জিনিষ পাঠাইবার ব্যবস্থায় ডাক-বিভাগের আদায় হইয়াছে ৮ কোটী ৬২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। ইন্‌সিওর করা দ্রব্যাদি বিলি হইয়াছে প্রায় ১ কোটী ২৫ লক্ষ। ইনসিওরের মূল্য ২৭ কোটী টাকা। ইনসিওর করা দ্রব্যাদি খোয়া যাওয়ার জন্য ডাকবিভাগের খেসারত লাগিয়াছে ৮ হাজার ৭ শত টাকা।

৯৪৮৮ পাউণ্ড কুইনাইন ডাকঘর হইতে সাধারণকে বিক্রয় করা হইয়াছে। সাড়ে ছয় কোটী সংখ্যক তারের সংবাদ ডাকঘরের টেলি-গ্রাফ আফিস হইতে বিলি হইয়াছে। তাহাতে আদায় হইয়াছে ৩৫ লক্ষ ২৪ হাজার ৮৩৫ টাকা। ঐ সকল টেলিগ্রাফ আফিসের জন্য ব্যয় হইয়াছে ১২ লক্ষ ১ হাজার ১৬০ টাকা।

১৯১১ সালের ৩১এ মার্চ তারিখে ডাক-ঘরের সেভিংসব্যাঙ্কে ১৪ লক্ষ ৩০ হাজার ৪৫১ জনের টাকা গচ্ছিত ছিল। টাকার পরিমাণ ১৬ কোটী সাড়ে সাতাশী লক্ষ। সমগ্র বৎসরের মোট আদায় ও মোট ব্যয়, যথাক্রমে ৩ কোটী ১ লক্ষ ৯০ হাজার ৫০০ টাকা এবং ২ কোটী ৯৮ লক্ষ ৭০ হাজার ৫৬৫ টাকা।

ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কের ডিপজিটের টাকা উঠাইয়া লওয়া সম্বন্ধে ছয় মাসের নোটিশ দেওয়ায় যে একটা ব্যবস্থা ছিল, তাহা সাধা-রণের অপ্রিয় হওয়ায় ১৯১১ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে রহিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। দুই শত টাকার উর্দ্ধ টাকা এক নামে জমা দেওয়া হইবে না বলিয়া যে ব্যবস্থা ছিল, তাহা রহিত করিয়া দুই শতের স্থানে পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত ডিপজিট দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

বেতন বৃদ্ধি। দুই জন হেড পোষ্ট মাষ্টার; তিন জন ডেপুটী পোষ্ট মাষ্টার, ৮৪ জন সব পোষ্ট মাষ্টার এবং ৫৫৩ জন ব্রাঞ্চ পোষ্ট মাষ্টারের বেতন বৃদ্ধি বৎসরকাল মধ্যে মঞ্জুর করা হইয়াছে! এতদ্ব্যতীত ৪৪৩ জন ক্লার্ক এবং সর্টার, ২১০২ পোষ্টম্যান এবং ভিলেজ পোষ্টম্যান, ১৪৬১ দৌড় হরকরা, এবং ৫২৩ জন নিম্ন শ্রেণীর কর্ম্মচারী—ইহা-দেরও বেতন বৃদ্ধি মঞ্জুর হইয়াছে।

বিগত পাঁচ বৎসরের মধ্যে হেড পোষ্ট-মাষ্টার ২১৭; ডেপুটী এবং আসিষ্টান্ট পোষ্ট মাষ্টার ১৫১, সব পোষ্ট মাষ্টার ৩৩৩৭, ব্রাঞ্চ পোষ্ট মাষ্টার ৩১২৭, ক্লার্ক এবং সর্টার ২৫২২, পোষ্টম্যান এবং ভিলেজ পোষ্টম্যান ১১৩৩১, দৌড়হরকরা ৬৫৬৪ এবং নিম্ন শ্রেণীর অপরা-পর কর্ম্মচারী ৩৭৭৬—সমুদয়ে ৩১ হাজার ২৫ জনের বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে।

১৯০০-১ সালের ডাকঘরের সংখ্যা ১২ হাজার ৯৭০ ছিল। এই কয় বৎসরে বৃদ্ধি পাইয়া ১৮৮১৩ হইয়াছে। স্কুল মাষ্টার, সামান্য দোকানদার প্রভৃতির দ্বারা ১২ হাজার ৩০৭টি ডাক-ঘরের কার্য্য চলিয়াছে। চিঠির বাক্সের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৪৬ হাজার ৮৮৪ হইয়াছে। ১৯০০-১ সালে ছিল ২৫ হাজার ৫০।

মাশুল দেওয়া চিঠি বিলি হইয়াছে বৎসর কাল মধ্যে ৩৫ কোটী ৬৯ লক্ষ ৪৪ হাজার ৮৮৩, বেয়ারীং চিঠি ৩ কোটী ৬৫ লক্ষ ৩৯ হাজার ৪২০, রেজেষ্টরী চিঠি ২ কোটী ২ লক্ষ ৯৩ হাজার ২৭০, পোষ্টকার্ড ৪১ কোটী ৮৪ লক্ষ ৩৭ হাজার ৭৭৩, সংবাদপত্র বিলি হইয়াছে ৪ কোটী ৯২ লক্ষ ৫২ হাজার ১৬১। বুক প্যাকেট এবং নমুনা প্যাকেট ৫ কোটী ৬৯ লক্ষ ১৮ হাজার ১৭৮। রেজিষ্টরী পার্শ্বেল ৪৫ লক্ষ ৮৭ হাজার ৩৫৪, অনরেজেষ্টরী পার্শ্বেল ২২ লক্ষ ৭১ হাজার ৫৭১।

সহজ শিল্পপ্রস্তুত প্রণালী।

——(ঃ-•-ঃ)——

ভ্রম সংশোধন।

জুন সংখ্যায় আমরা 'কুমারী দুগ্ধ' প্রস্তুত প্রণালী লিখিয়াছিলাম, ভ্রমক্রমে তাহাতে Simple. Tinct Bengoine টার পরিমাণ লিখিতে ভুলিয়াছিলাম, সেই জন্য অনেকের সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। Simple Tinct. Bengoineএর পরিমাণ এক আউন্স। গ্লিসারিন ১৫ হইতে ২০ ফোঁটা পরিমাণ দিলেই হইবে। গ্লিসারিন একটু বেশী হইলেও ক্ষতি নাই, ইহা অনিষ্টকারক হইবে না।

ইহা মুখে, গণ্ডদেশে, বাহুলতায় শয়নের পূর্ব্বে মাখাইয়া নরম তোয়ালে দ্বারা মুছিয়া শয়ন করিতে হয়। প্রতিদিন ব্যবহার করিবার আবশ্যক নাই, সপ্তাহে ৪ দিন ব্যবহার করিলেই হইবে। এইরূপ কিছুদিন ব্যবহার করিতে করিতে চর্ম্ম কোমল এবং ফর্সা হয়। কুমারীগণের প্রথম বয়সেই ইহা প্রায় ব্যবহৃত হয়, বলিয়া ইহার নাম ভারজিনাল্ মিল্ক।

খুব সুন্দরী মহিলা এবং বালক বালিকার গালে কখন কখন Bloom of Rose দ্বারা রঞ্জিত করিয়া দেওয়া হয়, তাহাতে গাল দুটী প্রস্ফুটিত গোলাপের ন্যায় দেখায়। আমাদের বিলাতি সভ্যতার সঙ্গে এগুলি প্রায় অনেক সংসারেই ঢুকিয়াছে। ইহা প্রস্তুত করিয়া লইলেও বেশ হয়, যদি সখ না ছাড়িতে পারা যায়, তবে ঘরে প্রস্তুত করিয়া লইলেও অনেক পয়সা বাঁচে।

কারমাইন চুর্ণ	১½ ড্রাম
লিকুইড্ আমোনিয়া	৪ ড্রাম

একত্র মিশ্রিত করিয়া একটী গ্লাস ষ্টপার্ড শিশিতে পুরিয়া একটী শীতল স্থানে রাখিয়া দিনকয়েক মধ্যে মধ্যে শিশিটী নাড়িয়া মিক্‌চারটাকে আলোড়িত করিয়া দিন্। তাহার পর গোলাপ জল (ভাল্) ৮ আউন্স, রেকটীফায়েড স্পিরিট ১½ আঃ, উপরোক্ত শিশির মধ্যে অল্পে অল্পে দিয়া খুব নাড়িতে থাকুন, ইহাতে এসেন্স অফ রোজ ২ ড্রাম, দিয়া পুনরায় নাড়িতে থাকুন, শেষে ভাল খুব সূক্ষ্ম চুর্ণ আরবী গঁদ ½ আউন্স (Fine Gum Arabic) দিয়া পুনরায় নাড়িয়া স্থির হইতে দিন। এখন ইহা সুন্দর "ব্লুম অফ রোজ" হইয়া গেল। ভাল কারমাইন লিকুইড এমোনিয়াতে ফেলিলেই গলিয়া যাইবে, যদি তাহা না গলে, তবে কারমাইন ভাল নহে বুঝিতে হইবে।

বাজারে লাল রঙ্গে এসেন্স অফ রোজ মিলাইয়া দিয়াও বিক্রয় হয়। তাহা চর্ম্মের পক্ষে অনিষ্টকারক হইতে পারে, উপরোক্ত প্রস্তুত প্রণালীটীই উৎকৃষ্ট।

কালির পাউডার।

বাজারে যে সকল কৌটা এবং পুরিয়া কালির পাউডার বিক্রয় হইতেছে, তাহা আনিলাইন রং চুর্ণ। কাল আনিলাইন রং বাজারে [illegible]ওয়া যায়। আমাদের বোধ হয়, মাজুফল চুর্ণ এবং কাল আনিলাইন রং এবং তুতে চুর্ণ মিশ্রিত করিয়া ব্লু ব্লাক কালির পাউডার প্রস্তুত হইতেছে। পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। বাজারে অনেক কালী ও কালীর পাউডার বিক্রয় হয়। অনর্থক আমরা স্থান এবং সময় নষ্টের আবশ্যকতা বুঝিলাম না। যাহা বাজারে অপ্রচুর নয়, সে জিনিস প্রস্তুতের আবশ্যক কি? ইতিপুর্ব্বে কাজের লোকে কালী সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করা হইয়াছে। নিজেরও একটু পরীক্ষার কষ্ট স্বীকার করার আবশ্যক। দশবার চেষ্টা করিতে করিতে একবার মনের মত হইবেই হইবে।

মিলাইন।

এই জিনিসটী চর্ম্মরোগের একটী সুন্দর ঔষধ। গাল, হাত, পা ফাটা, অথবা শরীরের যে স্থানের চর্ম্ম শুষ্ক এবং ফাটিয়া যাইতেছে, তাহাতেই "মেলাইন" ব্যবহার করিতে হয়। ইহা সুন্দর জিনিস।

প্রস্তুতপ্রণালী।

স্পারমাসেটী	২ আউন্স
অয়েল অ্যালমণ্ড	২ আউন্স

প্রথমে স্পারমাসেটীকে উত্তমরূপে চুর্ণ করিয়া অ্যালমণ্ড অয়েলে ফেলিয়া একটী এনামেলের বাটীতে সযত্নে অগ্নির উত্তাপে চড়াইতে হইবে। যখন তৈল এবং স্পারমাসেটী উত্তমরূপে মিশ্রিত হইয়া যাইবে, তখন কাচের কাঠী দ্বারা নাড়িয়া নামাইয়া একটু ঠাণ্ডা হইলে উৎকৃষ্ট খাঁটী মধু অর্দ্ধ আউন্স দিয়া পুনরায় নাড়িয়া মিশাইয়া একটী পার্শিলেনের কৌটায় বা মুখ চওড়া শিশিতে রাখিয়া দিন। ইহাই "মিলাইন"। ইহাকে আরও সুবাসিত করিবার জন্য কেহ মধুর পরিবর্ত্তে ফোঁটা কতক অটো ডি রোজ, বা চেরি ব্লুস্থম এসেন্স দিয়াও থাকেন। চর্ম্মকে ধৌত করিয়া মুছিয়া এই ঔষধ একটু লইয়া মালিস করিলেই চর্ম্ম স্বাভাবিক ভাবাপন্ন হইবে। ইহা রমণীগণের আদরের জিনিস। লেবেল দিয়া বিক্রয়ও করা যায়।

Shaving Liquid
কামাইবার আরক।

শেভিং সোপ শেভিং বল ইত্যাদি আছে, কামাইবার সময় এখনকার সৌখীন বাবুগণ ব্যবহার করেন, ইহাও সেই উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়।

ভাল সুগন্ধযুক্ত সাবান	১ আউন্স
সল্ট অফ টারটার	½ আঃ
ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার	½ আঃ

সাবানটা খলে গুঁড়া করিয়া ইহার সহিত সল্ট অফ টারটারটাকে মিশাইয়া ফেলিতে হইবে। তাহার পর ইহাতে একটু একটু করিয়া ল্যাভেণ্ডার ওয়াটারটাকে মিশাইয়া একবার ছাঁকরাইয়া শিশিতে পুরিয়া রাখিতে

হইবে। ইহাই "শেভিং লিকুইড"। যখন কামাইতে হইবে, তখন একটু বাহির করিয়া এক চামচে জল দিয়া ব্রুস দ্বারা নাড়িলেই খুব ফেনা হইবে, তখন দাড়ীতে লাগাইয়া কামাইতে হইবে।

Mother's Page.

গার্হস্থ্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

শিশুর প্রস্রাব।

শিশুর প্রস্রাব সম্বন্ধেও দৃষ্টি রাখা জননীর একটী কর্ত্তব্য। গতবারে শিশুর দাস্ত সম্বন্ধে বলিয়াছিলাম, বোধ হয় অনেক জননী তাহা পাঠ করিয়াছেন। এ দেশের অল্প বয়স্কা জননী শিশু পালনে নিতান্তই অক্ষম, কেহ ইহাদিগকে শিক্ষাও দেন না, দিবার আবশ্যকও বোধ করেন না—সেই জন্য এ দেশের শিশুগুলি অকালে রুগ্ন, কৃশ হইয়া মৃত্যু মুখে পতিত হয়। সেই জন্য শিশু-পালন সম্বন্ধে জননীর অভিজ্ঞতা থাকার আবশ্যক হয়।

শিশুর প্রস্রাব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ঠিক করিয়া বলিবার যো নাই যে, কতটুকু প্রস্রাব সঙ্গত এবং অসঙ্গত। শিশুর স্বাস্থ্যের অবস্থানুসারে এইরূপ পরিমানের তারতম্যও হইয়া থাকে। এমনও দেখা যায় যে, অনেক শিশু ঘন ঘন প্রচুর প্রস্রাব করে, কিন্তু কোন রোগ বা অসুস্থতার লক্ষণই দেখা যায় না। প্রস্রাব আদৌ অধিকক্ষণ না করা ভয়প্রদ। এরূপ লক্ষণ শুভ নহে। অবিলম্বে মনোযোগ দেওয়া উচিত। নচেৎ জীবন সংশয়াপন্ন হইতে পারে। এরূপ অবস্থায় চিকিৎসক আসিবার বিলম্ব হইলে এক টব ঈষদুষ্ণ জলে শিশুর পা দুটী ডুবাইয়া দিলে অনেকস্থলেই প্রস্রাব হইয়া যায়। কিন্তু জল যেন অধিক অর্থাৎ শিশুর অসহ্য গরম না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখা উচিত।

শিশু যতই বড় হইতে থাকে, প্রস্রাবের পরিমাণ ততই কম হইয়া আইসে, ইহা স্বাভাবিক। তিন বৎসরের অধিক বয়স্ক শিশু নিদ্রার সময়ে বিছানায় প্রস্রাব করিতে পারে, তাহা অশুভ লক্ষণ নহে। কিন্তু ৩ বৎসরের পর ছেলে ঘুমাইতে ঘুমাইতে অসাড়ে প্রস্রাব করিলে তাহা চিকিৎসকের এবং জননীর মনোযোগ সাপেক্ষ। অবিলম্বে সুচিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া উচিত, তাহা উপেক্ষার নহে। অনেক সময় এই শয্যামূত্র রোগ ক্রিমি এবং অম্লরোগ জনিত। যদি অম্লজনিত হয়, তাহা হইলে, সামান্য পরিমাণ 'ভিচিওয়াটার' দুগ্ধের সহিত মিশাইয়া দিলে এই রোগ সারিয়া যায়, কিন্তু ক্রিমিজনিত শয্যামূত্র রোগে চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়াই বিধিসঙ্গত।

শিশুকে কোলে লইলে ইংরাজ মহিলাগণ পরিষ্কার তোয়ালের উপর লইয়া থাকেন। ইহার প্রথম কারন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, দ্বিতীয় কারণ প্রস্রাব করিলে সেই তোয়ালে বা ন্যাপকিনে কোনরূপ প্রস্রাবের দাগ লাগে কিনা দেখিবার জন্য। যে সকল শিশু সুস্থকায় সবল, তাহাদের প্রস্রাবে কোন দাগ লাগে না। প্রস্রাব স্বচ্ছ এবং জলবৎ, কিন্তু যখন দেখিবেন যে, ছেলের প্রস্রাব পরিষ্কার ন্যাকড়া বা তোয়ালেতে হরিদ্রাবর্ণ চিহ্ন করিয়াছে, তখন চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়ার নিতান্তই আবশ্যক, উপেক্ষার বিষয় নহে। প্রস্রাব লাল হইলেও অথবা প্রস্রাবের সময় শিশু বেগ দিয়া প্রস্রাব করিতেছে এরূপ দেখিলেও অবিলম্বে তাহার প্রতিকার হওয়ার আবশ্যক আছে। এরূপ স্থলেও ঈষদুষ্ণ জলে ছেলের কোমর পর্য্যন্ত ডুবাইয়া দিলেও মহৎ উপকার হইবে। কিকি দেখিতে হইবে বলিলাম? (১) প্রস্রাবের পরিমাণে (২) প্রস্রাবের পর কাপড়ে কোন দাগ থাকে কিনা (৩) প্রস্রাব সময়ে শিশু যন্ত্রনা [illegible] করে কিনা।

[illegible] মানুষ করিতে হইলে অনেক [illegible] ন্যাকা বোকা অমনোযোগিনী [illegible] স্থলেই শিশুর জীবন সংশয়াপন্ন হয়।

আরও সতর্কতা।

প্রস্রাব করিবা মাত্রই বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া উচিত, নচেৎ শিশুকে ঠাণ্ডা লাগে, পীড়া হয়। গাত্রে "মুতুড়ী" নামক এক প্রকার চর্ম্ম রোগ জন্মে। কদাচ প্রস্রাবসিক্ত বস্ত্রে ছেলে কোলে করিয়া থাকা উচিত নয়। বাঙ্গালীর ঘরে অনেক অলস জননী এই বিষয়ে তাচ্ছিল্য করেন, আমি দেখিয়াছি। রাত্রে বিছানার নীচে অয়েল ক্লথ দেওয়া মন্দ নয়, কিন্তু গ্রীষ্মকালে ব্যতিত বর্ষা বা শীত কালে এই অয়েল ক্লথের উপর যথেষ্ট গরম বিছানা থাকা উচিত, নচেৎ ঠাণ্ডা অয়েলক্লথ ছেলের গায়ে ছেঁক্ ছেঁক্ করিয়া লাগিয়া নিদ্রার ব্যাঘাত করে, সুতরাং নূতন পীড়ার সৃষ্টি হয়।

শিশুর নিশ্বাস।

সদ্যজাত শিশুর নিশ্বাস প্রতি মিনিটে ৪৪ বার। ২ মাস হইতে ২ বর্ষ পর্য্যন্ত মিনিটে ৩৫ বার। শিশু ঘুমাইলে তাহার নিশ্বাস স্বভাবতই কিছু কম হয়। সুস্থকায় শিশু নাক দিয়া আস্তে আস্তে নিশ্বাস ফেলে।

শিশু অসুস্থ হইলেই নিশ্বাস ঘন হয়, জ্বর, এবং তরুণ বক্ষ পীড়ায় শ্বাস প্রশ্বাস খুব ঘন ঘন হইয়া থাকে, শাঁই শাঁই শব্দও হইতে পারে। শিশুর মস্তিষ্কে জলসঞ্চয়, এবং যক্ষ্মা রোগে, অথবা মস্তিষ্ক ঝিল্লির পীড়ায় কিন্তু শ্বাস প্রশ্বাস কমিয়া গিয়া ১৬ হইতে ১২ বার পর্য্যন্ত প্রতি মিনিটে হইয়া যায়। নাকে শাঁই শাঁই শব্দ, ফিস্ ফিস্ শব্দ হইলে বুঝিতে হইবে নাসা মধ্য দিয়া শ্বাস প্রশ্বাসের পথ আংশিক ভাবে অবরুদ্ধ হইয়াছে। মুখ দিয়া নিশ্বাস প্রশ্বাস হইলে বুঝিতে হইবে, নাক সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এগুলির জন্য চিকিৎসকের মনোযোগ আকর্ষণ করা জননীর কর্ত্তব্য।

শিশুর হাই উঠা।

ছেলেরা সচরাচর ঘুমাইবার পূর্ব্বে ঘন ঘন হাই তুলিয়া ঘুমাইয়া পড়ে। কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় এইরূপ ঘন ঘন হাইতোলা শুভ লক্ষণ

নহে। ইহা শিশুর (Vital power) জীবনী শক্তির হ্রস্যতা জ্ঞাপক। একজন প্রসিদ্ধ ইংরাজ সুচিকিৎসক বলিয়াছেন, "Frequent yawning is an evidence of loss of Vital power and very unfavorable symptoms in serious desease" অর্থাৎ ঘনঘন হাইতোলা জীবনী শক্তির ক্ষীণতা জ্ঞাপক এবং কঠিন পীড়ার অশুভ উপসর্গ।

আজ এই পর্য্যন্ত থাক্। পাঠক পাঠিকাগণ যেন দয়া করিয়া এই ক্রমিক প্রবন্ধটী পাঠ করেন, আমার ইহা সানুনয় প্রার্থনা। কাঃ সঃ

জ্ঞাতব্য বিষয়।

১। পোষ্ট কার্ডের ডান ধারে—যে ধারে ঠিকানা লিখা এবং টীকিট বসানর স্থান, সেখানে টিকিট দিলাম (Stamped) ইত্যাদি লিখিলে তাহা ব্যারিং হইয়া যায়, এবং পোষ্ট আফিস ৵১০ জরিমানা আদায় করে। সাবধান হওয়া উচিত।

২। উঠান ঝাঁট দেওয়া আবর্জ্জনা গুলি বাড়ীর বাহিরে গর্ত্ত করিয়া তাহাতে ফেলিলে উৎকৃষ্ট সার হইবে। এগুলিও গৃহস্থের মূল্যবান সামগ্রী।

৩। আচারের কারবার করিয়া এখন অনেকেই কলিকাতায় বেশ উপার্জ্জন করিতেছেন। আচারের বিচার নাই। আম, আমড়া, কামরাঙ্গা, ওল সকল জিনিসেরই কাসুন্দী বা আচার প্রস্তুত করিয়া হিন্দুস্থানিগণ বিক্রয় করিতেছেন, ইহা বহুকাল জানিতাম। সম্প্রতি কয়েকজন বাঙ্গালী বাবু আচার প্রস্তুত করিয়া বোতলে পুরিয়া বিক্রয় করিতেছেন। সুন্দর লেবেলাদি দিয়া ঘরে ঘরে বিক্রয় করেন এবং দোকানদারদিগকেও বিক্রয় করেন। পল্লীবাসী ভদ্রলোকগণ এরূপ প্রণালী অবলম্বন করিলেও বিলক্ষণ উপার্জ্জন করিতে পারেন। ক্রমে ইহা বেশ ভাল কাজ হইয়া দাড়ায়।

এক বা দেড় পোয়া আন্দাজ আচার পরিষ্কার সাদা মুখচওড়া বোতলে পুরিয়া ৷৵ টাকাতেও বিক্রয় হইতেছে। আচার বিলাত যায়। লেবেল দিলেই তাহার মর্য্যাদা বাড়ে আর কি।

গ্রীষ্মকালে কেমন করিয়া ঘর ঠাণ্ডা রাখিতে হয়?

গ্রীষ্মকালে জানালা বন্ধ করিলে বাহিরের গরম ভিতরে আসিতে পারে না বটে, কিন্তু ভিতরের গরমও অসহ্য হইয়া উঠে। মিঃ মার্টিন নামক জনৈক বিশেষজ্ঞ সাহেব বলেন, যে, ঘরে কুজু কুজু জানালা খুলিয়া দিয়া সেই জানালার সম্মুখে একখানা ভিজে কাপড় টাঙ্গাইয়া দিতে হয়, তাহা হইলে কাপড়ের আদ্রতা জনিত জল যেমন বাষ্পাকারে উড়িয়া গিয়া কাপড় শুষ্ক হইতে থাকে, প্রাকৃতিক নিয়মে সে তখন গৃহাভ্যন্তরস্থ তাপ হরণ করিতে বাধ্য হয়, এই জন্য শীঘ্রই গৃহমধ্য সুখপ্রদ এবং শীতল হইয়া উঠে। রোগীর গৃহেও এরূপ করা যায়, তাহাতে কোন অনিষ্ট হয় না।

দেওয়ালকে ওয়াটারপ্রুফ করিবার উপায়।

পিচ	৫০ পাউণ্ড
রজন	৩০ পাউণ্ড
রেড্ ওকার রং	৬ পাউণ্ড
সূক্ষ্ম ইষ্টক চূর্ণ	১২ পাউণ্ড

আগুণে চড়াইয়া ফুটাইতে হইবে এবং যথেষ্টরূপে নাড়িয়া মিশাইতে হইবে। তাহার পর নামাইয়া ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণ তাপিন তৈল ঢালিয়া দিয়া নাড়িয়া এমন পাতলা করিতে হইবে, যেন ব্রুস দ্বারা পাতলা রকম দেয়ালে ১ কোট রং মাখান চলে। এই দেওয়ালে জল লাগিয়া আর লোনা ধরিবে না। গুদাম প্রভৃতির দেওয়ালে ব্যবহৃত হয় ও উইও লাগে না।

খোদাই করা কাঠের জিনিসের জন্য উৎকৃষ্ট বার্ণিশ।

বেনজইন	১৷৷ আউন্স

ইহাকে ৮ আউন্স উল্‌ন্যাপথাতে দ্রবীভূত করিয়া ইহাতে ২ আউন্স চাঁচ গালা এবং ২ আউন্স গম সান্‌ড্রাক দিন, যখন বেশ গলিয়া যাইবে, তখন কার্য্যোপযোগী হইবে। খোদাই করা ভাল কাঠের জিনিসের জন্য ইহাই উৎকৃষ্ট পালিস।

কাচ ও চীনা মাটী এবং পর্শিলেন জুড়িবার সিমেণ্ট।

গম অ্যাকাসিয়া আধ আউন্স এক আউন্স গরম জলে দিয়া গলাইয়া ফেলিয়া ইহাতে প্যারিস প্লাষ্টার চূর্ণ দিতে হইবে, তাহার পর যে ভগ্ন দুই খণ্ডকে জুড়িতে হইবে, তাহাদের মুখে মুখে ব্রুস দ্বারার লাগাইয়া একত্র জুড়িয়া বাঙ্গিয়া রাখিলে জুড়িয়া যাইবে। কাচের পুতুলাদি জুড়িতেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

CHOICE PRESCRIPTIONS.
প্রিস্‌ক্রিপশন সংগ্রহ।

SPLEEN POWDER.
প্লীহান্তক চূর্ণ।

পল্‌ভ ইপিক্যাক্	¼ গ্রেন
ফেরি সল্‌ফ	১ গ্রেন্
কুইনাইন সল্‌ফ	১ গ্রেন্
পল্‌ভ রিয়াই	২ গ্রেন্
পল্‌ভ্ জিঞ্জার	২ গ্রেন্
পল্‌ভ কলম্বা	২ গ্রেন্

একত্র মিশ্রিত করিয়া ২টী পুরিয়া করিবে, এইরূপ পুরিয়া দিবসে ২।৩বার সহ্যমত সেবন করিতে হয়। ইহা জ্বর এবং প্লীহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। পেটেণ্ট করিয়াও বিক্রয় করা যায়।

NERVINE TONIC.

স্নায়বিকদুর্ব্বলতার টনিক।

এসিড্ ফস্ফরিক ডিল্	১০ ফোটা
টিং নক্সভমিকা	৪ ফোটা
টিং জিঞ্জার	১০ ফোটা
টিং সিন্কোনা কোং	১০ ফোটা
ইন্ফিউজন অরেনসাই	১ আউন্স

মিশ্রিত ঔষধ, পূর্ণ বয়স্কের ১ মাত্রা। এইরূপ ২ মাত্রা দিবসে ২ বার সেবন করিতে হয়।

গনোরিয়া মিক্সচার।

অয়েল সাণ্ডাল	৫ ফোঁটা
অয়েল কিউবেব	২০ „
বাল্সম কোপেবা	১০ „
নাইটিক ইথার	১৫ ফোঁটা
লাইকার পটাস	১০ ফোঁটা
গম একাসিয়া	১ ড্রাম
ইনফিউজন বকু	১ আউন্স

১ মাত্রা করিবে। এইরূপ দিবসে ৩ দাগ ৩ বার সেব্য।

ডোভার্স পাউডার প্রস্তুতবিধি।

ডোভার্স পাউডার গৃহিণী, অতিসার, আমাশয় চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার মাত্রা ৫ হইতে ১০ গ্রেন্।

ইপিক্যাক চূর্ণ	½ আঃ
পল্ভ ওপিয়ম	½ আঃ
সলফেট অফ পটাস	৪ আঃ

একত্র উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া যে পাউডার হইবে, ইহার নাম ডোভার্স পাউডার। ইহার পূর্ণ বয়স্কের ডোজ ৫ হইতে ১০ গ্রেন্।

কানে পূঁজের ঔষধ।

ট্যানিক অ্যাসিড	½ ড্রাম
টিং ওপিয়ম	½ ড্রাম
গ্লিসারিন্	২ আউন্স

মিশ্রিত করিয়া কান ধৌত করত দিবসে ২।৩ বার ২।৩ ফোঁটা দিতে হয়। কিন্তু প্রতিদিন কান পরিষ্কার করা চাই। নচেৎ ঔষধ জমিয়া কান বুজিয়া কালা হইতে পারে।

দগ্ধ চিকিৎসা।

১। দগ্ধ স্থানে পুড়িবামাত্রই ল্যাভেণ্ডার, অডিকলম্ অথবা স্পিরিটের পটী দিলে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণা নিবারিত হইবে। ইহা পরীক্ষিত।

২। সেকেলে ব্যবস্থা—মাত গুড় ও মাখম ইহাতে যন্ত্রণা কমে না। নবনি ও দুগ্ধের সহিত তিল বাঁটিয়া চাপান দিলে অনেকটা উপকার হইতে পারে। পুড়িবামাত্র ঘৃতকুমারীর রস মন্দ নহে। দগ্ধ স্থানে চাউল ঢালিয়া ঢাকা দিলে যন্ত্রণা কমে ও ফোস্কা হয় না।

সমালোচনা।

ব্যবসায়ী। শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত—দ্বিতীয় সংস্করণ, মূল্য ।০ আনা মাত্র, ৯ নং বোন্‌ফিল্ডস্ লেনে প্রাপ্তব্য। "ব্যবসায়ী" সম্বন্ধে "কাজের লোকে" ইতিপূর্ব্বে বিশেষরূপ আলোচনা করা হইয়াছিল, পাঠকগণের বোধ হয় স্মরণ থাকিতে পারে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বনাম ধন্য কৃতকর্ম্মা পুরুষ, ব্যবসায় ক্ষেত্রে তাঁহার জীবনের বহুদর্শিতা এবং মূল সূত্রগুলি এমন সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ যে, ইহা একখানি অমূল্য গ্রন্থ হইয়াছে, এত সরল এবং প্রাকৃটিক্যাল উপদেশে পূর্ণ, যে কি সাংসারিক, কি ব্যবসায়ী বা প্রথম ব্যবসায় করণেচ্ছুক ব্যক্তি, সকলেরই পক্ষে ইহা অপরিহার্য্য এবং মূল্যবান পুস্তক। আলোচ্য সংখ্যায় বহু নূতন বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে, পুস্তকের কলেবরও যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইয়াছে, আমরা ত মনে করি, এমন পুস্তক, বঙ্গের গৃহে গৃহে আদৃত হওয়া উচিত। প্রতি পংক্তিতে তাঁহার প্রবীনত্ব, ব্যবসায়ে প্রকৃত অভিজ্ঞতা—এবং মূল্যবান উপদেশ প্রতিফলিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ পুস্তক এই নূতন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

অভিষেক। শ্রীযুক্ত জীবানন্দ মল্লিক কর্তৃক প্রকাশিত। সম্রাট এবং সাম্রাজ্ঞীর ভারতে আগামী দরবার উপলক্ষ্যে লিখিত, মূল্য ৵০ আনা। রাজা ও রাণীর এক একখানি সুন্দর ছবি আছে, ছাপা ও কাগজ ভাল, কবিতাগুলি রাজভক্তিপূর্ণ—সুখপাঠ্য। নদীয়া, রাণাঘাট, গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।

কতক—কতক!

যজমান মানসিক সুধিতে একটা পাঁঠা লইয়া পঞ্চানন ঠাকুরের পূজা দিতে অাসিয়াছে। পুরোহিত যদি পাঁঠা কাটে, তাহা হইলে মাথাটা পাইবে। এই লোভে খাঁড়া হাতে করিয়া পাঁঠা কাটিতে একেবারে হাড়-কাঠের নিকট উপস্থিত! যজমান জিজ্ঞাসা করিল, ঠাকুর মশায়! পাঁঠা কাট্‌তে পারবেন ত?

পুরোহিত বলিল, "কতক কতক" যজমান একেবারে বগী খানা কাড়িয়া লইয়া বলিল, আরে মশায় করেন কি? এ কতক মতকের কর্ম্ম নয় যে—পুরা কাটিতে হইবে! দু কোপ হলে আমার সর্ব্বনাশ হবে, দোহাই ঠাকুর রক্ষে কর!

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৷০ ।

Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, এবং সাহিত্য বিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিক পত্র।

Edited By S. P. Chatterjee.

পঞ্চম বর্ষ, ৮ ও ৯ম সংখ্যা। New Series, August, September 1911. নূতন সংস্করণ। আগষ্ট, সেপ্টেম্বর, ১৯১১। Vol. V. No 8-9

নমো গণেশায়।

"Good management is better than good income" ভাল আয় অপেক্ষা সুবন্দোবস্তই ভাল, আয় থাকিলে কি হইবে? সুবন্দোবস্তের অভাবেই সব মাটি।

"The best physic is fresh air" বিশুদ্ধ বায়ুই উৎকৃষ্ট ঔষধ, বিশুদ্ধ বায়ু সেবনেই শরীর নীরোগ থাকিতে পারে। ঔষধ খাইয়া শরীর সুস্থ রাখিতে পারিবে না, যাহাতে বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে পার, তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

What greater crime than loss of time? সময় নষ্ট করার মত বড় পাপ আর নাই, কাহারও সময় নষ্ট করিয়াও দিও না, নিজেরও করিও না। সময় নষ্ট হইলে মানুষের ভবিষ্যৎ নষ্ট করা হয়।

A man without courage is a knife without an edge সাহসহীন লোক ভোঁতা ছুরিকার মত, ধর্ম্মকর্ম্ম ব্যবসায় বাণিজ্যে সাহসের অভাবেই মনুষ্য অকর্ম্মণ্য, ভোঁতা মনুষ্যত্বহীন। সাহস ব্যতিত সৌভাগ্য লাভ করা যায় না, মনুষ্যত্বও রক্ষা হয় না। মানুষের সাহসই লক্ষ্মী।

বিবাদীগণের মধ্যে যিনি শান্তি স্থাপন করিয়া দিতে পারেন, তিনিই সুখী এবং প্রকৃত জয়ী, "Blessed is the peace-maker, not the conqueror"। বিবাদ বাড়াইও না, পার যদি, কেহ শান্তি স্থাপন করিয়া সুখী এবং জয়ী হও।

জগতে এমনও লোক আছে, লোকের একটুও ভাল করিতে পারে না, কিন্তু অনায়াসে অনিষ্ট করিয়া ফেলে। সেই জন্য পাশ্চাত্য নীতিজ্ঞগণ বলেন "If you can not heal the wound, do not tear it" অর্থাৎ যদি ক্ষত আরোগ্য না করিতে পার, ছিঁড়িয়া আরও ঘা করিও না। কথাটা বড় সারবান তাহার সন্দেহ নাই। সকল সমাজেই এক শ্রেণীর লোক আছে, সমাজের ক্ষত আরোগ্য করিতে জানে না, কিন্তু নাড়াচাড়া করিয়া আরও ক্ষত বৃদ্ধি করে!

"Never say die
up man and try"

বিফলচেষ্ট হইয়া মরিলাম বলিও না—উঠ, পুনরায় চেষ্টা কর, নিশ্চয়ই সফলকাম হইবে। কর্ম্ম যে একটা সাধনা, পুনঃপুনঃ ঐকান্তিক, চেষ্টার সফল হইবে, সমস্ত কর্ম্মবীরই পতনের পরই আবার উঠিতে চেষ্টা করেন, তবে সফল হইতে পারেন। ধর্ম্ম কর্ম্ম ব্যবসায় বাণিজ্যে সকল স্থানেই সাধনায় সিদ্ধি লাভের এই মাত্র একই নীতি। "A timid man has

little chance" যে সকল লোক মুখচোরা মাটীর মানুষ, এ সংসারে তেমন লোকের জন্য কদাচিত কোন সুযোগ আইসে। পুনঃ-পুনঃ চেষ্টাতেই মানুষ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে।

একজন ইংরাজ নীতিজ্ঞ লাভ লোকসানের এইরূপ হিসাব করিয়াছেন।

"Fortune lost, nothing lost
Courage lost, much lost,
Honour lost more lost
Soul lost all lost"

সৌভাগ্য হারাইলে এমন বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় না, সাহস হারাইলে অনেক ক্ষতি, মান হারাইলে বড় বেশী ক্ষতি হইল, তাহার পর আত্মা হারাইলে একেবারে সর্ব্বনাশ হইয়া গেল—হে ধীমান! ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য আত্মা হারাইও না।

হৃদয়কে সর্ব্বদাই পবিত্র রাখিও, শুদ্ধ আত্ম সুখে, বিষয় পিপাসায় হৃদয় কলুষিত করিও না। তুমিও জগতের, জগতও তোমারই। বিশ্বপ্রেমই সর্ব্বোচ্চধর্ম্ম, প্রাণপণে সেই উচ্চ ধর্ম্মে দীক্ষিত হও, সুখী হইবে এবং সমগ্র বিশ্বকেও সুখী করিবে।

এডিসন সাহেব ও সাধারণ শিক্ষা।

এ বর্ত্তমান যুগের অদ্বিতীয় বিজ্ঞানবিদ এডিশন সাহেব, যিনি ফনোগ্রাফাদির এবং আধুনিক বহু বিষয়ের আবিষ্কার কর্ত্তা, তিনি বলিয়াছেন, "General education is a luxury for those with money to spare," অর্থাৎ আধুনিক পল্লবগ্রাহী সাধারণ শিক্ষা, যাহার অর্থ ব্যয়ের সামর্থ আছে, তাহার পক্ষে সখের জিনিসস্বরূপ। অর্থাৎ অভাবীর এরূপ শিক্ষায়, এইরূপ পল্লবগ্রাহী সকল বিষয়ের অপরিপক্ক জ্ঞান লাভ করিয়া না হোমে না যজ্ঞে লাগিবার উপযুক্ত হওয়ায় কোন ফলই নাই। সেই জন্য তিনি বলিতেছেন, 'It's parrot-like instruction where the reasoning faculties are not developed and a boy is turned out a meer echo of traditional ideas" আমরাও ত তাই বলি, শুধু টীয়েপাখীর বুলি শিক্ষার ন্যায় এইরূপ শিক্ষায় দেশের কোন উপকারই হয় না, কেবল অর্থ ও স্বাস্থ্যের শ্রাদ্ধ হইতেছে মাত্র।

যেদেশে বিজ্ঞানের উন্নতি, সেদেশের লোকে কি হইতে যে অর্থোপার্জ্জন করিতে না পারে, তাহা বলিতে পারি না। এদেশের এত পরিশ্রমে লেখাপড়া শিক্ষার কোন ফলই আমরা দেখি না। বিজ্ঞানে এম্, এর অভাব এদেশে নাই, কিন্তু তাঁহাদের দ্বারা কোন জিনিসই আবিষ্কৃত হইল না, হায় দুরদৃষ্ট দেশের! কিন্তু যে দেশবাসী কর্ম্মী—প্রকৃত কার্য্যকরী শিক্ষার জন্য খাটিয়াছে, তাহারা দেশের মাটিতে পয়সা করিয়া জগতকে স্তম্ভিত করিতেছেন এবং দেশের ও দশের অন্ন সংস্থান করিতেছেন। সে দেশে অজন্মা দুর্ভিক্ষ হইলে কি আসে যায়? বিজ্ঞানপ্রসূত দ্রব্যে অন্য দেশের অর্থ ও পণ্যরাশি তাহাদের সমস্ত কষ্ট দূর করে। আমাদের শিক্ষা—বলিতে কি—পণ্ডশ্রম মাত্র! এ শিক্ষায় এদেশের দুর্দ্দশা ঘুচিবে না।

TURPENTINE.
টারপিন তথ্য।

আমেরিকান টারপেনটাইন বা টারপিন ভারতবর্ষে ইংলণ্ড হইয়া আমদানী হয়। ফ্রান্স বা অন্য কোন দেশীয় টারপিন তৈলের কলিকাতার বাজারে প্রচলন নাই।

কলিকাতার বাজারে যে সকল টারপিন তৈল বিক্রয় হয়, তাহা বিশুদ্ধ নহে। ইহা ইংলণ্ডেই কেরোসীন, নাপ্থা এবং বেন্‌জইন প্রভৃতি মিশ্রিত হইয়া এদেশে আসিয়া পড়ে। সুতরাং বিশুদ্ধ তারপিন তৈল এদেশে পাওয়া অসম্ভব এবং এখানে বিশুদ্ধ টারপিন তৈলের প্রচলনও কম। ব্যবসায়ীগণ পরিমানে অধিক চায়, গুণের আদর করে না। সেই জন্য অতি সামান্য পরিমাণ বিশুদ্ধ তৈল কেহ কেহ আমেরিকা হইতে বরাবর আমদানী করিয়া থাকেন। সুতরাং ইহা ইংলণ্ডের ভিতর দিয়া আসে না।

ভাল টারপিন—গ্লাস বা কাচের ন্যায় স্বচ্ছ, ইহার গন্ধ তীব্র অথবা ন্যকারজনক নহে। ইহা সহজে শুষ্ক হইয়া যায়, সাদা কাগজের উপর ফেলিয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, ইহা তৎক্ষনাৎ শুষ্ক হইয়া যায় এবং কোন চিহ্নও থাকে না। ইহাকে যদি হাতে করা যায়, তাহা হইলে অতি সূক্ষ্ম সাদা একটা স্তরের মত অনুভব করা যায় মাত্র। ভাল চোলাই হইবার উপরই এই সকল সদ্‌গুণ নির্ভর করিয়া থাকে।

কলিকাতার ব্যবসায়ীগণ বলিয়া থাকেন যে, একবার একজন নাবিক কলিকাতায় অনেকখানি বিশুদ্ধ টারপিন তৈল আনিয়াছিলেন কিন্তু তাহার সেইটুকু বিক্রয় করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল, কারণ বাজারে চলিত অবিশুদ্ধ টারপিনের নিকৃষ্ট গন্ধ ইহাতে বিদ্যমান না থাকায় কোন ব্যবসায়ী ইহা খরিদ করে নাই। বহুদিন পরে কলিকাতার প্রসিদ্ধ গাড়ীর কারখানা মেঃ ডাইক কোং সেই টারপিন খরিদ করিয়াছিলেন।

চিকিৎসার জন্য বিশুদ্ধ টারপিন তৈলই আবশ্যক। কিন্তু খুচরা ক্রেতাগণ যে দোকানদারের নিকট হইতে ১০ পয়সা হইতে /০ পরিমাণের টারপিন ক্রয় করিয়া কার্য্য করে, এই সকল টারপিন তৈলের মধ্যে কেরোসিন তৈলই অধিক পরিমাণ বিদ্যমান থাকে।

কলিকাতায় ১৸০ হইতে ২৷৷/০, ৩৲ এই রূপ দরে টারপিন তৈলের গালন বিক্রয় হইয়া থাকে।

এদেশের অনেক বনজাত বৃক্ষ হইতে রজন ও টারপিন তৈল হইতে পারে, গভর্ণমেণ্ট পরীক্ষা করিয়াছেন। খাসিয়া হিল প্রভৃতি স্থানে চেষ্টা চলিতেছে। গভর্ণমেণ্ট মনোযোগী হইলে এদেশেও বিশুদ্ধ টারপিন পাওয়া যাইতে পারে।

বহুমূত্র ও বাঙ্গালী।

সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার নীলরতন সরকার লিখিত।

যদি কেহ আমায় জিজ্ঞাসা করেন,—"বঙ্গ দেশের অধঃপতন হইল কিসে?" আমি মুক্তকণ্ঠে বলিব ম্যালেরিয়া আর বহুমূত্র রোগে। এই দুইটি ব্যাধি—আমাদের দেশে প্রবল শত্রু! কিন্তু ম্যালেরিয়া অপেক্ষাও বহুমূত্র আমাদের প্রবল শত্রু। ম্যালেরিয়ায় ছোট, বড়, ভদ্র, অভদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল রকম লোক মরে, আর বহুমূত্র রোগে যাঁরা মরেন—তাঁরা এ দেশের গন্য মান্য ভদ্রলোক। যে সকল মহাত্মা দীর্ঘজীবী হইলে বাঙ্গালীর মুখ উজ্জল হইত, বাঙ্গালার সমাজ শ্রীসম্পন্ন হইত,—এই কালোপম কঠোর বহুমূত্র রোগ দেশের এই অমূল্য রত্নগুলি একে একে আত্মসাৎ করিতেছে। বহুমূত্রের আক্রমণে বঙ্গজননীর ক্রোড় শূন্য হইয়া পড়িতেছে, সমাজের অস্থি পঞ্জর খসিয়া পড়িতেছে, ঘরে ঘরে আর্ত্তনাদ ও মর্ম্মভেদী হাহাকার উঠিতেছে।

যাঁহাদের লইয়া দেশের গৌরব, যাঁহাদের ভরসায় বিদেশীরকে আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করি, তাঁহাদের অকাল মৃত্যুর কারণ প্রধানতঃ এই ভয়ঙ্কর বহুমূত্র রোগ। বহুমূত্র রোগ যে শুধু দেশের ক্ষতি করিতেছে তাহা নহে, বহুমূত্র রোগ আমাদের মাতৃভাষারও মহা অনিষ্ট করিতেছে। আমাদের "ভূদেব" "বঙ্কিম" প্রভৃতি মনস্বীগণ বহুমূত্র রোগেই প্রাণ হারাইয়াছেন। দুঃখের বিষয় জানিয়া শুনিয়াও এ বিষয়ের জন্য কাহাকেও চিন্তিত দেখিতেছি না। কেহই এ সর্ব্বনাশের প্রতিকারের চেষ্টা করিতেছেন না। যাঁহারা সাহিত্য সেবা করিয়া থাকেন, তাঁহারা যাহাতে এই ভীষণ শত্রুর করাল কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারেন, তাহার জন্য—"বসুধা" সাহিত্যিক পত্রিকা হইলেও—"বসুধায়" এই প্রবন্ধ লিখিত হইল।

বহুদিন হইতে আমি দেখিয়া আসিতেছি—যাঁহারা সাহিত্যসেবী, হাকিম, উকিল, অথবা চিকিৎসা ব্যবসায়ী—অর্থাৎ অধিক পরিমাণে যাঁহাদিগকে মস্তিষ্ক চালনা করিতে হয়, তাঁহারাই এই রোগে আক্রান্ত হন। ইহার কারণ তাঁহারা শারীরিক ও মানসিক শ্রমের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারেন না। দেশ হিতকর কার্য্যে লিপ্ত থাকিতে হইলে দীর্ঘ জীবনের আবশ্যকতা আছে, দীর্ঘ জীবন না হইলে ব্রতধারণ সফল হয় না। এই জন্য সাহিত্য ব্রত গ্রহণকারীদের প্রতি আমার অনুরোধ—তাঁহারা যেমন মানসিক পরিশ্রম করিবেন, সেই সঙ্গে কিছু কিছু কায়িক পরিশ্রমেও অভ্যস্ত হইবেন। তাহা হইলে আর বহুমূত্র রোগ জনিতভাবী অমঙ্গলের কোনও আশঙ্কা থাকিবে না।

বহুমূত্র প্রতিষেধযোগ্য রোগ, যিনি মানসিক পরিশ্রমের সহিত শারীরিক পরিশ্রমের সামঞ্জস্য রক্ষা করেন, এবং পথ্যের সুব্যবস্থা ও তদনুসারিক অন্যান্য স্বাস্থ্যকর নিয়ম প্রতিপালন করেন এ রোগ কখনই তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। বিশেষতঃ যে রোগ একবার দেহে আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহার প্রতিকার সন্দেহ স্থল, সে রোগ যাহাতে আক্রমণ করিতে না পারে—তৎপ্রতি সাধারণের তীব্র দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য নয় কি?

ঔষধ প্রয়োগ অপেক্ষা পথ্যের সুব্যবস্থায় বহুমূত্র রোগ উপশম হইয়া থাকে। কিন্তু একথা বলিবার পূর্ব্বে বহুমূত্র রোগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে চাই। রোগের প্রকৃতি না বুঝিতে পারিলে তাহাকে উন্মুলিত করা বড় কঠিন সমস্যা।

কেবল বেশী মাত্রায় বা বেশীবার প্রস্রাব হইলেই তাহাকে—বহুমূত্র (Diabetes) রোগ ভাবিয়া ভয় করিও না। অথবা প্রস্রাব পরীক্ষা করিয়া তাহাতে চিনি দেখিতে পাইলেও ভীত হইও না। যাঁহারা অতিরিক্ত মিষ্টান্ন ভোজন করেন, তাঁহাদের মূত্রপরীক্ষা করিলে প্রায়ই শর্করার অস্তিত্ব জানিতে পারা যায়। তবে বহুমূত্র রোগের লক্ষণ কি?

১। প্রস্রাবের পরিমাণ বেশী।
২। প্রস্রাবে শর্করা।
৩। শরীরের বলক্ষয়।
৪। মাংস ক্ষয়।
৫। গাত্রদাহ।
৬। অত্যন্ত পিপাসা।

এই ছয়টী লক্ষণ যুগপৎ উপস্থিত হইলেই তাহাকে মারাত্মক (Diabetes) বলিয়া স্থির করিবে। এই রোগে আক্রান্ত হইয়া যদি তাহার প্রতিকার করা না যায়, তাহা হইলে পরিণামে যক্ষ্মা, ব্রণ রোগ, (পৃষ্ঠব্রণ, উরুস্তম্ভ, প্রভৃতি) বিসর্প, মূত্রগ্রন্থির পীড়া প্রভৃতি সাংঘাতিক রোগে মৃত্যু ঘটে।

আমাদের দেহে যকৃৎ নামক যে যন্ত্রটী আছে, কেবল পিত্তনিঃসারণ ও ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক তাহার কার্য্য নহে। এই যকৃতকে মানব দেহের ভাণ্ডারী বলা যায়। আমরা আলু, গম, চাউল, প্রভৃতি শ্বেত সারময় দ্রব্য ভোজন করি, তাহাদের সারাংশ শর্করায় পরিণত হইয়া যকৃতের কাছে সঞ্চিত থাকে। রক্তাদিতে যখন শর্করার প্রয়োজন হয়, তাহা বাহির করিয়া দেয়, কোন রকমে যকৃত বিকৃত হইলে সে আর প্রয়োজন মত শর্করা যোগাইতে পারে না—কেননা সে শর্করা আপনার ভাণ্ডারে সঞ্চিত রাখিতে পারে না। সুতরাং আহার্য্য জাত শর্করা সমস্তই রক্তের সহিত মিশিয়া যায়। শর্করার গুণ মূত্র কারক, এই জন্যই মূত্রের ভাগ বৃদ্ধি হয় এবং তাহা হইতে পিপাসা গাত্রদাহ প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়। খাদ্য দ্রব্যের যে যে অংশ শরীর পোষণের সাহায্য করে, যদি প্রস্রাব দ্বার দিয়া তাহাই বহির্গত হইয়া যায়—তাহা হইলে বল ও মাংস ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী।

এই রোগের বলবৎ কারন মানসিক আঘাত। সর্ব্বশরীরব্যাপী স্নায়ু-মণ্ডলের আকস্মিক আঘাত প্রাপ্তিতে Depression এবং শোক মোহাদিতে রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা। যে কোন প্রকারে হউক, স্নায়ুমণ্ডল আঘাত প্রাপ্ত হইলেই—এ রোগ হয়। যিনি কেবল অন্নাদি শ্বেতসারময় দ্রব্য আহার করেন, অথচ কায়িক শ্রম বিমুখ, যদি কোন কারণে তাঁহার স্নায়ুমণ্ডল আঘাত প্রাপ্ত হয়—তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার বহুমূত্র রোগ জন্মিবে। আমার বিশ্বাস আমাদের দেশের লেখকগণ যদি পুষ্টিকর খাদ্য ভোজন করেন এবং মানসিক ও শারীরিক শ্রমের সামঞ্জস্য রক্ষা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে আর এ রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—বহুমূত্র রোগ ঔষধের চেয়ে পথ্যে ব্যবস্থায় সারে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, এ রোগে কোন্ কোন্ দ্রব্য পথ্য স্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে? ইহার উত্তর, যে রোগে প্রস্রাবে চিনি জন্মে, সে রোগে—যাহাতে চিনি উৎপন্ন হয় তেমন দ্রব্য ভোজন করা উচিত নহে। চাউল চিনি, শ্বেতসারময় দ্রব্য—এ রোগে সর্ব্বাগ্রে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। আপনারা হয়তো বলিবেন, তবে কি খাইয়া অন্নগত প্রাণ বঙ্গবাসীর প্রাণ রক্ষা হইবে? কিন্তু অন্নের মায়া না ছাড়িলে প্রাণের মায়া যে ছাড়িতে হয়।

যাঁহারা বহুমূত্র রোগের আক্রমণ ব্যর্থ করিতে চাহেন, তাঁহারা নিম্নের ব্যবস্থা গুলি যথাসাধ্য পালন করিবেন। ইহাই আমার একান্ত অনুরোধ।

১। প্রতিদিন নিয়মিতরূপে ব্যায়াম করিতে হইবে। যিনি ব্যায়াম করিতে পারিবেন না, তাঁহাকে প্রত্যহ অন্ততঃ ৪ মাইল পদব্রজে ভ্রমণ করিতে হইবে।

২। মেদোময় ও যবক্ষারজান ময় দ্রব্য অর্থাৎ মাংস, মৎস্য, ডিম্ব, ঘৃত, মাখন, সাক সবজী, পটোল, ডুমুর, কুমড়া, শশা, মোচা, থোড়, প্রভৃতি দ্রব্য ব্যবহার করিবেন। ফলের মধ্যে ঈষৎ অম্লরসযুক্ত ফল ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু মিষ্ট ফল একেবারেই নিষিদ্ধ।

৩। কেহ কেহ দুগ্ধ ব্যবহার করিতে বলেন, আমি কিন্তু এ মত সমর্থন করি না। আমার আপত্তির কারণ—দুগ্ধে শর্করার অংশ আছে। তবে যিনি অত্যন্ত শ্রমশীল, তিনি অল্প অল্প দুগ্ধ পান করিতে পারেন। বহুমূত্র রোগে—কেবল মাত্র দুগ্ধ পথ্য দিয়া এক প্রকার চিকিৎসা প্রণালী প্রচলিত আছে এই চিকিৎসা পদ্ধতির নাম Skimmed milk treatment. নবনীত শূন্য দুগ্ধ দ্বারা এই চিকিৎসা করিতে হয়। দুগ্ধ হইতে মাখম তুলিতে গেলে তাহার শর্করাংশ Lactic Acidএ পরিণত হয়, এই এসিড্ বহুমূত্র রোগে উপকারী।

৪। ছোলাকে জাঁতায় ভাঙ্গিয়া আটা প্রস্তুত করিয়া সেই আটার রুটি কিম্বা লুচি ভক্ষণ করিবেন। এমন উপকারী পথ্য খুব কম দেখিতে পাওয়া যায়।

৫। প্রত্যহ প্রাতে ৪ ঔন্স আন্দাজ জলে ১০।১৫ ফোঁটা লেবুর রস দিয়া পান করিবেন।

৬। প্রত্যহ একবার মেরুদণ্ডের উপর শীতল জল মাথাইবেন।

৭। যে দ্রব্য সহজে পরিপাক হয় অথচ পুষ্টিকর, তাহাই ভক্ষণ করা উচিত। যাহাতে পরিপাক শক্তির ব্যাঘাত না হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি থাকা চাই।

৮। লবণযুক্ত ঘোল পান করিলে অনেক সময় উপকার হয়।

৯। চিন্তার কার্য্য বাড়িলে, সঙ্গে সঙ্গে কায়িক পরিশ্রমের মাত্রা বাড়াইতে হইবে।

এই নিয়ম গুলি পালন করিলে যাঁহারা এ রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের দেহ নিরাময় হইবে, যাঁহারা আক্রান্ত হন নাই ভবিষ্যতে তাঁহাদের আর আক্রান্ত হইবার ভয় থাকিবে না।

হাকিম উকীল চিকিৎসক প্রভৃতির চেয়ে লেখক সম্প্রদায়ই এ রোগে বেশী আক্রান্ত হন। কারণ সরস্বতীর বরপুত্রগণের প্রতি কমলার সাপত্ন্য দ্বেষ চির প্রসিদ্ধ। সুতরাং লেখক সম্প্রদায় প্রায়ই দরিদ্র হইয়া থাকেন, দরিদ্রের পক্ষে পুষ্টিকর আহার্য্য সংগ্রহ করা সহজ নহে। এই জন্য দরিদ্র লেখকগণকে আমি মানসিক পরিশ্রমের প্রতি তাঁহারা যেন শৈথিল্য প্রদর্শন না করেন। দেশের সুখ চাহিতে গেলে দীর্ঘজীবনের যতটা প্রয়োজন, অকাল মৃত্যু ততটা বাঞ্ছনীয় নহে।

বসুধা।

PRINCIPLES OF AGRICULTURE.

কৃষিতত্ত্ব।

১৯১১ সালের জানুয়ারী সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

(২)

—(ঃ-০-ঃ)—

প্রিয় পাঠক মহাশয়গণ! নানা কারণে এ প্রবন্ধটীর কিয়দংশ জানুয়ারী সংখ্যায় বাহির হইয়া আর বাহির হইতে পারে নাই। প্রবন্ধটী সম্পূর্ণ করা বিশেষ আবশ্যক বিবেচনায় অদ্য এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব একটু ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া পাঠ করেন, ইহাই প্রার্থনা। কাঃ নঃ।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে (১) প্রস্তর হইতে মৃত্তিকা বা পলি মাটীর উৎপত্তি (২) উর্ব্বরতার জন্য ক্ষার এবং হাড়ের অধিক আবশ্যকতা। আজ জমীর উর্ব্বরতার জন্য সারের কেন আবশ্যক হয়, তাহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিব। কিন্তু সেই কথাটা বুঝাইবার আগে বুঝিতে হইবে যে, জমী কেন অনুর্ব্বর হয়, তাহা হইলেই উর্ব্বরতা বৃদ্ধিরও উপায় খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, প্রত্যেক চাষের জমীতেই সোরা ক্ষার, চুন এবং হাড় এই চারিটীর অংশ পদার্থ থাকার আবশ্যক। ইহাদের অভাব হইলেই জমী অনুর্ব্বর হয়। কিন্তু জমীতে চুনের অংশ সচরাচর বড় কম হয় না, কৃষিতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন। অপর তিনটী পদার্থের প্রায়ই অভাব হইয়া থাকে, আমাদের দেশের অনভিজ্ঞ কৃষকগণ ইহা জানে না, সেই জন্য জমী আবাদে কঠোর পরিশ্রম করিয়াও আশানুরূপ শস্য পায় না। এখন সেই তথ্য বুঝাইতেছি, এই সকল বৈজ্ঞানিক তথ্য বুঝিতে হইলে একটু ধৈর্য্য এবং মনোযোগের আবশ্যক হয়।

ধান, কলাই, ইক্ষু, যে কোন ফসল হউক না কেন, তাহাদের দেহ নির্ম্মাণ করিতে অনেকগুলি পদার্থেরই আবশ্যক হয়। তন্মধ্যে সোরা, ক্ষার এবং হাড় এই তিনটীর কথাই এখানে বলিব। অনেক পদার্থের মধ্যে দশটী উদ্ভিদ জীবনের আবশ্যকীয় উপাদান, উপরে ৩টীর কথা উল্লেখ করিয়াছি, সেই ৩টী ব্যতিত আরও যে সাতটী পদার্থ আবশ্যক, তাহা কৃষকগণ চেষ্টা না করিলেও উদ্ভিদগণ স্বাভাবিক নিয়মে সংগ্রহ করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে, তজ্জন্য কৃষকের আর বেশী চেষ্টা করিতে হয় না। কিন্তু সোরা হাড় এবং সার এই তিনটী কৃষকের সাহায্য সাপেক্ষ।

উদ্ভিদগণ যে পদার্থে পরিপুষ্ট হয়, ভগবান সে সকল পদার্থ ক্ষেত্রেই দিয়া রাখিয়াছেন, সমস্ত উদ্ভিদই জমী হইতে মূল বা শিকড় দ্বারা তাহা শোষণ করিয়া বাঁচিয়া থাকে। মটর, মুগ, বিরি প্রভৃতি কতকগুলি উদ্ভিদ বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণের মতে বায়ু হইতে সোরাজান সংগ্রহ করে, আগে একথা কেহ জানিত না। এই ক্ষমতা অন্য উদ্ভিদের নাই, অন্য গাছসমূহ মাটী হইতে শোষন করিয়া সোরার অংশ বা সোরা জান সংগ্রহ করিয়া থাকে। মৃত্তিকায় সোরা, ক্ষার, চুন, অস্থি সমস্তই বিদ্যমান থাকে। এই তিনটী ব্যতীত বাকী যে সাতটী পদার্থের কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম, সেগুলি উদ্ভিদগন বায়ু হইতে সংগ্রহ করে—গাছের শিকড় এবং পত্রগুলিই গাছের মুখের মত, পাতাও পোষনকারী পদার্থ সংগ্রহ করিতে পারে, মূলও সংগ্রহ করিতে পারে। অপরাপর•

জীব জন্তু যেমন আহার করিয়া পরিপাক করে, এবং শরীরে আয়তনে বাড়ে, উদ্ভিদও সংগৃহিত পদার্থগুলিকে পরিপাক করিয়া বর্দ্ধিত হয়।

জমীতে সোরা, ক্ষার, এবং অস্থির অংশ বেশী থাকে না, জমি ক্রমাগত আবাদ করিতে করিতে ঐ পদার্থগুলি নিঃশেষ হইয়া যায়, তখন ফসল হয় না। কৃত্রিম উপায়ে আবার সেই সমস্ত পদার্থের সংযোগ করিয়া দিলে তবে আবার জমী উর্ব্বর হয়, সেই কৃত্রিম উপায়ই জমীতে সার দেওয়া। আবার, এক বৎসর জমী আবাদ করিয়া পর বৎসর যদি জমী ফেলিয়া রাখা হয়, তাহা হইলেও এই সকল পদার্থ কমিয়া যাইতে পারে না। অনেক স্থানে এই উপায়ও অবলম্বিত করিয়া থাকে। কিন্তু কৃষকদের যদি অধিক জমী থাকে, তবে এইরূপ করা চলে, নচেৎ চলে না। অল্প জমী ফেলিয়া রাখিলে সে খায় কি? এইজন্য বিবেচনা-পূর্ব্বক জমীতে সার দিলে আবার জমীর উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি হয়। এই জন্যই জমীতে সারাদি দিবার ব্যবস্থা পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে।

এখন কথা উঠিতে পারে যে, জমীতে সোরা, চুণ, ক্ষার, অস্থি, কোথা হইতে আসে? এখন একবার মৃত্তিকার উৎপত্তির কথা স্মরণ করা উচিত, পর্ব্বতাদি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াই জলের সহিত নদী প্রভৃতির দ্বারা নিম্নভূমিতে আসিয়া পড়ে এবং তাহা হইতে পলী বা মৃত্তিকার সৃষ্টি হয়, এই মাটীতেই সমস্ত পদার্থগুলি বিদ্যমান আছে একথা পূর্ব্বেই বুঝাইয়াছি। ফলতঃ পাথরের অবস্থার উপর মাটীর অবস্থা নির্ভর করিয়া থাকে। যে পাথরে ক্ষার এবং হাড় অধিক, তাহার মাটীও উর্ব্বর এবং যাহাতে ক্ষার এবং হাড়ের অল্পতা বা অভাব, তাহাই অনুর্ব্বর। বোধ হয় এখন সকলেই বুঝিয়াছেন যে, জমীর অনুর্ব্বরতার কারণ কি।

মাটীতে সোরা কেমন করিয়া আইসে একথাটা বুঝান আবশ্যক।

গলিত ঘাস, জীর্ণ পত্র, গলিত জীবজন্তুর দেহ হইতে সোরাজান জন্মে। প্রস্তর ক্ষয়-প্রাপ্ত হইয়া যখন মৃত্তিকায় পরিণত হয়, তখন সেই মাটীতে তৃণাদি জন্মে, বিবিধ জীবজন্তুও লয় প্রাপ্ত হয়, তাহাদের গলিত দেহ হইতে সোরা, অস্থির অংশ, লৌহাদি নানা পদার্থ মৃত্তিকায় বর্ত্তমান থাকে। এতদ্ব্যতীত বায়ুতেও সোরার অংশ বর্ত্তমান থাকে, উদ্ভিদগণ পত্র দ্বারা তাহাও শোষণ করে। কিন্তু ক্ষেত্রজাত সোরাজানই উল্লেখযোগ্য এবং প্রচুর।

একটা উর্ব্বর জমীর ওজনে ১০০ ভাগ মাটিতে উপরোক্ত তিন্‌টী পদার্থের ওজন এক হইতে ২ ভাগ মাত্র অর্থাৎ আরও পরিষ্কার ভাবে বুঝিতে হইলে ধরুন, ১০০ মন মাটীতে সোরা ক্ষার এবং অস্থির অংশ মাত্র এক বা দুই মোণ থাকে মাত্র।

মৃত্তিকার বাকী অংশে বালি, এটেল, চুণ, গলিত উদ্ভিদ দেহ ইত্যাদি থাকে। যে পদার্থের যে মাটীতে অংশ বেশী থাকে, সেই নামে মাটীর নামকরণ হয়। একথা পূর্ব্বে আমি বুঝাইয়াছি—যথা বালী থাকিলে বেলে মাটী, এঁটেল থাকিলে এঁটেল মাটী, বালী ও মাটী সমান থাকিলে দো-আঁশ মাটী ইত্যাদি।

এই বিষয়গুলি অজ্ঞ কৃষকগণকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলে দেশের জমীর অবস্থা এবং কৃষির অবস্থা ভাল হইবার সম্ভাবনা। জাপান, আমেরিকা ফ্রান্স ইটালীর সমস্ত কৃষক এই সকল তথ্য এত ভালরূপ জানেন যে, এদেশের শিক্ষিত কৃষিবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণও তাহা জানেন কিনা সন্দেহ। সেখানে প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত হাতে হেতেরে কৃষি-শিক্ষার বন্দোবস্ত আছে। এদেশের কৃষক এবং মধ্যবৃত্ত লোকের বিশ্বাস, চাষে আবার শিখিবার আছে কি? এই কারণেই এদেশের এত দুর্দ্দশা দাঁড়াইয়াছে।

বারান্তরে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

ARTIFICIAL SILK

কৃত্রিম রেশম।

——(:-•-:)——

পাশ্চাত্য দেশবাসীগণ কেবল যে বিবিধ প্রকার কৃষিজাত উদ্ভিদ এবং জীবজন্তুর উন্নতির জন্য এসিয়াবাসী অপেক্ষা ধনী, তাহাই নহে—বিজ্ঞান সাহায্যে প্রায় সমস্ত দ্রব্যেরই কৃত্রিম দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া জগতের সমস্ত বাজারেই চালাইয়া ফেলিতেছেন—সেই জন্য সকল দেশেই আসল জিনিসের কাট্‌তি কমিয়া যাইতেছে। আসল অপেক্ষা নকল জিনিসের মূল্য কম, নকলগুলি ঠিক আসলের অনুরূপ, অথচ মূল্যে সুলভ, সুতরাং এমন জিনিস যে বাজারে সর্ব্বশ্রেণীর ক্রেতারই মনোযোগ আকর্ষণ করিবে, ইহা বড় আশ্চর্য্য নহে, সম্পূর্ণই স্বাভাবিক। বোধ হয় অনেকেই জ্ঞাত থাকিতে পারেন যে, গালা, নীল এবং বিবিধ প্রকার রংএর জর্ম্মাণ দেশে কৃত্রিম সৃষ্টি হওয়ায় ভারতের ঐ সমুদায় দ্রব্যের আর কাটতি নাই, সমগ্র জগতের বাজারেই এই সকল জিনিস প্রচুর প্রচলিত হওয়ায় ভারতজাত স্বাভাবিক আসল দ্রব্যের কাটতি কমিয়া গিয়াছে। তাহার উপর এদেশের লোকে বিনা কল কব্‌জার সাহায্যে যাহা কিছু করিতেছে, তাহা যন্ত্রাদি সাহায্যে প্রস্তুত দ্রব্যের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিতেছে না ইহার ফলে ঐ সকল শিল্প ক্রমে লুপ্ত হইয়া যাইবে।

এদেশের লোকের মধ্যে যাঁহারা শিক্ষিত ধনী, তাঁহারা এ সকলের আলোচনাই রাখেন না; বিজ্ঞান পাঠে এদেশের লোকের দ্বারা কোন সামান্য দ্রব্যও এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইতে দেখিলাম না। ইহার নানা কারণও আছে। দারিদ্রতা, উৎসাহহীনতা, এবং আলস্যও বটে। দেশের ধনীগণ আপনার অর্থরাশি লইয়া নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকেন—অন্য কাহারও

উদ্যোগ, চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের জন্য কেহ সাহায্যও করেন না। সেইজন্য মোটে কোন দ্রব্যই আবিস্কৃত হয় না, হইতেও পারে না। কারণ বৈজ্ঞানিক কিছু অনাহারে এ সকল লইয়া বসিয়া থাকিতে পারেন না, তাহার ভরণ পোষণের ভার কে লইবে? এই জন্যই আমরা বলিয়া থাকি, এদেশের উচ্চ শিক্ষা ও বিজ্ঞানশিক্ষায় কেবল দেশবাসীর সময় নষ্ট হয় মাত্র। কার্য্যকরী বা ফলিতবিজ্ঞান কেহ শিক্ষাও করেন না। বরং যাহারা অর্দ্ধ বা অশিক্ষিত, তাহারা এখনও দেশের লুপ্তপ্রায় ২।৪টী শিল্প ধরিয়া পড়িয়া আছে বলিয়া আজও কোন কোন দ্রব্য এদেশের প্রস্তুত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এ দোষ অন্য কাহারও নহে, সম্পূর্ণ দেশবাসীর, তাহার জন্য টীকা টিপ্পনীর আবশ্যক হয় না।

আমরা বলিতেছিলাম, কার্য্যকরী বিজ্ঞানে যতদিন এদেশের লোকে অনভিজ্ঞ থাকিবে, ততদিন কোন বিষয়েই এদেশবাসীর অবস্থার উন্নতি হইবে না, হইতেও পারে না। পূর্ব্বে এদেশ কৃষি এবং শিল্প প্রধানই ছিল। এখন কতক লোক কৃষি ও কতক চাকরীর উপরই নির্ভর করিতেছেন। কিন্তু কৃষির নানা প্রতিবন্ধক, অজন্মা, হাজা, শুখো আছে। শিল্পের হাজা, শুখো নাই। মানুষের মস্তিষ্ক এবং বিজ্ঞানের উপরই শিল্প নির্ভর করে, সুতরাং বিজ্ঞান ও শিল্পের উন্নতি হইলে স্বদেশে অজন্মা ও দুর্ভিক্ষ হইলেও দেশজাত বিবিধ দ্রব্যের বিনিময়ে স্বদেশের দেশের অন্নকষ্ট দূর করা যায়। পাশ্চাত্য দেশবাসী সেই জন্য এত বিজ্ঞানের আলোচনায় প্রবৃত্ত এবং শিল্পজাত অর্থে সমগ্র পৃথিবীজাত অন্নের উপর স্বীয় আধিপত্য রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন। ভারতের এই শিল্পনাশেই যে দুর্দ্দশা বাড়িয়াছে, অন্নকষ্টের এত ঘন ঘন কাতর চীৎকার শুনা যাইতেছে, সদাশয় গভর্ণমেণ্ট তাহা বুঝিয়াছেন। এবং সেই জন্য কার্য্যকরী শিল্পশিক্ষা দিবার দিকে মনোযোগ দিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। ইহা আশাপ্রদ সুসংবাদ সন্দেহ নাই।

যাক, বলিতেছিলাম, এই বিজ্ঞানবলে মণি মুক্তা, প্রবাল, কাষ্ঠের গুড়া তৃণ, বংশ হইতেও কাগজ প্রভৃতি সমস্তই কৃত্রিম হইয়াছে, এখন আবার বিজ্ঞান বলে কার্পাস সুত্র হইতেই রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কৃত্রিম রেশম প্রস্তুত হইতেছে। ফ্রান্সের ফ্লোরেন্স নগরে এই জন্য দুইটী কারখানা বসিয়াছে। সেই কৃত্রিম রেশম আসল রেশমের অবিকল অনুরূপ অথচ মূল্যে যথেষ্ট সুলভ। তবে রেশমের ন্যায় তেমন স্থিতিস্থাপকতা গুণবিশিষ্ট হয় নাই। কালে যে হইবে না, তাহাই বা কেমন করিয়া বলিব।

লোকে এই কোম্পানীর অংশ অতি আগ্রহের সহিত ক্রয় করিয়াছিল, কারণ এই ব্যবসায় যে নিশ্চয়ই অর্থকরী হইবে তাহার আর সংশয় নাই। কতদিনে এদেশের লোকের শিল্প বিজ্ঞানের দিকে দৃষ্টি পড়িবে বলিতে পারি না, কিন্তু শিল্প শিক্ষা ব্যতীত আমাদের যে অন্নকষ্ট ঘুচিবে না, সেটা সুনিশ্চিত। আমাদের দেশের কৃষির অবস্থা অতি শোচনীয়, পাশ্চাত্য দেশে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় কৃষিকার্য্য চলিতেছে—তাড়িত শক্তি প্রয়োগে জমীর উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করা হইতেছে, তাহার উপর তাহারা কঠোর শ্রমজীবি ও শিক্ষিত। এদেশে আর সেদেশে বহু পার্থক্য। কেমন করিয়া আমরা অবস্থার উন্নতি করিতে পারিব বলুন দেখি? এদেশে যৌথ কারবারেও লোকের আস্থা নাই, অনেক অবিমিশ্যকারিতার জন্য দেশবাসী ভালমন্দ সকল যৌথ কারবারকেই এক প্রকার প্রতারণার ফাঁদ ঠাওরাইয়া লইয়াছে—আর লইবার কারণও অনেক আছে। অন্য দেশে চক্ষের ইঙ্গিতে কোটী টাকা উঠে, এদেশে দশ হাজার টাকা তুলাই দায়। বাস্তবিক দেশটার কি সর্ব্বনেশে অবস্থাই দাড়াইয়াছে! নীতিতে যাহাদের গলদ, তাহাদের এইরূপই হয়, ইহা পরমেশ্বরের কঠোর শাস্তি আর কি!

MONEY-MAKING SUGGESTION.

একটী নূতন আয়কর ব্যবসায়।

একবার আমেরিকার যুক্তরাজ্যস্থিত কোন কৃষি-কলেজ হইতে চারিজন ছাত্র শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যখন আপনাদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতেছিলেন, সে সময়ে সেখানকার একজন স্থানীয় ধনবান ব্যক্তি তাঁহাদিগকে স্বগৃহে আহ্বান করেন। ছাত্র চারিজন উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, "তোমাদের অভিপ্রায় কি? তোমরা ভবিষ্যতে কিরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে?" তাহাতে ছাত্রচতুষ্টয় উত্তর করিলেন যে, আমরা একত্রেই কর্ম্ম করিব। আমরা ইচ্ছা করিতেছি যে, আমরা একটা বৃহৎ উদ্যান ইজারা লইব এবং সেই উদ্যানে কেবল মাত্র সহরের নিত্যব্যবহার্য্য টাট্‌কা শাক-শব্জীর চাস করিব। অধিকন্তু হাঁস, মুরগী, পারাবতেরও ব্যবসায় করিব। প্রতিদিন প্রভাতে আমাদের কৃষি-উদ্যানের চারিখানি গাড়ীতে করিয়া সহরে আমাদের উদ্যানোৎপন্ন শাক-শব্জী সরবরাহ করা হইবে। যদি সহরের উপকণ্ঠেই কোন উদ্যান পাওয়া যায়, তাহা হইলে ভাল হয়। আমাদের হাতে মূলধন নাই, কিন্তু যদ্যপি কোন উদার-প্রকৃতি ধনবান ব্যক্তি আমাদের এই কার্য্যে সহায়তা করেন, তাহা হইলে পাঁচ বৎসর পর তাঁহারও প্রভুত লাভ হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন ব্যবসায় প্রবৃত্ত হইয়া আমাদেরও উদারান্নের সংস্থান হইবে। যে বিদ্যা বিদ্যালয়ের অধীত হইয়াছে, প্রকৃত কার্য্যকারী আলোচনায় তাহা মার্জ্জিত হইয়া অর্থাগমের নূতন নূতন পন্থার উদ্ভাবন করিবে।"

ছাত্রগণের বাক্যে প্রীত হইয়া সেই ধনবান ব্যক্তি উত্তর করিলেন, "বেশ, এই প্রকার কার্য্যে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে, জানিবে। কিন্তু আমার হাতে সম্প্রতি বিশেষ কার্য্য থাকায় আমি তোমাদের জন্য কোনও বন্দোবস্ত আজই করিতে পারিলাম

না। আমি চারিদিন পরে আবার তোমাদিগকে ডাকিব এবং সেই দিন সুবিধামত একটা ব্যবস্থা করা যাইবে।"

ছাত্রেরা বিদায় লইলে পর এই ধনী ব্যক্তি তাহাদের চরিত্র ও যোগ্যতা-সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ অনুসন্ধান করিলেন এবং যখন তাঁহার বিশ্বাস হইল যে, চরিত্রে এবং কার্য্য-কুশলতায় যথার্থই তাহারা যোগ্য পাত্র, তখন তিনি আর কাল বিলম্ব করিলেন না। তাহাদিগকে ডাকাইলেন এবং নিউইয়র্ক সহরের প্রান্তবর্ত্তী আপনার একমাত্র উদ্যান সেই ছাত্র চতুষ্টয়ের হস্তে ন্যস্ত করিলেন। নগদ ২৫০০০৲ টাকাও মূলধন স্বরূপ দিলেন। কথা রহিল যে, বাগানের আয় তিনি লইবেন না; কিন্তু তাঁহার অংশে যে আয় হইবে, তাহা ব্যাঙ্কে জমা থাকিবে এবং যথোপযুক্ত অর্থ জমিলে উক্ত উদ্যানের পার্শ্বে একটী কার্য্যকর কৃষি-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

যুবকগণ 'তথাস্ত' বলিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথম বৎসরেই তাঁহারা এরূপ সাফল্য লাভ করিলেন যে, মূলধনের প্রায় বার আনা অংশ উঠিয়া গেল এবং দ্বিতীয় বৎসরেই মূলধনের বাকী টাকা ঠিক ৮০০০৲ টাকা লাভ হইল। তাঁহাদের নিত্যোৎপন্ন টাট্‌কা শাকশব্জী প্রত্যহই ১২ খানি গাড়ী করিয়া সহরের নানাস্থানে বিক্রয় হইত। টাট্‌কা ও সুলভ বলিয়া তাঁহাদের দ্রব্যাদি লোকে বিশেষ আগ্রহের সহিত লইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের বাগানের জিনিসের এত আদর হইল যে, তাঁহাদের গাড়ীর ঘণ্টা শুনিলেই খরিদ্দার ছুটিয়া আসিত এবং মুহূর্ত্তমধ্যেই তাহা নিঃশেষিত হইত। বর্ত্তমান সময়ে—আমরা সেই বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি যে, সেই কোম্পানীর প্রায় এক শতাধিক গাড়ী সহরে সর্ব্বদা শাকসব্জী, ডিম্ব প্রভৃতি সরবরাহ করিতে নিযুক্ত আছে।

কলিকাতার বাজারে যেরূপ পচা ও শুক্‌নো জিনিষ বিক্রীত হয়, তাহাতে এখানে এইরূপ একটি ব্যবসায় বেশ চলিতে পারে।

আমরা যে সকল শাক-শব্জী, তরি তরকারী ও ফলমূল নিত্য ব্যবহার করি, সে গুলি এই—বিলাতী কুমড়া ও কুঁমড়ার শাক, শাক, দেশী কুমড়া ও দেশী কুমড়ার সাক, লাউ শাক এবং লাউ, পুঁইশাক, উচ্ছে, বেগুণ, শশা, পেঁপে, ঢেঁড়স, করলা, ঝিঙে, চিচিঙ্গে, বরবটী, কলাইসুটী, নটেশাক, পালংশাক, ডেঙ্গরডাটা, কলা, মোচা, থোর, কাঁচকলা, ডুম্বুর, হিংচে, শুষণী, কলমী, শজনার শাক, ডাঁটা ও ফুল প্রভৃতি। এই সহরের উপকণ্ঠে ২৪ পরগণার এলাকায় অনেক বাগান আছে। কোন একটি বড় গাছের বাগান জমা লইয়া এইরূপ ব্যবসায় আরম্ভ করিলে প্রভূত লাভের সম্ভাবনা। অনভিজ্ঞ কৃষকগণের এই সকল রহস্য বুঝাইয়া দিলে দেশের প্রকৃত হিতসাধিত হইবে। কেবল ধান চাষ করিয়া বসিয়া থাকিলে কি হইবে?

সহরের ভিতর বিক্রয় জন্য এবং পাড়ায় সুনিয়মিতভাবে মাল সরবরাহ করিবার জন্য খানকয়েক গাড়ী করিতে হয় এবং তাহাতে টাটকা শাক-শব্জী লইয়া আসিতে হয়। ধরুণ, এক একটা গাড়ীতে ১০০ আটি কুমড়াশাক, ৫০ আটি পুঁই শাক, ৩২ ভাগা নটেশাক, ২০০ বেগুণ, ৫০টি কাঁচকলা, হয়ত বা গোটা কয়েক কুমড়া, মোচা এবং বাগানের উৎপন্ন অনান্য জিনিস বোঝাই দিয়া ঘণ্টা দিতে দিতে গাড়ী সহরের পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিতে লাগিল। টাট্‌কা জিনিষ—বাজারের শুকনো জিনিষ নহে—লোক আগ্রহের সহিত নিশ্চয়ই কিনিবে।

এইরূপ যদি রোজ ৪খানি গাড়ীর মালও বিক্রয় হয়, তবে অন্ততঃ ৩০।৪০৲ টাকার দ্রব্য বিক্রয় হইবে এবং কৃষি-কর্ম্মে লাভ কিরূপ হইতে পারে, তাহা পাঠকেরাই বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন।

এইরূপে একটি ক্ষুদ্র ব্যবসায় চলিতে পারে। আর একদিকে বাগানের আম, জাম, লিচু, নারিকেল, জামরুল প্রভৃতি গাছ ও পুকুরের মাছ ত রহিলই—সেইগুলি হইতে উৎপন্ন জিনিষও ত বিক্রয় হইবে।

খুব যত্ন করিয়া চাষ করিতে হইবে—ফল মূলের আকার তাহা হইলে বাড়িবে এবং আকৃতি বাড়িলেই দাম বাড়িবে।

আমার বিশ্বাস, খুব অল্প মূলধনে এইরূপ একটি ব্যবসায় চলে এবং দুদশজনের অন্নসংস্থানের উপায় হইতে পারে।

ইহাতে বিশেষ অভিজ্ঞতারও আবশ্যকতা নাই। কেবল যত্ন, একাগ্রতা ও পরিশ্রমশীলতা চাই। ইহার জন্য কাহাকেও বিলাত বা আমেরিকায় যাইতে হইবে না। যদি ভবিষ্যতে আমাদিগকে বিরাট যৌথ ব্যবসায়ে হস্তার্পণ করিতে হয়, তাহা হইলে অগ্রে এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করিতে হইবে,—এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায় হইতেই প্রকৃত কার্য্য-কুশলতা ও আত্মনির্ভরতার উৎপত্তিহয়।

মজলিস।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

ক্ষুব্ধ ব্রাহ্মণ সংযতবাক্,দ্বিরুক্তি না করিয়া হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রস্থান করিলেন। সমস্ত দিন অনাহারে সন্ধ্যার সময় গৃহে ফিরিলেন, সাধ্বী স্ত্রীও পতির জন্য সংযমে ছিলেন। স্বামীর আহার না হইলে তিনি আহার করেন না।

ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে সমস্ত বলিলেন, ব্রাহ্মণীর দুঃখের সীমা রহিল না। ব্রাহ্মণী বলিলেন, স্বামীন্! আর একদিন যাইতে হইবে, আমিই এই অপমানের মূল।

পরদিন ব্রাহ্মণী একটী জলপাত্র দিয়া বলিলেন,স্বামীন! এই ভাণ্ডটী লইয়া যাইবেন, নদী পার হইয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া পরে রাজসভায় উপস্থিত হইবেন। এই বলিয়া আরও কিছু গূঢ় পরামর্শ দিয়া স্বামীকে পাঠাইয়া দিলেন। ব্রাহ্মণীর পরামর্শ মত ব্রাহ্মণ

রাজসভায় উপস্থিত হইয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

রাজা হাসিয়া বলিলেন, কি ঠাকুর! আবার যে? এখানে কিছু হ'বে না।

ব্রাহ্মণ। রাজন! আমি অর্থের জন্য আসি নাই, আপনি ক্ষত্রিয় চূড়ামণি, সূর্য্য বংশোদ্ভব, আমার এই জলপাত্রে এই নুড়ীটী ভাসাইয়া দিতে হইবে।

রাজা চেষ্টা করিলেন, কিন্তু লোষ্ট্রখণ্ড ডুবিয়া গেল। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "মহারাজ এই আর সেই"। সভাস্থ সকলে বলিয়া উঠিল, বামুনটা কি পাগল নাকি? চারিদিকে হাসির রোল উঠিয়া গেল। কিন্তু রাজা পাদ্য অর্ঘ দ্বারা ব্রাহ্মণকে পূজা করিয়া ধন রত্ন দিয়া বিদায় করিলেন, ব্রাহ্মন আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেল। সভাষদ সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন মহারাজ! আমরা ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

রাজা বলিলেন—সভাষদগণ! তবে বলি শুনুন। এই ব্রাহ্মণ তেজপুঞ্জ, পণ্ডিত, প্রথম দিন আর্দ্র বস্ত্রে আসিয়া ছিলেন, তখন আমি বলিয়াছিলাম "সেই আর এই" অর্থাৎ হে ব্রাহ্মণ! তোমারই পূর্ব্ব পুরুষ অগস্ত ঋষি এক গণ্ডুষে সমুদ্র শোষণ করিয়াছিলেন, আর আজ একটা নদী পার হইতে তোমাদের এত দুর্দ্দশা? এতই অধঃপতন হইয়াছে?

দ্বিজবর সেইজন্য আজ একটী জলপূর্ণ ভাণ্ড আনিয়াছিলেন এবং সেই জলে প্রস্তর ভাসাইতে বলিলেন, কিন্তু পাথর ডুবিয়া গেল।

তাই ব্রাহ্মণ বলিলেন—হে রাজন! "এই আর সেই" অর্থাৎ সূর্য্যবংশোদ্ভব রাজা রামচন্দ্র জলে শিলা ভাসাইয়া সেতু-বন্ধন করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই রাজা, সেই সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় হইয়া আপনার একখণ্ড প্রস্তরও ভাসাইবার ক্ষমতা নাই। আপনি রাজা, দ্বিজে দান পর্য্যন্ত ভুলিয়াছেন—অপমান করিতেও কুণ্ঠিত নহেন! কিন্তু আমরা অধঃপাতে যাইলেও ব্রাহ্মণের সেই ক্ষমাশীলতা গুণ ভুলি নাই, শত্রু হইলেও তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে কুণ্ঠিত নহি। সভাষদগণ রাজা ও ব্রাহ্মণকে ধন্য ধন্য করিলেন।

এখন আর সে ক্ষত্রিয় নাই, তথাকথিত কায়স্থ ক্ষত্রিয়ের দল উগ্রদলে মিশিয়া ব্রাহ্মণকে অপমানিত করিতে উদ্যত! কোন কোন স্থানে ইহারা ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে দল বান্ধে, ব্রাহ্মণের বাড়ী ভোজন করিয়া সামাজিক দণ্ড লয় এবং প্রায়শ্চিত্য করে! সাবাস, অপরস্থা কিং ভবিষ্যতি। কিন্তু তাহারা অজ্ঞান, দোষ আমাদের ব্রাহ্মণদেরই, শ্রীমান লুচি আর সিধেতই আমাদিগকে খাইয়াছে। হে ব্রাহ্মণ! কতদিনে তোমার ভ্রম ঘুচিবে? দারিদ্র্যই যে তোমার অলঙ্কার ছিল,—সেই তোমার পাদুকাবিহীন ফাটাচরণে কত রাজমুকুট গড়াগড়ি যাইত, ধন রত্ন তুচ্ছ রাজপথের ধূলির ন্যায় পদপ্রান্তে পড়িয়া কান্দিত—সেই তুমি সিংহশাবক স্বধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া ছার স্বার্থ এবং উদরের জন্য, সিধে আর লুচির জন্য অনায়াসে দগ্ধ-কদলী ভক্ষণ করিয়া তোমার দেব-দুর্লভ আত্মসম্মান ব্রহ্মণ্য ধর্ম্ম দাসানুদাসের চরণে লুটাইয়া দিলে? কি অধঃপতন! কি শোচনীয় অবস্থা!! এখনও থাকে যদি আত্মসম্মান বোধ, স্বধর্ম্মে প্রত্যাবৃত্ত হও, ভ্রম সংশোধন কর, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের মত হও, ক্ষমাশীল হও, লোভ পরিবর্জ্জন কর, ধীর সহিষ্ণু হও। ঘৃণিত আত্মনাশকারী ব্রাহ্মণ! আর আত্ম-নির্ব্বুদ্ধিতা প্রমাণের জন্য অসার যুক্তি দেখাইতে আসিও না—নির্জ্জনে নিজকৃত দুষ্ক্রিয়ার জন্য অনুতপ্ত হও, প্রতিকার পন্থা দেখ। যদি তাহা বুঝিবার শক্তি মস্তিস্কে না থাকে, তাহা হইলে বৃথা ব্রাহ্মণ বলিয়া দম্ভ দেখাইয়াও কোন ফল নাই।

কদলী এবং মাংস তথ্য।

পুরাকালে যখন আর্য্য-ঋষিগণ দেব ও পিতৃকার্য্যে কদলী বা কলার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তখন মাংসের প্রচলন আদৌ ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের বাঙ্গালী বাবুদের পুরাকালের আর্য্যনীতিকে উপেক্ষা, পদদলিত করাই রোগ দাঁড়াইয়াছে। ভালই হউক, মন্দই হউক, সে সকল বিধি-ব্যবস্থা যে কিছুই নয়, এইটী প্রতিপন্ন করিতে পারিলেই, আমরা যেন খুবই উচ্চ শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত হই এবং গৌরব বিবেচনা করি। বর্ত্তমানে এই রোগ আমাদের, আর এই রোগেই আমরা মরিয়াছি। আবার একটী মজা আছে! দেশের আর্য্য-ঋষিগণ যাহা ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা সপ্রমাণের জন্য এখন যদি অগণ্য শাস্ত্র-যুক্তি দেখাও, তাহা হইলে বিশ্বাস হইবে না! কারণ স্বার্থপর ব্রাহ্মণগণ স্বার্থপরতা-প্রণোদিত হইয়া সে সকল বচন লিখিয়াছে মাত্র, সুতরাং তাহা গ্রাহ্যনীয় হইবে না। আবার কোন দেশের এন্দ্, পেন্দ্ও যদি বলেন যে, ভারতের আর্য্য-শাস্ত্রের এই ব্যবস্থাটী যুক্তিসঙ্গত, অমনি হৈ হৈ উঠিয়া যাইবে। অমুক সাহেব যখন বলিয়াছেন, তখন ভাল না হইয়া আর যায় কোথা? জালা কি খাটো গা? যাক্, সে সকল কথা তুলিয়া আর কাজ নাই—গৌরিদান, ঘোমটা, অবরোধপ্রথা জাতি-বিচার শ্রাদ্ধ-শান্তি, যোগ, তপস্যা, হোম, যজ্ঞ, বেদ আয়ুর্ব্বেদ ইত্যাদি যা' কিছু শাস্ত্র সবই মন্দ—সমস্তই স্বার্থপর ব্রাহ্মণদের দ্বারা লিখিত, সুতরাং নাকচ করিয়াই লইলাম।

এখন দেখা যাউক, কলা আর মাংস এই দুইটীর কোন্‌টী ভাল অর্থাৎ কলা খাওয়া ভাল কি মাংস খাওয়া ভাল? জাতি ধর্ম্ম লইয়া বিচারে কোন আবশ্যকই নাই। আসুন, আজ স্বাস্থ্য সম্বন্ধেই আলোচনা করা যাক! দূরদর্শী আর্য্যগণ কলার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন—কাঁচকলা ভাতে, কলার কাথ, পাকা কলা দেব ও পিতৃকার্য্যেও ব্যবস্থা। এমন কি, কলা পোড়াও চলিয়াছে, কোথায় বলিব? হোমের পর "ইদং সঘৃত মোচা ফলং মৃড়নাম অগ্নয়ে স্বাহা" বলিয়া যখন অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়, তখন কত মহিলা

সেই দগ্ধ কদলীটী পাইবার আশায় বসিয়া থাকেন, যে সকল অপুত্রবতী মহিলা এই হোমের কদলী ভক্ষণ করেন, তাঁহারা পুত্রবতী হয়েন এই প্রবাদ। এমন হয়ও দেখা যায়। আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষিত সভ্য নরনারী হয় ত বলিবেন, সাত জন্ম অপুত্রক থাকিব, তথাপি দগ্ধ কদলী খাইতে পারিব না। তা' যাহা হউক, বৈজ্ঞানিক-গণ পরীক্ষা করিয়া ইহার একটা বিজ্ঞানসম্মত কারণ বাহির করিতেও পারেন। ফল কথা, কলা জিনিসটা—তা'সে কাঁচাই হউক, আর পাকাই হউক, আর পোড়াই হউক পুষ্টিকর। যাহারা একটু হাকা, বোকা, মোটা বুদ্ধি, তাহাদিগকে লোক গালাগালিচ্ছলে "কলা পোড়া" খাইবার ব্যবস্থা দেয়। আমাদের বোধ হয়, সেটা নিতান্ত গালাগালির ছলেই ব্যবহৃত হয় না, মূলেও কতকটা সত্য থাকিলেও থাকিতে পারে। কলা পুষ্টিকর, মাংস অপেক্ষাও লঘু, স্নিগ্ধকারক, সারক, এবং বলবর্দ্ধক। এত গুণ যাহার, সে কাচাই হৌক, আর পোড়াই হউক, হাকা বোকার মস্তিস্কে কিঞ্চিৎ সারত্ব দিতে পারে না, এও কি কথা হইল! নচেৎ এত জিনিস থাকিতে "কলাপোড়া" খাইতে ব্যবস্থা করিয়া গালাগালি দিবার মানে কি? তাল পোড়া, ওল পোড়া, কাঠাল পোড়া, জাম পোড়া—ওর নাম কি পেয়ারা পোড়া, এ সকলও ত বলিয়া গালি দিতে পারিত? তা' দেয় না। যেহেতু কলার মত গুণ তাহাদের নাই বলিতে হইবে। সুতরাং না বুঝিয়া চটিলে চলিবে কেন? হাল্‌কা মস্তিষ্কের পক্ষে ইহা একটা "Brain food" "মস্তিস্কখাদ্য" বলা যায়। অবশ্য পোড়া না হৌক, কিন্তু কলার উপর বিতশ্রদ্ধ হইয়াই বোধ হয় বাঙ্গালীর মস্তিস্কে বল নাই।

সমস্যা এই যে, বাবুর দল, বামুনরা কলা খাইত, বলিয়া কলার প্রতি বোধ হয় বিতশ্রদ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু যাঁহাদের অনুকরণে এখন আমাদের বিদ্যা, বুদ্ধি, সভ্যতা ভব্যতা বাড়িয়াছে, তাঁহারা এই কলা জিনিসটা ভাল বলিয়া প্রচুর এমন কি একেবারে কান্দিকে কান্দি সাবাড় করিয়া ফেলিতেছেন। সেই জন্য মাথাও সাফ্। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ বলেন যে, "কলার পুষ্টিকারিতা গুণ মাংস অপেক্ষা তিন গুণ বেশী, মাংস কোষ্ঠকাঠিন্য আনে, কিন্তু কদলী সারক, দাস্ত পরিষ্কার রাখে।" আমেরিকা ইয়োরোপ এবং ভারত প্রসিদ্ধ রসায়ন তত্ববিদ পণ্ডিতগণও এবং কাম্বেল, টমাস, হুপার, বোলট, কোলিগ, স্মিথ প্রভৃতি ডাক্তারগণ পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, কলা মাংস অপেক্ষা লঘুপাক এবং ৩ গুণ পুষ্টিকর এবং শক্তিবর্দ্ধক। বাঙ্গালার বর্ত্তমান সময়ের প্রসিদ্ধ রসায়ন তত্ববিদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু মহাশয় বলিয়াছেন যে, "কলা পুষ্টিকর এবং সুপাচ্য।

উপরোক্ত ডাক্তারগণ বলিয়াছেন, গো-মাংসে ২৮, মেষ মাংসে ২৮, কুক্কুট মাংসে ২৬, কিন্তু কলায় ৮৪ ভাগ পুষ্টিকর সামগ্রী বিদ্যমান। সুতরাং কদলীর যে সাহেব সমাজে মান বাড়িয়াছে, সে কথা স্বীকার করিতেই হয় ও হইবে। সুতরাং আমাদের আপত্য কি?

এদেশে অসংখ্য বিদেশী ফুড্ আমদানী হইতেছে, কি দেশী, কি বিদেশী, সমস্ত ডাক্তারই সেই সকল ফুড শিশু, বৃদ্ধ এবং আতুরের খাদ্য বলিয়া ব্যবস্থা করিতেছেন। কিন্তু পাল্‌স "বেনানা ফুড" নামক যে কলার ময়দা আজ কয়েক বৎসরই ডাক্তার পি, পাল কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার তেমন কাট্‌তি হইল কৈ? সাহেব ডাক্তার এবং রোগীগণ তাহা এদেশজাত বলিয়া ব্যবস্থা ও ব্যবহার না করিতে পারেন, কিন্তু দেশী ডাক্তারগণও কি দেশজাত কলার ময়দা বলিয়া রোগীদিগকে ব্যবস্থা করিতে লজ্জিত? বড় দুঃখের কথা সন্দেহ নাই। নিরপেক্ষভাবে বলিলে ইহাও সত্য কথা যে, এত পরিমান কলার ময়দা বা বেনানা ফুড হয়ত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন পাল মহাশয় সরবরাহ করিয়া উঠিতেও পারেন না। কিন্তু যাহা পারেন, তাহার কাটতি হইলে কি এই শিল্পটীর উন্নতি হয় না? আমরা আশা করি, দেশীয় দ্রব্য হইলেও যদি তাহার সদগুণ থাকে, তাহা সর্ব্বসাধারণে আদৃত হওয়া উচিত। আগামী বারে মাংস সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আরও অনেক তথ্য প্রকাশ করিব। S. P.

গার্হস্থ্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

—(ঃ-০-ঃ)—

অধৌত ফল।

ফরাসী স্বাস্থ্যতত্ববিদগণ পরীক্ষায় স্থির করিয়াছেন যে, যে সকল ফল বাজারে সাজান থাকে, যথা আম, আনারস্, কিসমিস, আঙ্গুর, আপেল ইত্যাদি, সে সকলে রোগ বীজাণু প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে, বারম্বার ধৌত করিয়া ভক্ষণ না করিলে রোগ-বীজ শরীরে প্রবেশ করে। ৪।৫ বার নূতন জলে ধৌত করিলে আর রোগবীজ দেখা যায় না। সাবধান!

মুখের ব্রণ। (প্রকারান্তর)

মহিলাগণের সুন্দর মুখে যৌবন কালে এক প্রকার ব্রণ উঠিয়া মুখশ্রী নষ্ট করিয়া দেয়।

১ আউন্স লেবুর রস, সিকি আউন্স সোহাগা চুর্ণ, অর্দ্ধ ড্রাম চিনি, এই গুলি একটী শিশিতে দিয়া দিন কয়েক কর্ক বন্ধ করিয়া একস্থানে রাখিয়া দিন, তাহার পর মধ্যে মধ্যে কিছু বাহির করিয়া মুখে গালে মর্দ্দন করিলে মুখের এইরূপ ব্রণ এবং তাহার দাগ থাকিবে না। ইহা স্ত্রী পুরুষ উভয়েই ব্যবহার করিতে পারেন।

ছেলে এবং আগুণ সাবধান!!

শীতকালে অনেক ছেলে পুড়িয়া মরিয়া যায়। গায়ে কাপড় চোপড় বেশী থাকে, খোলা লাম্পের ডিপে কদাচ ব্যবহার করা উচিত নয়। খুব কড়া ফটকিরির জলে ছেলেদের পোষাক ভিজাইয়া শুখাইয়া পরিতে দিলে সহসা আগুণ ধরে না। কেরোসীনের খোলা ডিপে গৃহস্থ ঘরে আদৌ ব্যবহার করা উচিত নয়। সস্তা করিতে যাইয়া অমূল্য জীবন হারান অতি মূর্খতা।

বৃদ্ধ বয়সের আহার।

বয়স বৃদ্ধি হইলে তখন শরীরের সমস্ত যন্ত্র দুর্ব্বল হয়, ইহা স্বাভাবিক। কারণ রক্তের তেজ কমে। এমন সময়ে যৌবনের খাদ্য সহ্য

হওয়া সম্ভব নয়। ছেলেদের লঘু পাচ্য দ্রব্য ব্যবহারে শরীর সুস্থ থাকে, জীবন আরও দীর্ঘ হয়। সহ্যমত অল্প শ্রমও এই সঙ্গে থাকা আবশ্যক।

মসক।

ইহা সত্য বটে যে, মশক দংশনে ম্যালেরিয়া জ্বর হয়। মশারি ভিন্ন পল্লী গ্রামে শয়ন করা কদাচ উচিত নয়। মশারিতে সাপ এবং মশার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

SAND-BAGS

বালির বালিস।

প্রত্যেক সংসারে একটী ছোট বালির বালিস্ প্রস্তুত থাকা উচিত, পরিষ্কার ন্যাকড়া বা ফ্লানেলের টুকরাকে ছোট গাল বালিসের মত চারিধার সেলাই করিয়া তাহাকে শুষ্ক কঙ্কর শূন্য বালী দ্বারা পূর্ণ করিয়া মুখ সেলাই করিয়া তাহাতে ওয়াড় পরাইয়া রাখিয়া দিবেন। ডাক্তারগণ যে সকল স্থলে Hot Bottle দিবার ব্যবস্থা করেন, সেই স্থলে বালির বালিস থাকিলে, গরম জলের বোতল দিবার আবশ্যক হইবে না। ৩।৪টী এইরূপ বালিস থাকিলে পাল্টা পাল্টী করিয়া আগুনে এক খানা তাওয়া চড়াইয়া গরম করিয়া যে সকল রোগীর হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেছে, সে সকল রোগীর হাতে পায়ের নীচে এইরূপ গরম বালির ব্যাগ বা বালিস বিশেষ ফলপ্রদ। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ বালির বালিসই প্রশস্ত উপায় বলিতেছেন। "The Sandbags holds the heat for a long time" পৃষ্ঠে এবং স্থান বিশেষে বোতল অপেক্ষা বালির ব্যাগ বা বালিস দেওয়া সুবিধাজনক হয়। কাজ সহজ এবং জিনিস সামান্য বটে কিন্তু বিপদের সময়ে এই সামান্য জিনিস ঘরে প্রস্তুত থাকিলে অনেক সময় জীবন রক্ষা হইয়া যায়।

প্রত্যেক সংসারে ভবিষ্যৎ বিপদ আপদের জন্য প্রত্যেকেরই প্রস্তুত থাকা উচিত। একটী স্পিরিট ষ্টোভ্, তুলা, ১ বোতল স্পিরিট, কিছু কিছু বাহ্য প্রয়োগের ঔষধ, বালির বালিস রাখা উচিত। স্বাস্থ্য ও ঔষধাদিতে জ্ঞান থাকা উচিত। রাত্রি দ্বিপ্রহরে একটু গরম জলের জন্য হয়ত জীবন যায়, স্পিরিট উনান্ থাকিলে তৎক্ষণাৎ চক্ষের পলকে সে কাজ শেষ করা যায়। যে লোক ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক না থাকিতে জানে, সে পদে পদে ঠকে।

সুইডেন এবং দেশলাই।

দেশলাইয়ের কাজে সুইডেন অদ্বিতীয় হইয়া বসিল। এক সুইডেন হইতে ২০০০,-০০০,০০০ বাক্স দেশলাই মাসে রপ্তানি হয়। ১ মিনিটে ১লক্ষ বাক্স দেশলাই প্রস্তুতই হয়। বাঙ্গালার দেশলাইয়ের কাজের কতদূর? আমরা ত চক্ষেই দেখিতে পাই নাই।

লাল মুখো ফসফরাস দেশলাইয়ের গন্ধ বিপজ্জনক, হঠাৎ জলিয়া অন্য বিপদও হয়। ঘরে জ্বালান উচিত নয়।

পিত্তাধিক্য হইয়া শিরঃপীড়া গাত্র জালা উপস্থিত হইলে এক গ্লাস শীতলজলে একটা লেবুর রস দিয়া তাহাতে একটু সোডা দিয়া নাড়িলেই যখন ফুটিয়া উঠিবে, তখন খাইয়া ফেলিলেই পিত্তাধিক্য এবং পিত্ত জনিত শিরঃপীড়া আরোগ্য হইবে।

কীট পতঙ্গে কামড়াইলে লাইকার অ্যামোনিয়ার লোশন দিয়া স্থানটী ধৌত করিলেই ইহার বিষ কাটিয়া যাইবে।

বুট জুতাকে ওয়াটার প্রুফ করিতে হইলে রেড়ির তৈলে ডুবাইয়া তৈল শোষন করাইলে জলে ভিজিবে না ও জুতা কোমল হইবে।

বোতল শিশি পরিষ্কারের উৎকৃষ্ট উপায়, কিঞ্চিৎ সোরা বা সাজীমাটী এবং পাথুরে কয়লার গুড়া দিয়া তাহাতে গরম জল টানিয়া ঝাঁকরাইলেই পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

চিমনি পরিষ্কারের উৎকৃষ্ট উপায়, পুরাতন খপরের কাগজ দ্বারা মাজিয়া ফেলা। সাবান দিয়া চিমনি ধুইয়া রোদ্রে শুকাইয়া লইয়া খপরের কাগজ দ্বারা মাজিলেই গ্লাস উজ্জ্বল হইবে এবং আলো খুলিবে।

ছবির গিল্টী ফ্রেমকে পরিষ্কার করিতে হইলে টারপিন তৈলে তুলা ভিজাইয়া ফ্রেমে লাগাইয়া তাহার পর শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা পালিস করিলেই উজ্জ্বল হইবে।

কাপড়ে লোহার দাগ লাগিলে সেই স্থানটাকে লেবুর রস এবং লবণ দিয়া প্রথমে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইতে হইবে, তাহার পর কাচিলেই দাগ উঠিয়া যাইবে।

রঙ্গের দাগ ক্লোরাফরম দিলেই উঠিয়া যায়! কোন কাপড়ে যদি কাঁচা রং (Paint) লাগিয়া কাপড় খারাপ হয়, অথবা কোন এসিড্ লাগিয়া কাপড়ের রং বিবর্ণ হয়, তাহাকে পুনরুদ্ধার করিতে হইলে অ্যামোনিয়ার লোশনের দ্বারা ধৌত করিলেই পূর্ব্ব রং ফিরিয়া আসে। তাহাতেও যদি না যায়, তাহা হইলে ক্লোরাফরম লাগাইয়া দিলেই নিশ্চয়ই পূর্ব্ববর্ণ ফিরিয়া আইসে। P. C

Chloride of limeএর গন্ধ ইন্দুরের ভয়ানক অপ্রিয়, ইন্দুর গর্ত্তে দিলে ইন্দুর বাড়ী ছাড়িবে।

ইস্ক্রু জাম হইয়া যাইলে অনেক সময় উঠাইতে পারা যায় না। কিন্তু একটা অন্য লোহাকে আগুনে লাল করিয়া পোড়াইয়া সেই লোহাটা ইস্ক্রুর মাথার উপর ধরুন, ইস্ক্রুটা গরম হইয়া উঠিবে, সেই উত্তপ্ত ইস্ক্রুর মাথায় ইস্ক্রুড্রাইভার দিয়া বামদিকে ঘুরাইয়া দিন, সহজে খুলিয়া যাইবে।

ভয়ানক হেঁচ্‌কী হইলে অয়েল ইউক্যালিপ্‌টস শুকিলে প্রশমিত হইবে।

সহজ শিল্প-প্রস্তুত প্রণালী।

LIME JUICE AND GLYCERINE
লাইম জুস্ গ্লিসারিন।

লাইম জুস্ গ্লিসারিনের নাম অনেকেই শুনিয়াছেন, এই জিনিসটী কিসে প্রস্তুত হয়, তাহা শুনুন। ইহা বিদেশ হইতেই আইসে, কিন্তু এদেশে ইহার অনেক জিনিসই পাওয়া যায়। এখানে প্রস্তুত করিলে ইহা সুন্দর বিক্রয় হয়। ইহা স্নিগ্ধকারক, শিরোরোগ নাশক, মাথায় মাখিয়া থাকে।

প্রস্তুত প্রণালী।

লেবুর রস (Lime Juice)	¾ পাঁইট্
গোলাপজল	¼ পাঁইট্
গ্লিসারিণ	২ আউন্স
লিমন অয়েল	৩০ ফোটা
রেক্‌টী ফায়েড্ স্পিরিট	২ আউন্স

একত্রে মিশাইয়া খুব ঝাঁকরাইলে ইহা দেখিতে শ্বেতবর্ণ কতকটা দধির মত হইয়া যাইবে। তখন ৪ আউন্স শিশিতে সুন্দর লেবেল দিয়া বিক্রয়োপযোগী হয়। ইহা ॥০, ॥৶, শিশি বিক্রয় হইবে! স্নানের পর মাথায় মাখিলে কেশ কোমলও কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং মস্তিষ্ক শীতল থাকে। B. P.

কৃত্রিম আতর।

জেস্‌মিন্, চাঁপা, গোলাপের অকৃত্রিম আতরের মূল্য অধিক। বাজারে যে সকল সাধারণ আতর বিক্রয় হয়, তাহার সমস্তই যে ফুল হইতে চোলাই করিয়া হয়, এমন মনে করিবেন না, কৃত্রিমই অধিক।

খুব পরিস্কার অলিভ বা বাদাম তৈল এক পাঁইট্ পরিমাণে ১৬ হইতে ২০ ফোটা অটোডি রোজ দিয়া এই সকল সস্তা আতর প্রস্তুত হয়। আতরের রং লাল করিতে হইলে প্রথমে তৈলটাতে অ্যাল্‌কানেট রুট (Alkanet root) যাহাকে বেনের দোকানে "লাল পাতা" বলিয়া থাকে, সেই অ্যাল্‌কানেট্ রুট দিয়া লাল রং করিয়া ছাঁকিয়া তাহার পর অটোডি রোজ, অয়েল জেসমিন দিয়া, লেবুর আতর, গোলাপের আতর এবং জুই ফুলের আতর তৈয়ারী করে এবং সস্তাদরে বিক্রয় করে, ইহারও গন্ধ মন্দ হয় না। খুব ভাল করিতে হইলে ভাল আতর বা অটো ব্যবহার করিতে হয়। বুঝিয়া দেখুন, এই নকল আতর ॥০ আনা ভরি বিক্রয়েও কত লাভ হয়। অবশ্য আসল উৎকৃষ্ট আতর ১৬৲ টাকার অধিক মূল্যেও ভরি বিক্রয় হইয়া থাকে।

লোমনাশক চূর্ণ।

লোম নাশক মলম ইহা ব্যবহার করা উচিত নহে, অনেক চিকিৎসকই বলিয়া থাকেন। নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ায় ইহা প্রস্তুত হয়। মিঃ বেড্‌উড্ বলেন যে, খুব ষ্ট্রং সলফাইড্ অফ্ বেরিয়ম, ষ্টার্ক্ক পাউডারের সহিত মিশাইয়া আটার মত করিয়া চুলে লাগাইয়া ১ মিনিট পরেই দেখিবেন, চুল উঠিয়া যাইবে।

সাধারন টার্পিন বার্ণিশ

পাঁচ পাউণ্ড তার্পিন তৈল ও পেলকলারের রজন সাত পাউণ্ড দিয়া গলাইয়া লইলেই সাধারণ টার্পিন বার্ণিশ প্রস্তুত হইয়া যাইবে।

WASHING LEQUID
ওয়াশিং লিকুইড্।

ইহা দ্বারা কাপড় কাচে। ইহা সিলিকেট্ অফ সোডা, এবং কষ্টিক সোডার সলুইসন মাত্র, অন্য কিছুই নয়। ইহার সামান্য মাত্র লইয়া গরম জলে দিয়া কাপড় কাচিলে সাবান মাখাইয়া গুরুতর পরিশ্রম করিতে হয় না। ইহাকে পেটেন্ট করিয়াও বিক্রয় করা যায়।

কৃত্রিম আইভরি (প্রকারান্তর)

ডিম্বের খোলা চূর্ণ এবং আইসিংগ্লাস একত্রে গলাইয়া তৈলাক্ত ছাঁচে ঢালিয়া যাহা ইচ্ছা করা যায়, তাহা দেখিতে ঠিক হস্তিদন্তের ন্যায় দেখাইবে, হস্তিদন্তে একটু গোলাপী আভা আছে, সেই জন্য উপরোক্ত দ্রব্য দুইটী মিশ্রিত করিবার সময় তাহাতে যৎসামান্য সিন্দুর মিশ্রিত করিলে অভিলষিত রং হয়। কৃত্রিম আইভরির কথা অনেকবার আমরা কাজের লোকে বলিয়াছি, ইহাও একটী প্রকারান্তর।

তথা-কথিত আলুর চুড়ি।

অনেকেই আমাদিগকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করেন যে, "আলুর চুড়ি" বলিয়া যাহা বাজারে বিক্রয় হয়, তাহা প্রস্তুতের পদ্ধতি কিরূপ? বাজারে যে সকল চুড়ি স্বদেশীর সময় প্রস্তুত হইয়া বিক্রয় হইত, বাস্তবিক তাহা আলুর চুড়ি নহে। কেমন করিয়া সেই প্রকারচুড়ি প্রস্তুত হয়, তাহা আগামী মাসে বুঝাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি।

কালীর বড়ী এবং পাউডার।

ব্ল্যাক এবং গ্রীন আনিলাইন রং চূর্ণ তারতম্যানুসারে মিশাইয়া গঁদের জল দিয়া পাকাইয়া বড়ি করা হয়। শীতল জলে ইহা পড়িবামাত্র গলিয়া কালী হয়। এই পাউডার এন্‌ভেলপে বা কৌটায় পুরিয়া কালীর পাউডার বলিয়াও বিক্রয় হয়।

আনিলাইন লাল, নীল, সবুজ, পীত, গোলাপী, বিবিধ প্রকারের জর্ম্মনী হইতে আমদানী হইয়া কলিকাতার খোঁংড়া পটীর নিকট টীনে করিয়া বিক্রয় হয়। এই সকল রং আল্‌কাতরা হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত, ফেরিওয়ালারা লাল রং, বেগনী রং, গোলাপ ফুলের রং বলিয়া যাহা বিক্রয় করিয়া বেড়ায়, তাহাই অ্যানিলাইন রং। এদেশের অশিক্ষিত স্ত্রীলোকগণও জানেন! অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

কলিস্ ডিস্ইন্ফেক্‌টীং পাউডার।

সংক্রামক ব্যাধির বিষ এবং আবর্জ্জনা জনিত বায়ু এবং স্থানের বিষাক্ততা নষ্ট করিবার জন্য ডিস্ইনফেকট্‌স্ ব্যবহৃত হয়। সহজে এই ডিস্ইন্ফেক্‌টীং প্রস্তুতের উপায়:—

ক্লোরাইড্ অফ্ লাইম ২ ভাগ
ফট্‌কিরি পোড়াইয়া
তাহার চূর্ণ ১ ভাগ

একত্র মিশ্রিত করিয়া একটা ডিসে কিঞ্চিৎ পরিমাণ দিয়া জল দিয়া অথবা জল না দিয়া রাখিলেও গৃহাভ্যন্তরস্থ বায়ু শোধিত হইবে।

খাদ্য প্রস্তুত-প্রণালী।

—:-(:)-:—

মিছরী মণ্ড।

একটু পরিশ্রম করিলে ঘরে বিশুদ্ধ উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করিয়া পরিতৃপ্ত হওয়া যায়। অনেকবার একথা বলিয়াছি। যেরূপ ভেজালের দৌরাত্ম্য, বাজারের খাদ্য খাইয়া চিররুগ্ন হওয়া অপেক্ষা মুড়ি নারিকেল খাওয়া ভাল। আজ একটা ভাল খাবারের কথা বলিতেছি, উদ্যোগী বেকার যুবক এইরূপ নূতন কিছু করিয়া বিক্রয় করিয়াও অর্থ-স্বাচ্ছল্য করিতে পারেন। পশ্চিম দেশবাসী মুসলমান ও হিন্দুস্থানী হালুইকরেরা এইরূপ উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রস্তুত করিতে সিদ্ধহস্ত।

উপকরণাদি।

ময়দা /১
মিছরী /১
গব্য ঘৃত /॥০
খাঁটী মধু ১ পোয়া
ছোট এলাচের দানা ৵০ আনা
গোলাপ জল আবশ্যক মত।

এই কয়টী জিনিস যোগাড় করিয়া টাট্‌কা অথচ মিহি রে.লার মিলের ময়দাতে ময়ান দিয়া খুব মোলায়েম গোছ করিয়া দলিয়া লউন। তাহার পর নেচি কাটীয়া বেলিয়া রুটী প্রস্তুত করুন এবং তাওয়াতে ভাজিয়া লউন, যেন পুড়িয়া না যায়।

রুটী প্রস্তুত হইলে সেই রুটীগুলিকে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া সূক্ষ্ম চূর্ণরূপে পরিণত করুন এবং সূক্ষ্ম চালুনী দ্বারা চালিয়া যে গুড়াগুলি পড়িবে, সেইগুলি একটী পাত্রে যে পৃথক করিয়া রাখুন। তাহার পর বাকী ঘৃতটুকু আছে, সেইটী উনানে চড়াইয়া উক্ত রুটীচূর্ণগুলি ঢালিয়া দিয়া নাড়িতে থাকুন। একটু লালচে রং হইলেই ইহাতে মিছরীর এক তারবন্ধ রস প্রস্তুত করিয়া সেইটা ঢালিয়া দিউন, একবার ফুটিয়া উঠিলেই মধুটাকে ঢালিয়া দিয়া—জ্বালে গাঢ় হইলেই নামাইয়া ছোট এলাচ চূর্ণ এবং গোলাপ জলের ছিটা দিয়া পুনরায় উত্তমরূপে নাড়িয়া এক খানা পাথরে ঢালিয়া ফেলুন। ইহা নিশ্চয়ই শীতল হইলেই জমিয়া যাইবে। তখন ইহাকে বরফি কাটার ছুরি চৌকা বা বাদামি আকারে কাটিয়া ফেলুন। এই এক এক খণ্ড হইল, বরফি খণ্ড। কেহ কেহ জমিবার পূর্ব্বে পেস্তা কুচাইয়া গোলাপের পাতা উপরে ছড়াইয়া দেন—সেটা কেবল বাহারের জন্য। কুটুম্ব বাড়ীতে তত্ব তল্লাসে এই মিছরী মণ্ড যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সামগ্রী বলিয়া আদৃত হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। যিনি একবার খাইয়াছেন, তিনি ভুলিতে পারিবেন না। আর এমনই বা বিশেষ ব্যয়সাপেক্ষ কি?

MEDICAL
GRAPE JUICE IN TYPHOID.

ডাক্তার ডি, ডব্লিউ, রীড "মেডিক্যাল সমারি" পত্রিকার লিখিয়াছেন যে, দুগ্ধ এবং চিনি মিশ্রিত দুগ্ধ টাইফয়েড ফিবারে ঘোর অনিষ্টকারক। কারণ ইহা (দুগ্ধ) টাইফয়েড্ বীজাণুর উৎকৃষ্ট ক্ষেত্রস্বরূপ। দুগ্ধ পেটে যাইয়াই জমাট বান্ধিয়া যায়। টাইফয়েড্ রোগে গাষ্ট্রীক জুস নিঃসরণের অভাব হয়। পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমানিত হইয়াছে যে, "গ্রেপ্ যুশ" বা আঙ্গুরের রসে টাইফয়েড বীজাণুর অবস্থা খারাপ হয়। এই জন্য টাইফয়েড রোগীকে প্রচুর গ্রেপ্‌জুস দেওয়া যাইতে পারে।

GRAPE JUICE IN TYPHOID.

D. W. Reed in the "Medical Summary" states that milk, sweet milk, is the very worst diet in typhoid, because it presents a very excellent medium for the typhoid bacillus. Milk becomes a solid after entering the stomach, and is found post mortem in both stomach and intestines in large, tough malodorous curds. To inhabit the growth of germs, an acid medium is required. Milk is not sufficiently aicdulated in typhoid, because the secretion of the grastic juice is very low. By experiment it is found that bacillus typhosus develops very badly in grape juice. Almost any kind of fruit juice will act well. Hence the typhoid patient should receive an abundance of grape juice, sour apple, sauce, artificial buttermilk made with lactic acid germs and should have all the water he drinks acidulated with hydrocholic acid. In this way the intestinal canal is made a very unfavourable place for the growth of germs, and if an addition the canal be throughly cleansed out at the very beginning of the disease, the fever will run a very moderate course and convalescence will be established in a week or ten days."—North American Journal of Homoepathy.

FOR THE LEISURE HOUR.

আর্য্যনীতি কবিতা।

——(ঃ-•-ঃ)——

স্বধর্ম্ম এবং স্বজাতি ত্যাগের দোষ।

"যোহাপয়তি তস্যাসৌ পরিকুপ্যতি ভাস্করঃ
কুপিতঃ কুলনাশায় দেহরোগ বিবৃদ্ধয়ে।
ভানু র্বৈ যততে তস্য নরস্য ক্ষণদাচর॥

বামন পুরান ১৫।৬০

যে ব্যক্তি স্বজাতি ও স্বীয় আশ্রম ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে, তাহার প্রতি সূর্য্যদেব ক্রুদ্ধ হন। দিবাকর ক্রুদ্ধ হইলে দেহ রোগাভিভূত হয় এবং বংশ বিনষ্ট হয়।

"আত্মীয়ে সংস্থিতোধর্ম্মে শূদ্রোঽপি স্বর্গম শ্নুতে
পরধর্ম্মো ভবেত্যাজ্যঃ সুরূপ পরদারবৎ॥

স্বধর্ম্মপরায়ণ শূদ্রও স্বর্গলাভ করিতে পারে, কিন্তু সুরূপা পরদারসক্ত ব্যক্তির ন্যায় পর-ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি পতিত হয়। স্বজাতি ও স্বধর্ম্মত্যাগী ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শূদ্র ভাল।

অত্রি সংহিতা।

আমাদের বামুন ঠাকুররা কি বলেন? ঠাকুরা ব্রাহ্মণের স্বধর্ম্ম রক্ষা বেশ করিতেছেন ত? ভাল!

স্বধর্ম্মে রক্ষিতে তাত শশ্চৎ সর্ব্বত্র মঙ্গলং।
যশস্চ সুপ্রতিষ্ঠাচ প্রতাপঃ পূজনং পরং।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ৪।৬২।২৩

হে তাতঃ স্বধর্ম্ম রক্ষিত হইলে মানুষ সর্ব্বদা সকল স্থানেই মঙ্গল, যশ, সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে এবং সর্ব্বত্র নিরন্তর প্রতাপবানও পূজনীয় হয়েন। হায় হায়! আমরা ব্রাহ্মণ, সব জানিগো, তবে কেবল ঐ লুচিতেই গেছি আর কি। এই জন্যই গাহিতে ইচ্ছা করে না কি—

"ধরম করম সকলি গেল গো
তবু লুচির সুসার হলো না
কুল মান শীল তেয়াগিনু সব,
জাতি গেল পেট, ভ'লো না।"

শূদ্রগন ব্রাহ্মণের সেবা করিয়া তাহাকে ভোজন করাইয়া স্বর্গের পথ পরিষ্কার করে, কিন্তু হে স্বার্থসর্ব্বস্ব উদরপরায়ণ লোভী ব্রাহ্মণ! তুমি দুখানা লুচি আর ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য অনায়াসে স্বীয় ব্রহ্মণ্য বর্ণাশ্রম ধর্ম্মচ্যুত হইলে? করিলে কি? অনুতাপ কর অনুতাপ কর, স্বধর্ম্মে মতি বান হও, ভুল করিলে কি সংশোধন নাই? বৃদ্ধের কথা শুন, ব্রাহ্মণ সমাজের মুখ রাখ, দোহাই তোমাদের।

আচার এবং কুল।

আচার ব্যবহারেই কুল প্রকাশ পায়। কুল অর্থাৎ বংশ। নিশ্চয়ই গাছের কুল নয়, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র।

আচারঃ কুল মাখ্যাতি দেশমাখ্যাতি ভাষিতং।
সম্ভ্রমঃ স্নেহমাখ্যাতি বপুরাখ্যাতি ভোজনং।

গড়ুর পুরাণ ১।১১৫।৭৫

আচার ব্যবহারই কুল প্রকাশ করে অর্থাৎ লোকের আচার ব্যবহার দেখিলেই সেই ব্যক্তি সৎ কি অসৎ বংশোদ্ভব জানা যায়। যেমন ভাষাদ্বারা দেশ ব্যক্ত হয়, সম্ভ্রমে দেহ, শরীরে-ভোজন বিজ্ঞাপন করে, সেইরূপ অনেকেরই আচার দেখিয়া কুলের উচ্চতা বুঝা যায়। ভদ্রঘরের ছেলে সংযত, ক্ষমাশীল স্বধর্ম্ম রত, স্বজাতিপ্রিয় হইবে, সে ইহার ব্যভিচার করিবে কেন?

দুর্জ্জন ও নম্রতা।

এক কবি বলিতেছেন, দুর্জ্জনকে বিনয়েও সরল এবং নম্র করা যায় না। সে কেমন?
"স্বেদ নাভ্যঞ্জনোপায়ৈঃ শ্বপুচ্ছ নৈব নামিতং॥"

কুকুরের বাঁকা ল্যাজটীকে অঞ্জন দ্বারা স্বেদিত করিয়াও নামান যেমন অসম্ভব, যতই দলন মলন করুন, সে সেই যে বাঁকা, সেই বাঁকা। সে কথাটা ঠিক বটে। দুর্জ্জনও নম্র হয় না।

স্বেদিতো মর্দ্দিতশ্চৈব রজ্জুভিঃ পরিবেষ্টিতঃ।
মুক্তোদ্বাদশভির্ব্বর্ষৈঃ শ্ব-পুচ্ছং প্রকৃতিং গতঃ।

অবাক! কবি বলিতেছেন, শুধু কি তাই, কুকুর পুচ্ছকে স্বেদিত মর্দ্দিত করিয়া দড়ি দিয়া বান্ধিয়া বারটী বৎসর পরে ছাড়িয়া দিলেও সে সেই পূর্ব্বাবস্থাই প্রাপ্ত হয় সেইরূপ প্রকৃতিগত দুষ্ট চরিত্রকে সংশোধন করা অসাধ্য।

আবার দেখুন।

অসৎ প্রকৃতির লোক ধনী হইতে পারে, ক্ষমতাশালী হইতে পারে, কিন্তু যাহার মনুষ্যত্ব নাই, সে ত মানুষ হয় না।

কাকস্য চঞ্চু যদি স্বর্ণ যুক্তা
মাণিক্যযুক্তৌ চরনৌ চ তস্য।
একৈক পক্ষে গজরাজ মুক্তা
তথাপি কাকো নচ রাজহংস॥

কবিবাক্য।

যদি কাকের চঞ্চু স্বর্ণযুক্ত, চরণে যদি মানিক দেওয়া যায়, তাহার এক এক পক্ষ যদি গজমুক্তা দ্বারা খচিত হয়, তথাপি কাক কখন রাজহংস হয় না। তাহার সেই কা কা রব, ঠকাস ঠকাস চলন!

য স্বভাবোহি যস্যাস্তি স নিত্যং দুরতি ক্রমঃ।
শ্বা যদি ক্রিয়তে রাজা তৎ কিং নাশ্নাত্যুপানহং

হিঃ উঃ

অর্থাৎ যাহার যে স্বভাব তাহা চিরকালই বর্ত্তমান থাকে, গায়ে জামা কোট দিয়া ভোল ফিরাইলেও এবং রা বদলাইলেও যায় না। কুকুরকে রাজা করিলে কি সে চর্ম্মপাদুকা আহার করে না? বঙ্গমহিলাগণও বলিয়া থাকেন ঃ—

কুকুর যদি বাদ্‌সা হয়
মতি ভুলে যদি কানে।
তবু আড়চোখে আড়চোখে
চায় ছেঁড়া জুতার পানে।

এই সকল কবিতা সেকালের প্রত্যেক লোক কণ্ঠস্থ রাখিতেন এবং সমাজে সদালাপের সময় সদ্ব্যবহার করিয়া অপার আনন্দ উপভোগ করিতেন। হায় কোথায় সে দিন? এক একটী কবিতা যেন রত্নবিশেষ।

তুমি কে ?

—:○:—

হে আত্মাভিমানী মানব! তুমি অবিরত বিষয়মদে মত্ত হইয়া 'আমি আমার' শব্দে জগৎ তোলপাড় করিতেছ কেন? আমি ব্রাহ্মণ, আমি কুলীন, আমি রাজা, আমি ধনী, আমি বলবান, আমি সুশ্রী, আমি জ্ঞানী, আমি মানী ইত্যাকারে কতই 'আমি'র শ্রাদ্ধ করিতেছ। আর আমার বাড়ী, আমার ঘর, আমার ধন, আমার সম্পত্তি, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার ঝি, আমার জামাই, আমার দাস, আমার দাসী ইত্যাদি কত পদার্থই 'আমার' বলিয়া দাবী করিতেছ। কিন্তু ভাই! কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছ কি "তুমি কে?" যদি "তুমি কে" ইহা সাব্যস্ত করিতে পার, তাহা হইলে 'আমার' বলিয়া সকল পদার্থেরই অধিকার পাইবে। নচেৎ "আমি আমার" করা বাতুলের প্রলাপ বলা নয় কি?

তুমি যে নিয়ত "আমি আমার" কর, সে কেবল উন্মত্তের প্রলাপমাত্র, তুমি কেহ নহ। দার্শনিকেরা এই জগৎ সম্বন্ধে বিচার করিয়া দুইটী মতে উপনীত হইয়াছেন। এক শ্রেণীর দার্শনিকেরা বলেন "এই পরিদৃশ্যমান জগৎ আর কিছুই নহে, কেবল বাজীকরের বাজী মাত্র। আমরা ভ্রান্তিবশতঃ স্থাবর জঙ্গমাদি যে সকল বিভিন্নাকারের বস্তু দর্শন করিয়া থাকি, প্রকৃত পক্ষে ও সকল কিছুই নহে। এক চিন্ময় বিভু ব্যতীত সকলই মিথ্যা।" দার্শনিকের এই বিচারকে 'মায়াবাদ' বলে। অতএব মায়াবাদ অনুসারে বিচার করিতে গেলে, তুমিও নাই, তোমার কোন পদার্থও নাই। দার্শনিকদিগের দ্বিতীয়মত "প্রকৃত বাদ"। প্রকৃত বাদীরা বলেন—"সৃষ্ট জগৎ—যাহা আমরা দেখিতেছি এবং ইহার মধ্যে স্থাবর জঙ্গমাদি যে প্রভেদ রহিয়াছে, যে সকলই সত্য কিন্তু সকলই অনিত্য। আজ আছে, কাল নাই, সকলই পরিবর্ত্তনশীল। আমরা যাহা কিছু দেখিতেছি, ইহাতে আমাদের কোনই ভ্রান্তি নাই, তবে 'আমরা চিরকাল থাকিব এবং আমাদের যাহা, তাহাও চিরকাল থাকিবে' এই চিন্তাই আমাদের ভ্রম"। এমতে বিচার করিতে গেলেও তোমার "আমি আমার" করা শোভা পায় না। কেন পায় না, তাহার কারণ দর্শাইতেছি।

পদতল হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত এই যে দীর্ঘকার মনুষ্য, যেটা হাসিতেছে, নাচিতেছে, চলিতেছে, বলিতেছে, এইটাকে বোধ হয় তুমি আমি ব'লে দাবী কর। আচ্ছা এই মানুষটীকে বিশ্লেষণ কর দেখি, কিসে পরিণত হয়? মানুষকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথাঃ—কারণ শরীর, লিঙ্গ শরীর ও স্থূল শরীর। এই তিনের সমবায়ে মানুষ। তোমার চক্ষুর গোচরীভূত রক্তমাংস, অস্থি শিরা, নখ কেশ দ্বারা জড়িত পদার্থের নামই স্থূল শরীর বা মানব দেহ। এক্ষণে বল দেখি এই দেহের মধ্যে তুমি কি? রক্ত না মাংস? অস্থি না শিরা? নখ না কেশ? স্থূল কথায় হস্ত না পদ, বক্ষ না উদর, মস্তক না গ্রীবা, চক্ষু না কর্ণ তুমি কি? অবশ্য ইহার তুমি কিছুই নহ। যখন প্রত্যেক অংশের তুমি কিছুই নহ, তখন সম্পূর্ণ দেহও তুমি নহ। এক্ষণে দেহ সম্বন্ধে তোমার দাবী ফুরাইল। তার পর লিঙ্গশরীর—দশ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং তজ্জাত সদসৎ বৃত্তির সমষ্টিকে লিঙ্গশরীর বলে। কোন কোন মতে ইহাকে আত্মাও বলে। ভাবিয়া দেখ ইহার মধ্যেও তুমি কিছু নহ। শেষে রহিল কারণ শরীর, তিনিই পরমাত্মা বা ঈশ্বর। অবশ্য তুমি পরমাত্মা বা ঈশ্বর নহ। তিনি এক অনন্ত এবং অবিভাজ্য। কিন্তু সংসারে বহু সংখ্যক তুমি রহিয়াছ। যেদিন তুমি তোমাকেও 'তুমি' বলিবে, আমাকেও 'তুমি' বলিবে, অথবা তোমাকেও 'আমি' বলিবে, আমাকেও 'আমি' বলিবে, সেই দিন তুমি 'তুমি' হইতে পারিবে, নচেৎ তুমি কেহ নহ। দার্শনিকের বিচারে যখন তুমি কেহ হইলে না, তখন তোমার কোন পদার্থও নাই। মাথা না থাকিলে মাথার ব্যথা কিরূপে থাকিতে পারে? এক্ষণে বল দেখি, তুমি যে "আমি আমার" কর, সে তোমার বায়ুরোগের পরিচয় নয় কি?

আবার লৌকিক বিচার দ্বারাও বুঝাইব যে তুমি কেহ নহ। স্বীকার করিলাম পদতল হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত যে মানুষ—পরমাত্মা ও দেহের সমবায়ে যে মনুষ্য তাহাই তুমি। এক্ষণে চিন্তা করিয়া দেখ, তুমি স্বয়ং সৃষ্ট হও নাই এবং তুমি জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেকবিশিষ্ট মানুষ হইয়াও জন্মগ্রহণ কর নাই। পিতৃবীর্য্য ও মাতৃশোণিতই তোমার এই বিশাল দেহের প্রধান উপাদান। সেই বীর্য্যশোণিতও তোমার পিতামাতার ভক্ষিত আহার হইতে উৎপন্ন। আবার তোমার সেই পিতামাতার খাদ্যও স্বয়ং সৃষ্ট নহে। কোন ক্ষুদ্র, বীজ ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূতের সংযোগ সাহায্যে পরিবর্দ্ধিত হইয়া খাদ্যরূপে পরিণত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য এই পঞ্চ মহাভূত ও বীজের স্রষ্টা সৃষ্টিকর্ত্তা জগদীশ্বর ভিন্ন অপর কেহ নহে। অতএব তুমি স্বীকার করিতে বাধ্য যে ঈশ্বর তোমারও সৃষ্টিকর্ত্তা। তুমি ব্যতীত জগতে আর যাহা আছে, সকলের সৃষ্টিকর্ত্তাই তিনি। সৃষ্টিকর্ত্তার অভিপ্রায়ানুসারেই এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। সে অভিপ্রায় কি, তাহা মানব বুদ্ধির অতীত। তবেই বুঝা গেল তুমি, আমি, কীট পতঙ্গ, স্থাবর জঙ্গম সকলই আমরা তাঁহার অভিপ্রায় সাধনের জন্য সৃষ্ট হইয়াছি। বিশ্বপতি বিশ্বকার্য্য পরিচালনের জন্য যখন আমাদিগকে সৃজন করিয়াছেন, তখন আমাদের স্বতন্ত্র কোন কার্য্যই নাই এবং আমরা কোন কার্য্যের কর্ত্তাও নহি। তিনি প্রভু, আমরা ভৃত্য; তিনি যাহা আদেশ করিতেছেন, আমরা তাহাই পালন করিতেছি। তাঁহার আদেশ

যিনি প্রকৃত পক্ষে পালন করিতেছেন, তিনিই পুরস্কারস্বরূপ বিমল সুখভোগের অধিকারী হইতেছেন। আর যিনি তাহার আদেশ অমান্য করিতেছেন, তিনিই দণ্ডস্বরূপ দুঃখ ভোগ করিতেছেন। অশিতি লক্ষ যোনী ভ্রমন ও জন্মমৃত্যু আর কিছুই নহে, কেবল পারদর্শিতানুসারে বাহাল বরখাস্ত মাত্র। এক্ষণে মনে কর, বিশ্বপতির বিশাল বিশ্বরাজ্য পরিচালনের জন্য যেমন অপর সকলে সৃষ্ট হইয়াছে, সেইরূপ তুমিও সৃষ্ট হইয়াছ। তবেই বুঝা গেল তুমি স্বাধীন নহ, তুমি একজন অপরাপর ভৃত্যের ন্যায় ভৃত্য মাত্র।

তোমার বলিষ্ঠ দেহ, অপরূপ রূপ, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ধনৈশ্বর্য্য, বিস্তৃত রাজ্য, অগণিত দাসদাসী, প্রভৃতি যে সকল সম্পত্তি তোমার বলিয়া বিবেচনা করিতেছ, ইহার কোনটাই তোমার নিজের সৃষ্ট নহে, ইহা পূর্ব্বে বুঝান গিয়াছে। তোমার জন্যও সৃষ্টিকর্ত্তা ইহা সৃজন করেন নাই, তোমাকেও যেমন তিনি তাঁহার অভিপ্রায় সাধনের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তোমার অধীনে যে সকল সম্পত্তি রহিয়াছে, তাহাও তোমার জন্য নহে—তাঁহারই অভিপ্রায় সাধনের জন্য তিনি সৃজন করিয়া তোমার অধীনে রাখিয়াছেন মাত্র। তাঁহার প্রমান :—তুমিই যখন তাহার ইঙ্গিত মাত্রে ক্ষণে ক্ষণে বাহাল বরখাস্ত হইতেছ—জন্মিতেছ মরিতেছ—তোমার দেহ সম্বন্ধেই যখন তোমার স্বাধীনতা নাই, তখন তোমার অধীনে যে সকল সম্পত্তি রহিয়াছে, তাহা তোমার আমার বলিয়া দাবী করাই ভ্রম। এক কথায় তোমাকে তিনি একজন ভাণ্ডারী করিয়া এই বিশ্বরাজ্যে একটী ক্ষুদ্র ভাণ্ডারের ভার দিয়াছেন। তুমি ভাণ্ডার স্থিত ঐ সকল ধন নিজের বলিয়া নিজের ভোগে লাগাইও না, বিশ্বপতির অভিপ্রায়ানুসারে উহার সদ্ব্যবহার করিতে থাক। তুমি একজন সামান্য ভাণ্ডারী হইয়া যে "আমি আমার" কর, ইহা বড়ই হাস্যজনক। তাই বলিতেছি ভাই! তুমি যে সর্ব্বদা কর্ত্তৃত্বাভিমান প্রকাশ করিয়া বেড়াও, "আমি হেন" "আমি তেন" করিয়া ধরাকে তুচ্ছ জ্ঞান কর, কিন্তু একবার স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখ দেখি, তুমি কে?

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কেশ,
১ম শ্রেণী,
রামগোপালপুর উঃ ইঃ বিদ্যালয়, বর্দ্ধমান।

হোমিওপ্যাথিক।

একিনেশিয়া মাদার টিংচার (Echinacea) ৫ ফোঁটা এক Wineglass জলে মিশ্রিত করিয়া এক এক চামচ দিবসে ২।৩ বার করিয়া সেবন করিলে দূষিত রক্ত পরিষ্কার হয় এবং ফোড়া, কার্ব্বঙ্কল, কর্কট ঘা, ও সর্ব্ব চর্ম্মরোগে উপকারী।

পেন্থোরম সিডিয়াইডিস (Penthorum sedeoides) অজীর্ণ রোগের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ১০ ফোঁটা মাদার টিংচার জলের সহিত প্রতি মাত্রায় ব্যবহার হয়। অজীর্ণতা বা ক্ষুধামান্দ্যের লক্ষণাবলীর উপশম উপলব্ধি হইলেই ঔষধ বন্ধ করিয়া দিতে হয়।

যে সকল চর্ম্মরোগ কিছুতেই আরোগ্য হয় না, স্কুকম্ চক্ (Skookum chuck) তজ্জন্য বিশেষ উপকারী। ৩য় দশমিক চূর্ণ দিবসে ৩ বার করিয়া ব্যবহার্য্য।

সর্দ্দি বা নাসারোগে স্বাদ বা গন্ধহীন হইলে কিম্বা গন্ধ বা স্বাদে দুর্গন্ধ হইলে লেম্না মাইনর (Lemna minor) ১ম দশমিক উপকারী।

ন্যাষ্টরসিয়ম্ অফিসিনালিস (Nasturtium off.) মাদার টিংচার ৫ ফোঁটা করিয়া ব্যবহার করিলে অতিরিক্ত তামাক সেবনজনিত দোষ নষ্ট করে।

যে সকল দুর্ব্বল শিশু সর্ব্বদা শীত অনুভব করে, তাহাদের পক্ষে টেলা এরেনী (Tela araneæ) উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ঠাণ্ডা লাগিলে এবং গলক্ষত (sore throal) রোগে তরুণাবস্থার কুইলায়া স্যাপোনেরিয়া (Quillaya saponaria) বিশেষ উপকারী; ইহা রোগের প্রারম্ভেই ব্যবহার করা উচিত, রোগ কয়েক দিনের পুরাতন হইলে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার হয় না।

দীর্ঘকাল ব্যাপী ও দুরারোগ্য ঘুংড়ি কাশি রোগে কক্কুইলুশিন্ (Coqueluchin) ৩০ ক্রম দিবসে দুইবার করিয়া দিয়া আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়।

শিশু কিম্বা পূর্ণবয়স্কদিগের তড়কা আক্ষেপ বা ফিট হইলে রোগীকে বাম পার্শ্বে ফিরাইয়া শোয়াইলে আশু উপশম হয়। ইহাতে রোগ একেবারে আরোগ্য হয় না, কিন্তু সাময়িক উপকার শীঘ্র হয়।

ডাক্তার কার্ত্তিকচন্দ্র দাস,
১৯ নং মদন বড়ালের লেন, বহুবাজার।

সদালাপ।

মহত্ত্ব [শাহ আলমের]।—যখন (১৭৮৫) মাধোজী সিন্ধিয়া দিল্লীর সন্নিকটে ছাউনি করিয়া মোগল সম্রাট শাহ আলমকে তাঁহার গৃহশত্রুদিগের হস্ত হইতে সসম্মানে রক্ষা করিতেছিলেন এবং প্রকৃত সাম্রাজ্য শক্তি গূঢ়ভাবে পেশোয়ার জন্য গ্রহণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে মহারাষ্ট্রীয় সৈনিকেরা হোলির উৎসবে মগ্ন হয়। আনন্দরাও নর্শী নামক সিন্ধিয়ার একজন সেনাপতি দিল্লীর রাজপথে হোলির মিছিল বাহির করেন এবং তাহা সম্রাটের প্রাসাদের নিকটেই লইয়া যান। ঐ মিছিলে শাহ আলমের এবং তাঁহার প্রিয়তমা শিশু কন্থার সং দেওয়া হইয়াছিল। বলদৃপ্ত মার্হাট্টা অবনত মোগল রাজশ্রীর অবমাননায় প্রবৃত্ত! সম্রাটের পারিষদেরা এবং শরীর রক্ষিদল মিছিল আক্রমণ জন্ত সম্রাটের অনুমতি প্রার্থনা করিল। কোমল প্রকৃতির শাহ আলম বলিলেন, "এরূপ সামান্ত ব্যাপারে সম্রাটের গৌরব ম্লান হয় না; উহারা অজ্ঞ লোক আমোদ করিতেছে মাত্র।" তিনি মিছিল-ওয়ালাদের ডাকিয়া ৫০০ টাকা পুরস্কার দিলেন।

এই ঘটনার সম্বাদ পাইয়া মাধোজী সিন্ধিয়া সম্রাটের অবমাননাকারী আনন্দ রাওকে তোপের মুখে উড়াইবার হুকুম দেন। শাহ আলম ইহা শুনিয়াই সিন্ধিয়াকে বিশেষ অনু-রোধ করিয়া আনন্দরাওকে মুক্তি করেন। এতু

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৷০ । Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture, &c.

Edited by S. P. Chatterjee.

কাজের লোক ।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, এবং সাহিত্য বিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিক পত্র ।

পঞ্চম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা ।	New Series, September 1911.	পূজা সংখ্যা ।	নূতন সংস্করণ । সেপ্টেম্বর, ১৯১১ ।	Vol V. No. 9.

একবর্ষ পরে আবার বঙ্গদেশ মাতৃ পূজার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, প্রিয় পাঠক পাঠিকাকে এই আনন্দের দিনে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেছি, আনন্দময়ীর আশীর্ব্বাদে সকলেই আনন্দ উপভোগ করুণ, ইহাই প্রার্থনা।

এমন আনন্দের দিনে কিন্তু কৃষিজীবি পল্লীগ্রামবাসী মধ্যবিত্ত এবং কৃষক সম্প্রদায়ের প্রাণ বিষাদ-পরিপূর্ণ। অনাবৃষ্টির জন্য প্রায় বাঙ্গালার বার আনা জমী আবাদ হইতে পারে নাই এবং কোন কোন স্থলে অসময়ে যে সামান্য বৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে অর্দ্ধেকের বেশী ফসল পাওয়া যাইবে না। দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া দেশের উপর পড়িয়া বিষাদ-কালিমায় ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। খাদ্যদ্রব্য দিন দিন দুর্ম্মূল্য হইতেছে। কি যে হইবে, জগদম্বাই জানেন। ফলে বুঝিয়া চলিবার আবশ্যক হইয়াছে।

জল সেচনের জন্য ক্যানেল খাল বিল খনন না করাইলে এদেশের আর মঙ্গল নাই, প্রজার অবস্থার উন্নতির জন্য রাজার সহানুভূতি এবং সাহায্যের আশু আবশ্যক হইয়াছে, আকাশের জলের উপর নির্ভর করিয়া এদেশের কৃষি আর চলিতেছে না। প্রায় প্রতিবৎসরইত এইরূপ হইতেছে, কোন বৎসরই পূরা শস্য পাওয়া যায় না; তাহার উপর আবার রপ্তানি আছে।

দুর্ভিক্ষ অনাহারাদিতেই রোগের মাত্রাও বাড়িতেছে এবং বর্ষে বর্ষে অজস্র লোক করাল কবলে আশ্রয় লইতেছে। লোকক্ষয়ের সীমা নাই।

তাহার উপর নানাপ্রকার সভ্যতার উৎকট অনুকরণে বিলাস বিভ্রম বাড়িয়াছে—প্রত্যেক সংসারই অন্তঃসারশূন্য। এসকলের প্রতিবিধানের উপায় নাই। দেশে যদি শিল্পের আদর হইত, শিল্প শিক্ষায় লোকের আগ্রহ থাকিত, তাহা হইলে শিল্পজাত দ্রব্যের বিনিময়ে অন্য দেশের কৃষিজাত অন্ন দ্বারা দেশ রক্ষা হইতে পারিত, কিন্তু হতভাগ্য দেশের লোকের সেদিকে দৃষ্টি নাই, যাহা কিছু শিল্প এদেশে এখন আছে, তাহা আমদানী শিল্পের প্রতিযোগীতায় পারিয়া উঠিতেছে না, একে একে লোপ পাইতেছে। তবে এদেশের অনাহারে মৃত্যু ব্যতীত গত্যন্তর কি ?

প্রসন্নময়ী ! তুমি এই অভাগা দেশের প্রতি কৃপা কটাক্ষ করিয়া রক্ষা কর, এ অলস দেশকে কর্ম্মে প্রবৃত্তি দাও। এদেশের যাঁহারা মাথা, তাঁহারা সমাজ সংস্কারে মত্ত ! বড় লোকে অন্নকষ্ট বুঝিবেন কিরূপে ? তাই তাঁহারা উদাসীন, হুজুক প্রিয়, নিজেদের পকেট লইয়াই ব্যস্ত। সমাজ সংস্কার অপেক্ষা খাল বিল পুকুর সংস্কার দ্বারা দেশের অধিক কাজ হইত। আমরা প্রিয় পাঠক পাঠিকার নিকট এবার অবকাশের জন্য প্রার্থনা করিতে পারি না। প্রেসের অবিমৃষ্যকারিতার জন্য "কাজের লোক" অনিয়মিত হইয়া পড়িয়াছে।

আপনাদের এই অবকাশ মধ্যে এই ক্রটী সংশোধন করিয়া লইতে হইবে, সেই জন্য এবার আমরা আপনাদের নিকট পূজার ছুটীর জন্য আবদার আবেদন করিতে সাহসী নাহ। "কাজের লোক" আপনাদের অনুগ্রহের উপরই নির্ভর করিয়া জীবিত আছে, প্রার্থনা, চিরদিন যেন সে অনুগ্রহ রাখিয়া কাজের লোককে রক্ষা করেন। এখানি পূজার "কাজের লোক"। আমাদের দুঃখ বিষাদ সমস্ত এই কয় দিন চাপা দিয়া, ইহারই মধ্যে আমোদ আহ্লাদ করিয়া লইতে হইবে, সেইজন্য এই সংখ্যায় সেইরূপই বিষয় নির্ব্বাচিত হইয়াছে, ক্রটী ক্ষমা করিবেন। বিজয়ার পর পরস্পর আদর আপ্যায়ণে কৃতার্থ হইব। জগদীশ্বরী সকলের মঙ্গল করুন।

মুসলমান সমাজে অবগুণ্ঠন।

বিলাতফেরাও বাবু হিন্দুরা মহিলাদিগের মুখের ঘোমটা খুলিবার জন্য বেদ ও মনু সংহিতার দোহাই দিয়া থাকেন, মাদ্রাজের বিলাত-প্রবাসী বাবুমুসলমান সৈয়দ মহিদীন সাহেব মুসলমান মহিলাদিগকে অবগুণ্টন মুক্ত করিবার জন্য কোরাণের দোহাই দিতেছেন। তিনি ঘোষণা-পূর্ব্বক বলিতেছেন, "যিনি কোরাণ হইতে অবগুণ্টন প্রথা প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন, তাঁহাকে ১০০০৲ টাকা দিব।" এই বিলাতি-প্রবাসী বাবুমুসলমান বলিতেছেন, 'মহিলামুখের অবগুণ্টন মুক্ত করিবার জন্য রাজবিধির সাহায্য লইতে হইলেও ক্ষতি নাই।

ঘোমটা-খোলার আইন হইলেও সকল অবগুণ্টনবতীকেই বিপন্ন হইতে হইবে। হিন্দুবাবুদের বাহাদুরী দেখিয়া, মুসলমানবাবুরাও জাহির হইতেছেন। একবার খানাকুলের চারিদিক্ বন্যায় ভাসিয়াছিল, কেবল ৺সৃষ্টিধর ঠাকুরদাদার উচ্চ উঠানে জল ঢুকে নাই। "প্রতিবাসীদের বাড়ী-ঘর জলে ডুবিল—আমাদের বাড়ীতে জল এলো না।"—এই দুঃখে কাতর হইয়া সৃষ্টিধর ঠাকুরদাদার সাত ছেলে কোদাল লইয়া উঠানে জুলি কাটিয়া দিল, বন্যার যত জল আসিয়া সৃষ্টিধরের বাড়ী ঘর ভাসাইয়া দিল। ইহাও সেইরূপ।

"হিন্দুস্থান"।

ঘোমটা।

(শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী লিখিত।)

বিহঙ্গ-কুজিত, তটিনী-শোভিত উপবনে বসিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-সুধা পান করিতে করিতে ভাবোদ্বেলিত হৃদয়ে অনন্তের পানে চাহিয়াছিলাম। তখন উষার প্রথম আলোক মহাশূন্যের অঙ্ক ছাড়িয়া বৃক্ষাগ্রভাবে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। বিপুল পুলকে পুলকিত তরুদল শাখা কম্পিত করিয়া হর্ষ-প্রকাশের অভিনয় করিবার অবসরে, সে কিরণধারা ধরণীতলে লুটাইয়া পড়িল। সম্মুখে চাহিয়া দেখি, সেই সুবর্ণকিরণে স্নাত হইয়া প্রথম যৌবনোন্মুখী একটী ষোড়শী মৃদুমন্দ অঙ্গ সঞ্চালন করিয়া কুসুম চয়নে ব্যাপৃতা। আমার নেত্রপথে পতিতা হইয়া সুন্দরী অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিল। প্রভাত সমীরণ রঙ্গ করিয়া তাহা উন্মোচিত করিবার চেষ্টা করিল—কিন্তু বিফল প্রয়াস। সুন্দরী, সমীরণের দুষ্টামী দেখিয়া আপন মুক্তা বিনিন্দিত দন্তপংক্তিতে বস্ত্রখণ্ড চাপিয়া ধরিল। অকৃতকার্য্য হইয়া মলয় মারুত দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেল।

পাপিয়া করুণ-সঙ্গীতে দিঙমণ্ডল মথিত করিয়া সমীরণকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল—কুলবধূর "ঘোমটা" পরপুরুষের সম্মুখে উন্মোচিত হইবার নহে।" পাপিয়ার দার্শনিক বক্তৃতায় মলয়ার চৈতন্য লাভ হইয়াছিল কিনা, বলিতে পারিলাম না। তবে বিবেকের তাড়নায়, আমি সেস্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। কারণ বিবেক বলিয়া থাকে, ঘোম্‌টার সম্মুখে মাদৃশজনের অবস্থান করিতে নাই। থাকিলে ঘোম্‌টা-সুন্দরীর মাননাশের সম্ভাবনা।

এখন তীব্র সমালোচক আমায় প্রশ্ন করিয়া বসিবেন—এতটুকু ঘোম্‌টা,—তাহার আবার মানহানি কি? ঘোম্‌টার প্রাণ নাই, দেহ নাই, সত্ত্বা নাই, সামর্থ্য নাই, ঘোম্‌টা "পেনাল কোড" বুঝে না, পুলীশকোর্ট চিনে না, গাম্‌লারূপী সাম্‌লা মাথায় উকীল বাবুদিগের সহিত আলাপ করে না; ঘোম্‌টা অচেতন, অসভ্য ভূষণ, কার্পাস-বস্ত্রখণ্ড মাত্র—তাহার আবার মানহানির সম্ভাবনা কোথায়?

এইখানেই যত গোল! আমি মাতৃস্তন্যপানের সঙ্গে সঙ্গে ঘোম্‌টাকে ভালবাসিতে শিখিয়াছি, ভক্তি করিতে শিখিয়াছি; আর তুমি কি করিয়াছ, তাহা তুমিই বলিতে পার। সে কথা বলিবার আমার অধিকার নাই। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, ঘোম্‌টার উপর তুমি শ্রদ্ধাহীন। অতএব হে সমালোচক! ঘোম্‌টার গৌরব বুঝিবার শক্তি হইতে তুমি যে বঞ্চিত, ইহা আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। যে শৈশবে জননীর ঘোম্‌টা টানিয়া "টু" দিয়া খেলা করিয়াছে, যে যৌবনে সোহাগিনী অর্দ্ধাঙ্গিনীর ঘোমটায় আবরিত মুখ দেখিয়া কবিত্ব সুধা পান করিয়া ধন্য হইয়াছে, যে বার্দ্ধক্যে ঘোম্‌টায় মুখ-ঢাকা আদরিণী পুত্রবধূর সেবায় স্বর্গসুখ অনুভব করে, যে রমণীর রমণীয়তা উপলব্ধি করিয়াছে, যে শিখিয়াছে রমণী পূজার্হা; সে জানিয়াছে, ইহজগতে যদি কিছু সুখ থাকে, যদি কিছু শান্তি থাকে তবে তাহা রমণীর যত্নে। রমণী প্রতিমা; ঘোম্‌টা তাহার অঙ্গরাগ।

চ'খে, মুখে, অঙ্গে, বর্ণে রমণীর সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে উঠুক; কিন্তু সকলের উপর সৌন্দর্য্য—সেই ব্রীড়া-সঙ্কুচিত ঘোম্‌টায়। সেই "ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা, দেখ'না দেখ'না" ভাব,—সেই "হারাই হারাই,—পালাই পালাই" অঙ্গ—সঞ্চালন, সেই সলজ্জ সচকিত উদাস দৃষ্টি যে এত মিষ্ট, এত মধুর,—সে কেবল ঘোম্‌টার মহিমায়। ঘোম্‌টার সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়াই, স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্যের স্ফূর্ত্তি। ঘোমটা সরাইয়া লও, দেখিবে—কুলবধূ শ্রীহীনা হইয়াছে। কারণ, তখন

সে নির্ল্লজ্জা; নির্ল্লজ্জার আবার লজ্জা কোথায়? স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য লজ্জায়। লজ্জার আবরণ ঘোম্‌টা। সে আবরণ উন্মোচিত করিতে নাই। যে তাহা করে, সে কখনই সৌন্দর্য্যের উপাসক নহে।

চন্দ্রালোকে তুমি যে আত্মহারা, তাহার কারণ, তুমি তোমার ইচ্ছায় চন্দ্রিমাব নিত্য-দর্শন পাও না। যদি প্রতিরজনীতে চন্দ্রোদয় হইত, যদি অমাবস্যার ঘনঘটা দিঙমণ্ডল আদৌ আচ্ছাদিত না করিত, যদি শুক্লপক্ষের পরে কৃষ্ণপক্ষ না আসিত, তাহা হইলে, নিত্য জোৎস্নালোকে বসিয়া জ্যোৎস্না-স্পৃহা কি তোমার কমিয়া যাইত না? নিরবচ্ছিন্ন সুখে অবসাদ আসে। সুখ ও দুঃখের সংমিশ্রণে অপার্থিব সুখ, আলো ও ছায়ার অপূর্ব্ব মিশ্রণে অলৌকিক আনন্দ। ঘোম্‌টায় আলো ও ছায়ায় অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। কুলবধূর ঘোম্‌টা ঘুচাইও না—তাহাতে নিরবচ্ছিন্ন সুখের আশা থাকিতে পারে, কিন্তু ক্লান্তিও অনিবার্য্য।

তুমি বলিবে, সভ্যতার ইতিহাসে ঘোম্‌টার নামোল্লেখ পর্য্যন্ত নাই। তা' না থাকিবারই কথা। সেজন্য দুঃখ করিবার কারণ নাই। বরং বাহ্যিক সভ্যতার অঙ্গে ঘোম্‌টার স্থান না থাকাই বিশেষ মঙ্গলজনক। তাহাতে খেমটার ভিতর খেম্‌টা-নাচ্ হইবার আশঙ্কটা তিরোহিত হয়।

তুমি বলিতে চাহ, ঘোম্‌টাটা পুরাতন নহে, আধুনিক;—তোমার সহিত আমার এ বিষয়ে মতভেদ হইবে। সে কথা ছাড়িয়া দিই। তুমি একবার উষার ছটায়, জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে, প্রাণাধিকা অর্দ্ধাঙ্গিনীকে অবগুণ্ঠিত করিয়া দেখ দেখি, আলো ও ছায়ায় তাহার মুখে কি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে। তুমি সভ্যতার তরঙ্গে পড়িয়া কুলবধূর কোমল চরণ বুটে ঢাকিয়া, লজ্জার ঘোম্‌টা সরাইয়া,—ইতঃভ্রষ্ট ততঃনষ্ট—দেখ দেখি, ঘোম্‌টার সৌন্দর্য্য-মদিরায় আত্মহারা হইয়া তোমার যত্নের ধনকে প্রতিনিয়ত ঘোম্‌টার আড়ালে রাখিয়া, সেই চন্দ্রাননের সন্ধানে তোমার কি সুখ-সিন্ধু উথলিয়া উঠে। তখন বলিতে হয় বলিও, ঘোম্‌টার অবমাননা করিলে স্ত্রীলোকের অপমান করা হয়; তখন বলিতে ইচ্ছা হয় বলিও,—ঘোম্‌টা স্ত্রীলোকের ভূষণ, কোমলতার সঙ্কেত, সৌন্দর্য্যের পুণ্য উৎস!!

হাসি।

(শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারি লিখিত।)

আহার, নিদ্রা, ভয় প্রভৃতি যেমন মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, হাসিটাও যে তেমনি, সে বিষয়ে আর মতভেদ নাই। ক্ষুধার উদ্রেক হইলেই প্রাণীমাত্রকেই—আহারান্বেষণ করিতে হয়; শরীরে জড়তা, অলসতা, ক্লান্তিভাব আসিলেই জীবের নয়ন আপনি মুদিয়া আসে; বিভীষিকা দেখিলে, সবলের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইবার আশঙ্কা থাকিলে কিম্বা অন্যায় কার্য্যের বীজাণু হৃদয়ক্ষেত্রের মধ্যে শিকড় গাড়িয়া বসিলে জীবমাত্রেরই হৃদয় কাঁপিয়া উঠে, শরীর শিথিল হইয়া পড়ে, মস্তিষ্ক বিকৃত-ভাবাপন্ন হয়—তাহাই ভয়। এ সকল ভাব মনুষ্যের স্বভাব-সিদ্ধ; কাহাকেও কষ্ট করিয়া শিখিতেও হয় না, শিখাইতেও হয় না।

তেমনি হাসি। মনের আনন্দ হইলেই, প্রাণে স্ফূর্ত্তি আসিলেই হৃদয়ের ভাবগুলা বৈদ্যুতিক বেগে ছুটিয়া আসিয়া মানুষের চ'খে, মুখে, অধরে ঝাঁপাইয়া পড়ে। ক্রোধ, হিংসা, লজ্জা প্রভৃতি সকল ভাবেরই এক দশা। তাহারা প্রাণে উদিত হইলেই, তাহাদের ছায়া মুখ-দর্পণে পড়িবেই পড়িবে। তাহার বেগ প্রতিহত করিতে কাহারও সাধ্য নাই। যদি কেহ তাহাদের অপ্রতিহত গতির প্রতিরোধ করিতে পারে, সে হয় যোগী, দেবতা; না হয় হয়—দুর্দ্দান্ত অসুর, পিশাচ!

বলিয়াছি, প্রাণে, মনে, হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি হইলেই সেই ভাব মানুষের মুখাবয়বে ফুটিয়া উঠে। সেই প্রফুল্লতার নাম হাসি। তবে ঘৃণারও একটা হাসি আছে,—কিন্তু সে হাসিটা হাসির সীমার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইবার যোগ্য নহে। বিদ্রূপেরও হাসি আছে—সে হাসির রেখা-পাতটাও যথেষ্ট ঋজু নহে। হাসি কোমল-ভাবাপন্ন। যে হাসিতে কোমলতা নাই, প্রাণ-গলান ভাব নাই, আপন-হারা ভাব নাই, সহানুভূতির তরঙ্গ নাই, সে হাসি হাসিই নহে। হাসি আনন্দময়ের প্রতিনিধি। তাহাতে নিরানন্দের ভাব থাকিলে তাহা "হাসি" আখ্যা পাইবে কেন?

এখন জিজ্ঞাস্য,—সে হাসি হাসে কয়জন? হাসে ত সকলেই! কেহ "দেঁতোহাসি" হাসে; কেহ "কাষ্ঠহাসি" হাসে; কেহ "অপ্রস্তুতের হাসি হাসে; কেহ "মোসাহেবী হাসি" হাসে; কেহ "বিদ্যাতের হাসি" হাসে; কেহ "মুরুব্বীয়ানার হাসি" হাসে; কেহ "পরকুৎসার হাসি" হাসে; কেহ "মাৎসর্য্যের হাসি" হাসে; কেহবা ভ্রুকুটী করিয়া হাসে। জগতে হাসে না কে? হাসে না কেবল যে সর্পস্বভাব খল, আর হাসে না কেবল যাহার হৃদয়-তন্ত্রী টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া ছিঁড়িয়া গিয়াছে। খলের হাসি নাই—খলতায়, আর ভগ্ন-হৃদয়ের হাসি নাই—তাহার হাসির আর তরলতা নাই বলিয়া,—হাসির প্রস্রবণ বিশুষ্ক বলিয়া, প্রাণ মরুভূমি হইয়াছে বলিয়া, হাসির অতিকোমল আধার প্রস্তর-কঠিন হইয়াছে বলিয়া! সে জগতের বাহিরে; তাই সে আর হাসিতে চায় না—হাসিতে পারে না। খল হাসে না—স্বেচ্ছায়; বিচুর্ণ-হৃদয় সন্তপ্ত মানুষ হাসে না অনিচ্ছায়। তাহা ভিন্ন জগতে হাসে না কে? তাহা যেরূপেই হউক,—না হাসিয়া থাকিতে পারে কে, না হাসিয়া থাকিবে, তাহার "খো" কি? ভগবান যখন হাসির সৃষ্টি করিয়াছেন, হাসির গৌরব-ধ্বজা যখন পুলকাচলে প্রতিষ্ঠিত, হাসির মনোময় মূর্ত্তি যখন হৃদয়-মন্দিরে জাগ্রত, হাসি যখন মানুষের হৃদয়ের আব-

র্জনা দূর করিবার একটী প্রধান উপায়—তখন না হাসিয়া থাকিতে পারিবে কয়জন ?

কিন্তু, নিশ্চিন্ততার হাসি, দেবত্বের হাসি, মহত্বের হাসি, ঔদার্য্যের হাসি, সন্তোষের হাসি, পরার্থপরতার হাসি, লোক-প্রিয়তার হাসি, পরশ্রীকামনার হাসি, পরার্থে আত্ম-বিসর্জ্জনের হাসি হাসিতে পারে কয় জন ? যাহারা সে হাসি হাসিতে পারে,—যাহারা মনের কবাট খুলিয়া দিয়া হাসিয়া থাকে,—যাহারা নিরিন্দ্রিয় হইয়া হাসির প্রপাত সৃষ্টি করে, তাহারা মহাত্মা,—তাহারা মহা-পুরুষ,—তাহারা দেবতা !

হাসি যখন তোমার স্বভাবসিদ্ধ, মানব, তখন তুমি, যাহা উচ্চাঙ্গের হাসি, যাহা মনুষ্যত্বের হাসি, যাহা দেবতার হাসি, সে হাসি তুমি সহজে হাসিতে চাওনা কেন বল দেখি ? তুমি আজ মর্ত্ত্যের জীব, কর্ম্মবলে কাল তুমি স্বর্গের দেবতা হইবে ; কাল তোমার স্মৃতি, চিন্তা লইয়া তোমায় সন্তান-সন্ততি তোমার চিন্তা করিবে ; কাল হয়ত আদর্শ-পুরুষগণের মধ্যে তুমি স্থান পাইবে ;—তুমি কেন দেবতার হাসি হাসিতে এতটা কার্পণ্য কর, তাহা আমায় বুঝাও দেখি ! হাসিতে একাধিপত্য লাভ করিয়াও কেন তুমি মনের নিভৃতকুঞ্জে, অধরের কোণে, গণ্ডের পার্শ্বে, চক্ষের অন্তরালে, চোরের মতন লুকাইয়া লুকাইয়া হাসিবে বল দেখি ?

তাস্‌খেলায় জয়লাভ করিয়া তুমি তাণ্ডব নৃত্য উল্লম্ফনে হাসির ফোয়ারা ছুটাইতে পার ;—মোকর্দ্দমায় জয়লাভ করিয়া অসুরের হাসি হাসিতে পার ; শত্রুর অনিষ্ট সাধন করিয়া বিজয়গর্ব্বে গগন-বিদারক হাসি হাসিতে পার ; ধনরত্ন ভাণ্ডারজাত করিয়া অহঙ্কারের ফাঁপা হাসি হাসিতে পার ; রমনীর অঞ্চল ধরিয়া বিলাসের হাসি হাসিতে পার, ক্ষীর সর নবনীত খাইয়া, আতর গোলাপ মাখিয়া, কোমল শয্যায় শয়ন করিয়া ভোগের হাসি হাসিতে পার ; আর পারনা কেবল দেবতার হাসি হাসিতে—অভয়দানের হাসি হাসিতে,—বিমলানন্দের শুভ্র হাসি হাসিতে ! এত পুণ্যের আধার হইয়া, এত কর্ম্মের কর্ম্মবীর হইয়া, এত সম্পদের অধিকারী হইয়া, দুর্ল্লভ মানমজন্ম গ্রহণ করিয়া যদি এত ক্ষীণ এত দীন, এত দুর্ব্বল, এত অপরিস্ফুট হাসি তোমায় হাসিতে হয়, তবে তোমার না হাসাই ভাল। তোমার হাসিতে যদি আর কেহ না হাসে, তোমার হাসিতে যদি আর কেহ আনন্দানুভব না করে, তোমার হাসিতে যদি পরদুঃখ বিমোচিত না হয় ; তোমার হাস্য, যদি প্রীতি না জাগায়, প্রেম না ফুটায়, পবিত্রতা না ছড়ায় ; তোমার হাস্যের যদি প্রতিধ্বনি না হয়, কলনাদ না উঠে, শান্তি-স্রোতস্বিনী না বহে—তবে তোমার শুষ্ক মুখে শুষ্ক হাসি হাসিয়া লাভ কি ? হাসি তোমার স্বভাব সিদ্ধ বলিয়া যে পরকে কাঁদাইতে, পরকে জ্বালাইতে, পরকে ব্যথা দিতে তোমায় হাসিতেই হইবে, এমন বিধান ভগবান করিয়া দেন নাই। তুমি কোন্ অধিকার বলে এমন হাসি হাসিতে চাও ? পরাশ্রুমোচন, পরদুঃখভারহরণ, পরের মঙ্গলানুষ্ঠানে যদি তুমি হাসিতে পার, হাসিও—প্রাণভরিয়া গালভরা হাসি হাসিও, নতুবা অর্থহীন, আনন্দহীন, পবিত্রতাহীন, নির্দ্দয় নির্ম্মম হাসি হাসিবার তোমার প্রয়োজন নাই। হাসি, মঙ্গলের জন্য—অনর্থের জন্য নহে ; হাসি, আনন্দের জন্য—নিরানন্দের জন্য নহে ; হাসি, শান্তির জন্য—অশান্তির জন্য নহে। তোমার উদার প্রাণ উন্মুক্ত কর, করুণাসিক্ত হৃদয়কুঞ্জের দ্বার অবারিত রাখ, সহানুভূতি, সমবেদনা প্রভৃতিকে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত কর ; দেখিবে, তোমার হাসিতে সহস্র প্রাণ হাসিবে, তোমার হাসির ধারা কৌমুদী-কিরণের মত সহস্রধারে ছড়াইয়া পড়িবে, তোমার হাসিতে জগৎ ধন্য হইবে। তখন তুমি হাসিয়াও ধন্য, হাসাইয়াও ধন্য ; তখন হাসি তোমার স্বার্থে নহে, পরার্থে ; তখন তুমি ক্ষুদ্র মানব নহ—নরাকারে দেবতা !!!

লেবুর আরক।

কি প্রকারে লেবুর আরক সর্ব্বাপেক্ষা সহজ অথচ সুগম উপায়ে প্রস্তুত হইতে পারে, তাহাই পাঠক পাঠিকাগণের নিকট প্রকাশ করিব। কতকগুলি লেবুর খোলা রৌদ্রে দিয়া শুকাইয়া লইতে হইবে। শুষ্ক হইয়া গেলে একখানি তীক্ষ্ণ ছুরীর দ্বারা ঐ খোসা গুলি বেশ করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতে হইবে। তারপর ২০ পাইণ্ট বা /৭॥ সের তরল পদার্থ ধরিতে পারে, এমন একটি পাত্রে সেই লেবুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলি তন্মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুরাসার শতকরা ৯০ ভাগ ঢালিয়া দিতে হইবে। অতি শীতল স্থান না হয়, এমত স্থানে উহা ৮ দিন রাখিয়া দিতে হইবে। যদি স্থানের তাপ স্থির করিবার কোনরূপ যন্ত্র থাকে, তাহা হইলে দেখিতে হইবে, যে স্থানের তাপ ফারণ্‌হিটের তাপমান যন্ত্রের ৬৬০ হইতে ৬৮০ ডিগ্রির মধ্যে আছে আমাদের পূর্ব্বকথিত সেইস্থানে পাত্রটি রাখিয়া দিলেই ভাল হয়। উহা অপেক্ষা অধিক তাপযুক্ত স্থানে রাখিলে দ্রব্য খারাপ হইয়া যাইতে পারে। এইরূপে ঐ খোসা হইতে রস বাহির হইতে দিতে হইবে। পরে খোসাগুলি চাপা দিয়া রস বাহির করিয়া খোসা ফেলিয়া দিতে হইবে। ও ঐ রস ফিলটার কাগজ অথবা ব্লটিং কাগজ ছাঁকিয়া লইলেই চলিবে।

লেবুর খোসার সঙ্গে সুরাসার মিশাইবার নিয়ম যথা :—এক ভাগ লেবুর খোসা ও আড়াই ভাগ সুরাসার মিশাইয়া লইলেই ঘনীভূত বা গাঢ় লেবুর আরক পাওয়া যাইবে। কেহ কেহ এক ভাগ লেবু ও পাঁচ ভাগ সুরাসার মিশ্রিত করিয়াও লইয়া থাকেন। এই রূপও চলিতে পারে। পরে উহা বোতলে পূরিয়া কিঞ্চিৎ ঠাণ্ডা ও অন্ধকারময় স্থানে রাখিয়া দিতে হয়। ইহা আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই প্রস্তুত করিতে পারেন। সেইজন্য গ্রাহকগণকে উপহার দিলাম।

শ্রীগণপতি রায়,
লাইব্রেরীয়ান্, ন্যাশন্যাল কলেজ।

কিষ্কিন্ধ্যায় সীতা।

রামচন্দ্র রাবণবধ করিয়া সীতা সমভিব্যাহারে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন জন্য ব্যস্ত—সম্মুখে হনুমান, সুগ্রীব, নল, নীল, গয়, গবাক্ষ, প্রভৃতি রাক্ষস-বিজয়ী বীরগণ দণ্ডায়মান, রাম ও সীতার একপার্শ্বে লক্ষণ এবং অন্য পার্শ্বে বিভীষণ। রামচন্দ্র সুগ্রীবকে ডেকে বল্লেন, বৎস সুগ্রীব! অযোধ্যা ফেরবার সময় একবার কিস্কিন্ধ্যায় যেতে হ'বে।

সুগ্রীব বল্লেন, প্রভু! কিস্কিন্ধ্যায় আর কে আছে; সেখানে কেবল কতকগুলি বানরী আছে মাত্র। কিস্কিন্ধ্যার সমস্তই আপনার চরণপার্শ্বে দণ্ডায়মান, তবে প্রভুর যদি বাসনা হয়—

শ্রীরামচন্দ্র বাধা দিয়ে বল্লেন, সুগ্রীব অন্যায় সমরে বালীবধ করে আমি বড় মনস্তাপে আছি, তারার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে তবে অযোধ্যায় ফিরবো।

তাই হলো। রামচন্দ্র স্বদলবলে পরদিন ঋষ্যমুখ পর্ব্বতে সীতাদেবীকে লইয়া উপস্থিত হলেন, রাম এবং সীতার রূপ দেখ্‌বার জন্য বানরীকুল এসে ঘেরে বসল! সীতার রূপ দেখে বানরীগণ সমালোচনা কচ্চে। একটা বানরী বল্লে, ওমা, এই সীতা—এই সীতাকে হরণ করে নিয়ে যেয়ে রাবণ সবংশে নিধন হলো? সর্ব্বাঙ্গ গায়ে একটী লোম নাই—টাকপড়া গা—গায়ে গুচ্ছেন কাপড় জড়ান! এই রূপ? আর একটা বানরী বলে উঠ্‌ল, মরুকগে, তাকেও মেনে পারা যায়, কিন্তু মস্ত একটা দোষ তা দেখেছিস? অন্য বানরী বল্লে—"কি বল দেখি" "আরে মোটে ল্যাজ নাই, এমন সোনার কান্তিরূপ, একটী ল্যাজ থাকলে বাস্তবিকই ভাই কি সুন্দরীই দেখাত।"

জানিয়া রাখা ভাল।

রেলের প্রত্যেক যাত্রী গাড়ীর মধ্যে অনিবার্য্য কারণে হঠাৎ গাড়ী থামাইতে হইলে একটা কর্ড বা সিকলী আছে, যাহাকে আলার্ম্মিং কর্ড বলে, তাহা সকলেই দেখিয়াছেন। এখন সেদিন শ্রীরামপুর ও রিশড়ার মধ্যে কয়েকজন হিন্দুস্থানী গাড়ীর মধ্যে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়; শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার মৈত্র নামক একটী যুবকও যাইতে ছিলেন ইনি বি, এ পাস্, এবৎসর ফিলোজফিতে অনার লইয়া ১ম হইতে পারিয়াছেন। ইনি হিন্দুস্থানীদের বিবাদের মাত্রার কিছু বাড়াবাড়ী দেখিয়া ঐ কর্ড ধরিয়া টানিয়া দেন। অবিলম্বেই গাড়ী রিসড়া এবং শ্রীরামপুরের মধ্যে দাঁড়াইল, কিন্তু গার্ড আসিতে আসিতে হিন্দুস্থানীগণ নামিয়া পড়িয়া অন্যান্য গাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িল। গার্ড আসিয়া জানিতে চাহিলেন, কে এই গাড়ী থামাইবার সঙ্কেৎ করিল, সুশীলবাবু বলিলেন, "আমি, এবং বিবরণটা সমস্ত বলিলেন কিন্তু গার্ড মহাশয় বাবুকে শ্রীরামপুরে অযথা গাড়ী থামাইয়া বিলম্ব করার জন্য দোষী বলিয়া পুলিসের হাতে সমর্পণ করিয়া চলিয়া গেলেন। মিঃ এ, কে জেমরসন এম্, এ, আই, সি, এস্ মহোদয়ের নিকট বিচার হইল। তিনি আসামীকে মুক্তি দিলেন, শুদ্ধ মুক্তি নয়, রায়ে মন্তব্য করিলেন যে, "আশ্চর্য্য! আসামীর এই সৎকার্য্যের জন্য প্রশংসা না করিয়া আবার গ্রেপ্তার করা হইয়াছে!" মিঃ জেমরশনের ন্যায় ন্যায়বান বিচারকের হস্তে বিচার না হইলে কি হইত কে বলিতে পারে? বিপদের সময় টানিয়া দিয়া যদি এদেশের নিরীহ লোক পুলিসের হাতে পড়ে, তাহা হইলে ওগুলা গাড়ী গাড়িতে রাখিয়া ফল কি? গার্ডের কথায় সে বেচারা যদি গাড়ী ছাড়িয়া নানা অসুবিধা ভোগ করতঃ পুলিসের হাতে সমর্পিত হয়, তবে একাজে কে হাত দিয়া বিপন্ন হইতে যাইবে? সুন্দর বিচার হইয়াছে। রেল কোম্পানীর গার্ডদিগকে একথা বুঝাইয়া দেওয়া উচিত।

সমাজ-সংস্কারের ধূয়া।

জাতিভেদ ভুলিয়া ব্রাহ্মণ শূদ্রে একত্রে পানভোজন বা বিবাহ করিতে, বিধবার বিবাহ দিতে, স্ত্রীস্বাধীনতা দিতে এখনও এদেশের ১৫ আনা লোক স্বপ্নেও ভাবে না। অবশ্য দুই এক জন আধুনিক শিক্ষিত যুবক কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া ব্রাহ্ম বা ক্রীশ্চান হইতে সাধ করেন বটে, কিন্তু, পারিয়া উঠিবার যো নাই,—সেই পিতৃমাতৃদায়ে শুধু পা, মস্তকমুণ্ডন হইতে গৌরীদান এখনও চলিতেছে। আইন করিয়া গবর্ণমেণ্টেরও সমাজে হস্তক্ষেপের আবশ্যকতা কম। এদেশে এখনও পাশ্চাত্য সভ্যতানুযায়ী এ সকল হইতে বিলম্ব আছে। সংস্কার-কামনা থাকিলে দেশটাকে আগে আরও পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন করিতে হইবে; তবে পাশ্চাত্য মতে সংস্কারের কল্পনা করাও সম্ভব হইলেও হইতে পারে, কিন্তু কৃতকার্য্যতা অনিশ্চিত—তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বলিবেন। নেটিভ ক্রিশ্চিয়ান মহিলাগণ এখনও যুক্তকরে কালীকে প্রণাম করেন; ধারণা যে বদ্ধমূল। স্ত্রী-স্বাধীনতা, গৌরিদান নিবারণ এবং বিধবা-বিবাহ প্রচলন এই কয়েকটীই সংস্কারকগণের প্রধান প্যানেসিয়া। বাল্য-বিবাহ পনের দায়ে প্রায় উঠিয়াই গেল। হিন্দু স্ত্রী-স্বাধীনতা দিতে নারাজ। লজ্জা সরম হারাইলে হিন্দু মহিলার সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য সমস্তই যায়। আরও ঘোমটা ফেলিয়া দিলেই যদি দেশ উদ্ধার হইত, তাহা হইলে ক্ষতি ছিলনা; কিন্তু আমাদের দেশের পুরুষদের সংকীর্ণতা ঘুচিয়াছে কৈ?—নারীর সম্ভ্রম রক্ষার ক্ষমতা আমাদের কই? তবে খামকা কুল-মহিলার ঘোমটা খসাইয়া ফল কি? আমরা বলি, আনকো কাজ করিয়া কোন লাভ নাই। দেশের করণীয় কার্য্য অনেক রহিয়াছে। ব্যবসায় বাণিজ্য কৃষি, শিল্পোন্নতি, উদারতা, স্বার্থত্যাগ, একতা—এইগুলি আগে করিয়া দেশের উন্নতি করা হউক; তাহার পর যদি

বোঝা যায় যে,স্ত্রীলোকের সম্ভ্রম রক্ষা করিবার ক্ষমতা হইতেছে, তখন একটানে ঘোম্‌টা খসাইতে আর কতক্ষণ লাগিবে? কাজটাও তখন সহজ হইবে, তাহার জন্য আর ভাবনা নাই। আমাদের কাজ নাই বলিয়া কি উঠান চষিতে হইবে? সমাজ সুশিক্ষিত না হইলে সহরের কয়েকটী মুষ্টিমেয় সভ্য ভব্য লোক দেখিয়া সমাজ-সংস্কারের নামে সমাজ-বিভ্রাট ঘটান বাস্তবিক সুপরামর্শের [illegible]া নয়। বড় বড় ডাইভোর্ ‍বা বিবাহ-বন্ধন ছেদের মামলা মোকদ্দমা, পাশ্চাত্য দেশের স্ত্রী-স্বাধীনতার কেলেঙ্কারী নিত্য চক্ষে দেখিয়াও যদি অসূর্য্যস্পশ্যারূপা হিন্দু মহিলাকে স্বাধীনা হইতে কেহ পরামর্শ দেন, তবে আর কি বলা যাইবে? এটা এখন সুবিধা হইবে না—বিলম্ব আছে; সুতরাং এই বাজে কথায় সংবাদপত্রের কলেবর পূর্ণ করিয়া সমাজ সংস্কারকের নাম লওয়ায় পৌরষ নাই।

হিন্দু-মুসলমানের সদ্ভাব-প্রয়াসী হইয়া হিন্দুতে হিন্দুতে মনোমালিন্য ঘটান সুবুদ্ধির কাজ নয়। অনেক হিন্দু বালবিধবা স্বামীর মৃত্যুর পর স্বহস্তে চুল কাটিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতেছেন—ইহাওত দেখাইতে পারা যায়। সংস্কারকগণ যাহাদের বিবাহ দিবার জন্য উৎসুক, তাহারাই কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া বসে—সরমে মরিয়া যায়। নিকা করিয়া বাগ্দী এবং ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্যগণ কি সহজে এক শ্রেণীভুক্ত হইতে চাহে? তাহা হইবার আশা নাই। সংস্কারকের দল যাহাদের বিবাহ দিবার জন্য উৎসুক, তাহারা মৃত পতির সহগামিনী হইবার জন্য কঠোর ব্রহ্মচর্য্যে জীবনপাত করে, এ সকল কি সংস্কারকগণও জানেন না? এমন দেশে ওরূপ বিদ্‌কুটে সংস্কার চলিবে কেন? যাহা সম্ভব নয়, তাহার জন্য আলোচনা করিলে দেশের প্রকৃত হিতকর কাজ কিছুই হয় না, অনর্থক কচ্‌কচানি সার হয়। দেশ শিক্ষিত হৌক, পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোক সকল স্থলে প্রবেশলাভ করুক, তারপর সংস্কার করিলেই হইবে, এত ব্যস্ত কেন? কাজ না থাকিলেই যে উঠান চষিতে হয়, তাহারও কোন মানে নাই।

শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

CUTTINGS.

চয়ন।

কার্ণেজীর পিতৃভক্তি।

স্কটলণ্ডের কার্ণেজী, যিনি আমেরিকায় বাস ও লৌহের ব্যবসা করিয়া মহাকুবের হইয়াছেন, ৬০ কোটি টাকা মজুত করিয়া, নিজের বিরাট শিল্প ব্যবসায় যৌথে দিয়াছেন, এবং নিজের প্রভুত অংশে বৎসরে ৫।৬ কোটি টাকা লাভ পাইতেছেন, তাহা বোধ হয় পাঠকের অবিদিত নহে। আর নগরে নগরে সাধারণ পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠিত করিতে যে, ইনি প্রতি বৎসর তিন কোটি টাকা খরচ করিতেছেন, তাহাও পাঠক মহাশয়দের বিদিত আছে। সেদিন বিলাতের এক মিউনিসিপাল সভাপতি বলিয়াছেন,—

কার্ণেজী যদি পুস্তকালয়ে ক্রমাগত টাকা না দিয়া, নিরাশ্রয় গরীব দুঃখীদিগের জন্য স্বাস্থ্যকর বাসভবন প্রস্তুত করিয়া দিতে প্রভূত ব্যয় করেন, তাহা হইলে পৃথিবীর অধিক মঙ্গল হইতে পারে।"

কার্ণেজী বলিতেছেন, "ফলগত তারতম্য করিতে চাহি না। পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠা করা আমার পক্ষে মুখ্যধর্ম্ম। আমার পিতা যখন তাঁত চালাইয়া কষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, তখনও আর চারিজন তন্তুবায়-বন্ধুর সহিত যোগ দিয়া, আপনাদেরই একটী তাঁতশালায় কতকগুলি, পুস্তক করিয়াছিলেন। এবং সেই পুস্তক প্রতিবেশীদিগকে পড়িতে দিতেন। পিতা যে পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠায় প্রাণপণ করিয়াছিলেন, সেই পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠাই পুত্র—আমার পক্ষে পরম ধর্ম্ম। এইজন্যই আমি চারিদিকে পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠিত করিতেছি। আমার এ পিতৃপূজায় কিছুতেই ব্যতিক্রম হইবে না। কাহারও কথায় আমি ধর্ম্মপালনে কুণ্ঠিত হইব না।"

কার্ণেজীর ন্যায় কর্ত্তব্যপালক ও সরলহৃদয় মহাত্মা দেখিতে পাওয়া যায় না।

হিন্দুর দাঁত।

ইংলণ্ডের দন্ত চিকিৎসকদিগের এক মন্ত্রণা সভা হইয়াছিল। অধ্যাপক জেসন সেই সভায় বলিয়াছিলেন যে, হিন্দুদের আহার সামগ্রী সাদাসিধে রকমের, তাই তাহাদের দাঁত ইংরেজের দাঁত অপেক্ষা ভাল। সার জর্জ্জ বার্ডউড বলেন, হিন্দুরা খুব চিনি খায়, তাহারা ঝাল খাইতে খুব পটু, তাহারা এমন আচার খায়, যাহাতে দাঁত ক্ষয় হয়। তবু যে তাহাদের দাঁত ভাল, তাহার কারণ এই যে, তাহারা নিম ও ইহার মত অন্যান্য কাঠের দাঁতন ব্যবহার করে, পান চর্ব্বণ করে, ও বিবাহ সম্বন্ধের পূর্ব্বে কন্যার দাঁত পরীক্ষা করে। যে কন্যার দাঁত ভাল নয়, তাহার শরীর সুস্থ নয়, হিন্দুরা ইহা বিশ্বাস করে। অতি প্রাচীন কাল হইতে দাঁতের যত্ন করায় হিন্দুর দাঁত ভাল হইয়াছে।

বংশানুক্রমে কোন জাতি যদি কোন বিষয়ের চর্চ্চা করে তবে তাহার উন্নতি হইয়া থাকে। ভারতবাসী বহুকাল হইতে নিম প্রভৃতি কাষ্ঠের দাঁতন ব্যবহার করিয়া আসিতেছে, সুতরাং তাহাদের দাঁতের উন্নতি হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়েও দাঁতনের পরিবর্ত্তে অনেকে ব্রুস ব্যবহার করিতেছেন, সুতরাং দাঁত ক্রমশঃ মন্দ হইতেছে।

মিঠাই ও স্বাস্থ্য হানি।

কয়েকদিন হইল, ইংলণ্ডের অন্তর্গত বার্ম্মিংহাম নগরে "ব্রিটীস মেডিকেল এসোসিয়েসন" এর অধিবেশনে "মিঠাই ও স্বাস্থ্যহানি" সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। প্রবন্ধ লেখক বলিয়াছেন, ইংলণ্ডে মিঠাই খাওয়ার অভ্যাস খুব বেশী হইয়াছে। মিঠাই খাইলে শরীরের কোন উপকার হয় না। বিশেষতঃ যাহাদের বয়স অল্প, তাহাদের কখনও মিঠাই খাওয় উচিত নয়। সন্তানদিগকে মিঠাই খাইতে না দেওয়া পিতা মাতার এক প্রধান কর্ত্তব্য। মিঠাইএর মধ্যে নানা প্রকার বিষাক্ত পদার্থ থাকে। সর্ব্বনাশ! বিলাতি মিঠাইত লজেঞ্জুস প্রভৃতি, আমাদের বাবু সাহেবগণ সাবধান!

বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে হুকুম।

কলিকাতার পুলিস কমিশনার এই নিয়ম জারী করিয়াছেন যে, কোন ব্যক্তি উচ্চে ২॥ ফুট ও প্রশস্তে ১ ফুট ৮ ইঞ্চের বেশী পেষ্টবোর্ড, দরমা ও কাঠের উপর লিখিত বিজ্ঞাপন সহ রাস্তা দিয়া যাইতে পারিবে না। যদি কেহ তাহা অপেক্ষা বড় বিজ্ঞাপন সহ রাস্তা দিয়া হাঁটিয়া যায়, তবে তাহা গলা হইতে সম্মুখে বা পশ্চাতে ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে। এইরূপ বিজ্ঞাপন ঠেলা গাড়ীর উপর রাখা যাইতে পারে, কিন্তু গরু বা অপর কোন প্রকার গাড়ীর উপর বহন করা যাইবে না। ঠেলা গাড়ীতে এইরূপ বিজ্ঞাপন বহন করিলে, তাহা মাটি হইতে ৬ ফুটের বেশী উচ্চ হইবে না এবং তাহার অগ্রপশ্চাতে ২ জন লোক থাকিবে। এইরূপ বিজ্ঞাপন লইয়া কেহ রাস্তায় দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবে না।

বেরি বেরি।

ডাক্তার গ্রিগ বেরি-বেরির তথ্যানুসন্ধান কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন অদ্যাপি অনুসন্ধান শেষ হয় নাই। কিন্তু অনুসন্ধানের ফল প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার বিশ্বাস এই যে, দীর্ঘকাল কেবল নিরামিষ ভোজন করিলে এই রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা। কাড়ান চাউলে ফসফরাস কম থাকে, কাড়ান চাউল ব্যবহার করিলে ঐ রোগ হইতে পারে। কিন্তু যদি ঐ চাউলের সহিত ফসফরাস ও প্রোটিন যুক্ত দ্রব্য আহার করা যায়, তবে রোগের ভয় থাকে না।

আহার সামগ্রীর মহার্ঘতার সহিত এই রোগের বিশেষ সম্বন্ধ দৃষ্টি হয়, যখন আহার সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি হয়, তখন এই রোগ বাড়ে আর যখন তাহার মূল্য হ্রাস হয়, তখন ইহা কমে।

এই রোগের হাত এড়াইতে হইলে কাড়ান চাউল কম ব্যবহার করা ও ভাতের সঙ্গে মাংস খাওয়া উচিত, ইহাই ডাক্তার গ্রিগের মত।

বরদারাজ্যের সদনুষ্ঠান।

গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে বরোদায় একটি "ইণ্ডষ্ট্রিয়াল হোম" স্থাপন করিবার যুক্তি চলিতেছে। এই "হোমে" অনাথা বিধবা রমণীদের নিম্নলিখিত বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা হইবে।—

(১) লেসের কাজ, (২) বোনার কাজ, (৩) টুপি তৈয়ারী, (৪) সেলাইয়ের কাজ, (৫) শিল্পকর্ম্ম, (৬) বাড়ী সাজানর কাজ, (৭) রেখাঙ্কন, (৮) চিত্রাঙ্কন, (৯) টাইপ-রাইটিং, (১০) সঙ্গীত (১১) রন্ধন কার্য্য, (১২) স্বাস্থ্যবিদ্যা (১৩) ধাত্রী কর্ম্ম; (১৪) গৃহস্থের ব্যবহারোপযোগী তৈজসপত্র প্রস্তুত ইত্যাদি। এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইলে অনেক বিধবা অন্যের গলগ্রহ না হইয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারিবেন। আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, এই "হোম" প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেশের ও দশের কল্যাণ সাধন করুক।

মিঃ গোখেলের প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক আইন দেশের বহুলোকেই অনুমোদন করিতেছেন। দেশে শিক্ষা বিস্তার যত অধিক হইবে, ততই মঙ্গল, তাহার সন্দেহ কি?

সেই ন্যাশন্যাল ফণ্ডের টাকা!

সেই জাতীয় ধন ভাণ্ডার, যাহাতে সামান্য মুটে মজুর পর্য্যন্ত টাকা দিয়া প্রায় এক লক্ষ টাকার কাছাকাছি টাকা করিয়াছিল, নেতাগণ এতদিনে আবার সেই কথা তুলিয়াছেন, এইবার একটা সব কমিটি হইয়াছে—আর ভাবনা নাই বসুমতি বলিতেছেন :—,

"গত সপ্তাহে বাঙ্গলার "ন্যাশনাল-ফণের"(?) বা "জাতীয় ধন-ভাণ্ডারের" একটি অধিবেশন হইয়াছিল। সংগৃহীত, সঞ্চিত 'যক্ষের ধনে'র ভবিষ্যৎ নির্ণয় করিবার জন্য, 'পরের ধনে যাঁহারা এত দিন পোদ্দারী করিয়া আসিতেছেন', তাঁহারা একটি সব্-কমিটির গঠন করিয়াছেন। যত চাও, কমিটী পাইতে পার; ফল যাহা, তাহা কদলী বৃক্ষে অনুসন্ধেয়। এতদিন ধরিয়া মূল-গায়েনরা 'যক্ষের ধন' রক্ষা করিয়াছেন, এইবার কমিটী বসিল। টাকায় যেমন ছাতা ধরিতেছিল, তেমনই ধরিতেছে। আমরা জিজ্ঞাসা করি, সাধারণের টাকা,—নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে, বা কার্য্য সমূহে ব্যয় করিবার জন্য সংগৃহীত চাঁদার কি গতি হইবে, ভাণ্ডারের কমিটী তাহা স্থির করিবার কে? এ সম্বন্ধে সাধারণের মত কি এত তুচ্ছ যে আদৌ কর্ত্তাদের গণনের মধ্যেই আসিতেছে না?—আর যে টাকাটা কর্ত্তাদের আমোলে বরবাদ হইয়াছে, কে তাহার ক্ষতিপূরণ ক'রবে? 'পরের ধনে পোদ্দারী করিতে' যাঁহাদের লজ্জা হয় না, তাঁহাদিগকে আর কি বলিব?—'বন্দে মাতরম্' সম্প্রদায়ের টাকাগুলির কি হইল? তাহারা এখনও আছে, না মরিয়াছে? কোন্ লোকে তাহাদের সন্ধান করিব? কে তাহার সংবাদ দিবে?"—বলা বাহুল্য, সাধারণে

সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ না পাওয়ায় দেশীয় তাবৎ যৌথ কারবারের ও সদনুষ্ঠানের মূলে কুঠারাঘাত করা হইয়াছে। ন্যাড়া একাধিক বার বেলতলায় যায় না।

দান।

—:০:—

কলিকাতা হাইকোর্টের স্বনামধন্য উকীল, মনস্বী শ্রীযুত রাস বিহারী ঘোষ মহাশয় শ্রীযুত মালব্যের প্রস্তাবিত হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ে এক লক্ষ টাকা দান করিয়া বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। দেখিতেছি, এ দেশে এখনও মানুষ আছে। সাধু! সাধু!!

হরিদ্বারের প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী কম্‌লী-বাবা হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বয়ং দশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন! তাহার পর, এই স্বধর্ম্মনিষ্ঠ মানবহিতৈষী, ধর্ম্মপ্রাণ, হিন্দুধর্ম্মের সুহৃৎ সন্ন্যাসীর সহস্রাধিক শিষ্য সহ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ভিক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্কল্প,—সমগ্র ভারতে পরিভ্রমণ করিয়া, একটি পয়সা, একটি পাই, এক মুষ্টি চাউল, চাণা, বা আটা, যাহা পাইবেন, তাহাই সংগ্রহ করিয়া, হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুচক্রে ঢালিয়া দিবেন। ধন্য সন্ন্যাসী! এক দিকে তুমি, আর এক দিকে রাসবিহারী! আশা হয় না কি? কৃপণের পন্টন নরকেরপথ প্রশস্ত করুক, তোমাদের পুণ্যের প্রভাবে অচিরে ভারতবর্ষে হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। নিরাশার ক্ষেত্র ভারতে বহু আশার চিতা জ্বলিতে দেখিয়াছি। তবু আশা হইতেছে, মার এ সাধ অপূর্ণ থাকিবে না। হিন্দু যদি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারে, তাহা হইলে আর কখনও এই বন্ধুর কণ্টকগহন জীবনপথে মুসলমানের পার্শ্ববর্ত্তী হইতে পারিবে না। যাত্রাপথে অন্য জাতির পৃষ্ঠদেশ যাহাদের ধ্রুবতারায় পরিণত হয়, জীবনসংগ্রামে তাহারা কখনও বিজয়ী হইতে পারে না, এই অমূল্য সত্য আমরা যেন এই দুর্দ্দিনে কখনও বিস্মৃত না হই। বসুঃ।

জব্বলপুরের শ্রীযুত হরিদাস খাণ্ডেল তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের উন্নতি বিধান-কল্পে-দান করিয়াছেন। খাণ্ডেল মহাশয়ের সম্পত্তির মূল্য ত্রিশ হাজার টাকা। আজকালকার দিনে ত্রিশ সহস্র মুদ্রা নিঃস্বার্থভাবে দান করা যে সে লোকের কাজ নয়। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি, খান্দেল মহাশয় দীর্ঘজীবন্ লাভ করিয়া দেশের লোকের উপকার করুন।

অতিথি এবং হোটেলওয়ালা।

অতিথি। কি ভয়ানক! এই তোয়ালেতে কি মুখ মোছা যায়—ভয়ানক অপরিষ্কার!

হোটেলওয়ালা। আশ্চর্য্য ক'ল্লেন, এই তোয়ালেতে ৬০ জন মুখ মুছ্‌লে, কেউত খুঁত ধল্লে না?

অতিথি। নির্ব্বাক।

বক্তা এবং শ্রোতাগণ।

বক্তা। কুসংস্কার পরিত্যাগ করুন, আর দেশের বিধবাগুলিকে কষ্ট দেবেন না, বিধবা-বিবাহ ধর্ম্ম-সঙ্গত, শাস্ত্র-সম্মত; আর আমি আপনাদিগকে অধিক কি বল্‌ব—

শ্রোতাগণ। আর কিছু বল্‌তে হবে না, কেবল বলুন, শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ! তা হইলেই আপনারও ছুটী, আমাদেরও ছুটী।

বক্তা। এঃ! আমি দেখ্‌চি কুসংস্কারের জন্য দেশের আর মঙ্গল নাই।

শ্রোতাগণ। কাজেই—এখনও বিলম্ব আছে, মাথা গরম কর্ত্তে ও সময় আবশ্যক।

সভাভঙ্গ হইয়া গেল।

মিঃ মনিয়ারকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, কোন কোন দেশে চৌদ্দ বৎসর বয়সে রাজ্যলাভ কর্ত্তে পারে। কিন্তু আঠার বৎসরের কমে বিবাহ কর্ত্তে পারে না ইহার কারণ কি?

মনিয়ার। যেহেতুক রাজ্যশাসন অপেক্ষা স্ত্রী-শাসন কঠিন কাজ।

নেপোলিয়ন ও রুষ-কর্ম্মচারী।

রুষ কর্ম্মচারী। কি জানেন, রুষেরা মর্য্যাদার জন্য লড়াই করিয়াছিল, কিন্তু ফরাসীরা রাজ্যলাভের জন্য লড়িয়াছিল।

নেপোলিয়ন। একথা অসত্য নয়। যাহার যাহা নাই, সে তাহাই পাইবার জন্য লড়িয়া থাকে, ইহাই জাগতিক নিয়ম!

উপস্থিত বুদ্ধি।

প্রফেসর। তোমরা বল্‌তে পার, আমি মাথা নীচু কল্লে সমস্ত রক্ত মাথায় আসিয়া জমে কিন্তু সহজভাবে দাঁড়াইয়া থাকিলে পায়ে রক্ত জমে না কেন?

জনৈক ছাত্র। যেহেতু আপনার পা টা যে ফাঁপা নয়।

একটা মাতাল একটী মদের পিপা আঁকড়াইয়া ধরিয়া করুণ স্বরে রোদন করিতেছে। তাহার করুণ স্বরে চারিদিকে লোক জমিয়া গেল; একজন যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ভাইরে আর কান্দিস্ না, তোর কি হইয়াছে বল্।

মাতাল। আর কি ব'ল্‌বো গো, এই পিপেতে আমার প্রাণ ছিল, সেই প্রাণবিয়োগে আমি শোকে বিলাপ কচ্চি।

লোকটা হটিয়া আসিয়া মন্তব্য করিল, —এঃ এ বেটা আস্ত মাতাল দেখ্‌ছি।

মানুষের রং এর উপর লবণের ক্ষমতা।

ডাক্তার বার্গ-ফেল্ড জর্ম্মাণীর প্রোফেসর, তিনি বলেন, খাদ্যদ্রব্যের উপরেই মানুষের বর্ণ নির্ভর করে। তিনি বলেন, বিজ্ঞানবলে মনুষ্য-শরীরে বর্ণবৈচিত্র ঘটান যাইতে পারে।

নিগ্রো জাতি কেবল উদ্ভিজ্জ খাদ্যের উপর নির্ভর করে; এই সকল উদ্ভিজ্জে যথেষ্ট লৌহ বিদ্যমান থাকায় ইহাদের বর্ণ কাল হয়। ইহারা খাদ্যের সহিত লবণ ব্যবহার করে না, মাংস ও উদ্ভিজ্জ উভয়েই লৌহ বিদ্যমান থাকায় ইহাদের বর্ণ কাল হয়। তিনি বিশ্বাস করেন যে,

মানুষ প্রথমে সকলেই কৃষ্ণবর্ণ ছিল, কারণ তখন তাহারা সর্ব্বতোভাবে উদ্ভিজ্জাত খাদ্যের উপরই নির্ভর করিত। আমেরিকান ইণ্ডিয়ান্ জাতির বর্ণ লাল, যেহেতু তাহারা মাংসের উপর জীবন ধারণ করে, এই মাংসে রক্তের সহিত হিমোগ্লোবিন নামে এক প্রকার লোহিত বর্ণ দ্রব্য থাকে, সেই জন্য ইহাদিগকে Red Indian বলিয়া থাকে। মোগল জাতির বর্ণ হরিদ্বর্ণ, যেহেতু ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কৃষ্ণবর্ণ ফল খাইয়া জীবন ধারণ করিত, তাহার পর ইহারা এসিয়ার মধ্য প্রদেশে মেষ পালন করিয়া সেই দুগ্ধের উপর জীবন ধারণ করিত। এই দুগ্ধে 'ক্লোরিন' নামক পদার্থ বিদ্যমান থাকে, ইহা চর্ম্মের বর্ণ অপেক্ষাকৃত ফর্সা করে, সেই জন্য ইহারা হরিদ্বর্ণ।

ককেসিয়ান জাতীয় মনুষ্যগণ শ্বেতবর্ণ. কারণ ইহারা খাদ্য দ্রব্যে লবণ ব্যবহার করিয়া থাকে, এই সাধারণ লবণ বিশুদ্ধ ক্লোরাইড, ইহা রং পাতলা করে এবং সেইজন্য ইহাদের বর্ণ—শ্বেতবর্ণ হইয়া যায়। তিনি বলেন, নিগ্রো জাতি যে এত ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ইহাদিগের কোন শিশুকে লবণাক্ত খাদ্যদ্বারা পালন করিলে সেও তাহার জাতীয় লোকদিগকে অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ফর্সা হইয়া যায়। লবণের যে রক্ত পাতলা এবং রং ফর্সা করিবার ক্ষমতা আছে, তাহা ভারতবাসীগণ বহুকাল হইতে জ্ঞাত আছেন।

গঙ্গার জলের উপকারিতা। রাসায়নিক পরীক্ষায় সপ্রমাণ হইয়াছে যে, গঙ্গার জলে যথেষ্ট এমন বীজাণু বিদ্যমান আছে, যাহা রোগ-জীবাণুকে ধ্বংস করিয়া দিতে সক্ষম। সেই জানিয়াই আর্য্য ঋষিগণ ভাগীরথীকে সর্ব্বসন্তাপহারিণী আখ্যা দিয়াছেন। গঙ্গাস্নানে মানুষের সর্ব্বরোগ শান্তি হয়, এমন কি কুষ্ঠব্যাধিও ভাল হয়। এমন নদী আর কোন দেশেই নাই। ডেলিনিউজে প্রকাশ—"So there must be some merit in the reputed medicinal virtues of the Ganges after all."
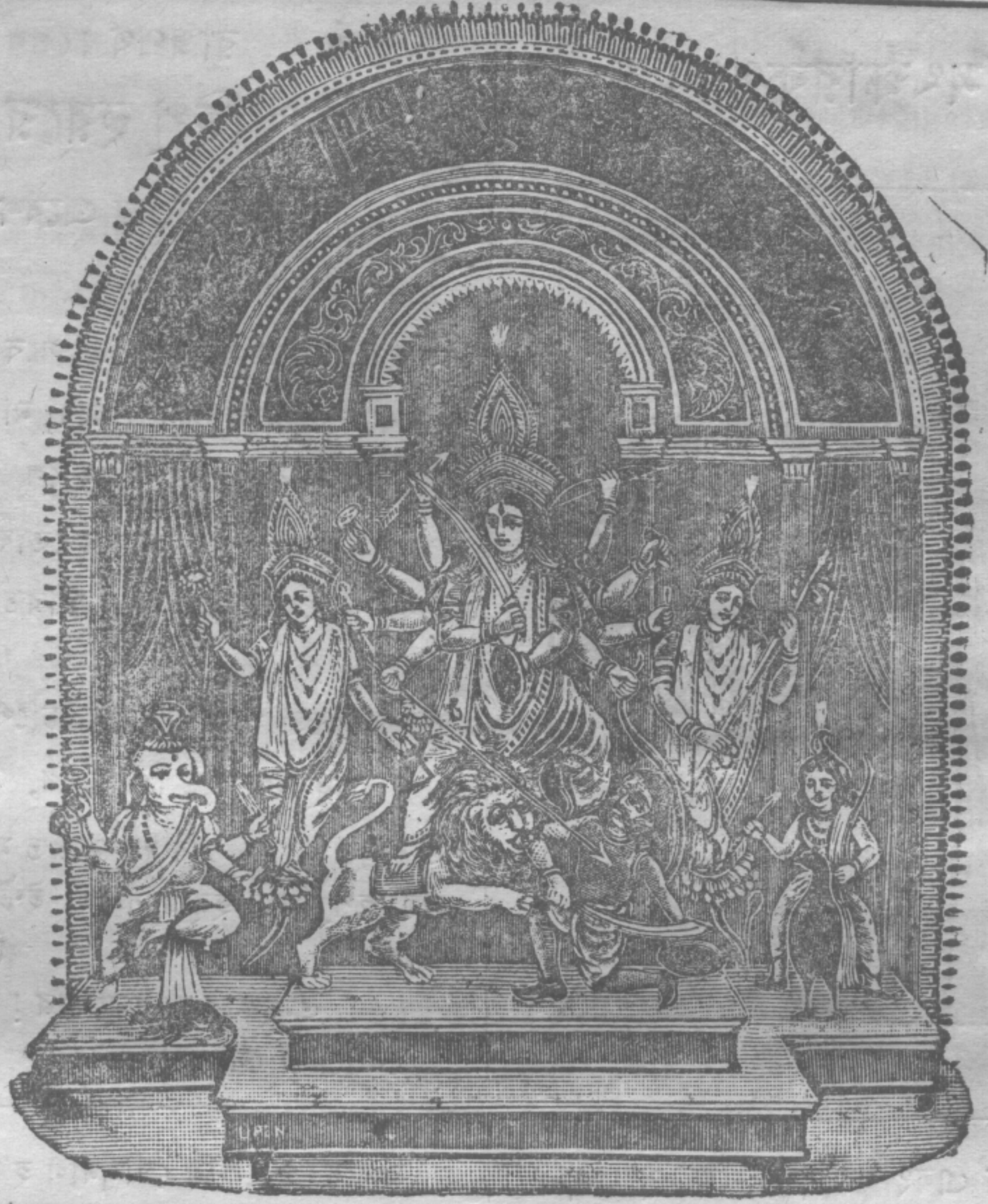
পূজা-পঞ্চরং।

ভারত-রঙ্গভূমি।

কৈলাস-শিখর।

ভগবতী এবং জয়া।

জয়া। হের বিশ্বমাতা!
ভারত তোমার হইয়াছে রঙ্গভূমি এবে।
হের ত্রিনয়নি,
ত্রিনয়নে রঙ্গ অভিনয়!
দেব ঋষি পূর্ণ সেই ভারত তোমার
হইয়াছে কেমন এখন!

ভগবতী। জয়া! কারা ওরা—কেন করে
গণ্ডগোল, কাহাদের ও কাতর চিৎকার?

জয়া। পরিচয় এখনি পাইবে মাতা,
ত্রিনয়নে দেখে যাও শুধু,
চারিচক্ষু হলে হতো ভাল আজ!
ঘরে ঘরে অভিনব অভিনয় দিন দিন।

হতভাগ্য মোর—
দুনয়নে হেরিতে না পারি সব—
বলিতে না পারি এক মুখে!

পটপরিবর্ত্তন।

থ্রি চিয়ার্স ফর্ ইন্টার-ম্যারেজ!

সংস্কারকগণ।

রাজপথ।

হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে।

সংস্কারকগণের প্রবেশ।

গীত।

আমরা দেশের সমাজ ক'র্‌ব সবে সংস্কার।
দেশেতে কোনোখানে রাখ্‌বো না আঁধার॥
জাত বেজাতে বিয়ে হ'লে
(হবে) বীর বলবান্ তোফা ছেলে,
তখন পলকেতে হয়ে যাবে ভারত খানার
কি বাহার॥
পোড়া প্যান্‌প্যানানি চোখে,
শুধু জল পড়ে গো দুঃখে,
এত কুসংস্কার ক'র্‌ব দূর ভারত মাতার।
বল হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে সবাই, ইণ্টার-ম্যারেজ
থ্রি চিয়ার্স॥
এন্‌কোর! এন্‌কোর!!
নো মোর নো মোর—

তা'হলে

কি মজাই হবে বাস্তবিক!

হাঃ! হাঃ!! হাঃ!!!

মধ্যবিত্ত এবং কৃষকগণের প্রবেশ।

কৃষকগণ। আমরা জলকষ্টে চাস কর্ত্তে পাই নাই, ওগো তোমরা দেশের শিক্ষিত ভদ্র-সন্তান—যদি পার, আমাদের অন্নের সংস্থান করে দাও—দোহাই তোমাদের।

সংস্কারকগণ। আরে মলো যা—এ বেটারা আবার কে? অসভ্য বর্ব্বর কুসংস্কারাচ্ছন্ন পশুর দল—তোরা গেলেই বা কি আর থাক্‌লেই বা কি?

কৃষকগণ। মশায় সকল! আপনারা শিক্ষিত, জ্ঞানী; এই কি আপনাদের কথা? আপনারা চেষ্টা ক'ল্লে দেশের অনেক ভাল কর্ত্তে পারেন।

সংস্কারকগণ। শিক্ষিত হ'লেম কি তোদের কথা ভাব্‌বের জন্যে—আমরা আপনাদের নিজের ধান্দায় আছি। দেখ কি ক'চ্চি—দেশে ইন্‌টার-ম্যারেজ চালাব—ব্রাহ্মণ, কায়স্থ কলির ক্ষেত্রি, উগ্রক্ষেত্রি, পোদ্, বাগ্দী, চাঁড়াল সব যে যার ইচ্ছে মেয়ে বিয়ে ক'র্‌বে, তাতে জাত যাবে না, বিষয়েরও কোন গোলমাল হ'বে না। সব এক জাত, এক ধর্ম্ম হলে দেশের চেহারা ফিরে যাবে। জাতি বিচারেই দেশের সর্ব্বনাশ হ'চ্চে—সব সোণার ভারত বানিয়ে দেব, ভাবনা কি তোদের!

কৃষকদল। ও সেজো দাদা এঁরা বলেন কি?

সংস্কারকগণ। ব'লবো আবার কি, কথা বুঝ্‌তে পাল্লে না, এত নিরেট্ মাথা—বেটাদের আবার বাঁচবার সাধ দেখ। আইন হবে! আইন হবে! বিয়ে করে না বনিবন্তি হলে ছেড়ে দিয়ে আবার নূতন বিয়ে কর্ত্তে পাবে—

কৃষকদল। আর সে বউটার কি হ'বে কর্ত্তা?

সংস্কারক। সে আর একটা দেখে নেবে।

কৃষকদল। সর্ব্বনাশ! শ্রীহরি! শ্রীহরি!! দোহাই ইংরাজ-বাহাদুর, আমরাই তোমার নিরীহ রাজভক্ত প্রজা, আমাদের কথায় কর্ণপাত ক'রো, এদেশের গরীবদের মুরুব্বী কেউ নাই, কোত্থেকে এরা নিজেই মুরুব্বী সেজে আমাদের সর্ব্বনাশ করে, তা' বুঝ্‌তে পারি না! দোহাই ধর্ম্ম অবতার—প্রজার মা বাপ, আমাদের সমাজে ও ধর্ম্মে যেন হাত দিওনা, দোহাই ইংরাজ বাহাদুর!

নেপথ্যে—ভোঁক—ভোঁক—

সংস্কারকগণ। বেরো বেটারা, রাস্তা ছাড়—নইলে মটর গাড়ী চাপা কি মর্‌বি?

কৃষকগণ। এরাই দেশের মুরুব্বি! হায়, হায়, হায়, হায়! তা'হলে যত ভদ্দর ভদ্দর লোক মিলে সব ন্যাড়ান্যাড়ির দল বাঁধবে বল! কণ্ঠি বদল কর্ত্তে আবার আইন কি? হা ভগবান্! দেশের এত কাজ থাকতে শেষে বাবুরা এই কাজে লেগে পড়্‌ল?

প্রস্থান।

পথপ্রান্ত।

একদল নরনারীর গান গান করিতে
করিতে প্রবেশ।

(কোরস সঙ্গীত)

তোমরা বেঁচে থাক, বেঁচে থাক,
সব পুরুষ রতন।
আমরা পুরুষ নারী দু' হাত তুলে
ক'রবো আশীষ বরিষণ॥
(ছার) জাতিভেদ দিবে তুলে,
বাগ্দী বামুন ক্যাওড়া, ঢুলে
কিবা বিবাহ বন্ধনে যাপিবে জীবন।
এমন হদ্দ মজা হিন্দুর ঘরে হয় নি গো
কথন॥

শিখ্ কাশ্মিরী বেহারি খোট্টা,
ইয়া গালপাট্টা মোট্টা মোট্টা,
আসবে সব বর, বাঙ্গালীর ঘর,
হাতে ধরে, তুলি নিয়ে, চলে যাবে
খুসি হয়ে—
বাহোবা—ভারি মজ্জিদার হইবে তথন।

যদি চটে যায়
ভাল বাসা হায়
অমনি ডাইভোর্স, করবে না কেউ ফোঁস,
আবার নূতন করে, করবে বিয়ে বুকে রাখবে
তায় তখন।
কেয়াবাৎ আছে, আইডিয়ার তারিফ কেমন!
তাই বলি দু'দিন বেঁচে থাক. সব পুরুষ রতন!
(অগো) ষোল ব'চ্ছরে মেয়ে,
বর ধরবে গিয়ে ধেয়ে,
ত্রিশ বচ্ছরে বর গুলোকে করেছে যারা পণ,
কাজেই বিয়ে কারো থাকবে নাক বাকী গো
তখন॥

দেশে কথাত বুঝে না কেউ
কেবল করে হাউ চাউ
তোমরাই দেশের হর্ত্তা কর্ত্তা মাণিক রতন।
তোমরা বেঁচে থাক, (দেশের) কোলটী জুড়ে
ক'রছি আকিঞ্চন্!!
হিপ্—হিপ্—হুররে—
থ্রি চিয়ার্স ফর্ ইন্টার-মারেজ।

———

ঘোম্টা-সংস্কারকগণ।

"এদেশের যত ভাবী সুখ, সব ঐ মেয়েদের ঘোম্টার ভিতর লুকান থাকে,
এত দিনে অনেক কষ্টে আমরা সন্ধান পেয়েছি
তাই জোর ক'রে ঘোম্টা খসাব।"

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(ঘোম্টা-সংস্কারকগণের প্রবেশ।)

আমরা জোর করে সব মেয়ে গুলোর ঘোম্টা
খসাব।
এমন আওতাতে সব মুখ গুলিকে
আর না মজাব॥
সাম্য স্বাধীন মন্ত্রে এবার কল্‌মা পড়াবো।
এবার ঘরের লক্ষ্মী বাহির ক'রে
লোককে দেখাবো॥
বাজা সব নাক্-বঙ্গাবং নাক্-বঙ্গাবং
নাক্-বঙ্গাবং বং॥
তারা সব বুট পায়ে দিয়ে,
সহরে ঘুরবে বেড়িয়ে॥
দু'চার জনে কল্লে কেবল লোক্‌কে হাঁসাব।
তাই দেশটা শুদ্ধ ন্যাজটা কেটে সবাই মজিব
আমরা জোর করে সব মেয়ে গুলোর
ঘোমটা খসাব॥
বেশ্—বেশ্—বেশ—!!!

অন্যদল—

বিধবার দুঃখু দেখে পরাণ ফাটে
চক্ষু ফেটে—আসে জল।
দেশটার কু-সংস্কার কবে যাবে রসাতল॥
আর শুনিস্ না কেউ শাস্ত্র
পড়্ সব পরাশরি মন্ত্র,
নইলে হিন্দুর বংশ লোপ হবে আর
পাবি নাক—অন্ন—জল।
বিধবার দুঃখ দেখে পরাণ ফাটে
চক্ষু ফেটে আসে জল॥
নারীর স্বাধীনতায় হায়
হাতটা দেওয়া ভাল নয়,
হিন্দুরা লোক সংখ্যায় যাচ্চে কমে
শাস্ত্র কি আর কর্‌বে বল।
বিধবার দুঃখ দেখে পরাণ ফাটে
চক্ষু ফেটে আসে জল॥

শ্রোতাগণ। হোঃ হোঃ—ক্রোকোডাইল্ টিয়ার্স।

সংস্কারকগণ। অর্ডার! অর্ডার!

তৃতীয় দৃশ্য।

—০—

ব্রাহ্মণ ফিরিওয়ালার প্রবেশ।

পটপরিবর্ত্তন।

কৈলাস-শিখর।

ভগবতী। জয়া—এরা—কারা?

জয়া। মাগো—কলির ব্রাহ্মণ এরা—
কর্ম্মদোষে শক্তিহীন!
ক্ষত্রিয়াদি আরও যত জাতি,
নাহি করে অনেকেই ব্রাহ্মণে সম্মান!
শির নাহি নোয়ায় ব্রাহ্মণ-পদে।
সেই হেতু আশীর্ব্বাদ বিক্রয়ের তরে
ফেরি করি ফেরে দ্বারে দ্বারে,
শুন মাতা কিবা কহে দ্বিজ।

ব্রাহ্মণ। চাই আশীর্ব্বাদ; খুব সস্তায় বিকিয়ে যায়। এ আশীর্ব্বাদ একদিন দেবতাও পেত না, আজ ২ খানা লুচী আর একটা সিধে পেলেই বেচে ফেল্‌তে পারি—নিদেন একটা দণ্ডবতেও দিতে রাজি আছি। হায়! এ হলো কি, ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ নেওয়া দূরে থাকুক—ব্রাহ্মণের বাড়ীর প্রসাদ খেলে প্রায়শ্চিত্ত করে! হায় কলির ব্রাহ্মণ! যে ব্রাহ্মণের স্বয়ং শ্রীহরি সম্মান বাড়িয়েছেন, আজ তার কি পরিণাম!

একদল কলির ক্ষত্রিয়ের প্রবেশ।

ক্ষত্রিয়গণ। তুমি কে?

ব্রাহ্মণ। আমি ব্রাহ্মণ, তোমরা কে?

ক্ষত্রি।—আমরা কে তা শুন্‌বে?

ব্রহ্মণ।—অবশ্য, শুন্‌বো বইকি।

পট পরিবর্ত্তন।

কৈলাস-শিখর।

ভগবতী। জয়া এরা কারা বুঝিতে না পারি,
যজ্ঞসূত্র গলে—মসিপাত্র, লেখনী বান্ধিয়া
কটিদেশে?

জয়া। মাতঃ!
ইহারাই কলির ক্ষত্রিয় কহে।
তবে অনুগ্র ক্ষত্রিয় এরা!
ইহাদের স্বতন্ত্র খেয়াল মাতা—
কহে চিত্রগুপ্ত বংশধর—
ক্ষত্রিয় আমরা,
তাই ধরিয়াছি সূত্র গলে।

ভগ। কোথা অসি চর্ম্ম—বীরের ভূষণ?

জয়া। মস্যাধার চর্ম্ম, আর লেখনীই অসি।
শুন মাগো—কি কহিছে তা'রা।

—০—

পট পরিবর্ত্তন।

পথপ্রান্ত।

ক্ষত্রিয়। সেকালের বাপ দাদা সব মুখ্যু,
একালের বুদ্ধি কিছু সূক্ষ্ম।
তাই কায়েত খেতাব খেদিয়ে দিয়ে
পরে ফেলেছি পৈতে।
আমরা দাস মুছে সব বর্ম্মা
লিখি হ'য়ে কৃতকর্ম্মা
সমাজে নাই কথা কেউ কইতে॥
কাটা কাটি মারা মারিটা বড় ভয় করি—
তাই ঢালের বদলে দোয়াত,
সমাজ হয়েছে কুপোকাৎ
অসির বদলে কলম চালাই
তলোয়ার—পারি নাক বইতে॥
যদি কভু ক্লোজ-ফাইট হয়,
মার্‌বো খোঁচা এই কলমে তায়,
যেন হাইল্যাণ্ডার সেনার মত পার্‌বে না
কেউ সইতে॥

সেকালের বাপ দাদা সব মুখ্যু
আমাদের বুদ্ধি কিছু সূক্ষ্ম,
তাই কায়েৎ খেতাব খেদিয়ে দিয়ে
পরে ফেলেছি পৈতে॥

ব্রাহ্মণ। বেশ বেশ উত্তম কাজ করেছ দেখ্‌চি।

ক্ষত্রিয়। ঠাকুর Pen is mightier than sword অসি হতে লেখনীই প্রধান, সেই জন্য কেন আর ভারি জিনিষটা বয়ে বেড়াই, একটা হাঁসের কলমেই আমরা সব উদ্ধার ক'র্‌বো।

ব্রাহ্মণ। বাস্ বাস্ তা হ'লেই হলো। এমন কতজন ক্ষত্রিয় হ'য়েছে?

ক্ষত্রিয়। সংখ্যায় এখন বড় বেশী নয়, কতক গুলো গোঁড়া কায়েৎ এখনও রাজী হয় না,

কলির ক্ষত্রিয়!

আয় তোরা কেউ পৈতে নিবি আয়।
বড় সস্তায় বস্তা বস্তা পৈতে চ'লে যায়॥
আয় সব ক্ষত্রিয় হ'য়ে যা—

এ নিরাপদ যুগ—আর পরশুরাম
আসবে না বাবা—আয় যজ্ঞের চ'লে
আয়!

কিন্তু শীঘ্রই হবে। অনেকে পৈতে নিয়ে আবার ফেলে দিচ্ছে, আশ্চর্য্য!

ব্রাহ্মণ। তা' পৈতেটা বাঁ দিকে?

ক্ষত্রিয়। ও—হো, অনভ্যাস বশে—ও সব শীগ্‌গিরই অভ্যাস ক'রে নেওয়া যাবে—যেদিকে হোক থাক্‌লেই হলো—ওতে কি আসে যায়?

ব্রাহ্মণ। তা তোমাদের আদি পুরুষ চিত্রগুপ্ত এসংবাদ জানেন ত? নইলে "জালক্ষেত্রি" বলে শেষে গোল না বাধায়।

ক্ষত্রিয়। হাঁ সেখানে শীঘ্রই আমরা ডেপুটেশন্ পাঠাচ্চি, আমরা শীঘ্রই সেখানে যেয়েও এর মীমাংসা ক'রে আস্‌বো।

ব্রাহ্মণ। তা সে ডেপুটেশনটা কবে হ'বে?

ক্ষত্রিয়। দাড়াও বাবা ডেপুটেশন্ পাঠান সহজ কথা নয়—সময়সাপেক্ষ!

ব্রাহ্মণ। বটে? শুনেছি নাকি সেখানে পাগলা গারদও আছে?

ক্ষত্রিয়। কি ঠাট্টা! ঠাকুর মুখ সাম্‌লে ঠাট্টা করো, দেখেছ কলম্—প্যাঁক করে চোকে ফুটিয়ে দেব—এমন অস্ত্র আর নাই—তলওয়ারের ঘা অনেকে খায়, কলমের খোঁচা খায় ক'জন?

ব্রাহ্মণ। তবে পালাই বাবা! চাই আশীর্ব্বাদ, অতি সস্তায় বিকিয়ে যায়, চাই আশীর্ব্বাদ।

নমঃশূদ্র ইত্যাদিগণের প্রবেশ।

নমঃ। কে তুমি?

ব্রাহ্মণ। আমি ব্রাহ্মণ।

নম। বেশ, তোমরা আমাদের জল না খাও তো অন্য জেতে চ'লে যাবো, তোমাদের লোকসংখ্যা কমে যাবে।

ব্রাহ্মণ। তা—কি কর্‌বো বল, আমাদের নিজেদের অনেকত যাচ্চে বাবা, সংখ্যা বাড়াতে হবে বলে যা চলেনা, তাই চালাতে হবে? চলে যাওত কর্‌ছি কি? আর চল্লিই হলো না চলে কি? তবে যুক্তিটা ভাল নয়, দেখ চেষ্টা ক'রে, ব্রাহ্মণ একাই এখন সমাজের নেতা নয়, যখন ছিল, তখন ছিল, এখন সকলেই স্বস্ব প্রধান, ব্রাহ্মণের আত্ম-সম্মানবোধ যাওয়াতেই সমাজের এত দুর্দ্দশা হয়েছে। এসব আমাদেরই কর্ম্মফল, নিজ কর্ম্ম-দোষে মজালু ব্রাহ্মণ কুল, মজিনু আপনি!"

চতুর্থ দৃশ্য।

—০—

পল্লী পথ।

কতকগুলি পল্লীবাসীর প্রবেশ।

বারমাস, পাড়াগায়ে থাকা পোষায়
না'ক আর।
শুধু দলাদলির কচ্‌কচানি
করাই হয়েছে সার॥
পোড়া গ্রামটা ছেড়ে সহরে যাব,
পাঁচটা ভাল মন্দ খেতে পাব
যখন আস্‌বো দেশে বাবু হয়ে হদ্দ
চমৎকার।
বারমাস পাড়াগাঁয়ে থাকা পোষায়
নাক আর।
আন্‌বো বয়ের কত ঢাকাই সারী
চড়বো কত জুড়ি গাড়ী,
চাষার ছেলে? এ, অপমান সইব
নাক আর॥

ব্রাহ্মণ। চাই আশীর্ব্বাদ,—এ আবার একদল কারা, (একটু অগ্রসর হয়ে) তোমরা কেহে বাপু সকল?

পল্লীবাসী। আমরা পল্লীবাসী।

ব্রাহ্মণ। কোথায় যাবে বাপ সকল?

পল্লীবাসী। সহরে চাকুরী কর্ত্তে, দুনিয়ার রাজা-রাজড়া জমীদার বড় লোক সব সহরে বাস করে, আমরা কেন এঁদো পুকুরের জল খেয়ে মরি, তাই বেড়িয়ে পড়্‌লেম সব।

ব্রাহ্মণ। জমি জায়গা ভীটে মাটী ঠাকুর এসকল কি কল্লে?

পল্লী। সেখানে পড়ে রইল! বুড়ো মা বাপ দেখবে। যাক্‌গে সব, সবাই মজা মার্‌বে, আর মর্‌বো আমরা পাড়গাঁয়ে ম্যালেরিয়ায় পড়ে?

ব্রাহ্মণ। আর তোমরা সহরে বিলাসে ডুবে থাক্‌বে? এই করেই দেশের জমী অনুর্ব্বর, শিল্প লুপ্তপ্রায়, হায় হায় হলো কি? কি ভয়ানক কথা, তা চাক্‌রী করে থাক্‌বে কি? কলকাতার পয়সা কি ঘরে আন্‌তে পার্‌বি? পেটে খেতেই কুলায় না। যা—সব বাড়ী ফিরে যা।

পল্লীবাসীগণ। তুমি আচ্ছা ঠাকুর! স্বার্থপর ব্রাহ্মণ, তোমরা স্বার্থছাড়া পরামর্শ দাও না, ঘোষজার মুখে শুনেছি, বামুনের কথা আর শুন্‌ছি না বাবা। গাঁয়ে থাক্‌লে সেই ঘোষের পো, তামাক সাজ,

পল্লিবাসিগণ।

টীকা।—সমাজে ব্রাহ্মণের আর জাত নাই, ষষ্ঠী এন্‌ত্রেতার মহাশয় কেটে দিয়েছেন!

জল তোল, ভুঁই রোও, এসব আমরা আর করব না। সহরে যে যাবে, সেই বাবু! মুড়ী মিছরীর একদর! আমরা আর পাড়াগাঁয়ে থাকবো না।

ব্রাহ্মণ। বেশ করেছ, দেশটাকে যতশীঘ্র পার, রসাতলে দাও।

প্রস্থান।

পটপরিবর্ত্তন।

কৈলাস-শিখর।

ভগবতী। চল, জয়া আর নাহি পারিব
দেখিতে, সোনার ভারত
মজিয়াছে চির তরে,
বাস্তবিকই হইয়াছে রঙ্গালয়—
পরিপূর্ণ বাতুলের দলে!

জয়া। দুর্ভিক্ষেতে দেশে হাহাকার,
অর্থাভাবে শিল্প লুপ্ত প্রায়,
সে সকল তিল মাত্র না করি
জল্পনা, খেয়ালের দাস সবে!
অন্তঃসার শূন্য গৃহ সব,
তারোপরে বিলাসিতা,
সংস্কার উদ্দেশ্যবিহীন যত!
ধর্ম্মলোপ কর্ম্মলোপ ভারতের,
শাস্ত্রবিধি উপেক্ষিত পদে পদে;
মাগো! পার নাকি মৃত্যুঞ্জয়ে বলি,
করিবার প্রতিকার কিছু,
বহু রোগে ধরিয়াছে
ভারত-সন্তানে তব?

ভগবতী। জয়া! শিবের অসাধ্য রোগ
এ রোগের প্রতিকার নাই!
যদি কভু জাগে পুনঃ ব্রাহ্মণ সমাজ,
হ'তে পারে উদ্ধার তখন।
সমাজের মুধুনী যাইলে
সমাজের দেহ আর থাকে কতক্ষণ।
রে ব্রাহ্মণ! দেবের আরাধ্য
সেই ত্যাগী দ্বিজ, সিংহের শাবক!
শৃগালের পদতলে লুটাতেছ শির!
পার যদি একবার,
ভাব কিবা ছিলে হইয়াছ কিবা?
ক্ষুদ্র স্বার্থে হারায়েছ অমূল্য রতন!
রাজার মুকুট উপেক্ষায় ফেলিয়াছে
পদতলে।

জয়া। ধর্ম্ম কর্ম্ম হলো লোপ,
ভারতের মাতা!
আশু কর প্রতিকার,
যুগে যুগে তুমিই করেছ রক্ষা
ধর্ম্মের সম্মান।

ভগবতী। নাহি ভয়, হিন্দু ধর্ম্ম অটল অচল
রবে চিরকাল,
কত উঠে কত জন জলবিম্বপ্রায়,
মতিচ্ছন্ন বশে, কিন্তু ডুবে যায়
অনন্তের কোলে,
হিন্দু ধর্ম্ম রহে চিরদিন
অটুট ভারতে। মার্জ্জিত হইলে পুনঃ
দ্বিগুণ প্রভায় মুগ্ধ করে জগজ্জনে,
শুভ্র জোতি আচ্ছাদিত ক'রে ফেলে
অন্য ধর্ম্মে যত॥
কিন্তু দুঃখ এই, এত সব ভারতের
মনস্বী সন্তান,
অসার বিষয়ে করে মস্তিষ্ক নিয়োগ।
অসংখ্য অগণ্য দেশবাসী অনাহারে মরে
ভ্রূক্ষেপ নাহি তায়, মরে সবে খসাইতে
ঘোমটা নারীর,
কিম্বা বিবাহ দিইতে পুনঃ স্বাধ্বী
বিধবার
ব্রহ্মচর্য্যে রত সদা! এইরূপে অনৈক্যতা
করিয়া সৃজন পরস্পর পুড়ে মরে,
রসাতলে যায় দেশ!
সার কথা বলি শুন, ধর্ম্ম ভিত্তি সুদৃঢ়
হিন্দুর,
সংস্কার কভু না সম্ভবে সেথা।
হিন্দুর পবিত্র নারীকুল যতদিন রহিবে
ভারতে
বদ্ধমূল সংস্কার না যাইবে কভু,
নারীদেহে আমার বিরাজ, আমি রক্ষি
অলক্ষিতে ধর্ম্মের সম্মান। হিন্দুধর্ম্ম
চিরদিন অটুট রহিবে ভবে।
রাজার উদ্দেশ্য সৎ
প্রজার সমাজে কিম্বা ধরমে তাহার,
নাহি দেন হাত,
ন্যায় ধর্ম্ম ইংরাজ শাসনে আছে।
এইজন্য চিরদিন দীন প্রজা ভারতের
গাহিবেক ইংরাজের জয়।

জয়া। হের মাতা ভারত তোমার
চিরভক্ত, কেন মাগো
দীনা হীনা উপেক্ষিতা জগতের,
কর মা করুণা দান, চাও মুখ তুলে
সন্তানের—দূর কর দীনতা তাহাদের।

ভগবতী। উদ্যোগীর কাছে বাঁন্ধা থাকি
চিরকাল, হের পাশ্চাত্য জগত,

উদ্যোগীর অবতার সবে!
বাঁন্ধা লক্ষ্মী দ্বারেতে তাদের।
ভারতও আছিল একদিন
মহাকর্ম্মী উদ্যোগী অতুল;
সৌভাগ্যেরও আছিল নাহিক সীমা।
কিন্তু আত্মধর্ম্ম ত্যজিয়া যাহারা,
পর ধর্ম্মপদে শির লুটায় নিজের,
আপনার সমাজের
ছিঁড়িয়া বন্ধন অনায়াসে
পররীতি করিয়া আশ্রয়,
হেন জাতি দেবতারও অপ্রিয় জানিবে,
অভিশপ্ত সতত তাহারা।
কর্ম্মফল কে পারিবে করিতে খণ্ডন?
এই হেতু ভারতের দশা বিপর্য্যয়।
বিলাসী এমন, অপব্যয়ী, একতাবিহীন
যেই জাতি, লক্ষ্মী কভু থাকেনা তথায়।
হাহাকার সতত তাদের, অনিবার্য্য
বিধির বিধান। অন্তর্ধ্যান।

ব্রাহ্মণ। হায় হায়, পূর্ণ কলি বুঝি
হইলরে এইবার।
শাস্ত্রবাক্য পদে পদে
ফলিতেছে এবে—

(প্রস্থান)

সখের বাউলের প্রবেশ।

মানুষকে ধল্লে ভূতে—খেয়ালেতে কত সব আবল্ থাবল্ বলে।
আবার সেই মানুষের ভূত ছেড়ে যায়—ছটী ঘা খ্যাংরা পড়া দিলে॥
কোথা সব বাঙ্গালা দেশের মা লক্ষ্মীরা কই,
একবার খ্যাংরা ধরে এগুলোকে কর চলন সই
রাখ, ধর্ম্ম সমাজ, বজায় রাখ, পিঠের থাল্‌টা দিয়ে খুলে॥
বড় বাড়াবাড়ী হচ্ছে যে মা, যাদনে সব শক্তি নিজের ভুলে॥
এরা সব সায়েব হবে করবে বিবি, তোরা দেবী ছিলি, তাই কি হবি!
যাবি আদালতে ছাড়তে পতি—এরা সব এমনি কথাই বলে॥
বাবুদের স্বদেশী মদেশী হুজুক, উঠেছিল একবার
সে খেয়াল দূরে গেল উঠ্‌ল আবার ঘোমটা খসাবার,
বিধবার দুঃখ দেখে পরাণ ফাটে—বাবুরা সব ভাসছে নয়ন জলে॥
দেশের শিল্প গেল, ব্যবসা গেল, দেশ হলো ফতুর
অগো একটা পয়সা ফাদার, মাদার, স্বদেশের প্রেমটা এতদূর,
দরজায় ভিক্ষে পায়না কাণা খোঁড়া—মার খেয়ে সব যায় চলে॥
কোথাকার সভ্যদেশে আছে এমন জাত,
নিজের দেশটায় আগুণ দিয়ে করে কুপোকাৎ,
ছি ছি ছি পরের পালক মাথায় পরে—নিজের রীতি দেয় ফেলে॥

এন্‌কোর্—এন্‌কোরর্—

অভিনেতা ও অভিনেতৃগণ।

করি নমস্কার বার বার।
করি নমস্কার বার বার।
নিজগুণে ক্ষমা করো—ত্রুটী সবাকার।
আমাদের দুঃখ এই
প্রকৃত কাজের কই
কি কাজ হতেছে দেশে, সুখ ভোগ করে দশে
পার যদি কর কিছু তারই প্রতিকার।
শুধু হুজুকের খেলা
শুধু হুজুগের মেলা,
এতে ঘুচেনাক কভু দেশের হাহাকার।
যাহা আছে তাই ভালো,
মিছে কেন গোল তোলো,
সংস্কার কেবা চাহে—অন্নকষ্টে মহামার।
নিজের খেয়ালে মজি
মজাইলে দেশ বুঝি
ছেড়ে দাও—করে ধরি—সংস্কার মংস্কার॥

(যবনিকা)

নো মোর্—নো মোর্!

বেকারের উপায়।

সহজ শিল্প প্রস্তুত প্রণালী।

জমাট পুষ্পসার।

(Frozen Perfume)

এই সুগন্ধটী জমাট এবং স্বচ্ছ, ইহাকে বস্ত্রে ঘষিলে সমস্ত বস্ত্র সুবাসিত হইয়া যায়। তরল এসেন্স অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কারণ ইহা সহজে নষ্ট হয় না এবং অপব্যয় হইতে পায় না অন্যান্য সখের জিনিস অপেক্ষা ইহার বিক্রয়াধিক্যও অধিক, সেইজন্য ইহার জনসমাজে বিক্রয়ের প্রশস্ত ক্ষেত্র আছে।

প্রস্তুত-প্রণালী।

লেমন অয়েল গ্রাস—২ আঃ

অয়েল ক্লোভস—½ আঃ

লাভেণ্ডার অয়েল—½ আঃ

এই গুলিকে লইয়া একত্রে উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া লইতে হইবে। তারপর, পারাফিন্ ৪ কোয়ার্ট অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া লইয়া উপরোক্ত সমস্ত গুলি মিশাইয়া ফেলুন, জমিয়া যাইবে। ইহাকে কাটিয়া ছোট ছোট চৌকা খণ্ডে পরিণত করুন, এবং ইহার উপর পিতলের ষ্টাম্প থাকিলে ষ্টাম্প করিয়া নিজের নাম ধাম লিখিতে ও পারা যায়। তাহার পর এন্ভেলপে বা সেই আকারের কাগজের বাক্স করিয়া তাহাতে লেবেলাদি যদি ৵৹ আনা প্রত্যেকটায় বিক্রয় করা যায়, তাহা হইলে ৪ গুণ লাভ হইতে পারে। ফিরি করিয়া একজন ১০০ কেক্ বিক্রয় করিতে পারে, ইহার কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। ইহার প্রত্যেক খানায় ৴১০ মাত্র ব্যয় পড়ে। প্যারাফিন্কে জলে দিয়া গরম করিলেই গলিয়া যাইবে।

ELECTRIC POWDER,

বা বৈদ্যুতিক চূর্ণ।

ইহা দ্বারা সোনা, রুপা, জর্ম্মান-সিলভার, কাঁসা পিতলের জিনিস উজ্জল এক পরিস্কার করিতে পারা যায়। ইহা এক একটী ছোট ছোট কাষ্ঠের বা পিস্ বোর্ডের বাক্সে করিয়া বিক্রয় করিতে হয়। প্রত্যেক বাক্সে ৴০ আনা ব্যয় হইতে পারে, কিন্তু ।৹ আনা বাক্স বিক্রয় হয়। এজেণ্টস্ এবং দোকানদারদিগকে ২৪।২৫৲ টাকায় ১০০ দিতে পারা যায়।

প্রস্তুত প্রণালী।

খুব ভাল হোয়াইনিং—৪ পাউণ্ড

ক্রিম অফ্ টার টার—½ পাউণ্ড

ক্যালসাইনড্ ম্যাগনেসিয়া ৩ আঃ উত্তম রূপে মিশ্রিত করিয়া বাক্স পূর্ণ করত লেবেল দিয়া বিক্রয় করিতে হয়।

ব্যবহার বিধি।

এক খণ্ড শাময় চামড়াকে প্রথমে সুরাসারে, অভাবে জলে ভিজাইয়া উপরোক্ত শুষ্ক চূর্ণে ঠেকাইলেই লাগিয় যাইবে, তাহার পর জিনিসে লাগাইয়া বস্ত্র দ্বারা ঘষিলেই মুহূর্ত্তের মধ্যে উজ্জল হইয়া উঠিবে, অন্য কোন পালিসে এমনটী হয় না। ইহা বাজারে প্রচুর বিক্রয় হইয়া যায়।

পরিব্রাজকের কালী।

মফঃস্বলে যাইতে কালী সঙ্গে লইয়া যাইলে বস্ত্রাদি নষ্ট হয়, সেইজন্য Traveller Ink নামক এক প্রকার কালী বাজারে বিক্রয় হয়।

সাদা ব্লটিং কাগজকে গাঢ় আনিলাইন্ রঙ্গে ডুবাইয়া ৪।৫ খানাকে উপরি উপরি দিয়া চাপ দিয়া জমাইয়া ফেলিতে হয়।

লিখিবার সময় সেই ব্লটীং কাগজ এক টুকরা দোয়াতে বা অন্য পাত্রে জল দিয়া দিলেই কাগজের রং গলিয়া কালী হইয়া যাইবে।

এইরূপ ৩ ইঞ্চি স্কোয়ার ৩।৪ খানা ব্লটীং কাগজ এন্ভেলপে পুরিয়া বিক্রয় করিতে হয়। পয়সায় ২ খানা দিলেও যথেষ্ট লাভ হইতে পারে। এগুলি বেকার পূজাশূন্য লোকে করিয়া মূলধন সঞ্চয় করিতে পারে। আজ এই পর্য্যন্ত থাক।

বাঙ্গালী চিনিবার সহজ উপায়।

এক হিন্দুস্থানি ব্রাহ্মণ গঙ্গার ধারে এক বৃক্ষতলে বসিয়া প্রতিদিন ভাগবৎ পড়িত, কিন্তু পড়িবার আগেই বলিত "কেউ যদি বাঙ্গালী থাক, উঠিয়া যাও"। এক বাঙ্গালী এই কথা শুনিয়া বলিল "এর মানে কি"? পরদিন সে ভোল ফিরাইয়া হিন্দুস্থানীর মত টুপি পরিয়া হিন্দুস্থানীর দলে মিশিয়া পড়িল। ব্রাহ্মণ বলিতেছে, "দেখো ভেইয়া, যিস্ কদম্ গাছ পর শ্রীকিষেন্ জী কেলি করতা তো, উসকা পাত্তা যব পানিমে গিরতা কুমীর হো যাতা, আউর জমীন্ মে গিরনেসে শের হোতা হৈ" দর্শকগণ সব বলিয়া উঠিল, হাঁ হাঁ ও তো হোবেইগা, এহিতো ভগবানকো মর্জ্জি হ্যায়।

ছদ্মবেশী বাঙ্গালী বল্লেন—"আচ্ছা ঠাকুরজী! যব এহি পাতা আধা পানিমে, আউর আধা জমিন্মে গিরেগা, তব ক্যা হোগা? ঠাকুরজী চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিলেন, তোম্ শালে কভী হিন্দুস্থানী নহী, তোম্ জরুর বাঙ্গালী হ্যায়! বাঙ্গালী বাবু মার দৌড়!

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

এই সংখ্যা পাইয়া পূর্ব্ব সংখ্যাগুলির জন্য চিন্তিত হইবেন না। এখানি "পূজার কাজের লোক" অন্য সংখ্যার সহিত ইহার সম্বন্ধ নাই; সমস্ত পরে যাইতেছে। এই পূজার সময় আমাদের প্রাপ্য বার্ষিকটা মনিঅর্ডার দ্বারা অতি অবশ্য পাঠাইয়া বাধিত করিবেন, ইহাও সানুনয় প্রার্থনা। আমাদের গ্রাহকগণ সৌভাগ্যক্রমে সকলেই সম্রান্ত। আমরা ভি পি করিতে কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হই—তাই তাগাদা করি না। ৴১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে এক খানি "সহজ কবিরাজী চিকিৎসা পাঠাইব।"

বশম্বদ

কার্য্যাধ্যক্ষ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৷০ । Registered No. C. 421.

THE BUSINESS MAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture, &c.

Edited by S. P. Chatterjee

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, এবং সাহিত্য বিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিক পত্র।

পঞ্চম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা। | New Series, October 1911. | নূতন সংস্করণ। অক্টোবর, ১৯১১। | Vol V. No. 10.

নমো গণেশায়।

পাঠক, গ্রাহক, সহযোগী এবং কাজের লোকের পৃষ্ঠপোষক ও বিজ্ঞাপন দাতাগণ "কাজের লোকের" বিজয়ার সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করুন। আশা করি মহামায়ার কৃপায় সকলে কুশলে আছেন।

একবর্ষ পরে তিনদিন মাত্র আনন্দময়ীর আগমন উপলক্ষে আনন্দের দিন; আশা পরিতৃপ্ত হয় না। আবার যাহা—তাহাই, আবার কঠোর পরিশ্রম, আয়োজন উদ্যোগ, আবার, সেই অন্নচিন্তা হাহাকার! যাঁহার সহিত এই সুখ আসে, তাঁহারই সহিত চলিয়া যায়। পাঠকগণ, আবার আমরা নবোদ্যমে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে প্রবৃত্ত হইলাম। বহুবার বলিয়াছি, "কাজের লোকের" নিজের প্রেস নাই, পরের প্রেসে ছাপাইতে হয়, সেইজন্য আমাদের বিশেষ চেষ্টা স্বত্বেও "কাজের লোক" নিয়মিত বাহির হইতে পারে না। ইহাই কাজের লোকের একটী বিশেষ ক্রুটী. সেই ক্রুটী সংশোধণের প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছি।

একজন আমেরিকান পণ্ডিত বলিয়া ছিলেন :—"When a man gives health for money, he m kes the poorest investment," যিনি টাকার জন্য স্বাস্থ্য প্রদান করেন, তিনি নিশ্চয়ই জীবনকে অতি কদর্য্য ভাবেই কারবারে লগ্ন করেন।"

আমাদের আর্য্যনীতিতেও দেখা যায় "আত্মানাম্ সততং রক্ষেৎ পশ্চাদ্ধনৈ দারা রপি" আগে নিজেকে রক্ষা করিবে, তাহার পর ধন এবং স্ত্রীর কথা।

আপনার সেই জীবন বিনিময়ে ধনের অধীশ্বর হওয়ায় কোন ফলই নাই। ধন—আমার উপভোগের জন্য, আমি মরিয়া যাইলে সে ধনে কি কার্য্য হইবে? হে ধীমান! স্বাস্থ্যের বিনিময়ে ধনের আকাঙ্ক্ষা করিও না। এ সংসারে থাকিতে ধনের আবশ্যকও সংসারীর পদে পদে—কিন্তু কোন দেশের কোন নীতিই ধনের জন্য স্বাস্থ্য নষ্টের ব্যবস্থা দেন না। সন্তোষই পরম ধন—অল্পেই তুষ্টি লাভ করিতে শিক্ষা কর, সুখী হইবে।

স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া পুণ্য সঞ্চয়েরও আবশ্যকতা নাই—নিজের আত্মাকে পীড়ন করিয়া কোন ধর্ম্মই সাধিত হয় না। স্বাস্থ্য ভাল থাকিলে অরণ্যেও সুখী হইতে পারিবে।"

"Pride goeth before a fall". পতনের পূর্ব্বেই অহঙ্কার গমন করে অর্থাৎ অহঙ্কার পতনের পূর্ব্ব লক্ষণ মাত্র। এ জগতে ধন, জন, বিদ্যা, বুদ্ধি, বল, বিক্রম—কিছুরই জন্য অহঙ্কার করা চলে না—সংযমী হও, কিসের তেজ, অহঙ্কার, মাৎসর্য্য? তোমার

জীবন জলবিম্ব প্রায়—স্মরণ রাখিও—ইতিহাস পুরাণ এই মহাবাক্যের অসংখ্য প্রমাণ দিয়া থাকে।

"God never made man for failure, Confidence adds power, but doubt paralyzes Confedince" মানুষ যে প্রতিকার্য্যে ভগ্নোত্তম হয়, সে জন্য পরমেশ্বর মানুষের সৃষ্টি করেন নাই—বিশ্বাসই উত্তমের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, কিন্তু অবিশ্বাস উত্তমকে পক্ষাঘাতগ্রস্থ, নিশ্চল, অকর্ম্মণ্য করিয়া তোলে। তুমি যে মনুষ্য! সাধনায় সিদ্ধকাম হইবার জন্যই যে তোমার সৃষ্টি! এই কথায় দৃঢ় বিশ্বাস রাখ, তুমি নিশ্চয়ই, সফল কাম হইবে।

"Trying is of no good, you must do it" চেষ্টা করিতেছি - এই কথাই খারাপ, তুমি প্রকৃতই কাজ কর, শেষ কর, এইটাই ভাল। যে কোন কার্য্যে হাত দিয়াছ, তাহা এখনই পূর্ণ করিলে, তবেই তোমার মনুষ্যত্ব হইবে। কাল করিবার চেষ্টা করব বলিলে সে কাজ সুসম্পন্ন হওয়া দায়।

"It is noble to face failure manfully—to try again to win." বিফলাশাকে বীরের মত হাস্যমুখে জয় করিতে চেষ্টা করা মহত্ব। উত্থান পতন, সফলতা বিফলতা কার্য্যক্ষেত্রে আছেই, সেজন্য বিষণ্ন হইও না। ঐকান্তিকতা থাকিলে, স্থির লক্ষ্য, স্থির প্রতিজ্ঞা থাকিলে সফল হইতেই হইবে—পুনঃপুনঃ চেষ্টা কর—আঘাতের উপর আঘাতে গিরিচূড়া ধুলায় পরিণত হয়—নেপোলিয়ন আল্‌পস পর্ব্বত ছেনীদ্বারা কাটিয়া বিজয়লক্ষীকে আয়ত্ত করিয়াছিলেন—বিফলতাকে সানন্দে আলিঙ্গন করা একটা বীরত্ব! যেহেতুক:—

"The world wants man—large hearted manlyman" এ জগত মানুষের মত মানুষ চায়, এবং তাহাকেই সুখ সৌভাগ্যে বরণ করে। সংকীর্ণ হৃদয়, কাপুরুষ নারী স্বভাব লোকের জন্য সংসার নহে, সুখে দুঃখে শোকে তাপে, লাভে ক্ষতিতে কাতরতা মানুষের লক্ষণ নহে। এ সকল কোমল হৃদয়া নারীর লক্ষণ বটে, পুরুষ হইলে বীরের হৃদয় থাকা আবশ্যক। জীবন যুদ্ধের রণস্থল দুঃখ দারিদ্রতা, প্রতিদ্বন্দী-পূর্ণ, দুর্ব্বল হৃদয় লইয়া কি রণস্থলে থাকা চলে? হৃদয় দৃঢ় করিয়া কর্ম্মী হও, দুঃখ ঘুচিবে।

নিজ দোষ ঢাকিবার জন্য সত্যের অপলাপ করিও না, এ কাপুরুষত্ব সহ্য করা যায় না অমার্জ্জনীয়, অতি ঘৃণিত দুর্ব্বলতা।

আমেরিকান নীতি—"Waiting for Luck shows lack of Courage and determination" অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকা কাপুরুষত্ব এবং সঙ্কল্প-হীনতার পরিচায়ক। এমন লোকের কাছ দিয়াও সৌভাগ্য যায় না, সৌভাগ্যকে তাড়া করিয়া ধরিতে হয়, তবে সৌভাগ্য পাওয়া যায়।

"Accept your condition with cheer" অসন্তুষ্ট হইও না, যে অবস্থায় আছ, তাহাতেই আনন্দিত হও, অবস্থার উন্নতির চেষ্টা কর, বিমর্ষ হইয়া নিশ্চেষ্ট হইলে কখনও আর দাঁড়াইতে পারিবে না। সমুদ্রে সানুকুল এবং প্রতিকূল উভয় বায়ুতেই জাহাজ আপন গন্তব্য পথে চলিয়া যায়, কেবল পাল তুলিবার সুকৌশলে মাত্র। অভিজ্ঞ হও, নিশ্চয়ই গন্তব্য স্থানে, পৌঁছিবে, সন্দেহ নাই।

"Do not be always thinking poverty" অহরহই নিজের দীনতার কথা ভাবিও না। ভাবিতে নাই। কঠোর চেষ্টা, অধ্যবসায়, ধৈর্য্যাবলম্বনে দরিদ্রতা থাকে না। অহরহ নিজের দুঃখের কথা ভাবিলে হৃদয় দুর্ব্বল হইবে—আর ত কখনও উঠিতে পারিবে না!

কাজের লোক।

—•::•—

(শ্রীযুত মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারি লিখিত।)

কাজ কাজ কাজ কাজেই ব্যস্ত
সবাই কাজের সংসারে,
কাজ নাই যা'র এমন প্রাণী
দেখাও, কোথায়—কে পারে?
কীট পতঙ্গ হরি,
বৃক্ষ, নদী, গিরি,
যক্ষ রক্ষ, দেব, দানব, নর—
কার্য্য ভিন্ন নাহি গত্যন্তর!
কার্য্যে জন্ম, স্থিতি,
কার্য্যে ধর্ম্ম, নীতি,
কার্য্যশেষে ছাড়্‌বে কার্য্যস্থল—
সে ছাড়াটা—মরণ—সেটা ছল!
তা' নহে নির্ব্বাণ
নাহি মুক্তি, ত্রাণ,
যাওয়া আসা—কেবলি ত সার,
আস্‌বে পুনঃ লয়ে কার্য্যভার—
এটা কাজেরি সংসার,
এটা কাজেরি বাজার,
ব্যস্তবাগীশ হও কিনা হও, কিছু ক্ষতি নাই
কাজ, কাজ, কাজ, কাজই কেবল
কাজ করাটা চাই।
কার্য্যে তোমার জীবন,
কার্য্যে তোমার মরণ
এমন কর্ম্ম তোমার আমার কর্ত্তেই
হবে সাধন,
তবে ফল কি বল, কার্য্যভাগে
গাম্ভীর্য্যটা ধারণ?
তবে—কাজের মত কাজো আছে,
সে নয়—কর্ম্মফলে ঝোঁক;
সে কাজ যেবা কর্ত্তে পারে
হাঁ—সেইত কাজের লোক!

SMALL BUSINESSES.

ক্ষুদ্র কাজ।

—•::•—

"The smaller and cheaper an invention, the more chance it stands of being a money-maker" ইহাই এদেশের ব্যবসায়ী এবং-আবিষ্কারক গণের স্মরণ রাখা উচিত। ক্ষুদ্র এবং সুলভ দ্রব্য-অথচ আপামর সাধারণ লোকের আবশ্যকীয় এমন জিনিসের আবিষ্কারে এ দেশের ন্যায় দরিদ্র দেশের মূলধন ন্যস্ত হইলে সহজে সে সকল জিনিস প্রচলিত হইয়া মূলধন দ্বিগুণ হইয়া ঘরে আসিলেই এ দেশের অর্থ স্বাচ্ছল্য হইবে। দেশ, কাল, পাত্র সকল বিষয়ে এবং সকল কার্য্যেই বিবেচ্য। দুঃখের বিষয় এ দেশের ভদ্রসন্তান ব্যবসায়ীগণ তাহা ভুলিয়া যান। বিদেশীয় দ্রব্যের সহিত Competetion বা প্রতিদ্বন্দিতা করিতে যাইয়া মূলধন খোয়া-ইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতেছেন। সহজ কথা, যাহার আত্মরক্ষা করিবার ক্ষমতা নাই, প্রতিদ্ব-ন্দিতা করা তাহার দ্বারা সম্ভব নহে। এ দেশের কাটা কাপড়ের দোকান, না হয় এসেন্স, না হয় মাথার তৈল, না হয় জুতা এবং লিখিবার কালী প্রস্তুত করা এই কয়টী কাজেই বাণিজ্য ব্যবসায়ের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। অন্য কোন দিকে মস্তিষ্ক চালনার ক্ষমতাও নাই, স্পৃহা নাই, এ ঠিক হইতেছে না। স্বদেশীর হুজুক চলিয়া গিয়াছে, আবার লোকে ঘুমাইবার জন্য বিশেষ সচেষ্টিত—অনেকেই নিদ্রিতই হইয়া পড়িয়া-ছেন। একরূপ বেশই হইয়াছে। যখন প্রথম ষ্টীলপেন্ প্রস্তুত হইয়াছিল, তখন আবিষ্কারক ৭ পাউণ্ড প্রতি বাক্সে লইয়া ছিলেন, মাথা ঘামানর পুরস্কার তিনি একদিনেই পাইয়া ছিলেন। দেশের যত গণ্য মান্য লোক, তাহা ক্রয় করিয়া ছিলেন একদিনেই তিনি লক্ষপতি হইতে পারিয়া ছিলেন! তাহার পর পিন্, সেফটীপিন্ আবিষ্কারকও সেইরূপেই স্বীয় অধ্যবসায়ের পুরস্কার পাইয়া ছিলেন। দেশকে শুদ্ধ বৈদিশিক এসেন্স আনিয়া আরও বিলাসিতার নিম্নস্তরে ডুবাইয়া দেওয়ায় নাম আবিষ্কার নহে—আমরা তাহা বলিব না। কারণ এ সকল রহস্য আজ কাল অনেকেই জানেন। যাহা লোকের নিত্য প্রয়োজনীয়, সুলভ এবং ক্ষুদ্র, এমন সকল আবিষ্কারে ক্ষুদ্র মূলধন ন্যস্ত করিয়া অর্থ সঞ্চয় করা উচিত। এদেশ তেমন নয় বটে যে, ইয়োরোপের লোকের মত আবিষ্কারককে সাহায্য করিবে, আমরা তাহাও জানি। কোন জিনিস আবিষ্কৃত হইলে বা উঠিলে এ দেশের নাম জাদা বড় লোকেরা বলেন, "এখন কেনা হইবে না, দুইদিন পরে সস্তা হইলে কিনিব!" আমরা অন্তরাল হইতে ইহাও শুনি, আর কি বলিব? কোথায় বড় লোকের উৎসাহিত করা উচিত, না এইরূপঃ মতি গতি। মনে কদাচ স্থান দিওনা যে এদেশের বড় লোক কখন কোন বিষয়ে অর্দ্ধ পয়সা দিয়া সাহায্য করিবে, বরং তোমার কষ্টোপার্জ্জিত অর্থ তাহাদের কোন 'ফনে' ঢুকাইয়া দিলে আরও সুবিধা হয়। তাই বলি ভাই সকল, আবশ্য-কীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্রব্য যাহা সুলভে বিক্রয় করিতে পার, এমন জিনিস প্রস্তুত কর। যেমন তুমি ক্ষুদ্র লোক, যেমন তোমার ক্ষুদ্র মূলধন, তেমনি কাজ করিয়া নিজের পরিশ্রমে তাহা প্রচার করিবার চেষ্টা কর, উদ্দেশ্য সফল হইবে। বড় লোকের কোন 'ফনে' যাইওনা, সব হারাইবে। বড়লোক কাহাকে বলে? যাহার বড় হৃদয় আছে, যে দেশের এবং দশের কথা ভাবে, স্বার্থ ত্যাগ করে—নচেৎ ক্ষুদ্র নীচ প্রাণ হৃদয়ে পুষিয়া পরশোণিত লোলুপ জীবকে বড়লোক আখ্যা দেওয়া চলে না।

"God helps those who help themselves" যাহারা নিজেদি'কে সাহায্য করিতে পারে, পরমেশ্বর তাহাদের সাহায্য করেন। দেখিতেছ না, এদেশের শিক্ষিত লোক, বড়-লোক, কেবল ফন্ ফন্ করিয়া দীন দুঃখীর অর্থের কেমন সদ্ব্যবহার করিতেছেন? এই দেশ! এই দেশে আবার উচ্চ আশা! শিক্ষার বড়াই!

যাহা বাজারে দক্ষ লোক দ্বারা বহুদিন প্রচলিত, এমন জিনিসের অনুকরণে ও প্রতিদ্বন্দিতায় কদাচ যাইও না। এই করিয়াই অধিকাংশ লোক, অর্থ এবং ধৈর্য্য হারায়, ভগ্নহৃদয় হইয়া আর কোন কাজ করিতে পারে না। সর্ব্ববিষয়ে Be origin অর্থাৎ মৌলিক হইবে, যে দেশের লোকে বেশী অনুকরণপ্রিয়, তাহারা কখন মৌলিক আবিস্কারক হয় না। যাহা দেশের অভাব, তাহার আবিষ্কার বা প্রস্তুত বা ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করাই বিধি সঙ্গত।

—:—

আলস্যই কাল।

এদেশের লোকের আলস্যই রোগ, আয়াসী হইয়াই সর্ব্বনাশ হইয়াছে। সেই জন্য কষ্টো-পার্জ্জিত অর্থের দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। এ সংসার কর্ম্মস্থান, আলস্য পরিত্যাগ কর, কর্ম্মী হও, শরীর মস্তিষ্ক, ও অবস্থা সমস্তই ভাল হইবে। আয়াসী হইও না। শরীরের সমস্ত যন্ত্রকে তুমি অহরহ অচল করিয়া রাখিয়া মৃত্যুকে যে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতেছ, তাহা তুমি বুঝি-য়াও প্রতিকারের উপায় কর না। আলস্যই তাহার কারণ। এই আলস্যেই সমগ্র জাতীর দুর্দ্দশা। উঠ—কর্ম্মী হও, কিছু না পার, স্বাস্থ্য ভাল রাখ, কাজ না থাকে, নিজের উঠান চষাও ভাল, তবু দশদিন সুস্থ শরীরে সুখে দুঃখে বাঁচিয়া থাকিবে। দোহাই, আত্মহত্যা করিও না। কিছু কাজকর। অবস্থা ভাল? লাভ নাই করিলে, নাহয় দীন দুঃখীকে দান কর, পরো-পকার কর, তবু মরিলে কাঁথা চাপাদিয়া লইয়া যাইলেও নামটা থাকিবে। শুধু খাইয়া ঘুমাইয়া অমূল্য জীবনটা কাঁথা চাপাদিয়া মারিবে? একবার ভাব দেখি, সেইটা কি ভাল। কর্ম্মময় জগত, তুমি কেন বসিয়া থাক?

বিলাতি বেকারের জীবিকা অর্জ্জন।

—•::৯—

১। বিলাতের সেডেনহেড্ নগরে একজন স্ত্রীলোক বাস করেন, তিনি সময় বিক্রয় করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করেন। তাঁহার একটী ক্রোনোমিটার ঘড়ী আছে, তিনি সেই ঘড়ীটীর এত ঠিক সময় রক্ষা করেন যে, একটুকু সময়ের এদিক ওদিক হয় না। তাঁহার প্রায় ৪০টী সময়ের খরিদদার আছে, তাহারা সেই ঘড়ি দেখিয়া নিজেদের সময় ঠিক করিয়া লয়, এবং মাসিক কিছু কিছু দেয়। তাহাতেই তাঁহার সময় চলিয়া যায়।

২। প্যারিসে একজন লোক আছে, সে কুকুর ডাকিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। তাহার ডাক অবিকল কুকুরের ডাকের অনুরূপ, সে ডাকিলে কুকুরও ডাকে। সেইজন্য গবর্ণমেণ্ট তাহাকে বেতন দিয়া থাকেন। সে রাত্রে কুকুর ডাকিয়া গৃহ পালিত কুকুরদিগকে জাগাইয়া দেয়, চোরের উপদ্রব কম হয়। এই উপায়ে এই লোকটা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

৩। প্যারিসে "জ্যারবিষ্টি, নামক একদল লোক আছে, ইহাদের কাজ, ইহারা নাচ শিক্ষার স্কুলে থাকে, মাষ্টার যখন নাচ শিক্ষা দেয়, সেই সময় ইহারা শিক্ষার্থিনী গণের জোড়া মিল হইয়া মাষ্টারের শিক্ষা দেওয়ায় সাহায্য করে। ইহারা প্রায়ই যুবক, ইহারা বেতন পায় না, কিন্তু এইরূপ থাকিতে থাকিতে কখন কখন ধনাঢ্য লোকের উত্তরাধিকারিণীর নেক্ নজরে পড়িয়া যায় এবং বিবাহিত হয়। তখন প্রচুর ধনের অধিকারী হয়, বেশ দেশ!

৪। লণ্ডনে কতকগুলা লোক আছে, তাহারা, লোকের ভাঙ্গা শার্শি গ্লাস কিনিয়া বেড়ায়, সেই গুলিকে সাইজমত কাটিয়া লোকের ঘরে আঁটিয়া দিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করে। ভাঙ্গা পরকলা কিনিয়া এখানেও সোয়ালো লেনের অনেক মুসলমান জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

৫। বিলাতের অনেক ঘরের দেয়াল সুন্দর সুন্দর চিত্রযুক্ত কাগজে মোড়া থাকে। এই কাগজের কোন অংশ নষ্ট হইলে এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহারা সাদা কাগজের তালি-দিয়া পুনরায় এমন পেণ্ট্ করিয়া দেয় যে, কোথায় সারিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

৬। কোন কোন লোক হাতে এমনি সুন্দর বাঁসি বাজায় যে, লোকে শুনিয়া মুগ্ধ হয়। তাহারা এই উপায়েই জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

এদেশের হর বলারাও কি কম্? নানা-প্রকার আওয়াজ করিতে পারে। পেটের দায়ে মানুষ না করে কি! কুকুর ডাকে, পশুপক্ষী ডাকে! হায়রে মানুষের পেট! পেটের জ্বালায় মানুষের অদ্ভুত বুদ্ধি খুলিয়া যায়।

BUSINESS TALK.

NOVELTY—ADVERTISING.

অভিনব বিজ্ঞাপন!

সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া, প্লাকার্ড লাগান, হাণ্ডবিল বিলিকরা প্রভৃতি বিজ্ঞাপন দিবার পন্থা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু এই সকল চলিত প্রথা আপামর সাধারণ সকলেই চালাইয়া আসিতেছেন, নূতনত্ব কিছু না থাকায় সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে না।

এইজন্য আমেরিকা ইউরোপ এবং জাপানের ব্যবসায়ীগণ অন্য বিবিধ নূতন পন্থায় বিজ্ঞাপন দিয়া থাকেন। সেই সকল বিজ্ঞাপনের নাম "নভেলটী" Novelty বিজ্ঞাপন। এইরূপ নভেলটী বিজ্ঞাপন সৃষ্টি করিবার জন্য অসংখ্য নূতন নূতন কারখানা এবং কলও সৃষ্টি হইতেছে। এই সকল দেশে ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে এইসকল অভিনব বিজ্ঞাপন প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃতও হইয়া থাকে। আমরা আমাদের দেশের ব্যবসায়ীগণের উপযোগী কতকগুলি নূতন পন্থা আজ আমাদের পাঠকগণকে দেখাইব।

আজ প্রায় বিশবৎসর কাল আমি কোন বিলাতি ফার্ম্মের বিজ্ঞাপনের ভার লইয়া প্রায় প্রতি বৎসরই এক একটী নভেল্টী করিয়া ছিলাম, সেগুলি আমার বিবেচনায় বিশেষ কার্য্যকারী বলিয়া বোধ হইয়াছে। ব্যবসায়ীগণের জ্ঞাপনার্থে নিম্নে কয়েকটী সঙ্কেৎ দিলাম।

১। পোষ্ট কার্ডের এক পৃষ্ঠা সাদা এবং অপর পৃষ্ঠার অর্দ্ধেক স্থানে বিজ্ঞাপন দিয়া আমি মেসে, ছাত্র নিবাসে, গৃহস্থ বাড়ীতে বিতরণ করিয়া ছিলাম, কখন কখন সাদা পোষ্টকার্ড যেদামে বাজারে বিক্রয় হয়, তাহার অর্দ্ধেক-মূল্যেও দোকানদারগণকে বেচিয়া ফেলিতাম। ফলে সকল লোকেই তাহা ক্রয় করিয়া নিজ নিজ আত্মীয় স্বজনকে পত্র লিখিত, এবং সেই সকল পোষ্টকার্ড সুদূর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতেও যাইয়া পড়িত, এই পদ্ধতি দ্বারা যথেষ্ট কাজ হইয়াছে ও এখনও হইতেছে।

২। "ফ্রি ক্যাশমিমো" দেওয়া জাল ইহাদ্বারা অনেক নূতন জিনিষ বিক্রয় করিয়া ফেলিতে পারা যায়। কলিকাতার অনেক ব্যবসায়ী আজকাল এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন। ইহা ফলপ্রদ প্রথা।

৩। Grocer Bag বা বেনেতি মসলার থলেতে বিজ্ঞাপন ছাপিয়া বেনেতি মসলার দোকানে বিক্রয় করিয়া দিলে বেনেরা যখন যে মসলা বিক্রয় করে, এই কাগজের থলিয়াতে পুরিয়া বান্ধিয়া দেয়, সুতরাং এরূপ বিজ্ঞাপন গৃহস্থের অন্তঃপুর পর্য্যন্ত চলিয়া যায়, মহিলাগণও পাঠ করিয়া থাকেন। আমরা কিটিংসের বিজ্ঞাপন এইরূপ থলেতে দিয়া পরীক্ষা করিয়া ছিলাম, ইহাও উৎকৃষ্ট প্রকার পন্থা, এদেশের বিজ্ঞাপন দাতাগণের এই পন্থা উপেক্ষা করা উচিত নয়। আমরাই এদেশে ইহার প্রথম প্রবর্ত্তক।

৪। ছাতায় বিজ্ঞাপন—ছাতার কাপড়ের ভিতর দিকে সোনালী কালীতে বা সাদা কালীতে বিজ্ঞাপন ছাপিয়া একটু সস্তায় সেই ছাতা পুনরায় বিক্রয় করিয়া, অতি অল্প ব্যয়ে বেশ বিজ্ঞাপন প্রচার করা চলে, আমরা কিটিংশের কীটনাশক পাউডারের বিজ্ঞাপন এইরূপ করিয়া প্রচার করিয়া ছিলাম। বাঙ্গালীর, বিশেষ পল্লীগ্রামের বাঙ্গালীর একটা ছাতা সংসারের অনেক লোকে ব্যবহার করে, সুতরাং এরূপ বিজ্ঞাপন অবশ্যই ফলপ্রদ, আমরা পরীক্ষা করিয়াছি। বলা বাহুল্য আমরাই এই বিজ্ঞাপনের প্রথম পথপ্রদর্শক। বাঙ্গালা থিয়েটারের ড্রপসীনে আমরাই প্রথম বিজ্ঞাপন দিয়া পথপ্রদর্শন করিয়া ছিলাম, এখন সকল থিয়েটারেই এই পন্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ষ্টার থিয়েটারে সর্ব্ব প্রথম আমরাই শ্রীযুক্ত এইচ, বসু মহাশয়ের বিজ্ঞাপন দিয়াছিলাম, ইহা কলিকাতায় সকলেই জ্ঞাত আছেন। ১৮৮২ সালে আমরা বিজ্ঞাপন এজেন্সি করিয়া সর্ব্ব প্রথম আসরে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম, সংবাদ পত্রের বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না। বিজ্ঞানসম্মত বিজ্ঞাপন লিখিয়া দেওয়া এবং প্রকৃত কার্য্যকারী বিজ্ঞাপন পন্থা প্রদর্শন করাই আমাদের লক্ষ্য ছিল, সেইজন্য বহু অর্থব্যয়ে আমেরিকান বিজ্ঞাপনের সুকৌশল সকল শিক্ষা করিয়াছিলাম। কিন্তু এদেশের ব্যবসায়ীগণের কোন সহানুভূতি লাভ করিতে না পারিয়া এখন বিলাতি ও আমেরিকান ফারম সমূহের কার্য্য করিতেছি। এদেশে ব্যবসায়ীগণের ধারণা, জন্মিয়াই তাঁহারা সর্ব্ব বিষয়েই সব-জান্তা হইয়া থাকেন। আমাদের উদ্যম বিফল হয় নাই, যাঁহারা অভিনব বিজ্ঞাপনের আদর জানেন তাঁহারাই আদরে আমাদের কাজ গ্রহণ করিতেছেন।

ম্যানেজার

ইউনিভারসাল অ্যাড্‌ভারটাইজিং এজেন্সী।৮ কলিকাতা।

মজ্‌লিস।

ডাক্তার বনাম উকিল।

উকিল এবং ডাক্তারের পুরাতত্ত্ব আলোচনা হইতেছে। উভয়েই উভয়ের ব্যবসায়ের প্রাচীনত্ব প্রমাণের জন্য প্রমাণাদি দিতেছেন। অবশেষে উকিল বলিলেন, ভালকথা, আমাদের ব্যব্‌সা অতি প্রাচীন কাল হইতে চলিতেছে, তাহার প্রমাণ, লাইকরগসের সময় কেন্‌ তাহার মাতাকে হত্যা করিয়াছিল। সেটা নিশ্চয়ই ফৌজদারী কেশ, ইহাই যথেষ্ট প্রমাণ। ডাক্তার উপেক্ষার সহিত বলিলেন—কি আপনি বকচেন্‌, আমাদের ব্যবসা কি আজ কালকের? পৃথিবীর সৃষ্টির প্রথম হইতে চলিতেছে।

উকিল। কি রকম?

ডাক্তার। বাইবেল খুলিয়া দেখুন, আদমের অস্থি লইয়া ঈভের জন্ম হইয়াছিল—সেটা সার্জ্জারিক্যাল অপারেশন বই আর কি? উকিল এইবার নিরুত্তর।

একটা সভায় একজন বক্তা বক্তৃতা করেন, এমন সময় একজন সভাসদ উঠিয়া কথাটার প্রতিবাদ কল্লেন।

বক্তা ক্রোধান্ধ হয়ে প্রতিবাদকারির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে চীৎকার করে উঠ্‌লেন, ওখানে গর্দ্দভ—চীৎকার হচ্ছিল না?

প্রতিবাদকারী কেবল উঠে বল্লেন, ওটা গর্দ্দভের ডাক নয়, গর্দ্দভের চীৎকারের প্রতিধ্বনি হয়ে ছিল মাত্র। বক্তা নির্ব্বাক্‌। সভাসদগণের হাস্যধ্বনিতে সভা তৎক্ষণাৎ ভাঙ্গিয়া গেল।

বেকারের উপায়।

পল্লীগ্রামের বেকারগণ কাজ খুঁজিয়া পায় না, তাই সহর হইতে যে যায়, তাঁহাদের নিকট নাকে কাঁদে, কাকুতি মিনতি করে। অনুরোধ একটী চাকুরী জুটাইয়া দেওয়া। কেহ মনে করেন কি ইহারা অবস্থার উন্নতির জন্য এইরূপ কাতর হয়? তাহা নহে, দশজনে বিদেশ হইতে যায়, বাবু বলায়, ইহারা দেশে থাকে, বাবু হইতে পাইবার আশাই ইহাদের লক্ষ্য। খাটিয়া নিজে উপার্জ্জন করিয়া ক্ষুদ্র অবস্থা হইতে বড় হওয়া এদেশের লোকের মতে ঘৃণাস্কর কাজ। কাজ খুঁজিয়া পাও না? বলিলে করিবে কি? দেখ যদি পার। সৎসাহসই বেকারের মূলধন, সে সৎসাহস আছে কি?

লোকে খড়ম পায়ে দেয়, তাহা জান? সে খড়মের বগ্‌লোতে লোকের পায়ে লাগে। সেই জন্য কলিকাতা সহরের 'বাসাড়ে বাবুলোকগণ' বগ্‌লোর পরিবর্ত্তে একটা ক্যাম্‌বিশের পেটী পেরেক দিয়া লাগাইয়া দেয়, ঠিক চটী জুতার মত হয়। জুতার যেমন সোল বা তলা চামড়ার, এইরূপ পেটী ওয়ালা খড়মের পেটীর তলাটী কাষ্ঠের হইল। কিন্তু দোহাই, জুতা প্রস্তুত করিতে বলিতেছি না। তবে বলিতেছি কি শোন! দেশে আম, জাম, জারুল প্রভৃতি কাষ্ঠের তক্তা বিক্রয় হয়, দেশের মিস্ত্রি দিয়া এরূপ তলা করাইয়া কলিকাতায় আনিলে ত প্রচুর বিক্রয় হইবারই কথা। আর যদি প্রকৃত ভদ্রলোকের মত সৎসাহস থাকে, ক্যাম্‌বিশের পেটী লাগাইয়া ।/০ ।৵০ দামে বিক্রয় করিলে ১৲ বা ১।৷০ মূল ধনে অন্ততঃ ১০৲ টাকা লাভ হইবে, আমাদের এই বিশ্বাস। দোহাই ভাই, চামড়া কাটার কথা বলিতেছি না, তবে ক্যাম্বিস কাটিতে দোষ নাই! তলায় গোড়ালীটায় এক্‌ টুকরা রবার লাগাইলে ভাল লোকেও ব্যবহার করিবে। কারণ চলিলে ঠক্‌ ঠক্‌ করিবে না। ১ খানা আমের বা কাঠালের তক্তা করাৎ দ্বারা চিরিয়া ৩ ভাগ করিতে হয়, তাহা হইলে ৩ খানা পাতলা তক্তা হইবে। তাহাতে পায়ের ন্যায় একখানা মোটা কাগজ কাটিয়া লইয়া পিনসিল দিয়া দাগিয়া যাইয়া সরু করাৎ দ্বারা কাটিয়া যাও, তলা প্রস্তুত হইল। তাহার পর ক্যাম্‌বিশের

পেটী প্রেক্ দিয়া আবদ্ধ করিয়া হাটে বাজারে লোক দ্বারা ঝাঁকা করিয়া লইয়া বসিলে আপামর চাসা ভুষা সকলেই কিনিবে। চটী জুতা ১৲ ১।০ আনাতেও হয় না। কিন্তু এই কাঠের জুতা ।/০ ।৵০ ।৶০ বিক্রয় করিলে ১।০ বা ২৲ টাকা মূল ধনে ১০৲ লাভ হয়। খেললে কানা কড়িতেও খেলা যায়। বুঝেছ ভাই? কলিক্কাতায় চাঁদনীতে এইরূপ কাঠের পয়জার বা চটী জুতা প্রচুর বিক্রয় হয়। একটা নমুনা দেখে ইচ্ছা থাক্‌লে করা চলে।

বিশ্রাম সময়ের জন্য।

চীনে সিগারেট নিবারণের চেষ্টা।

দেখিতেছি চীন জাতীয় উন্নতির জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে, টিকি কাটা, অহিফেন নিবারণ, এ সকল আদেশ এখন সুন্দররূপে চলিতেছে। অসংখ্য চীনামান টিকি কাটিয়া ফেলিয়াছে, আফিং ছাড়িয়া মানুষের মতন হইতেছে। সম্প্রতি ইহারা স্বাস্থ্যরক্ষার অজুহাতে সিগারেটের বিরুদ্ধে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে, কয়েকখানি ইংরাজী পত্র সুর ধরিয়াছে, শুদ্ধ স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সিগারেট নিবারণের চেষ্টা নহে, মূলে বিদেশী বর্জ্জনের গুঢ় রহস্য নিহিত আছে, কারণ সেদিন ইহাদের ভলেণ্টিয়ারগণ শুদ্ধ চীনের বস্ত্র নির্ম্মিত পোষাকই পড়িয়াছিল। ইহাদের ভয়, ইহাতে বিদেশীয় বানিজ্যের যথেষ্ট ক্ষতি হইবে। যদিও এইচ, ধ, ইউ, টিং কাং এবং শেন্ চানহো গণের ন্যায় জননায়কগণ এই সিগারেট নিবারন সমিতির নায়ক, তথাপি যদি এরূপ করিতে করিতে লোকে তাঁহাদের কথায় অবাধ্য হইয়া উঠে, তাহা হইলে বিশেষ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। চীনে সিগারেট আমদানী কারকগণের মধ্যে বৃটিশ, আমেরিকান এবং জাপানীগণই প্রধান ক্ষতি ইহাদেরই যথেষ্ট হইবে। তাহা হইতে পারে কিন্তু সিগারেট যে স্বাস্থ্যের প্রতিকূল তাহা অস্বীকারের উপায় কি?

সিগারেট যক্ষ্মের জন্য আমেরিকান ডাক্তার গণ এবং ইংরাজ ডাক্তারগণও পরামর্শ দেন, এবং সিগারেটের অপকারিতা স্বীকার করেন। ও নেশার দ্রব্য জগত হইতে যত অপসারিত হয়, ততই মঙ্গল বটে। সে যাহা হউক, চীনেমানগণ এখন দেশটাকে ছাড়িয়া মেরামতের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে।

বস্ত্র পরিষ্কারের আরক।

ইহা দ্বারা কাপড়ের দাগ উঠিবে এবং কাপড় অতিশয় পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

ক্লোরাইড্ অফ লাইম সিকি পাউণ্ড, সফ্‌ট ওয়াটার বা (পরিস্কৃত জল) ২৪ আউন্স, মিশাইয়া কর্ক বদ্ধ করিয়া রাখিয়া দিন, যখন রুমাল টেবেল ক্লথ প্রভৃতি কাচিবার আবশ্যক হইবে, তখন যতটুকু আবশ্যক, সেইরূপ জল মিশাইয়া ইহাতে বস্ত্র ভিজাইয়া রাখিয়া ১ ঘণ্টা পরে কাচিলে পরিষ্কার হইয়া যাইবে। ইহা রেশমী কাপড়ের জন্য নহে, সমস্ত সুতী কাপড় কাচা চলিবে। ইহা পেটেণ্ট করিয়া বিক্রয় করা যায়। কেহ এ পর্য্যন্ত করে নাই।

ব্যবসায়ীর অবশ্য জ্ঞাতব্য কথা।

কাজের লোকের অবশ্য প্রতিপাল্য ধর্ম্ম।

কাজের লোক হইতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয় গুলি অভ্যাস করিতে হইবে, এবং ধর্ম্মের পবিত্র নিয়মের ন্যায় তাহা পালন করিতে হইবে, তবে উন্নতি করা যাইতে পারে।

যিনি কারবারে আবদ্ধ, তিনি অতি অবশ্য যাহার সহিত যখন কাজের সময় নিরূপিত আছে, ঠিক সেই সময় তাহার জন্য প্রস্তুত থাকিবেন। যেন কদাচই সাক্ষাতের সেই নিরূপিত সময় কোন কারণেই পরিবর্ত্তিত না হয়।

তিনি কদাচই যেন কোন কাজই অযত্ন অথবা ব্যস্ততার সহিত না করেন। যে কাজ নিজে অনায়াসে করা যাইতে পারে, সে কাজ যেন অন্যের দ্বারা করাইয়া না লন।

তিনি যেখানকার যে জিনিস, ঠিক সেই স্থানেই যেন সে জিনিস রাখেন, ইহাতে অনর্থক সময় নষ্ট হইবে না।

কাজের মতলব, প্লান, সমস্তই যেন গোপনে রাখিয়া থাকেন। যেন অপরে দেখিতে না পায়।

খরিদ্দারগণের আদেশ মত তৎপরতার সহিত যেন বেচা কেনা শেষ করেন। ঝঙ্কড় বা কোন কাজের জের রাখা উভয় পক্ষেরই বিরক্তি জনক।

ন্যায্য লাভে, ন্যায্য মূল্যে বেচা কেনা করাই পাকা কাজের লোকের কাজ। বাজে বাকবিতণ্ডায় বুদ্ধি, মন, স্মৃতি শক্তি যেন খাটান না হয়। ইহাতে কার্য্যের হানি হয়। এ সকল অভ্যাস পরিত্যাগ করিবেন।

যিনি উপরোক্ত নিয়মগুলি অবশ্য প্রতিপালন করেন, তিনিই প্রকৃত কাজের লোক। এইগুলি পাশ্চাত্য জগতের ব্যবসায়—সূত্র, আমরা—বাঙ্গালীরা একটা নিয়মও পালন করি কিনা সন্দেহ। সাক্ষাতের সময় অসময় নাই—স্বীকার করিয়াও প্রতিপালন করিতে জানি না! সময়ে দেনাও দিই না, পাওনাও পাই না!! কার্য্যস্থলে গদীয়ান হইয়া—বন্ধু বান্ধবের সহিত সট্‌কা মুখে লইয়া গল্প জুড়িয়া দিই, সমস্তই কথার উপর রাখি—অনেক সময়ই বলি, ভাল স্মরণ হইতেছে না, অথচ একখানা পকেট বহিও সর্ব্বদাই পার্শ্বে থাকে!!!

সমস্ত বৎসর কারবার করিয়াছি, অথচ ৩ বৎসর হিসাব নিকাশ ও বাকী।

যাকে তাকে গোলামীর জন্য উপরোধ অনুরোধ করি, দানের দশায় যা'হোক, শুধু নামের জন্য চাঁদার খাতায় সই করি—বাঃ বাঃ

—এমন কাজের লোক না হইলেও এমন বুদ্ধিমান জাতির এমন দুর্দ্দশা কখন হয় কি? বাঙ্গালী পরের গোলামীতে ঐ সব সুনিয়ম কতক খাটায় বটে, কিন্তু নিজের কাজের বেলায় সব ফাঁক, নিজেকে নিজেই ফাঁকি দেয়।

নগদ কেনা বেচাই উৎকৃষ্ট প্রথা। ধারে দেওয়ায় বেশী লাভ হইলে নগদে কম লাভও শ্রেয়স্কর। স্মৃতির উপর নির্ভর করিবেন না। স্মৃতিকে বিশ্বাস নাই। সমস্ত দেনা পাওনা কথাবার্ত্তা, সময় নিরূপণ, স্বীয় পকেট বুকে অতি অবশ্য লিখিবেন, ভবিষ্যতে অনুতাপ করিতে হইবে না।

লোকের সহিত যে সকল চিঠিপত্র চলিবে, অতি অবশ্যই তাহার নকল রাখিবেন। লেটার কপিং বুক বাজারে পাওয়া যায়। কপিং কালী দিয়া লিখিয়া তাহার নকল রাখা উচিত।

যে টেবিলে বসিয়া কাজ করা হয়, সে টেবিলে এক সময়ে বহু বিষয়ের কাগজ পত্র যেন না থাকে। ভুল হইয়া অনেক স্থলেই ক্ষতিগ্রস্থ ও অপদস্থ হইতে হয়। যে বিষয়ের যখন কাজ পড়িবে, সেই বিষয়ে তখন সম্পূর্ণ মনোযোগ দিবেন, ভুল হইবে না। কাহারও জামিন হইবেন না।

সর্ব্বদাই নিজের হিসাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। দেনা পাওনা যথাসময়ে হওয়াই ব্যবসায়ের প্রধান লক্ষ্য এবং কর্ত্তব্য কাজ।

কারবারের উপর সর্ব্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন, কিসে ভাল, কিসে মন্দ হইবে, সর্ব্বদা সে সকল বিষয় ভাবিবেন, যদি ঐকান্তিকতার সহিত চিন্তা করেন, অবশ্য উপায়ও দেখিতে পাইবেন।

স্মরণ রাখিবেন।

১। প্রবল শত্রু অপেক্ষা কপট বন্ধু ভয়ানক।

২। ধন অপেক্ষা মান বড়।

৩। গুপ্ত কথা তিনকাণ হইলে অপ্রকাশিত থাকে না।

৪। আলস্যেই অভাবের সৃষ্টি।

৫। সন্তোষ সদ্‌গুণের মনোহর ফল।

৬। তরবারি অপেক্ষা সাহসই বড়।

৭। সারবান পুস্তক হৃদয়ের আলোক।

৮। একতা সমাজের বন্ধন, যে নষ্ট করে, সে সমাজদ্রোহী, রাজদ্রোহীর অপরাধ অপেক্ষা তাহা কোন অংশে ন্যূন নয়।

৯। বহুদর্শিতা এবং জ্ঞান ভিন্ন নম্রতা হয় না।

যুবরাজের মজুরী।—বিলাতের রাজকুমার দিগকে হয় রণপোতে না হয় পল্টনে কাজ করিতে হয়। রাজা পঞ্চম জর্জ্জ নিজে রণপোতে ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজ রণপোতে কাজ করিতেছেন। "হিন্দুস্থান" নামক রণপোতের ছোকরা নাবিক হইয়াছেন; জাহাজে তাঁহার সাপ্তাহিক বেতন ১ শিলিং ৯ পেন্স অর্থাৎ ১।/০ এক টাকা পাঁচ আনা মাত্র। যুবরাজ নিজে পার্লামেণ্ট হইতে বৎসর পাঁচলক্ষ টাকা বৃত্তি পান, জাহাজী বেতনটা নেমরক্ষা। রণপোতে পলটনে রাজকুমার ও কৃষককুমার এক, ইহা দেখাইবার জন্যই, এইরূপ ব্যবস্থা। অনেক দিনের কথা, বিহার হইতে বল্লাল সেনের এক বংশধর—জমিদার পুত্র—কলিকাতার আগ্রা ব্যাঙ্কে কেরানী হইয়াছিলেন। ব্যাঙ্কে ৫০৲ টাকা বেতন পাইতেন, ঘর হইতে ২৫০৲ টাকা আসিত; কিন্তু তিনি বলিতেন, "ইংরেজের চাকরীতে আয় আছে।" এ দেশের মানের কাঙ্গালগণ কি বলেন?

ইন্‌সিওরেন্স বা জীবন বীমা।

(২)

(শ্রীযুত মুনীন্দ্র প্রসাদ সর্ব্বাধিকারি লিখিত)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, জীবন-বীমা সকলেরই করা উচিত। কারণ, জীবন এই আছে, এই নাই। যাহাদের যথেষ্ট অর্থ আছে, তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইলেও তাহাদের সন্তান সন্ততি পরিবার প্রভৃতির আর্থিক কষ্ট বড় একটা হয় না, কিন্তু যাহারা দৈনিক আয়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহারা চক্ষু মুদিলেই তাহাদের সংসারে বড় বিপদ, বড় অনাটন, বড় অন্নকষ্ট। দরিদ্র কিম্বা মধ্যবিত্তের সুখের দিকে বড় একটা কেহ চাহে না, চাহিতে ইতস্ততঃ করে, চাহিতে চাহে না। ধনীর ধনাবশ্যক হইলে, অনেকেই সে বিষয়ে সাহায্য করে, সহায়তা করে, পরিশ্রম সহকারে ধনাগমের সুবিধা করিয়া দেয়; কিন্তু নির্ধনের অন্নকষ্ট ঘটিলেও তাহাতে কেহ দৃক্‌পাত করে না—করিতে সঙ্কুচিত হয়। ইহা স্বার্থপরতা, কি চাটুকারিতা, কিম্বা স্বাভাবিকতা—তাহা ঠিক বুঝা যায় না। তবে এই রীতি, এই নিয়ম সংসারে ওতঃ প্রোতঃ ভাবেই চলিতেছে। দীনের দিন কি প্রকারে অতিবাহিত হয়, তাহার সংবাদ কেহ আর স্বেচ্ছায় রাখিতে চাহে না। তবে করুণাবলেও যে দুই পাঁচ জন মহাত্মা দীন দরিদ্রকে সাহায্য না করেন, দীনের দুঃখ কষ্ট নিবারণে যত্নবান না হন—এরূপ কথা বলিতে পারা যায় না। কিন্তু নিজের চেষ্টায়, নিজের পরিশ্রমে, নিজের যত্নে যদি নিজের ও সন্তান সন্ততির একটা উপায় করিতে পারা যায়, তবে আর ভিক্ষা বৃত্তিতে উন্নত মস্তক অবনত করিবার আবশ্যকতা কি?

তুমি যদি জীবন ধারণ করিতে চাও, তুমি যদি আপনার প্রিয়জনের জন্য অন্ন বস্ত্রাদি সংগ্রহ করিতে চাও, তাহা হইলে তোমায় উপার্জ্জন করিতেই হইবে। ভিক্ষায়—পরের দয়ায়—সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হয় না। পরিশ্রম তোমায় করিতেই হইবে। ভিক্ষা করিতে হইলেও পরিশ্রমের আবশ্যক। ভাল, সেই পরিশ্রমটা যদি এমন একটা কোনো কার্য্যে প্রয়োগ করা যায় যে, যাহাতে সুধনাগমের আশা আছে, উপায় আছে, সুবিধা আছে—

তাহাতেই বা ক্ষতি কি? পরিশ্রমই যদি করিলে, তবে উপার্জ্জন হইবেই হইবে। সেই উপার্জ্জিত অর্থ হইতে আপনাদের ভরণ পোষণের জন্য বার আনা রকম বাহির করিয়া লও, আর চারি আনা রকম সঞ্চয়ের ব্যবস্থা কর। সেই সঞ্চিত অর্থ কোনো ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিতে পার, কিম্বা অন্য কোনো কার কারবারে লাগাইয়া সুদে আসলে তাহা উত্তোরত্তর বৃদ্ধি হইতে পারে, হইয়াও থাকে। কিন্তু তাহা সময় সাপেক্ষ। সঞ্চয় করিতে করিতে যদি সহসা মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে সে সঞ্চয় প্রায় অ-সঞ্চয়েরই সামিল। সামান্য সঞ্চয়, সামান্য গচ্ছিত ধন প্রায় কোনো উপকারেই আসে না। কিন্তু জীবন বীমা কোম্পানীর হস্তে সেই সামান্য সঞ্চিত অর্থ যদি রাখা যায় তাহা হইলে লাভ বড় অল্প নহে। সে লাভ আশাতীত। মনে কর, দুই সহস্র টাকার তুমি জীবন বীমা করিলে। সেই বীমার জন্য তোমাকে মাসিক প্রিমিয়ম দিতে হইবে, বার কি তের টাকা, ত্রৈমাসিক, ষান্মাষিক প্রিমিয়ম্ দিবারও ব্যবস্থা আছে। সে যাহা হৌক, তুমি একটা প্রিমিয়ম্ দিয়াও যদি সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ কর, তাহা হইলেও সেই বীমার দুই সহস্র টাকা তোমার পত্নী কিম্বা পুত্রের কিম্বা অন্য কোন আত্মীয়ের হস্তে পড়িবেই পড়িবে। যদি বীমার নির্দ্দিষ্ট কাল অবধি বাঁচিয়া থাক, আর যদি নিয়মিত ভাবে প্রিমিয়ম দিয়া যাও, তাহা হইলে ত আর কথাই নাই। নির্দ্দিষ্ট কালে তোমারই টাকা সুদে আসলে বর্দ্ধিত হইয়া তোমারই হস্তে ফিরিয়া আসিবে। ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত রাখিলে তুমি যে সুদ না পাইতে, বীমা কোম্পানীর দ্বারা টাকা খাটাইয়া সুদপেক্ষা অধিকতর লাভ করিবে। অনেক বীমা কোম্পানীর এরূপ নিয়মও আছে যে, আত্মহত্যা করিলেও বীমার নির্দ্দিষ্ট টাকা তাহার আত্মীয় স্বজনেরা পাইয়া থাকে। তবে আত্ম হত্যারও একটা নির্দ্দিষ্ট কাল আছে। বীমার দিন হইতে তিন কি চারি বৎসরের মধ্যে বীমাকারী আত্ম হত্যা করিলে, তাহার আত্মীয়েরা সে টাকার অধিকারী হয় না। তবে নির্দ্দিষ্ট কালের পর আত্মঘাতীর আত্মীয়েরা বীমার নির্দ্দিষ্ট টাকা পাইয়া থাকে। বীমাকারীর যদি অপঘাত মৃত্যু ঘটে, যদি আকস্মিক দুর্ঘটনায়, যদি সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহা হইলে ত বীমার টাকা তাহার আত্মীয় স্বজনেরা পাইবেই পাইবে। তাহার আর সময়াসময় নাই। কিছু কাল ধরিয়া প্রিমিয়ম্ দিয়া পরে যদি কেহ প্রিমিয়ম্ দিতে অশক্ত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহাদের একটা ব্যবস্থা আছে। বীমা কোম্পানীকে সে কথা জানাইলে, কোম্পানী ন্যায় সঙ্গত একটা "ছাড়" ধরিয়া লইয়া বাকী টাকা বীমাকারীকে প্রত্যর্পণ করে। সহসা টাকার আবশ্যক হইলে বীমা বন্ধক দিয়াও কোম্পানী কিম্বা অন্য কোনো মহাজনের নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ পাওয়া যায়। যাহারা কিছুকাল ধরিয়া প্রিমিয়ম্ দিয়া আসিয়াছে, তাহাদের বীমা, বীমাকারীর অসমর্থতা হেতু কোনমতেই নষ্ট হইবার নহে, ইহা আমরা অনেক ক্ষেত্রেই দেখিয়াছি। তবে যে সকল কোম্পানী প্রতারণা জাল বিস্তার করিয়া পরের সর্ব্বনাশ করিয়া আপন উদর স্ফীত করে—তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। সেই জন্যই ত পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়া রাখিয়াছি যে, জীবন বীমা করিবার পূর্ব্বে, বীমাকারীকে জানিয়া লইতে হইবে—যে কোম্পানীর সহিত সে কার কারবার করিবে, সে কোম্পানী সৎ কি অসৎ, কোম্পানীর কত টাকা মূলধন, কত কত টাকার দায়ীত্ব তাহাদের ভাণ্ডার হইতে প্রদান করা হইয়াছে; সে কোম্পানীর পরিচালকগণ কিরূপ ন্যায়নিষ্ঠ, তাহাদের দায়ীত্ব জ্ঞান কতদূর প্রবল। এ সকল ভিতরের সন্ধান না লইয়া যে সে কোম্পানীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিলে, বীমাকারীকে ত প্রতারিত হইতেই হইবে। তবে সুখের বিষয়, গভর্ণমেন্টের দৃষ্টি এখন এ দিকে পড়িয়াছে, ইন্‌সিওরেন্স বিল পাশ হইয়া গিয়াছে। তাহার ফলে প্রতারক বীমা কোম্পানী এখন হইতে আর বড় মাথা তুলিতে পারিবে না। তথাপি, বীমাকারীকে খুব সাবধান হইয়া এ পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

অনেকের ধারণা, বীমা কোম্পানী একটা "ব্যবসাদারী ফন্"। অনেকের বিশ্বাস, বীমা কোম্পানী যে টাকাটা বীমাকারীগণের নিকট হইতে আদায় করিয়া লয়, তাহা আর সহজে বড় বাহির করিতে চাহে না। অনেকে মনে করেন, ভাণ্ডার হইতে কেবল টাকা বাহির করিয়া দিতেই যদি বীমা কোম্পানীর জন্ম, তাহা হইলে তাহাদের আয় ব্যবসায়ে লাভ হইবে কেমন করিয়া?

এই সকল প্রশ্ন কিম্বা কথার উত্তরে, কেবল এই মাত্র বলিতে পারা যায় যে, বীমা ব্যাপারটা সুন্দর বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রতিষ্ঠিত। যে প্রথায় যে প্রণালীতে বীমা কোম্পানী কার্য্য করে, তাহাতে কোম্পানী কিম্বা তাহাদের গ্রাহক অনুগ্রাহক বর্গের কিছুতেই ক্ষতি কিম্বা অপচয় হইতে পারে না। সে সকল কথা ক্রমে ক্রমে বুঝান যাইবে।

নারীর নরত্ব।—আমেরিকার শ্রীমতি উল্‌ম্নি বলিতেছেন, "জগৎ রমণীর। নারীর একাধিপত্য শীঘ্রই প্রতিষ্ঠিত হইবে। রমণীরা, পুত্র কন্যার পিতা বাছিয়া লইবেন; যাহাদিগকে সুসন্তানের পিতা হইবার উপযুক্ত মনে করিবেন, তাহাদিগকে পতি করিবেন। স্ত্রীজাতির দৈহিক মানসিক তেজ ক্রমশঃ বাড়িতেছে। ক্রমেই পুরুষকে স্ত্রীলোকের কাছে সকল বলে—সকল বিষয়ে—পরাস্ত হইতে হইবে। রমণীরা পুরুষদিগকে যে পথে—যে ভাবে চালাইবেন, তাহাদিগকে সেই ভাবে চলিতে হইবে। বস্তুতঃ রমণীরাই আদ্য ও প্রধান। রমণীরাই, অঙ্গাদি বিশেষের আকস্মিক্ আবির্ভাবের জন্য পুরুষ হইয়া গিয়াছে। ক্রমে ঐরূপ মানবের সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে।

নারীই স্বাভাবিক জীব। পুরুষ আকস্মিক মাত্র। বটে ? শক্তির জাতি, সব বলিতে পার।

পাতালে রেলপথ।—ভূমধ্যস্থ রেলপথ অনেক স্থানে হইয়াছে। বিলাতের লণ্ডনে এরূপ রেলপথ আছে, ফরাসীর প্যারিসেও খুব আছে; কিন্তু আমেরিকায় নিউইয়র্কে যাহার আয়োজন হইতেছে, তাহা অতীব বিচিত্র। নিউইয়র্কে ৪ বৎসরের মধ্যে ১৪০ মাইল পাতাল রেল বসিবে, এবং ঐ পথে ট্রেণ চলিবে, পাতাল মেলের ট্রেণ ঘণ্টায় ৩০ মাইল চলিবে, ১৪০ মাইল দীর্ঘ সুড়ঙ্গের ভিতর চারিটা রেলপথ বসিবে, সুতরাং ট্রেণের যাতায়াতের অসুবিধা হইবে না। এই পাতাল রেলে ৬০ কোটিরও অধিক টাকা খরচ হইবে। মিউনিসিপালিটি কিছু সাহায্য করিবেন। কিন্তু পাতাল রেল পাতালকোম্পানীর হস্তে প্রস্তুত হইবে। নিউইয়র্কে যত বড় বড় সৌধের কতক আছে মর্ত্ত্যে, কতক অংশ আছে রসাতলে। ২০।২৫ তলা বাড়ীর, ৫।৮ তলা পাতালের ভিতর আছে। এখনও পাতাল-পথ দিয়া ঐ সকল পাতালে ভবনে যাওয়া আসা চলিতেছে। বিজ্ঞানবলে আকাশ পাতাল সমস্তই আয়ত্তাধীন হইবে, বিচিত্র কি ?

A short History of Pear's Soap.

(শ্রীসত্যচরণ পাল লিখিত)

পিয়ার্সের সাবান ও তাহার ইতিহাস।

ব্যবসায়ের ইতিহাস পাঠে আনন্দ ও বহু জ্ঞান হয়। সেইজন্য আজ ইংলণ্ডের এক প্রাচীন সাবানের কারখানায় ইতিহাস পাঠক-গণকে উপহার দিব। ভুবন বিখ্যাত পিয়ার্সের সাবানের (Pears Soap) নাম শুনেন নাই, এই পৃথিবীর সুসভ্য দেশে এমন কোন লোক নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পিয়ার্সের নাম ভুবন বিখ্যাত।

পিয়ার্স সাহেব কেমন করিয়া তাঁহার সাবান ভুবন বিখ্যাত করিয়াছিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে কি প্রকারে তিনি স্বয়ং এবং আরও অনেকে অতুল ধনের অধীশ্বর হইয়াছিলেন, তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দেখানই আমার ইচ্ছা। আমার একান্ত বাসনা, এই যে, পিয়ার্সের সাবানের ইতিহাস পাঠে আমাদের দেশের ব্যবসাদারগণ পিয়ার্সের পথ অনুসরণ (অনুকরণ নহে) করিবেন, নিজেরা ধনবান হইবেন এবং দেশের ধন বৃদ্ধি ও মুখোজ্জ্বল করিবেন।

বর্ত্তমান সাবানের ব্যবসায়ে ইংলণ্ডই সর্ব্ব প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। এখন ইংলণ্ডে যত বড় বড় সাবানের কারখানা আছে, পৃথিবীর অন্যত্র এত বড় বড় কারখানা আছে কিনা, তাহার সম্বন্ধে সন্দেহ হয়। ইংলণ্ডের সাবানই এখন সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং ইহার বিক্রয়ও অত্যধিক।

সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে তেমন ভাল সাবান প্রস্তুত হয় নাই। কিন্তু যদিও ১৫৪৬ খৃঃ লণ্ডন নগরে সাদা সাবান এবং ব্রিষ্টল সহরে রঙ্গিন সাবান প্রস্তুত হইয়াছিল, তথাপি ঐ সময়ে উৎকৃষ্ট সাবান ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশ হইতে ইংলণ্ডে আমদানী হইত। ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লসের সময় হইতেই লোকের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবার জন্য সাবান ব্যবহারের ধুম পড়িয়া যায়। কিন্তু তখনও ইংলণ্ডে তেমন উৎকৃষ্ট সাবান প্রস্তুত হয় নাই। তাহার উপর আবার তখন সাবান প্রস্তুতকারকগণকে উচ্চহারে কর (duty) দিতে হইত। ১৬৫০ খৃঃ রজার পিয়ার্স (Roger Pears) এবং অপর কতকগুলি সাবান প্রস্তুতকারক মিলিত হইয়া সাবানের কর (duty) কমাইবার জন্য মহামান্য পার্লামেণ্ট মহাসভাতে এক দরখাস্ত পেস করিয়াছিলেন, কিন্তু কি কারণে বলিতে পারি না, তাঁহাদের আবেদন নামঞ্জুর হইয়াছিল। নানাকারণে ইংলণ্ডের সাবানের যত শীঘ্র শীঘ্র উন্নতি হওয়া উচিত ছিল, তাহা হয় নাই।

যাক, ১৭৮৯খ্রীঃ মিঃ এণ্ড্রু পিয়ার্স (Mr. Andrew Pears) লণ্ডন রাজধানীতে তাঁহার ভুবন বিখ্যাত সাবান আবিষ্কার করেন; ঐ সময় ফ্রান্স দেশে ভয়ানক বিদ্রোহ চলিতেছিল, যখন ফ্রান্স দেশের অধিবাসীগণ মারামারি কাটাকাটি করিয়া মরিতেছিল, তখন ইংলণ্ডের অধিবাসী মিঃ এণ্ড্রু পিয়ার্স সভ্যতার আদর্শ জিনিস সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাবান আবিষ্কার করিয়া সমস্ত জগৎকে উপহার দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। এক দেশে ঘোর অশান্তি চলিতেছিল, আর অন্য দেশে বিজ্ঞানের গবেষণা ও সভ্যতা বিস্তারের চেষ্টার সূচনা হইতেছিল। মিঃ এণ্ড্রু পিয়ার্স (Mr. Andrew Pears) পূর্ব্ব কথিত মিঃ রজার পিয়ার্সের (Mr. Roger Pears) বংশধর। মিঃ এণ্ড্রু পিয়ার্স Wells Street, Oxford Street এর এক ছোট দোকান ঘরের মধ্যে সাবান প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন। প্রথমে তাঁহাদের কারখানা অতি ক্ষুদ্র ছিল। সর্ব্বোৎকৃষ্ট গায়ে মাখা সাবান (Toilet Soap) তৈয়ার করা এবং তাঁহার সাবানের গুণ সাধারণের মধ্যে প্রচার করাই তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। কারণ তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, কেবল মাত্র উৎকৃষ্ট জিনিস প্রস্তুত করিলেই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট হইবে না। কারণ কেবল মাত্র উৎকৃষ্ট জিনিস প্রস্তুত করিলেই তাহা আপনা আপনি বিক্রয় হইবে না। জগতের লোক-গণকে জানাইতে হইবে, ইহার প্রচার করিতে হইবে, তবে ঐ দ্রব্য অধিক পরিমাণে বিক্রয় হইবে। কিন্তু জগতের লোককে জানাইবার উপায় কি ? উপায় হইতেছে, বিজ্ঞাপন প্রচার, Advertising. Advertising জিনিষটা কি এখনও তাহা আমাদের দেশের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও বুঝেন না। Advertising হইতেছে ইংরাজী কথায় বলি:—"The art of making known". সাধারণকে জানা-

হইবার একটি উপায় বা পন্থা মাত্র। সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন, হাণ্ডবিল, প্লাকার্ড ও আরও অনেক উপায়ের দ্বারা জিনিষ প্রচার করা হইয়া থাকে। যে সময়ে মিঃ পিয়ার্স তাঁহার সাবান আবিষ্কার করেন, সেই সময় হইতেই তিনি বিজ্ঞাপন দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তখন সংবাদ পত্রের সংখ্যা অত্যন্ত কম ছিল, এবং অন্য কোন প্রকারে বিজ্ঞাপন দেওয়ার তেমন সুবিধা জনক ছিল না। বিজ্ঞাপনের গুণে এবং তাঁহার সাবানের গুণে পিয়ার্সের সাবানের কাটতি অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল! পিয়ার্সের সাবানের অত্যন্ত কাটতি দেখিয়া অনেকে পিয়ার্সের নকল সাবান প্রস্তুত আরম্ভ করিয়াছিল। নকল সাবান বাজারে বাহির হওয়াতে মিঃ পিয়ার্সকে কিছু বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। কারণ তখন "ট্রেড মার্ক" রেজিষ্টারি করিবার কোন আইন না থাকায় জুয়াচোরেরা অবাধে পিয়ার্সের সাবানের নকল করিয়া বাজারে বিক্রয় করিতেছিল। যাহা হউক, মিঃ পিয়ার্স তাঁহার সাবানের নকল বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে ইংরাজীতে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটী প্রকাশ করিয়াছিলেন :— "But observe that wheresoever or by whomsoever sold, the soap never can be genuine without the inventor's Signature (A. Pears), in his handwriting." তাহার পর হইতে তিনি প্রত্যেক সাবানের মোড়কের উপর তাঁহার নাম সহি করিয়া দিতেন। কিন্তু কিছু দিবস পরে অসংখ্য মোড়কের উপর সহি করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য ব্যাপার হইয়াছিল। সেই জন্য তাঁহার হস্তাক্ষরের অনুরূপ এক ছাপ (Stamp) মারিয়া দেওয়া হইত। ১৮৩৫খৃঃ এণ্ড্রু পিয়ার্স তাঁহার পৌত্র মিঃ ফ্রান্সিস পিয়ার্সকে (Mr. Francis Pears) অংশীদার রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮৯২ খৃঃ তাঁহার কারবার এ, এণ্ড্রু, এফ, পিয়ার্স (A. & F. Pears, Limited) চৌথ কারবারে অর্থাৎ joint stock Company তে পরিণত হয়। চৌথ কারবারে পরিণত হইবার একমাত্র কারণ হইতেছে, মূল ধন বৃদ্ধি করা এবং আরও অধিক পরিমাণে বিজ্ঞাপন প্রচার করা। ১৮৪৬ খৃঃ মিঃ এণ্ড্রু পিয়ার্সের মৃত্যু হয়। মিঃ এণ্ড পিয়ার্সের মৃত্যুর পর তাঁহার পৌত্র মিঃ ফ্রান্সিস পিয়ার্স একমাত্র সত্বাধিকারী হইয়া পিতামহের পথানুসরণ করিয়া কারখানা চালাইয়া আসিতেছিলেন। তাহার পর ১৮৬৫খ্রীঃ তাঁহার অর্থাৎ মিঃ ফ্রান্সিস্ পিয়ার্সের পুত্র মিঃ এণ্ড্রু পিয়ার্স ইনি আদি এণ্ড্রু পিয়ার্সের প্রপৌত্র (১৯০৯ খ্রীঃ ইহার মৃত্যু হইয়াছে) এবং টমাস জে. ব্যারট (Thomas J. Barratt) অংশীদার রূপে যোগদান করেন। মিঃ এণ্ড্রু পিয়ার্স কারখানা পরিচালনা এবং সাবান প্রস্তুতের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মিঃ ব্যারট (Mr. Barratt) বিজ্ঞাপন বিভাগের ও অন্যান্য কর্ম্মের অধ্যক্ষ স্বরূপ সমস্ত কার্য্যাদি দেখিয়া আসিতেছেন।

পিয়ার্সের কারবারে মিঃ ব্যারাট প্রবেশ করিয়া ইহার যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছেন। কেমন করিয়া সাবানের বিজ্ঞাপন দিতে হয়, এবং অধিক পরিমাণে সাবানের কাটতি বৃদ্ধি করিতে হয়, তাহা মিঃ ব্যারাটের অপেক্ষা অন্য কোন ব্যক্তি জানেন না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আজ যে পিয়ার্সের সাবান পৃথিবী ব্যাপিত হইয়াছে, তাহার প্রথম কারণ উৎকৃষ্ট জিনিষ, দ্বিতীয় কারণ মিঃ ব্যারাটের অসাধারণ বুদ্ধি ও অভিনব বিজ্ঞাপন দিবার কৌশল। পৃথিবীর যে কোন নগর বা উপনগরে যান, সর্ব্বত্রই পিয়ার্সের সাবানের বিজ্ঞাপন দেখিতে পাইবেন। মিঃ ব্যারাট বলেন—"Soap must spelts not by S-o-a-p but by P-e-a-r-s. Pears means the best Soap. Wherever a man thinks Soap, he must also think Pears." পিয়ার্সের বিজ্ঞাপন এক অসাধারণ ব্যাপার। উৎকৃষ্ট সচিত্র বিজ্ঞাপন পিয়ার্সের সাবানের এক অদ্ভুত কাণ্ড। পিয়ার্সের সচিত্র বিজ্ঞাপন দেখিলেই পিয়ার্সের সাবান ক্রয় করিবার ইচ্ছা লোকের মনে প্রবল করিয়া দেয়। পিয়ার্সের বিজ্ঞাপন লোককে পাগল করিয়া তুলে। আর আমাদের দেশীয় সাবান ওয়ালাদের বিজ্ঞাপন দেখিলে হাঁসি পায়। ব্যবসায় ও বাণিজ্য বুদ্ধিতে ইংরাজ ও বাঙ্গালীতে এত পার্থক্য!

কৃষিকথা।

গোলাপের পাইট।—কার্ত্তিক মাসে যদি গোলাপের গাছ ছাঁটা না হইয়া থাকে, তবে এ মাসে আর বাকি রাখা উচিত নহে। বঙ্গদেশে বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনার সময় কাটিয়াছে। কালী পূজার পর ঐ কার্য্য করিলে ভাল হয়, উত্তর পশ্চিম ও পার্ব্বত্য প্রদেশে অনেক আগে ঐ কার্য্য সমাধা করা যাইতে পারে। গোলাপের ডাল, "ডাল কাটা" কাঁচি দ্বারা কাটিলে ভাল হয়। ডাল ছাঁটিবার সময় ডাল চিরিয়া না যায় এইটী লক্ষ্য রাখিতে হইবে। হাইব্রিড গোলাপের ডাল বড় হয়, সেইগুলি গোড়া ঘেঁসিয়া কাটিতে হয়। টী-গোলাপ খুব ঘেঁসিয়া ছাঁটিতে হয় না। মারসাল নীল প্রভৃতি লতানীয়া গোলাপের ডাল ছাঁটিবার বিশেষ আবশ্যক হয় না, তবে নিতান্ত পুরান ডাল বা শুষ্কপ্রায় ডাল কিছু কিছু বাদ দিতে হয়। ডাল ছাঁটার সঙ্গে সঙ্গে গোড়া খুঁড়িয়া আবশ্যক মত ৪ হইতে ১০ দিন রৌদ্র খাওইয়া সার দিতে হয়। জমি নিরস থাকিলে তরল সার, জমি সরস থাকিলে গুঁড়া সার ব্যবহার করা বিধেয়। গামলায় গোময় সরিসার খৈল, গোমূত্র ও অল্প পরিমাণে এঁটেল মাটি একত্র পচাইয়া সেই সার জলে গুলিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। সার-জল নাতি তরল নাতি ঘন হইবে। গুঁড়া সার, সরিষার খৈল এক ভাগ, পচা গোময় সার এক ভাগ, পোড়া মাটি এক ভাগ এবং এঁটেল মাটি দুই

ভাগ একত্র করিয়া মিশাইয়া ব্যবহার করিতে হয়। গাছ বুঝিয়া প্রত্যেক গাছে সিকি পাউণ্ড হইতে এক পাউণ্ড পর্য্যন্ত এ সার দিতে হয়। ঐ মিশ্র সারে একটু ভুসা মিশাইলে মন্দ হয় না, ভুসা কলিকাতার বাজারে ফিম্নিতে পাওয়া যায়। প্রতি ২০ পাউণ্ড মিশ্র সারে এক পেকেট ভুসা যথেষ্ট, ভুসা দিলে গোলাপের রঙ বেশ ভাল হয়।

বিলাতের পিতামাতা এবং এদেশের পিতামাতা।

আগে এদেশের কথাই বলিব। এদেশের পিতামাতা ছেলেকে স্কুলে পাঠান, বাড়ী ফিরিয়া যদি বালক একটু দৌড়াদৌড়ি করে, অমনি আকাশ ভেদি চীৎকার উঠিল—ওরে দৌড়িস না, পড়িয়া যাইবি, বালক আর দৌড়িবে না। শারিরিক পরিশ্রমের মূল এই স্থলেই ছেদিত হইল। বিদ্যালয় হইতে আসিবামাত্র আবার পড়িবার আদেশ হইল—বালক খেলা ধুলা, আমোদ, আহ্লাদ ভুলিল—গৃহকোনে জীবন কাটাইতে লাগিল সেই সময় হইতে কুনো হইতে শিক্ষা করিল। গৃহ কার্য্যে বালককে নিয়োজিত করা যেন পাপ মনে করা এদেশের রোগ। সভ্যতা ভব্যতা শিক্ষা দেওয়া স্কুলেও নাই, ঘরেও নাই, ছেলে বড় হইলেও লোকসমাজে বসিতে বা মিশিতে শিখে না। মুখচোরা হইল। ছেলের—ছুটী হইলে জনক জননী কোন সংবাদই রাখেন না। সে হয়ত ঘরের কোনে পিতা মাতার তাড়ার ভয়ে বসিয়া থাকে, না হয় কিছুই করে না। এখন ইংরাজ জননীর কথা বলি। ইঁহারা অতি অল্প বয়স হইতেই শিশুকে সভ্যতা ভব্যতা শিক্ষা দেন,—ঘরে অর্দ্ধেক পাঠ সমাপন করিয়া দেন, নিজে আছে দাঁড়াইয়া শারিরিক পরিশ্রম করাইবার জন্য দৌড় ঝাঁপ করিতে উৎসাহিত করেন, অবকাশ সময়ে বাটীর উদ্যানস্থ বাগানে পুষ্প বাগিচায় ছেলে মেয়েকে লইয়া গাছ পালায় কার্য্যে লাগান, এবং মুখে মুখে বহু বিষয় শিক্ষা দেন এবং অতি মনোযোগের সহিত চালচলনের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। অবকাশ সময়ে মেয়েদিগকে সেলায়ের কাজ শিক্ষা দেন, ছেলে দিগকে ছেলে খেলার work shop বা ছোট কারখানা করিয়া দেন, ছোট ছোট বাটালী করাত প্রভৃতি কিনিয়া দেন, তাহারা সেই গুলি লইয়া তাহাতে খেলাচ্ছলে কত কি গড়ে, মাতাকে দেখায়, মা বাপ তাহার প্রশংসা করিয়া ছেলে দিগকে উৎসাহিত করেন। জনৈক অভিজ্ঞা জননী উপদেশ দিতেছেন, "The mother who lets her boys possess a work shop at home is wise in her generation"

বালকগণ ছুটীর সময় অনর্থক দৌড়াদৌড়ী ছুটো পাটী করিয়া ঘরের শান্তি নষ্ট করে, এইরূপ কার্য্যে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিলে তাহারা সমস্ত দিন ইহাতে লাগিয়া থাকে সংসারের শান্তি রক্ষা হয় এবং শিল্প শিক্ষার প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়। উদ্দেশ্য অনেক বড় তাহার সন্দেহ নাই। এখন বুঝুন, পার্থক্য কত? এই হিসাবে ইংরাজ মহিলা আদর্শ জননী। এদেশের মহিলা শিক্ষিত হইলেই নভেল পড়েন, গৃহকর্ম্ম পরিত্যাগ করেন—বিলাসিনী হইয়া পড়েন। ছেলে মানুষ করিতে কাতর হন। সন্তানকে প্রকৃত শিক্ষিত করিবার চেষ্টা কদাচিত দেখিতে পাওয়া যায়। শিক্ষিত হইতে হইলে ইংরাজ মহিলার শিক্ষার আদর্শ লওয়া উচিত। শুধু পোষাক পরিচ্ছদের অনুকরণেই সাহেব বা বিবি হইয়া যাওয়া যায় না? স্ত্রী শিক্ষার আমরা পক্ষপাতী কিন্তু এ যে দেশ! এখানে "পাতা পড়িলে কুলো হয়, কাঠ পড়িলে ঢেঁকি হয়" সেইটীইত ভয়! স্ত্রী শিক্ষা এ দেশেও ছিল—সে কালের রমণীগণ শিক্ষিতা হইলে গৃহকার্য্যে সুনিপুণা পতিপরায়ণা, বিলাস বর্জ্জিতা, নম্র ও স্নিগ্ধ স্বভাবা হইতেন, শিক্ষার অহঙ্কার তাহাদের জন্মিত না। তেমনি স্ত্রী শিক্ষা প্রার্থনীয় নয় কি? এ দেশের পুরুষদের উচ্চ শিক্ষা হইলে মাথা খারাপ হইয়া যায়, দীন দুঃখীর প্রতি ঘৃণা করিতে শিক্ষা করেন, দেশের যাবতীয় আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম, কর্ম্ম সমস্তই তাঁহাদের চক্ষে উপেক্ষার, ঘৃণার এবং নিন্দার হইয়া দাঁড়ায়—আমরা অনেক বার দেখাইয়াছি—শিক্ষায় এ দেশের হৃদয়ের উচ্চতা বাড়ে না। আত্ম শ্লাঘা বাড়ে, স্বার্থপরতা যেন শিক্ষা বারি সেচনে গজাইয়া উঠে! শিক্ষা এ দেশের লোককে ভীরু করে—অতি বিবেচক করে—রসো রসো বলিতে শিখায়। তবে কি এদেশের লোকের শিক্ষিত হওয়ায় আমরা বিরোধী? কখনই নয়। তবে পাশ্চাত্য জাতীর শিক্ষায় যেমন কর্ত্তব্য জ্ঞান জন্মে—সাহস, কর্ম্মক্ষমতা, ঐকান্তিকতা, সততা গুণ পরিমার্জ্জিত হয়, এদেশের লোকের সেইটুকু হয় না—হইলেই শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল হয়। যাহাদের অনুকরণে আমরা আধুনিক শিক্ষার পক্ষপাতী, তাহাদের যে গুলি সদগুণ, সে গুলির ত কিছুই লইলাম না? শিক্ষায় যদি চরিত্র গঠিত না হইল, তাহা হইলে শিক্ষিত হইয়া লাভ কি? তবে অশিক্ষিতের দোষ কি?

জৌনপুরের আতরের কারবার।

জৌনপুর আতর, গোলাপজল, এবং ফুলেল তৈলের জন্য অতি প্রাচীন কাল হইতে চির প্রসিদ্ধ, ইহা সকলেই অবগত আছেন। আমরা আজ জৌনপুরের এই কারবার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

জৌনপুরের এই তৈল আতরাদি সম্বন্ধে অনুসন্ধানে সেকালের বিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য হইলেও ইহা নিশ্চয়ই উল্লেখ

যোগ্য যে, বহুশতাব্দী হইতেই এই কারবার এখানে চলিয়া আসিতেছে। প্রবাদ আছে যে, পারস্যের সারকী সম্রাটগণের সময়ে ইহা এদেশে প্রচলিত হইয়াছিল।

সচরাচর চামেলি বেলা কেওড়া এবং গোলাপ, খস খস এবং চম্পকাদি পুষ্প হইতে এখানে আতর এবং সুবাসিত ফুলেল তৈল এবং জল প্রস্তুত হয়। ঐ সমস্ত সুগন্ধ লতা পুষ্প অধিকাংশ জৌনপুরে প্রচুর না জন্মিলেও কনৌজ, লক্ষ্ণৌ এবং অন্যান্য স্থান হইতে আমদানী করিয়া এখানে চোলাই করাও হইয়া থাকে।

জৌনপুর ফুলেল তৈলের জন্য প্রসিদ্ধ, এবং এখানে তৈল প্রস্তুত হইয়া ভারতের সর্ব্বত্র প্রেরিত হইয়া থাকে। লক্ষ্ণৌ, কলিকাতা বম্বে, রাজপুতনা এবং উপনিবেশ সমূহে জৌনপুরের ফুলেল তৈল প্রেরিত হয়। নগরের উত্তর পশ্চিমে কিছু দূর যাইলেই দেখা যায় যে, প্রচুর জমী বেলা, চামেলী এবং কেতকী পুষ্পের চাষে নিয়োজিত হইয়াছে। জৌনপুরে গোলাপের চাস তত অধিক হয় না। গোলাপ চাসের জন্য গাজীপুরই চির বিখ্যাত।

কেওড়া বা কেতকী ফুলের চাস জৌনপুর এবং ফয়জাবাদের রাস্তার উভয় পার্শ্বেই প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। বালুকাময় স্থানই কেতকী চাসের উপযুক্ত ক্ষেত্র। আগষ্ট এবং সেপ্টেম্বর মাসে কেতকী পুষ্প ফুটিয়া উভয় পার্শ্বস্থ গ্রাম সমূহকে আমোদিত করিয়া রাখে। বাঙ্গালাদেশেও কেতকী ফুল কম জন্মে না, কিন্তু এদেশে কেওয়া খয়ের প্রস্তুত ব্যতিত কোথাও যে কেওড়া প্রস্তুতের কারখানা আছে, তাহা আমরা অবগত নহি। কেতকীর ডালেও গাছ হয় এবং ইহা চাসের জন্য বিশেষ যত্নেরও আবশ্যক হয় না।

বেলা এবং চামেলির চাসও নগরের চতুর্দ্দিকেই যথেষ্ট জমী অধিকার করিয়া আছে। ইহা এই জেলার একটী অর্থকরী ব্যবসায় বলিয়া চাসেও প্রগাঢ় যত্ন আছে। যাহারা বেলা ও চামেলীর চাস করে, তাহারা নিজেরা চোলাই করে না। মহাজনদের সহিত বৎসরের সমস্ত ফুল যোগাইবার জন্য এগ্রিমেন্ট করে, এবং আগে দাদন লইয়া থাকে। যাহারা চোলাই করে, তাহাদের অধিকাংশই জাতিতে তিলি এবং নিম্নশ্রেণীর শেখ্ মুসলমান। ইহারাই চোলাই করিতে জানে।

গোলাপ ভিন্ন বেলা চামেলী এবং কেতকী পুষ্পও ওজন দরে বিক্রয় হয় এবং ১৫৲ হইতে ২০৲২৫৲ মণ বিক্রয় হইয়া থাকে। ফুলের অভাবেও অনেক সময় দর চড়িয়া যায়। কৃষকগণ প্রাতেই পুষ্প চয়ন করিয়া কারখানার পাঠাইয়া দেয়, সেখানে ওজন করিয়া লইয়াই চোলাই আরম্ভ হয়।

এই সকল চোলাইয়ের কারখানাতে প্রধানতঃ (১) গোলাপ এবং কেতকী পুষ্প হইতে গোলাপ এবং কেওয়া জল প্রস্তুত হয়, (২) বেলা ও চামেলি এবং খাঁটী তিল হইতে ফুলেল্ তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে। (৩) গোলাপ এবং কেওড়া এবং অন্যান্য পুষ্প হইতে আতর প্রস্তুত হয়। কিন্তু গাজীপুরকেই গোলাপ জল এবং আতর প্রস্তুতের প্রসিদ্ধ স্থান বলা যায়, এবং এই স্থান হইতে জৌনপুরে আতরাদি আমদানীও হইয়া থাকে। জৌনপুরের লোকে এই আতর প্রস্তুত প্রণালী জানিলেও উৎকৃষ্ট পুষ্পের অভাবে ইহারা ততবেশী আতর প্রস্তুতের দিকে মনোযোগ দেয় না। গোলাপ জল এবং আতর প্রস্তুতের জন্য বসরাই এবং ডামাস্ক গোলাপই অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই সকল গোলাপের কাঁটা অধিক এবং পত্র তত তৈলাক্তের মত মসৃণ হয় না। মার্চ্চের মাঝামাঝি সময় হইতে গোলাপ ফুটিতে থাকে এবং এপ্রিলের শেষ পর্য্যন্ত এই সকল কারখানায় কাজ চলে। গোলাপ গাজীপুরে টাকায় হাজার দরে কিনিতে হয়। এখানে গোলাপ ওজনে বিক্রয় হয় না। কেওড়া এবং গোলাপ একই প্রক্রিয়ায় চোলাই করা হয়। চোলাইয়ের ব্যবস্থা, সেই সেকালের দেশী মদ চোলাইয়ের ন্যায়। চোলাইয়ের উনন গুলি মাটী খুঁড়িয়া প্রস্তুত করা হয় এবং বড় বড় তামার হাড়ীকে সেই উনানের সহিত মাটী দিয়া আটিয়া বা গাঁথিয়া ফেলে। এইরূপ ৫।৬ টা হাড়ীতে প্রত্যেকটায় অন্ততঃ ৩০ সের জল দেওয়া হয়, এইরূপ হাড়িরই জোগাড় করিয়া লয়। সেই হাড়ীতে প্রথমে ফুলগুলি দিয়া তাহার পর ৩০ সের জল দেওয়া হয়, এই সকল হাড়ীকে "ভাপ্কা" বলে। তাহার পর হাড়ীর গাত্র হইতে নল দিয়া মাটীর মধ্য দিয়া লইয়া যায় এবং একটী ছোট শূন্য পাত্রে সংলগ্ন করিয়া দেয়। এই শূন্য পাত্রের নীচে তাপ দেওয়া হয় না। উনানে চড়ান হাড়ির নীচে জাল দেওয়া হয় এবং সেই পাত্র হইতে বাস্প হইয়া নল দ্বারা শূন্য পাত্রে আসিয়া থাকে, এবং ঐরূপ এক একটী শূন্য পাত্র যাহা অবশ্য মুখ বন্ধ করিয়া স্থাপিত হয়, এই সকল পাত্রকে Condencer কন্‌ডেনসার বা ঘনীভূত করণের পাত্র বলে। এইরূপে সারি সারি চোলাই আরম্ভ করা হয়। অগ্নির উত্তাপে বাস্প নল দ্বারা এই শূন্য পাত্রে আসিয়া ঘনীভূত হইতে থাকে, বলিয়া ইহাকে ইংরাজীতে বলে Condencer কন্‌ডেনসার, অর্থাৎ ঘনীভূত কারক পাত্র।

এই কন্‌ডেনসারের নিকটেই একটী জল পূর্ণ পাত্রের মধ্যে একটি খালি পাত্র থাকে। ইহাকে Reciever বলে। এই হাড়ি বা পাত্রে অগ্নিতে চড়ান জলপাত্র হইতে জল বাস্পাকারে আসিয়া প্রথমে নলমধ্য দিয়া কন্‌ডেনসারের মধ্যে আসিয়া ঘনীভূত হয় এবং কন্‌ডেনসার হইতে খালি শীতলজলে স্থাপিত পাত্রের মধ্যে আসিয়া শীতল হইয়া জল হইয়া পড়ে, ইহাই গোলাপ বা কেওড়া জল। কন্‌ডেনসার হইতে Reciever পাত্রে বাস্প আসিবার যে নলটী থাকে, এইটী যাহাতে গরম না হইতে পায়, তজ্জন্য প্রস্তুত কারকগণ বিশেষ সতর্ক থাকে এবং এই নলের গাত্র শীতল জলে সিক্ত বস্ত্রাদি দ্বারা আচ্ছাদিত

রাখে। শীতল জলের মধ্যে স্থাপিত যে পাত্র, যাহাকে রিসিভার, বলিয়াছি, উত্তপ্ত বাষ্প তাহার ভিতর প্রবেশ করিয়া শীতল জলকে গরম করিয়া তুলে। সেইজন্য ইহার গাত্রে "ষ্টপ কক্" বা জলের কলের মুখের মত একটী কল থাকে, সেইটী খুলিয়া দিলেই এই পাত্রের উষ্ণ জল পড়িয়া যায়। তখন নূতন শীতল জল দ্বারা এই পাত্রটীকে পূর্ণ করিয়া দিতে হয়। কারণ ইহা হইতে বাষ্পধারণের পাত্রকে স্থানান্তরিত করিবার উপায় নাই, সেইজন্য অনায়াসে উত্তপ্ত জল নিকাশ করিবার অভিপ্রায়েই "ষ্টপ কক্" দেওয়া হইয়া থাকে।

জৌনপুরে প্রধানতঃ কাষ্ঠের বা ঘুটের জালে এই চোলাই কার্য্য সম্পন্ন করা হয়। এইরূপ চোলাই কার্য্য প্রাতে ১০টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত চলিয়া থাকে। এখানে বয়লার বা অগ্নির উপর স্থাপিত পাত্র হইতে কন্ডেনসার এবং কন্ডেনসার হইতে রিসিভার পাত্র পর্য্যন্ত সমস্ত নলই বাঁশের প্রস্তুত, ন্যাকড়া বা বস্ত্র খণ্ড দ্বারা দৃঢ়রূপে সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হয়। যাহাকে Boiler বলা হইল, এই হাড়ীগুলি তামার ডেক্‌চির অনুরূপ এবং ভিতরটী ইনামেল বা কলাই করা।

কেওড়া বা গোলাপ জলের ভাল মন্দ সমস্তই ফুলের গুণ এবং পরিমাণের উপরই নির্ভর করে। শুদ্ধ গন্ধ দেখিয়াই গুণের তারতম্য বিচার করা হয় না, শীতল জলে একটু মিশাইয়া কতক্ষণ সুগন্ধ স্থায়ী হয়, তাহাও পরীক্ষা করা হয়। যাহার গন্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ী, সেই জলই উৎকৃষ্ট বলিয়া গননা করা হয়। উপোরোক্ত প্রণালী কেওড়া জোয়ান প্রভৃতি চোলাই করিবার, কিন্তু গোলাপ জলের সময় কিঞ্চিৎ পার্থক্য দেখা যায়।

গাজীপুরে গোলাপ জল চোলাই কারীগণ প্রথম দিবসে ওজনে ⁄৫ সের পুষ্প দিয়া চোলাই করে, তাহার পরদিন সেই চোলাই করা জলে ১০০ গোলাপ পাপড়ী দিয়া তাহাতে ⁄১ সের মাত্র জল দিয়া পুনরায় চোলাই করা হয়, পরদিন পুষ্পের মাত্রা দ্বিগুণ করিয়া পুনরায় চোলাই করা হয়। "রিসিভার" গুলি কাচের জার, প্রায় ২৪।২৫ আউন্স জল ধরিতে পারে এইরূপ। চোলাইয়ের কারখানায় সারি সারি চোলাইয়ের ভাটী স্থাপিত হয়।

উৎকৃষ্ট গোলাপ প্রায় ৮ টাকা বোতল বিক্রয় হয়। ইহাতে প্রায় ৪০০০ হাজার গোলাপের নির্য্যাস আছে, বুঝিতে হইবে।

কেওড়া বা যবানী জল চোলাই করিতে কদাচিৎ ২বার চোলাই করা হইয়া থাকে। ১মণ পুষ্প হইতে যে কেওড়া প্রস্তুত হয়, তাহা উৎকৃষ্ট হইলে প্রতি বোতল ২৲ টাকায় বিক্রয় হয়।

আতর।

গোলাপ প্রভৃতির জল চোলাই অপেক্ষা আতর প্রস্তুতের কাজ আরও জটীল। প্রথমে পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে গোলাপ পুষ্প হইতে জল চোলাই করিয়া লইবার সময় Recieve্r বোতলের মধ্যে উৎকৃষ্ট বিশুদ্ধ চন্দন তৈল দিয়া রাখিতে হয়। চন্দন তৈলের গুণ, ইহা পুষ্পসার আহরণ করিতে পারে। সুতরাং কন্ডেনসারের মধ্য হইতে রিসিভার বোতলের মধ্যে যখন বাষ্পাকারে পুষ্পসার প্রবেশ করে, তখন ঐ চন্দন তৈল পুষ্প সৌরভের সারাংশ টুকু টানিয়া লইয়া নিজেও অতিশয় সুবাসিত হইয়া যায়। কিন্তু বাষ্পও জল হইয়া ঐ চন্দন তৈলের সহিত নিশ্চয়ই মিশ্রিত হইয়া তেলে জলে মিশাইলে যেমন একটা পদার্থ হয়, তাহাই হইয়া থাকে। তখন উপরোক্ত তৈল জল-মিশ্রিত পদার্থটাকে আতর করিবার রিসিভার বোতলের মধ্য হইতে ভিতরে কলাই করা একখানি ডিসে ঢালিয়া ফেলা হয়। এবং সেই পাত্রের নিম্নে একটী ষ্টপ্ কর্ক লাগান থাকে। সেইটীকে খুলিয়া লইলে জলটা নিকাশ হইয়া যায়, তখন আতরটী পাত্রে লাগিয়া থাকে। কিন্তু ইহাও অবিশুদ্ধ। তাহার পর সেই পদার্থটাকে রৌদ্রে দেওয়া হয়, জল শুখাইয়া বিশুদ্ধ আতর ঘনীভূত হইয়া থাকে। তাহাই শিশিতে পুরিয়া আতর বলিয়া ভরি হিসাবে বিক্রয় হইয়া থাকে। প্রবন্ধ অতিশয় বড় হইয়া গেল। বারান্তরে "রু" প্রস্তুতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বলিব। একটু স্থির মস্তিষ্কে না পড়িলে এইরূপ জটীল বিষয় বুঝিতে কষ্ট হয়, প্রার্থনা, পাঠকগণ যেন মনোযোগের সহিত পাঠ করেন।

Editors in Council.

সম্পাদকের মন্ত্রণা সভা।

শ্রীযুক্ত বঙ্কু বিহারি সম্মাদ্দার।

প্রঃ। একটী ছয় মাসের শিশুর মস্তকে চুল হইতেছে না, যাহা সামান্য সামান্য হইয়াছে, তাহা কটা রংএর। ইহার কোন প্রতিবিধানের উপায় বলিতে পারেন কি? এমন রকমের ছেলেকে কি বাহিরে লইয়া বেড়াইলে দোষ হয়।

উঃ। ভেসিলিন্ অঙ্গুলি দ্বারা লইয়া লোম শূন্য স্থানে মালিস (Rubbing) করিলে চুল উঠিবে। ভেসিলীন পেট্রোলিয়ম হইতে জন্মে, পেট্রোলিয়মের (Rock oil) চুল জন্মাইবার ক্ষমতা ও সুখ্যাতি আছে। পরীক্ষা করিতে পারেন। ইহাদ্বারা চুল কড়া হয় না। ৫।৬ মাসের ছেলেকে খোলা হাওয়ায় বাহির করিয়া বেড়ান আমরা যুক্তি সঙ্গত মনে করি না। শীতল বায়ু সেবনে বালকের অনিষ্ট হইতে পারে। বিশুদ্ধ বায়ু গৃহে চলাচল করিতে পারে এমন উপায় করিয়া দেওয়া আবশ্যক, কিন্তু গাত্রে যথেষ্ট বস্ত্রাদি থাকা আবশ্যক। আমাদের

দেশের সে কালের নিয়ম আছে, অন্নপ্রাসন না হওয়া পর্য্যন্ত ছেলেকে বাড়ীর বাহিরে আনিতে নাই, বোধ এই জন্যই নিষেধ। বিশুদ্ধ বায়ু শিশুর জীবনে নিতান্ত আবশ্যক, কিন্তু হঠাৎ ঠাণ্ডা না লাগে, তাহার জন্য যথা-যোগ্য বস্ত্রাদি আবশ্যক।

মাটীর নীচে লাখ টাকা।

ই, বি, রেলওয়ের কাওরাইদ ষ্টেশনের পর হইতেই, ময়মনসিংহ জিলা আরম্ভ হইয়াছে। কাওরাইদ ষ্টেশন যে ক্ষুদ্র নদীর তীরে অবস্থিত, উহাই ময়মনসিংহ জিলার দক্ষিণ সীমা। ইহার উত্তর সীমা জগন্নাথগঞ্জ বা যমুনা নদী। উত্তর সীমা হইতে, দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত, রেললাইন বিস্তৃত। রেল পথের উভয় পার্শ্বস্থ ভূমি (প্রায় ৮০ মাইল) এবং তৎ পার্শ্ববর্ত্তী স্থানেই শঠি গাছ পূর্ণ। যে পরিমাণ স্থান শঠিগাছ পূর্ণ; তাহা বুঝাইবার জন্য খুব কম করিয়া ধরিলেও অন্ততঃ ৫।৬ হাজার বিঘা জমি হইবে। প্রতি বৎসর, এই ৫।৬ হাজার বিঘা জমিতে স্বতঃই শঠিগাছ জন্মিতেছে, আবার যথারীতি বর্দ্ধিত হইয়া মরিয়া যাইতেছে। নীচের কন্দগুলিও মাটীতে জন্মিয়া, প্রতি বৎসরই মাটী হইয়া যাইতেছে। বিঘা প্রতি দশ মণ করিয়া ধরিলেও, সমুদয় শঠির মূলের পরিমাণ ৬০,০০০ মণ হইবে। এই ৬০,০০০ মণ মূলে, অন্ততঃ, ৫০০০ মণ পালো প্রস্তুত হইতে পারে। কলিকাতার বাজারে শঠির উৎকৃষ্ট পালোর মণের মূল্য ২৫৲ ৩০৲ টাকা পর্য্যন্ত হয়। সময় সময় আমদানী না হইলে ইহা অপেক্ষাও দর বেশী হইয়া থাকে। প্রতিমণ ২০৲ টাকা করিয়া ধরিলেও, উক্ত পাঁচ হাজার মণ শঠির পালোর মূল্য এক লক্ষ টাকা হইবে। এই লক্ষ টাকার জিনিষ প্রতি বৎসরই, মাটীর নীচে থাকিয়া, মাটীতেই পরিণত হইয়া যাইতেছে। ময়মনসিংহ জিলায় শঠির পালো প্রস্তুত শিক্ষা দিতে পারিলে, এই লক্ষ টাকার জিনিস বৃথা নষ্ট হয় না। উত্তর বঙ্গের নানা স্থানেও শঠিগাছ গুলি বৃথা নষ্ট হইত; কিন্তু তাহা হইতে পালো প্রস্তুত করতঃ, কলিকাতায় রপ্তানী করিতে শিখিয়া, এস্থানে বহু পরিবারেরই ধনাগমের একটা নূতন উপায় হইয়াছে। ময়মনসিংহবাসীরা পালো প্রস্তুত শিক্ষা করিতে পারিলে, উহা একটা ধনাগমের নূতন উপায় হইবে এবং অনেক দরিদ্র লোক পালো প্রস্তুত করিয়া, জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারিবে। "কৃষি-সমাচার"

For the leisure hours.

চয়ন।

উদ্ভিদের যৌন-সম্মিলন।

"Flowers in the crannied wall
I pluck you out of the crannies
I hold you here, root and all;
in my hand
Little flower—but if I could understand
What you are, root and all and all in all
I should know what God and man is."
Wordsworth.

জন্ম, বৃদ্ধি, বিবাহ ও মৃত্যু প্রাণীমাত্রেরই বিশিষ্ট লক্ষণ। উদ্ভিদ যখন প্রাণীপর্য্যায়ভুক্ত, তখন উহারও বিবাহ আছে। বিবাহের উদ্দেশ্য বংশ বিস্তার। উদ্ভিদের জীবনেতিহাসে উহার বিবাহ ও বংশ বিস্তার কাহিনী এক অতি অপূর্ব্ব আনন্দজনক ও শিক্ষাপ্রদ ব্যাপার। ফুলের সাহায্যে এই বংশ বিস্তার সংঘটিত হয়। ফুলই উদ্ভিদের স্বামী ও স্ত্রী, সুতরাং উদ্ভিদের বিবাহ-রহস্য বুঝিতে হইলে উহার ফুলের সম্বন্ধে কিছু জানা প্রয়োজন। অতএব প্রারম্ভেই ফুলের গঠন-তত্ত্বের কিছু আলোচনা করা যাউক।

সচরাচর ফুলের চারিটি অঙ্গ। কাহারও কাহারও দুইটি অঙ্গমাত্র থাকে। কাহারও আবার মাত্র একটি অঙ্গ। পূর্ণাঙ্গ (Complete) পুষ্পের চারিটি অঙ্গই বর্ত্তমান থাকে। একটি ধুতুরা ফুল লইয়া ইহার অঙ্গ চতুষ্টয়ের সহিত পরিচয় করা যাউক। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, বৃন্তের উপরে একটি হরিৎবর্ণ চক্রাকার কুণ্ড আছে। উহার নাম ইংরাজিতে Calyx। বাঙ্গালায় উহাকে পুষ্প-কুণ্ড বলা যাউক। এই পুষ্প-কুণ্ডের পাপড়িগুলিকে 'পল' কহে (Sepal)। কুণ্ডের ভিতর আর একটি চক্র। ইহার নাম পুষ্প-চ্ছটা Corolla। ইহার অংশ গুলির নাম 'দল' (Petal)। ইহার অভ্যন্তরে আর একটি চক্র। এই চক্রটি কয়েকটি দীর্ঘ সূত্রবৎ পদার্থের সমষ্টি। ইহার নাম পুংকেশর (Andrœcium)। সকলের মধ্যস্থ চক্রটি গর্ভকেশর (Pistil)। অতঃপর এক একটি চক্রের সবিশেষ পরিচয় প্রয়োজন।

(১) কুণ্ড—পুষ্পকুণ্ডের পলগুলি পরস্পর সংযুক্ত বা পরস্পর বিযুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। যে ফুল লইয়া আমরা পরীক্ষা করিতেছি, তাহার পলগুলি সংযুক্ত (Gamosepalous)। বিযুক্ত-পল (Polysepalous) ফুলের দৃষ্টান্ত, গোলাপ, জবা ইত্যাদি। পুষ্পকুণ্ড প্রায়ই সবুজ-বর্ণ। কোন কোন পুষ্পে অন্য বর্ণও দেখা যায়, যথা দাড়িম্বপুষ্প। অনেক সময়ে 'দল' ও 'পল' বর্ণে আকারে ও আয়তনে একরূপ হয়। চাঁপা ফুলে ইহার দৃষ্টান্ত দেখা যায়। কুণ্ডের উদ্দেশ্য ফুলের আভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলিকে মুকুলাবস্থায় বহিরুৎপাত হইতে রক্ষা করা, এইজন্য এই চক্রকে আবরণী চক্র বলে (Protective whorl)। প্রায়ই ফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কুণ্ড ঝড়িয়া পড়ে। কোন কোন ফলে, কুণ্ড

ফলের সঙ্গে থাকিয়া যায়। যথা দাড়িম্ব, তাল, নারিকেল, চাল্‌তা ইত্যাদি। এইরূপ কুণ্ডকে স্থায়ী কুণ্ড কহে (Persistant calyx)। শিয়ালকাঁটা ফুলে ছটার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কুণ্ড ঝরিয়া পড়ে। এইরূপ কুণ্ডের নাম Caducous calyx। চাল্‌তায় কুণ্ডের পলগুলি ফলাংশকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়া রাখে। চাল্‌তার এই কুণ্ডপলগুলিই আমাদের খাদ্য।

(২) **পুষ্প-ছটা**—ছটার দলগুলিও পরস্পর সংযুক্ত বা বিযুক্ত হয়। গোলাপে পরস্পর বিযুক্ত। ধুতুরায় সংযুক্ত। দলগুলি নানাবর্ণের দেখিতে পাওয়া যায়। শ্বেত, পীত, রক্ত ও নীল এই কয়টি প্রধান। অপেক্ষাকৃত উন্নত-জাতীয় উদ্ভিদে শ্বেত, রক্ত ও নীলবর্ণই বেশী দেখা যায়। এই সকল বর্ণের মনুষ্যের নয়ন রঞ্জন করা ছাড়া একটা মহত্তর উদ্দেশ্য আছে। ভবিষ্যতে ইহার সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা হইবে। এখানে এইমাত্র বলিয়া রাখি, পুষ্পচ্ছটা কীটপতঙ্গাদি দ্বারা পুষ্পের সম্মিলনকার্য্য সাধিত করিবার জন্য সহায়তা করে। কীটপতঙ্গাদি বর্ণের উজ্জ্বলতায় মুগ্ধ হইয়া পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে বিচরণ করে। এই জন্য এই চক্রের নামান্তর আকর্ষণী চক্র (Attractive whorl)। পুষ্পের কার্য্য বীজ সৃজন। এই বীজ সৃজন ব্যাপার পুংকেশর ও গর্ভকেশরই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। আবরণী চক্র ও আকর্ষণী চক্র পরোক্ষভাবে সাহায্য করে। সুতরাং পুংকেশর ও গর্ভকেশরই ফুলের প্রয়োজনীয় অঙ্গ। এই দুই অঙ্গের অস্তিত্বে পুষ্পের পুষ্পত্ব। অনেক পুষ্পে আবরণী চক্র বা আকর্ষণী চক্র থাকে না। কাহাদের থাকে না, পরে আলোচনা করা যাইবে। (ক্রমশঃ)

গার্হস্থ্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

(সংগৃহীত)

বস্ত্রের বর্ণ এসিড লাগিয়া নষ্ট হইয়া যাইলে প্রথমতঃ সেই স্থানে এমোনিয়া দিয়া এসিডের ক্ষমতা নষ্ট করিতে হয়, পরে ক্লোরোফরম লাগাইলে বস্ত্রের বর্ণ পূর্ব্বের ন্যায় হইয়া উঠে। এবং সোডা সাবান ইত্যাদি ক্ষার পদার্থ দ্বারা কাপড়ে দাগ লাগিলে, দাগ লাগিবার অল্প পরেই অতি ক্ষীণ শক্তি বিশিষ্ট এসেটিক এসিডে অর্থাৎ অতি সামান্য এসিড অধিক পরিমাণে জলে মিশ্রিত করিয়া সেই এসিডে দাগ লাগা স্থান ধৌত করিলে দাগ উঠিয়া যায়।

বিক্রেয় পদার্থে রক্তের দাগ লাগিলে প্রায়ই জিনিষটি বিবর্ণ বা কুৎসিত হইয়া পড়ে। এরূপ ক্ষেত্রে রক্ত লাগা জিনিষে চালের গুড়ি, ময়দা, এরারুট বা ঐ জাতীয় কোন পদার্থ রক্ত লাগিবার অব্যবহিত পরে লাগাইলে দাগ সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়। অথবা যদি প্রস্তুত থাকে, তাহা হইলে উপরোক্ত পদার্থ লাগাইবার পরিবর্ত্তে, ক্ষীণ শক্তি বিশিষ্ট পটাশ বা সোডা লাগাইয়া পরে ফটকিরি দ্বারা ধৌত করিলে আদৌ দাগ থাকে না।

তারপিন তৈলে ডুবাইয়া ৩।৪ দিন রৌদ্রে রাখিলে অস্থি নির্ম্মিত পদার্থ হইতে দুর্গন্ধ বা চর্ব্বি দূরীভূত হয়; এবং জিনিসটি খুব শুভ্র হইয়া পড়ে, সময়ে সময়ে হস্তি দন্ত নির্ম্মিত জিনিষ হরিদ্রা বর্ণাভ হইয়া যায়; এরূপ হইলে প্রথমতঃ সেই জিনিসটিকে বুরুশ দ্বারা উত্তমরূপে জল ও সাবান দিয়া ধৌত করিয়া ভিজা অবস্থাতেই রৌদ্রে রাখিতে হয়, এইরূপে ৩।৪ দিন প্রতিদিন ৩।৪ বার সাবান জলে ডুবাইয়া রৌদ্রে রাখিবার পর এবং প্রতিবার রৌদ্রে দিবার সময় বুরুশ দ্বারা উত্তমরূপে ধৌত করিলে হস্তিদন্ত একেবারে পরিষ্কার শুভ্র হইয়া যায়।

পিত্তল নির্ম্মিত পদার্থ কোন কারণ বশতঃ অপরিষ্কৃত হইলে নিম্নলিখিত উপায়ে বেশ পরিষ্কার করা যায়; ইহাতে সময় এবং পরিশ্রম অতি সামান্যই প্রয়োজন হয়। যদি পিত্তলে কোনরূপ তৈলাক্ত পদার্থ লাগিয়া থাকে, তাহা হইলে প্রথমতঃ উহাকে পটাশ এবং সোডার জলে ডুবাইয়া তৈলাক্ত পদার্থ নষ্ট করিয়া ফেলিতে হয়, পড়ে ২ ভাগ নাইট্রিক ও আধ ভাগ সালফিউরিক এসিড একত্রে মিশ্রিত করিয়া একটী বড় মাটীর কিম্বা প্রস্তরের পাত্রে রাখিতে হয়। কতকগুলি করাতের গুড়া বা ঐরূপ কোন নরম পদার্থ এবং যথেষ্ট পরিমাণ জলের প্রয়োজন। প্রথমতঃ পদার্থটীকে এসিডের জলে ডুবাইয়া লইয়াই পরিষ্কার জলে ধুইয়া ফেলিতে হয়। অবশেষে করাতের গুড়া দ্বারা মাজিলেই পিত্তল খুব উজ্জ্বল হইয়া পড়ে।

হীরক বা মূল্যবান প্রস্তর, পরিষ্কার করিবার সময় অনেকে নানারূপ পদার্থ ব্যবহার করিয়া থাকে। এরূপ করা উচিত নহে। কেননা অনেক প্রস্তর ইহাতে একেবারে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। সাধারণতঃ সাবানের জলে ডুবাইয়া অত্যন্ত কোমল বুরুশ দ্বারা ধৌত করিলেই হীরকাদি বেশ পরিষ্কৃত হইয়া স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য প্রাপ্ত হয়।

পর্দ্দায় রং করিতে হইলে বা পর্দ্দায় কোনরূপ চিত্র অঙ্কিত করিতে হইলে প্রথমতঃ পর্দ্দা নিম্নলিখিত উপায়ে রং বা চিত্রের উপযোগী করিয়া লইতে হয়। শ্বেতবর্ণের শিরিস বার ঘণ্টার অধিককাল জলে ডুবাইয়া রাখিতে হয়। এই জলের পরিমাণ এরূপ হওয়া উচিত যে, ঐ শিরিস মিশ্রিত হইয়া বেশ একটা চট্‌চটে পদার্থের মত হয়। পরে ইহাকে গরম জলে একবার গলাইয়া ফেলিয়া এই গলিত পদার্থে হোয়াইট (প্যারিস) ঢালিয়া দিতে হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই মিশ্রিত পদার্থ গাঢ় দুগ্ধের মত না হয়, ততক্ষণ হোয়াইট ঢালিতে হইবে। অবশেষে ইহাকে ইচ্ছাপুরূপ বর্ণে রঞ্জিত করিয়া পর্দ্দায় লাগাইলে পর্দ্দা রঞ্জিত হয়।

একজন শিল্পী বলেন "আমি শত শত এনগ্রেভিং পরিষ্কৃত করিয়াছি, যে উপায় অব-

লম্বনে পরিষ্কৃত করিয়াছি তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল। প্রথমতঃ এনগ্রেভিংটি একটী চ্যাপটা পাত্রে রাখিয়া ক্রমাগত জল ঢালিতে থাকি। যখন জলে বেশ ভিজিয়া যায়, তখন জল সম্পূর্ণরূপে ফেলিয়া দিয়া উহাতে ক্লোরাইড অফ লাইমের জল (তিন ভাগ জল ও এক ভাগ লাইকার ক্যালসিস ক্লোরেট) ঢালিয়া দিই। ইহাতেই এনগ্রেভিংগুলি বেশ পরিষ্কার হইয়া যায়। কিন্তু সময়ে সময়ে কোন স্থান হইতে বা সমস্ত এনগ্রেভিং হইতে দাগ উঠে না। এরূপ হইলে তাহাতে লাইকার ক্যালসিস ক্লোরেট ঢালিয়া দিই। তাহাতেও কৃতকার্য্য না হইলে অতি ক্ষীণ নাইট্রোমিউরিয়াটিক এসিড ঢালিয়া দিই। আজ পর্য্যন্ত এমন কোন এনগ্রেভিং পাই নাই, যাহা এই উপায়ে পরিস্কৃত হয় নাই। অবশেষে ক্রমাগত উহা জলে ধৌত করিতে হয়। ধৌত হইলে উহাকে ক্ষীণ শক্তি বিশিষ্ট আইসিং গ্ল্যাস বা শিরিস দ্রবে ডুবাইয়া রাখিতে হয়। কেহ কেহ এই দ্রবকে কফি চূর্ণ দ্বারা রঞ্জিত করিয়া লয়। এরূপ করিলে অক্ষর গুলি হরিদ্রাবর্ণাভ হয়।”

লৌহ হইতে মরিচা তুলিতে হইলে লেবুর রস স্নুনে ঢালিয়া যে দ্রব প্রস্তুত হয়, তাহা মরিচা ধরা স্থানে লাগাইয়া সামান্য ঘসিলেই উঠিয়া যায়।

হাতে নাইটিক এসিড লাগিলে প্রায় হরিদ্রাবর্ণের দাগ হইয়া যায়; এরূপ হইলে প্রথমতঃ পারম্যাঙ্গানেট অফ পোটাসিয়ামের দ্রবে হাত ডুবাইয়া ফেলিতে হয়। অবশেষে ক্ষীণ হাইড্রোক্লোরিক এসিডে ডুবাইয়া, হাত ধুইয়া ফেলিলেই দাগ সম্পূর্ণ উঠিয়া যায়। পুরাতন দাগ হইলে প্রায়ই উঠে না।

উদারাময়ের ঔষধ—

টিঞ্চার অফ ওপিয়াম	১ আউন্স।
ঐ ঐ ক্যাপসিক্যাম	১ ,,
স্পিরিট অফ ক্যাম্ফর	১ ,,
ক্লোরোফরম	১৮০ মিনিম।

ইহাতে এলকোহল ঢালিয়া ৫ আউন্স করিয়া লইতে হইবে।

কলিকাতা, মদন বড়াল লেন, ১৬নং ইকনমিক্যাল প্রেসে, শ্রীসারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং ১নং অভয়হালদার্স লেন হইতে প্রকাশিত।

কাজ চালাইতে পারেন। কিন্তু যাহার অর্থ নাই, তাহাকে শ্রমের বিনিময়ে অর্থ ক্রয় করিতেই হইবে, না করিলে সেকি অনাহারে জীবন বিসর্জ্জণ করিবে? না, তাহাকে খাটিতেই হইবে। বেকার যুবক অনর্থক বসিয়া থাকিতে পারে না, থাকিবার তাহার অধিকার নাই। বসিয়া বসিয়া অপরের গলগ্রহ হইয়া, অপরের পরিশ্রমজাত অন্নধ্বংশ চৌর্য্য বৃত্তি অপেক্ষাও পাপ জনক, সংসারের ঘোর অনিষ্টকর এবং জাতীয় উন্নতির ভীষণ অন্তরায়।

কথায় কথায় আমি বিষয়ান্তরে আসিয়া পড়িয়াছি। আমি বলিতে ছিলাম, এদেশজাত পত্র, পুষ্প, ফল মূলাদি হইতে তাহার এসেন্সিয়াল অয়েল বাহির করা যায় কিনা, যাইলে তাহাতে দেশের একটী অর্থকরী শিল্প হয় কিনা এবং সেই শিল্পে আমাদের মনযোগ দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য কিনা?

এসেন্সিয়াল অয়েল বা আতর বাহির করা অর্থকরী ব্যবসায়, এদেশজাত পত্র, পুষ্প হইতে জৌনপুর, গাজীপুর, লক্ষ্ণৌএ যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন হইয়া থাকে। এখানেও অনেকে তৈল প্রস্তুত করিয়া ব্যবসায় করিতেছেন। সাধারণের নিকট এই কাজের এবং এই কার্য্যজাত দ্রব্যের যথেষ্ট আদরও আছে। সুতরাং উদ্যোগী যুবকগণের এদিকে মনোযোগ দেওয়া বাঞ্ছনীয়, সে কথা বলাই বাহুল্য মাত্র।

এখন আমি আমার পাঠকগণকে দেখাইব যে, কোন্ কোন্ দ্রব্য হইতে এই ভোলাটাইল বা এসেন্সিয়াল অয়েল পাওয়া যাইতে পারে। তাহার পর চোলাই সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনা করিব।

সাধারণতঃ রোজ বা গোলাপ হইতে ভোলাটাইল অয়েল বাহির হয়, ইহার নাম আতর। মৌরি, জুই, চাঁপা, পদ্ম, প্রভৃতি হইতে চোলাই করিয়া তৈল বা তাহাদের আতর বাহির করা যাইতে পারে। লবঙ্গ জায়ফল, বাদাম, এমন কি আলুর স্পিরিট হইতে, ও কাজুপটী, চন্দন, ইউক্যালিপটাস হইতেও ভোলাটাইল অয়েল বাহির করা হইয়া থাকে। কাগজী এবং বাতাবী লেবুর ফুল হইতে, ল্যাভেণ্ডারের ফুল হইতে "এসেন্সিয়াল অয়েল, বাহির হয়। এসকল এদেশে দুর্লভ নহে। এদেশে গোলাপ কেওয়ার অভাব নাই, জুই চম্পকের অভাব নাই, অসংখ্য প্রকার আতর এদেশেও হইতেছে। তবে বাঙ্গালাদেশে কেহ ইহার জন্য চেষ্টা করিবেন না কেন?

যন্ত্র পাতি, কল্ কবজার সাহায্যে প্রস্তুত বিদেশীয় দ্রব্যাদি অপেক্ষা হাতে প্রস্তুত দ্রব্যের মূল্যের ন্যূনাধিক্য হইবে বটে, কিন্তু জৌনপুরে সেই সেকালের মামুলি পদ্ধতিতে প্রস্তুত আতরাদিরই বা আদর কম কি? কেমন করিয়া তৈল বা আতর বাহির করা যায়, তাহা জৌনপুরের আতরের কারবার প্রবন্ধে যথেষ্ঠ আভাষ দিয়াছি, সমস্ত ভোলাটাইল অয়েলই যে চোলাই করিয়া বাহির হয়, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। ইহার পরেও আমি যথাসাধ্য রূপে আরও বুঝাইবার চেষ্টা করিব, তবে এসম্বন্ধে অধিক বিষয় জানিতে হইলে অন্যান্য পুস্তকাদি পাঠেরও আবশ্যক আছে। পাঠকগণের কেহ যদি চেষ্টা করেন, তবে ডিক্‌সনারী অফ আর্টস্ এণ্ড ম্যানুফ্যাকচর Dictionary of Arts and Manufactures By Mr.U Andrew Ure M, D. পুস্তক পাঠ করিয়া সবিশেষ জানিতে পারেন। পুস্তক খানি প্রাচীন, কোন লাইব্রারীতে পাইতে পারেন।

এসেন্সের অবাধ আমদানিতে দেশীয় আতরের কারবার ও গৌরব কমিয়াছে বটে, কিন্তু দেশজাত পুষ্পের স্থায়ী মনোরম সৌরভ দেশের যত সম্ভ্রান্ত লোকেই ব্যবহার করেন, তাহা সুনিশ্চিত। এদেশের পুষ্প পত্রাদি হইতে ভোলাটাইল অয়েল প্রস্তুত হইতে পারে কিনা তাহা পরীক্ষা করা উচিত, ঐকান্তিক চেষ্টাদ্বারা অবশ্যই গুঢ়তথ্য বাহির হইবে। আমি আশাকরি কেহ চেষ্টা করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিবেন। অবশ্য সহসাই কোন বিষয়ে দক্ষত জন্মিবেনা।

পুস্তক পড়িয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। পরীক্ষায় অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইলে এদেশে কোন জিনিসই জন্মিবে না। প্যালিসি কত কষ্টে পোর্সিলেন প্রস্তুত করিয়া ছিলেন। তাহা চিন্তা করুন, জাপানের রাজকুমার ঝাড়ু বরদারগিরি করিয়া দেশলাই প্রস্তুত শিক্ষা করিয়া আসিয়া ছিলেন। জাপানের দেশলাই আজ সমগ্র জগতের মধ্যে বিস্তৃতিলাভ করিতেছে, সেটা ভাবুন!

আপনার অর্থ বা মূলধন না থাকিলেও আপনার কায়িক পরিশ্রম, অধ্যবসায়, দৃঢ়সংকল্প, অহরহচেষ্টা আপনাকে টাকা সংগ্রহ করিয়া দিবে। শ্রমের এবং আন্তরিক চেষ্টায় বিনিময়ে আপনি অবশ্যই অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিবেন। কায়িক পরিশ্রম যে মূলধন, তাহা কি ভুলিয়া যাইতেছেন?

নিজেকে অসহায় অকর্ম্মণ্য ভাবিবেন না। চেষ্টা করিলেই পন্থা দেখিতে পাইবেন তাহাতে সংশয় করিবেন না। উঠুন, উঠুন, কর্ম্মী হউন, জগতে অসংখ্য—অগণ্য করণীয় কাজ, সহায় সম্পত্তি হীন বলিয়া কি জগতে আপনার স্থান নাই! উন্মিলিত চক্ষুতে জগত দেখুন, কাজের অভাব কি?

উদ্ভিদের যৌন-সম্মিলন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৩) পুংকেশরগুচ্ছ—আলোচ্য পুষ্পটি পরীক্ষা করিলে কতকগুলি সূত্রবৎ পদার্থ গুচ্ছাকারে গর্ভকেশরের চতুর্দ্দিকে চক্রাকারে সজ্জিত দেখা যাইবে। এই

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২॥০ । Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture, &c.

EDITED BY
S. P. CHATTERJEE.

কাজের লোক ।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্য বিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিক পত্র ।

পঞ্চম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা । New Series, November 1911. নূতন সংস্করণ । নবেম্বর, ১৯১১ । Vol. V. No. 11.

ঋণ হইতে মুক্তি হইলে বিষম বিপদ হইতে পরিত্রাণ হওয়া যায়। ঋণ হইতে সর্ব্বাগ্রে মুক্তি লাভ কর।

মিতব্যয়িতা বৃদ্ধ বয়সের বিশ্রামশয্যা, যৌবনের সুসময়ে অপব্যয় কর, বৃদ্ধ বয়সের কষ্ট এবং পরিতাপ অবশ্যম্ভাবী।

যে লোক আগুদিকে নজর না রাখিয়া চলে, তাহাকে সকলের পশ্চাতেই পড়িতে হয়, ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। সকল বিষয়েই আগু ভাবিবার আবশ্যক আছে।

নিজে ভাল হওয়া এবং পরের ভাল করা অপেক্ষা উচ্চ সুখ আর নাই, প্রাণপণে নিজের চরিত্র উচ্চ কর, অপরের ভাল করিয়া ধন্য হও।

জুয়াড়ী এবং জুয়াচোর এক পল্লীবাসী—প্রতিবেশী স্বরূপ। সুতরাং সম্মান জ্ঞান থাকিলে জুয়া খেলিও না। টাকার অভাব হইলে জুয়াচোর হইতে কতক্ষণ ?

অন্যান্য জিনিসের ন্যায় শিক্ষাও মূল্যবান—বিনামূল্যে তাহা পাওয়া যাইবে কেন ? কাজের লোকে শিক্ষার বিষয় অনেক, কিছু অর্থ না দিলে চলে কি ? আপনি কাজের লোকের গ্রাহক হইবেন।

নিজের জীবনের প্রাত্যহিক ইতিহাস লেখা ভাল—সমস্ত ঘটনাই সত্য লিখিয়া সময়ে সময়ে পাঠ করিলে চরিত্র গঠিত হইয়া থাকে।

প্রাতঃকাল ভ্রমণের এবং সন্ধ্যাকাল চিন্তা এবং গবেষণার উপযুক্ত সময়।

প্রাতঃকালের মধুর বিশুদ্ধ বায়ু শ্রমজীবির আনন্দদায়ক কিন্তু অলস অকর্ম্মণ্য ব্যক্তি প্রাতের এই সুবিমল স্নিগ্ধ বায়ুতে সুখবোধ করে না।

অজীর্ণ বা ডিসপেপসিয়াগ্রস্থ রোগীর পক্ষে খোলা ময়দানে নিয়মিত ভ্রমণ যেরূপ হিতকারী, ঔষধ দ্বারা সে সুফল পাওয়া যায় না।

মানুষ ভবিষ্যৎ বা আসন্ন বিপদের উপর অহরহ ভাবিয়া নিজের অবস্থা আরো খারাপ করিয়া তুলে—বিপদকে বীরের ন্যায় অপসারিত করিবার আন্তরিক চেষ্টাই উদ্ধারের উপায়, ভাবিলে কি হইবে। যেখানে মুস্কিল, সেখানে আসানও আছে।

স্বার্থপরতা।

মহাত্মা বেকন বলেন :—

এ জগতে স্বার্থসাধনে সকলেই ব্যস্ত, ইহা সত্য বটে, কিন্তু সমস্ত বিষয়েরই সীমা থাকা আবশ্যক। মান এবং সৎকর্ম্মের ব্যয়ের জন্যই ধনের আবশ্যক। কিন্তু অতিশয় স্বার্থপর ব্যক্তিকে অনেক সময় মান বিসর্জ্জন দিয়াই স্বার্থসাধন করিতে হয়। আত্মসার ব্যক্তিগণ কেবল স্বার্থের দিকেই দৃষ্টি রাখে—জগত বা ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টি রাখিতে সে শিক্ষা করে না, নিজের সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য সে কেবল হন্যা কুকুরের ন্যায়, হিত অহিত, নীচ, উচ্চ, ন্যায় অন্যায় নির্ব্বিশেষে অহরহ ঘুরিয়া বেড়ায়। স্বার্থ-পিপাসীর বিকার পিপাসা মিটে না—কখনও মিটিবারও নহে। পরিতৃপ্ততার আস্বাদন ইহারা বুঝিতে পারে না, তাই শান্তির অনির্ব্বচনীয় সুখ কেমন, তাহা উপলব্ধি করিতেও পারে না। আপনার মঙ্গলের চেষ্টা করা কোন ক্রমেই দুষণীয় নহে। কিন্তু পরের অমঙ্গল ঘটাইয়া নিজের মঙ্গলের উপায় দেখিলে সংসার উৎসন্ন যায়। পণ্ডিতবর দেখাইয়াছেন—"যে মানুষের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহার্থ পরস্পরের আনুকূল্য এবং সহানুভূতির আবশ্যক আছে, এই জন্যই মানুষ সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে—কিন্তু সকলেই যদি স্বার্থপর হইয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতিকুলতাচরণ করে, তাহা হইলে ঘোর বিশৃঙ্খলতা হইয়া যায়। স্বার্থপরতা নিশ্চয়ই ঘৃণিত গুণ, কেননা অতিশয় স্বার্থপর ব্যক্তিরও স্বার্থে অপরে হস্তক্ষেপ করিলেও সে তাহার জন্য ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে—তাহার মত স্বার্থান্ধ ব্যক্তির পক্ষেও তাহা ঘৃণার্হ বলিয়া উপলব্ধি হয়। পরের সর্ব্বনাশ করিয়া, নিজের মান বিসর্জ্জন দিয়া, স্বোদরপূর্ণ করিয়া সুখ হয় না। দশজনে ধিক্কার দেয়, সর্ব্বদাই আত্মগ্লানির জন্য জনসমাজে তাহাকে সঙ্কুচিত থাকিতে হয়, দশা বিপর্য্যয় ঘটিলে কেহই ব্যথায় ব্যথিত হয় না, দয়াও প্রকাশ করে না। মরিলে সন্তান সন্ততিকে বহু শত্রুমণ্ডলীর মধ্যে ফেলিয়া দিয়া যায়। অনন্ত অনন্ত কাল তাহার পরলোকগত আত্মার উপর লোকে অভিসম্পাত করে। স্বার্থপরের মরিয়াও নিস্তার নাই। মহাত্মা বেকন আরও দেখাইতেছেন, যে, যাহাতে নিজের মান, সম্ভ্রম, যশ, কীর্ত্তি না রক্ষিত হইতে পারে, এমন কাজ করিয়া ধন লিপ্সা অতিব নিন্দার্হ। কারণ মানুষের জীবনেও এই গুলিরই আবশ্যক, মরণেও এইগুলি আবশ্যক। ধন এই সংসারেই পড়িয়া থাকে, কিন্তু যশ, কীর্ত্তি, অনন্তকাল থাকিয়া যায়। স্বার্থপরতা সম্বন্ধে মহাত্মা বেকন এইকথা বলিয়াছেন। আর হিন্দুর পবিত্র ধর্ম্মে পদে পদে উপদেশ—হে মানব! আমিত্ব, স্বার্থ, বিস্মৃত হও—বিশ্বপ্রেমে বিশ্বহিতে জীবন উৎসর্গ করিয়া ধন্য হও, ক্ষুদ্র স্বার্থে দুর্লভ মানবজীবন নিয়োজিত করিও না সন্তোষ শিক্ষা করতঃ **অনন্ত সুখ উপলব্ধি কর।**" হিন্দুর শাস্ত্রে পদে পদে স্বার্থত্যাগের জন্যই উপদেশ। সেই আর্য্যনীতি উপেক্ষা করিয়াই আমাদের এত দুর্দ্দশা।

আত্ম-মর্য্যাদা জ্ঞান।

আত্মমর্য্যাদা জ্ঞানই মানুষের মনুষ্যত্ব। যে সকল বৃত্তি অন্য কোন প্রাণীতে নাই, কেবল মানুষের মধ্যে আছে, সেইগুলির মধ্যে "আত্মমর্য্যাদা জ্ঞানই" শ্রেষ্ঠ, আত্মসম্মানের অভাবেই মানুষ প্রকৃতি আর পশু প্রকৃতি সমান হইয়া যায়। স্বার্থপরের সঙ্কীর্ণ হৃদয়-মন্দিরে এই আত্মসম্মান—জ্ঞানরূপ দেবতা কখন বসবাস করেন না। পবিত্র হৃদয়ই আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানের মন্দির। পবিত্র হৃদয় কাহাকে বলে? যে হৃদয় সংকীর্ণতা, ঘৃণিত স্বার্থপরতা, পরশ্রী কাতরতা প্রভৃতি দ্বারা কলুষিত নহে—সেই পবিত্র মন্দিরেই আত্ম মর্য্যাদাজ্ঞানের বসবাস। যাঁহার এই আত্ম-মর্য্যাদাজ্ঞান আছে, সেই ব্যক্তি দেবতুল্য, জগতের তাবৎ জীবই তাহার দ্বারা উপকৃত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণের এই আত্ম-মর্য্যাদা জ্ঞান ছিল, স্বার্থত্যাগী ব্রাহ্মণ সর্ব্বদাই বিশ্বপ্রেমে বিভোর থাকিতেন,—দ্বেষ হিংসা লোভ, কাম, ক্রোধ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য এই আত্মসম্মানে জ্ঞানী মহাপুরুষগণকে কখন স্পর্শ করিতেও পারে নাই—সেইজন্য তাঁহারা দেবতা জ্ঞানে পূজ্য ছিলেন, বিপুল ধনরাশি, রাজত্ব এবং রাজকন্যাও চরণপ্রান্তে তাই উপেক্ষিত হইত! সমস্ত সমাজ সেই মহাপুরুষগণের আদর্শে পরিচালিত হইত, সেইজন্য সমাজেরও দৃঢ়তা ছিল। সেই ব্রাহ্মণের আজ আত্ম সম্মান বোধ গিয়াছে, সেই ব্রাহ্মণ এক্ষণে বড় লোকের মোসাহেব, লোভের অবতার, লুচিও ছান্দার সাক্ষাৎ যম, স্বার্থের ক্রীতদাস, তাই সমস্ত জাতিরই ঘৃণার্হ। **আত্ম-সম্মানজ্ঞানের অভাবেই এই অধঃপতন, যদি তাহার আত্ম সম্মান জ্ঞান থাকিত, সে কি আজ সামান্য স্বার্থের জন্য চরণ প্রান্তে বসিয়া মোসাহেবি করিত,** না দুখানা লুচি, কি একটু পোলাও-য়ের জন্য বড় লোকের কাম্বরদারের সহিত ঝগড়া করিত! সে ব্রাহ্মণ আর নাই—আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান বিসর্জ্জন দিয়াই পশুত্ব লাভ করিয়াছে। ব্রাহ্মণ যদি কখন আত্ম সম্মানের মর্য্যাদা বুঝিতে পারে, তবে স্বার্থত্যাগ করিতে শিখিবে, আবার ব্রাহ্মণ মানুষ হইয়া জগতকে শিখাইবে। কিন্তু সে জ্ঞান সহজে আসিবে না, ক্রমাগত ব্রাহ্মণেতর জাতির উপেক্ষা সহ্য করিতে করিতে, পদাঘাত সহ্য করিতে করিতে প্রকৃতিস্থ হইবে, তখন বুঝিবে,—আমি কি ছিলাম কি হইয়াছি!

SECRETS ABOUT MONEY-MAKING.

অর্থোপার্জ্জনের গুঢ় রহস্য।

অর্থ উপার্জ্জনের গুঢ় রহস্য নাই, সমস্ত করণীয় কার্য্যেই অর্থ—আছে, স্বার্থ আছে আশা আছে, আশার সফলতা আছে। যদি

মানুষ প্রকৃত পন্থা অবলম্বন করিতে পারে, কাজ যেমন হওয়া উচিত, সেইরূপ করিতে পারে—প্রকৃত ঐকান্তিকতার সহিত যদি সাধনায় বসিতে পারে, তবে সফলকামও হয়। অনেক আমেরিকান ধনকুবেরও ঐ কথাই বলিয়াছিলেন, "There is no secret about money getting. It is only a matter of choosing right method and sticking to it." যে কার্য্যে টাকা ন্যস্ত করিতে হইবে, তাহাতে অভিজ্ঞতা থাকা চাই, সেজন্য বহু পুস্তকাদি পাঠ করা চাই—সে কার্য্যে কিছুদিন লাগিয়া থাকিবার ধৈর্য্য থাকা চাই, তবেই সে কার্য্যে সফলতা লাভ করিতে পারা যাইবে। কাজে কর্ম্মে নামিতে মূলধনের অল্পাধিক্যতে কিছু আসে যায় না, আসে যায়, করণীয় কার্য্যের নির্ব্বাচনে এবং তাহাতে ধৈর্য্যাবলম্বনে। যেমন মূলধন, সেইরূপ কাজ বাছিতে হইবে এবং তাহাতে ধৈর্য্যের সহিত, নিতান্ত ঐকান্তিকতার সহিত লাগিয়া থাকিতে হইবে। এই সার কথা।

নিতান্ত দীন দশা হইতেই আমেরিকার বড় বড় ধন কুবেরের সৃষ্টি—কেবল প্রাণপণ চেষ্টায়—শূন্য মূলধনেও ইহাঁরা লক্ষ্মীর বর পুত্র হইয়াছেন। তাঁহারাই বলিয়াছেন—"You don't need a lot of money. You have not to be a capitalist to become interested to a paying investment" প্রচুর টাকা এবং মূলধন থাকিলে ত সকলেই কাজ করিতে পারে, কিন্তু যাহার টাকা নাই, তাহার কি জগতে কর্ম্ম সাধনার একটু স্থান নাই? একথা ঠিক নয়। কৃতকর্ম্মা ধনীগণের জীবনী পর্য্যালোচনায় দেখা যায়, এক কপর্দ্দক মূলধনও অনেকের ছিল না, শুদ্ধ অধ্যবসায় ও অপূর্ব্ব উদ্ভাবন শক্তি দ্বারা তাহারা এতবড় হইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা কি করিয়াছিলেন? ক্ষুদ্র কার্য্যদ্বারা অল্পে অল্পে মূলধন সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই অর্থ এমন ভাবে ন্যস্ত করিয়াছিলেন যে, অবিলম্বে সেই ক্ষুদ্র মূলধন দ্বিগুণ চতুর্গুণ পর্য্যন্ত হইয়া উঠিয়াছিল—ব্যবসায় বুদ্ধি এবং অসাধারণ উদ্ভাবন শক্তির জন্যই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। যে দেশের লোকে আমেরিকানদের ন্যায় করিতে পারে, তাহারাও অচিরে ধনী হইতে পারে। জাপান ও অন্যান্য দেশ তাহার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। ইহার বিচিত্রতাও নাই—তাইবলি ইহা গুপ্ত রহস্য নহে—সেই অর্থকরী পন্থা প্রত্যেক উদ্যোগী, প্রত্যেক কর্ম্মীর জন্য উন্মুক্ত, সে বিষয়েও সন্দেহ নাই।

আপনার যদি প্রচুর অর্থ থাকে, আর আপনি যদি বিবেচনা না করিয়া কারবারে ন্যস্ত করেন, তাহা হইলে ঠকিতে হইবে। "নাচিতে না জানিলে প্রাঙ্গনের দোষ" দেওয়া ঠিক নয়। এ দেশের অধিকাংশ ব্যবসায়ীর এই দশাই ঘটে। অনেকেই অনুকরণের ব্যবসায় করিতে যান, কখন কোন অভিজ্ঞতা নাই, শিক্ষা নাই, অপরে যেমন করিতেছে, করিয়া লাভবান হইয়াছে, আমিও তাহাই করিলে কেন লাভ হইবে না আমরা এই ভাবি, এইটুকু ভাবাইত মস্ত ভুল।

যাহার অনুকরণে আমি আসরে নামিতেছি, তাহার হয়ত বহুদিনের অভিজ্ঞতা, তাহার হয়ত অসাধারণ উদ্ভাবনীশক্তি, আসমুদ্র প্রমাণ সাহস ও হৃদয়ের বল—তাহার হয়ত অতিবড় ধৈর্য্য ধরিবার ক্ষমতা, সেইগুলিই মূলধন স্বরূপ তাহার কার্য্য করিতেছে—সেটা ভাবিলাম কৈ? এমন না ভাবিয়া লওয়াই যে সাংঘাতিক ভ্রান্তি, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র।

সুতরাং কথা হইতেছে যে, যে কাজ বুঝি তাহাই করিতে হইবে, তাহাতেই লাগিয়া থাকিতে হইবে, যাহা বুঝি না, তাহাতে যাইলেই ঠকিতে হইবে।

মৌলিক পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। original অর্থাৎ মৌলিক পন্থা সহসা অনুকরণ হওয়া কষ্টসাধ্য, যে সে তাহাতে সহসা অগ্রসর হইতে পারে না, ইত্যবসরে এত উন্নতি করিতে পারা যায় যে, সহজে কেহ উছাইয়া উঠিতে পারে না। কর্ম্মক্ষেত্র ঘোড় দৌড়ের মাঠ, সকলেই দৌড়িতেছে। কর্ম্মীকেও ঠিক ঘোড় দৌড়ের ঘোড়ার মত হইতে হইবে,—কাহাকেও অগ্রগামী হইতে দেওয়া হইবে না, তাহা হইলেই বাজী মাৎ হইবে, তাহা হইলেই জয়, তাহা হইলেই সাধনায় সিদ্ধি! এ দেশের যত ব্যবসায়ী দেখিতেছেন, এইরূপ মতি গতি কাহারও দেখিতেছেন কি? টাকা আছে, ফেলিয়া বসিয়া আছে, মূলধন নষ্ট হইয়া গেল, বাস্, দেউলিয়া খাতায় নাম লিখাইয়া কর্ম্মক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়িল, সব পাপ চুকিয়া গেল। এই এ দেশের ব্যবসায়ের নিত্য অভিনয়—তাই বলিয়া ব্যবসায় বাণিজ্যে লাভ নাই, তাহা বলিতে পার না। জগতের অন্য জাতি ব্যবসায়ে বড় হয়, তুমি দরিদ্র হও কেন?—যেহেতুক প্রকৃত পন্থা জান না।

৩য় কথা—ক্ষুদ্র কাজে অনাস্থা করিতে নাই, অনেক ক্ষুদ্র কাজ, অনেক বড় কাজ অপেক্ষা কম দায়ীত্বপূর্ণ, অথচ লাভজনক। ইহা ধ্রুব সত্য।

অল্প মূলধনে কদাচই দায়ীত্বপূর্ণ কার্য্যে যাওয়া উচিত নয়। যেমন প্রাণ সেইরূপ কাজই ভাল। কিন্তু যতই মূলধন কম হউক, যতই শিক্ষা দীক্ষা, বুদ্ধি, শুদ্ধি থাকুক না থাকুক, ক্ষুদ্র কাজ এদেশের লোকের মনে ধরে না!

৪র্থ কথা—সকলে সকল কাজ জানে না। সকলের মস্তিষ্কই যে উর্ব্বর, এমন হইতেই পারে না। সুতরাং কাহারও যদি নিজের মস্তিষ্ক তেমন না থাকে, তবে তাহাকে অভিজ্ঞগণের পরামর্শ লইতে হইবে, অভিজ্ঞদের লিখিত পুস্তকাদি পড়িতে হইবে—প্রকৃত কর্ম্মীর নিকট শিখিতে হইবে। সমগ্র সভ্য জগতেরই এই ব্যবস্থা। নাই কেবল এদেশে। অধিকাংশ লোকই পড়িতে নারাজ—শিখিতে নারাজ—তাহাদের ধারণা তাহারা সমস্তই জানে—এ জগতে শিখিবার কিছুই নাই জানিবারও কিছু নাই এই ধারণায় কার্য্যক্ষেত্রে নামে। কিন্তু কার্য্যও কর্ম্মী চিনিতে পারে, ঘোড়ায় যেমন সওয়ার চিনে, কাজও তেমনি

অভিজ্ঞ অনভিজ্ঞ চিনিয়া থাকে। সুতরাং প্রকৃত কর্ম্মীর জয় হয়, অকর্ম্মীর পতন হয়, কার্য্য ক্ষেত্রেই ভাল মন্দ সপ্রমাণিত হয়। তখন চৈতন্য হয়। কিন্তু তখন আর উপায় কি? কাজের খতম হইয়াছে। তাই বলিতে ছিলাম, অর্থ উপার্জ্জনের পন্থা গুপ্ত রহস্যময় নহে—যে উৎসুক, সে পথও দেখিতে পায়, অর্থ উপার্জ্জনও করে। সাহস অধ্যবশায় ধৈর্য্য ঐকান্তিকতা, এই গুণগুলিতে ধন, মান, সমস্তই পাইতে পার। কথা প্রসঙ্গে বলিতে বাধ্য হইলাম, "কাজের লোক" যে উদ্দেশ্যে প্রকাশের আশা করিয়াছিলাম, সে উদ্দেশ্য বড় সফল হয় নাই, জীবনপাত করিয়া "কাজের লোকের" জন্য খাটিয়াছি, কিন্তু এদেশে এমন কাগজের আদর হইবার সময় এখনও হয় নাই, এই বুঝিয়াছি। কাজ করিতে কেহ চায় না, পড়িতে শিখিতে কেহ চায় না, সামান্য অর্থও ব্যয় করে না। ১০০ জনের মধ্যে ৫জনও প্রকৃত কাজ করিবার লোক দেখিতে পাই নাই। ইংলণ্ড এবং আমেরিকায় এইরূপ কার্য্যকরী সাময়িক পত্রিকার গ্রাহক অন্ততঃ ২০ হাজারের কমে নহে, আমেরিকায় ২ লক্ষেরও উপর। একখানি বিজ্ঞাপনের কাগজ "Profitable Advertising এর" গ্রাহক ছিল, দুই লক্ষ! লেখক তাহার গ্রাহক ছিলেন, জানেন। এখানে ছয়মাস কাগজ পড়িয়া তাহার পর টাকার তাগাদা করিলেই ভি পি ফেরত দেন। এত দুঃখে এদেশে কাগজ চালাইতে হয়। সুতরাং আমাদের ন্যায় এই উদ্যোগে আর কেহ সহজে যাইবে না। অর্থ এবং সহানুভূতির অভাবে ভাল চেষ্টাই বা করে কে? পন্থা দেখাইয়া দেয় কে? পাশ্চাত্য দেশের প্রত্যেক বিষয়েই শিক্ষার অমূল্য গ্রন্থাবলীর সৃষ্টি হইয়াছে, আমরা এদেশে যাহা কিছু শিখিতেছি, সেই সকল পাশ্চাত্য দেশের গ্রন্থাদি হইতে। এদেশ বাসী প্রকৃতই আয়াসী হইয়া গিয়াছে, কঠিন বিষয়ে মস্তিষ্ক নিয়োগ করিতে চাহে না—গান বাজনা, গাল গল্পে, ঠাট্টা তামাসা, উপন্যাস নবন্যাসের এদেশে আদর আছে, এদেশের অর্থের দিকে লক্ষ্য নাই। দিনগত পাপক্ষয়ের দিকেই লক্ষ্য। কোন রকমে খাঁট্ আর প্যাট্টায় ব্যবস্থা হইলেই সন্তুষ্ট—না চলে, মুষ্টি ভিক্ষাতেও প্রস্তুত, তথাপি কাজ করিবে না! এই দেশ! এখনও এ দেশের এই অবস্থা—পাঠকগণও একটু চিন্তা করিবেন।

রঙ্গের গাছ পালা।

দেশের শিল্প নাশের সঙ্গে লোকে বহু বিষয়ই বিস্মৃত হইতেছে, ক্রমে তাহাদের নামও শুনিতে পাওয়া যাইবে না। আগে বিদেশী রং এত আমদানী ছিল না, সেই জন্য রঞ্জন কার্য্যে দেশীয় বৃক্ষ-লতা-গুল্মের পাকা স্থায়ী রংই ব্যবহৃত হইত। সেই জন্য লোকে যত্নপূর্ব্বক এই সকল শিল্প শিক্ষাও করিত। এখন বিদেশীয় "আনিলাইন" বা ম্যাজেন্টারের ন্যায় রং টিনের কৌটায় করিয়া এ দেশে প্রচুর আমদানী হইতেছে—সেই সকল রং দ্বারা সমস্ত কার্য্যই হইতেছে, এমন কি খাদ্য দ্রব্য মিঠাই প্রভৃতিও এই সকল রঙ্গে রঞ্জিত হইতেছে। সুতরাং লোকে ক্রমে দেশীয় বৃক্ষ লতাদি হইতে যে স্থায়ী রং প্রস্তুত করিবার প্রথা, তাহা বিস্মৃত হইতে চলিল—আরও দোষ, এ দেশের যে যাহা জানে, তাহা কদাচ প্রকাশ করিবে না, কাহাকেও শিক্ষা দিবে না। যে জানে, সে মরিলেই সব তাহার সঙ্গেই শেষ হইয়া যায়। এদেশের যাঁহারা শিক্ষিত, বিজ্ঞান, রসায়ন, পড়িয়া পড়িয়া স্বাস্থ্য এবং দেশের ও আত্মীয় স্বজনের "Good money" অর্থরাশী ব্যয় করিয়াছেন, তাঁহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্যই চেষ্টা ও যত্ন করিয়া ছিলেন মাত্র, ব্যবহারিক কিছুই শিক্ষা প্রাপ্ত হনও নাই, চেষ্টাও করেন নাই, সুতরাং হালে পানি না পাইয়া নিঃঝঞ্ঝাটের কাজ—সমাজ সংস্কারের দিকে মস্তিষ্ক এবং মনঃসংযোগ করিতেছেন। দেশের এইত অবস্থা। কাহারও ঘরে অন্ন নাই, দেশে হাহাকার, কৃষি এবং শিল্পের Reform বা সংস্কারের দিকে মস্তিষ্ক নিয়োগ করিলে মহৎ উপকার হইতে পারিত, কিন্তু সমাজ সংস্কার, ধর্ম্মান্দোলন, বিধবা বিবাহ, স্ত্রীস্বাধিনতা লইয়াই মারামারি! এ দেশের বিষয় বুদ্ধিরই অভাব কিনা, সেই জন্য মতি গতি আন্‌কো কাজের দিকে। বিধবার বিবাহ কেন? সধবার বিবাহও দিতে পার। যাহা তোমাদের অভিলাষ তাহাই কর, কিন্তু এ সকলে কাহারও পেটও ভরে না, ভরিবেও না। যাহাতে দেশের অন্নের সংস্থান হয়, এমন সংস্কারের জন্য কেহ কি চেষ্টা করিতেছেন? যত সব আন্‌কো, অনাবশ্যকীয় বিষয় লইয়া মস্তিষ্ক বিকৃত করাই এখন দেশের কাজ হইয়াছে।

এইরূপ দেশে আমরা বিলাতের উন্নতি দেখিয়া উন্নতি করিবার আশা করি, যদি তাহাদের শতাংশের একাংশ মাত্র গুণে গুণান্বিত হইতাম, তাহা হইলে আমরা হুজুক লইয়া দুর্লভ জীবনকে এত অপদার্থে পরিণত করিতাম না। আমাদের কোন শিক্ষাই কার্য্যকর হইল না। গোঁড়ায় গলদ, তাহার উপায় কে করিবে?

যাক, বলিতেছিলাম আমাদের দেশের অনেক বৃক্ষ লতা হইতে উৎকৃষ্ট পাকা রং হইত, এখনও অনেকে জানিলেও জানিতে পারেন।

যদি কেহ জানেন, আমাদের কাজের লোকে তাহা পাঠাইলে আমরা তাহা সাদরে প্রকাশ করিব। ছাপা হইলে একটা Record বা নজীর থাকিতে পারে, কোন দিন কেহ না কেহ চেষ্টা করিলেও করিতে পারে।

বাঙ্গালা দেশে নীল গাছ হইতে নীল রং প্রস্তুত হইয়া বিলাতে যাইত। নীলের তখন যথেষ্ট আদর ছিল, সম্প্রতি জর্ম্মাণী হইতে কৃত্রিম নীল প্রস্তুত হইয়া ভারতজাত নীলের আদর গিয়াছে।

মালাবার এবং মারগুল্ নামক স্থানে "সাপান" নামক এক প্রকার উচ্চ বৃক্ষ জন্মে, ইহা আপনাপনি জন্মিয়া থাকে, কেহ যত্নও করে

না। ইহা হইতে উৎকৃষ্ট লাল রং হইয়া থাকে, সেইজন্য এই বৃক্ষের ছাল ও কাষ্ঠ বহু পরিমাণে এদেশ হইতে রপ্তানি হইয়া বিদেশে চলিয়া যায়। মান্দ্রাজ অঞ্চলের লাল পাগড়ী প্রভৃতির রং এই "সাপান" গাছ হইতে। ইহাকে মান্দ্রাজে বেইয়া গাছও বলিয়া থাকে।

কিন্তু বেইয়া গাছের মূল হইতে লাল এবং কুশমী রঙ্গের ন্যায় এক প্রকার রঙ্গও হইয়া থাকে, তাহা বস্ত্র রঞ্জন কার্য্যে এতদঞ্চলে ব্যবহৃত হয়।

আসাম, বম্বে এবং নেপাল অঞ্চলে "মঞ্জিত" নামক এক প্রকার গাছ হইতে উৎকৃষ্ট পাকা লাল রং প্রস্তুত হয়, ইহাও বিদেশে রপ্তানি হইয়া যায়।

কুসুমফুল, নটকন ফল হইতে বাঙ্গালায় হরিদ্রাবর্ণের পাকা রং প্রস্তুত হইত, লা হইতেও উৎকৃষ্ট লাল রং পাওয়া যাইত।

খয়ের হইতে উৎকৃষ্ট পাকা খয়রা রং জন্মে। ইহার নির্য্যাস পানে খাইতে ভারতবর্ষের নানাস্থানে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহাতেও রং হয়, ইহা ঔষধে ব্যবহৃত হইতেছে, ইহাও এদেশ হইতে বিদেশে আমদানী হইয়া যায়। হরিদ্রা বা হলুদ হইতে উৎকৃষ্ট উজ্জল হরিদ্রাবর্ণ রং হয়, ইহাও পাকা রং, প্রচুর বিদেশে আমদানী হইয়া যায়।

আগামী সংখ্যায় আরও অনেক গাছ হইতে কিরূপে পাকা রং হইত, দেখাইবার বাসনা রহিল।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায় বলেন।—

বাবলার ছাল, গরাণ গাছের ছাল, বকম কাষ্ঠ, আছফুলের শিকড়, কুসুমফুল, হরিতকী, বয়ড়া, আমলকী, নীল, লাক্ষা, সেফালিকা ফুলের বৃন্ত, হরিদ্রা, জাফরাণ, নটকান ফলের বীজ প্রভৃতি পদার্থে পূর্ব্বকালে বস্ত্রাদি রঞ্জন কার্য্য সমাদৃত হইত।

উপরোক্ত ত্বক্, কাষ্ঠ ও ফল সমূহের দ্বারা চর্ম্ম এবং বস্ত্র রঞ্জনকার্য্য উত্তমরূপে ও সুলভে সম্পাদন হইতে পারে, ইহা এখনও আমাদিগের দৃঢ় ধারণা।

বাবলার ছাল, হরিতকী, বয়ড়া ও আমলকী দ্বারা উত্তম পাকা কাল আলপাকা অথবা কেলিকোর ন্যায় রঙ হয়। উহাতে চর্ম্ম এবং বস্ত্র উভয়ই রঞ্জিত হইতে পারে।

গরাণ কাষ্ঠের ছালে চর্ম্ম রঞ্জন হয়। ইহাতে বাদামি রঙ ভাল হয়।

বকমকাষ্ঠ ও আছফুলের শিকড়ে বস্ত্রে লোহিত রঙ হয়।

কুসুম ফুলে কুসুমী রঙ হয় এবং ইহা বস্ত্র রঞ্জন ব্যবহারেরই উপযোগী।

নীলে নীলবস্ত্র প্রস্তুত হয়।

লাক্ষা দ্বারা অলক্তক সদৃশ রঙ এবং বস্ত্রাদি রঞ্জিত হইতে পারে।

সেফালিকা পুষ্প বৃন্তে হরিদ্রাভ রক্তবর্ণ রং হয় এবং বস্ত্র রঞ্জনেই ব্যবহার্য্য।

হরিদ্রায় হরিদ্রাবর্ণ এবং জাফরাণে তদপেক্ষা একটু ঘোর ও রক্তাভ হরিদ্রাবর্ণ রঙ দৃষ্ট হয়।

নটকান বীজে গেরি মাটির ন্যায় বর্ণ উৎপন্ন ও প্রতিফলিত হয়, ইহাও বস্ত্র রঞ্জনের উপযোগী।

আমরা বাল্যকালে হরিতকী, বয়ড়া, আমলকী, টোরী ফল সহ কয়েক খণ্ড পুরাতন লৌহ জলে দুই এক দিন ভিজাইয়া রাখিয়া শেষে অগ্নিতে পাক করিয়া যে কালী প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা কাগজের উপর লিখিতাম, সে লিপি কাগজ নষ্ট হইয়া গেলেও অক্ষর নষ্ট হইত না। ঐ কালীতে অল্পমাত্র হীরাকসের গুঁড়া মিশ্রিত করিলে আরও গাঢ় কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হইত। কেবলমাত্র চারি পয়সা ব্যয়ে দুই পাঁইট বোতল কালী প্রস্তুত হইত। অপিচ অধ্যাপক, ভট্টাচার্য্য ও মৌলবীগণ লাক্ষা রসোৎপন্ন অলক্তক রাগ সহ দ্রব্যান্তর (যাহা আমরা অজ্ঞাত) মিশ্রিত করিয়া যে লাল কালী প্রস্তুত করিতেন, তাহাও চিরস্থায়ী হইত। অতঃপর আমাদিগের বাসনা যে, বিলাত প্রত্যাগত রঞ্জন বিদ্যা বিশারদগণ একবার এই সকল প্রস্তাবিত দ্রব্য পরীক্ষা করিয়া দেখেন।

এক্ষণে দেখাইব যে, বিদেশীয়েরা কি কি উপায়ে কি কি দ্রব্য দ্বারা পাকা পাড় নানা-রঙের ছিট এবং কার্পাস, পশম, রেশম প্রভৃতি রঞ্জিত করিয়া থাকেন :—

চাঁপাফুলের মত পাকারঙ করিতে হইলে সুগার অব লেড্, হীরাকস, গরম জল ও গঁদ দরকার হয়।

পাকা নীল রঙ করিতে হইলে মনছাল (মনঃশীলা—ভয়ানক বিষাক্ত.) নীল বাখারি চূণ ও গঁদ দরকার হইয়া থাকে।

কাপড়ের পাকা পাড় ও পাকা ছিট করিতে হইলে সুগার অব লেড্, এসেটীক এসিড্, ফটকিরি, প্রভৃতি দ্বারা লাল রঙ তৈয়ার করিতে হয়।

পাকা কাল রঙ তৈয়ার করিতে হইলে পাইরোলিগ্নেট্ অব লাইম বা আয়রণ লিকর অথবা ব্লাক লিকর দরকার। হীরাকসের জলে সুগার অব লেড একত্র করিলে এসিটেট্ অব লাইম বা সুগার অব লেড্, হীরাকসের সহিত মিশাইয়া ব্লাক লিকর বা আয়রণ লিকর নামক কাল রঙ প্রস্তুত হয়।

ঘোর লাল রঙ বিদেশীয়েরা এইরূপে তৈয়ার করে যথা,—সুগার অব লেড্ ৭৷৷০ সের, সোডা ১ সের ও গরম জল ৫০ সের। প্রথম গরম জলে ফটকিরি দ্রব করিয়া উহাতে সোডা দিতে হয়, পরে উথলিয়া উঠিলে সুগার অব লেডের চূর্ণ দিতে হয়। পরে ভালরূপ নাড়িয়া তাহাতে গঁদ দিলেই উহা ঘন হইবে ও উহা কাপড়ে ছাপ দিবার উপযুক্ত হইয়া থাকে।

ফিকা লাল রঙের জন্য ফিটকিরি ৪ সের, সুগার অব লেড্ ৩ সের ও জল ৩ সের দরকার হয়।

অত্যন্ত ফিকা লাল রং করার জন্য সুগার অব লেড্ ৭৷৷০ সের, ফিটকিরি ১৮৷৷০ সের,

চা খড়ি চূর্ণ ১৷৹ সের, নরম খড়ি ২৷৹ সের ও জল ৫০ সের আবশ্যক হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে এদেশে খদির, জাঙ্গাল, টিকা, প্রভৃতি দ্বারা রঙ তৈয়ার করা হইত। এক্ষণে বিদেশীয়েরা বাই ক্রোমেট অব পটাশ প্রভৃতি উগ্র ও বিষাক্ত দ্রব্য দ্বারা খদিরের পাকা রঙ করিয়া থাকে। বিদেশীয়েরা, কাপড় খদিরের জলে ভিজাইয়া ও পরে শুখাইয়া বাই ক্রোমেট অব পটাসের উষ্ণ জলে ভিজাইয়া পরে শুখাইয়া লইয়া থাকে।

কাপড়ের উপর তুঁতে বা জাঙ্গালের ছাপ্ দিয়া শুখাইলে, পরে চুণগোলা দিতে হয়, পরে ঐ বর্ণ নীল হইলে কাপড়টীকে সিমুনক্ষারের (শঙ্খবিষ বা আর্শেনিয়েট অব সোডা) জলে ফুটাইলে হরিৎ রঙ হইবে।

সুগার অব লেড বা নাইট্রেট্ অব লেডের জলে কাপড় ভিজাইয়া পরে ঐ কাপড় বাই ক্রমেট অব পটাসের জলে ভিজাইলে ঘোর হরিদ্রা বর্ণ করে। কিন্তু কমলা রঙের পাকা রঙ করিতে হইলে ঐ হরিদ্রাবর্ণ কাপড় চুণের জলে ফুটাইলে ক্রোমেট-অব লেডের বর্ণ কমলা হইয়া থাকে। আজকাল বিদেশীয়েরা কমলা রঙের ধুতির সূতা ঐরূপে রঞ্জিত করিয়া থাকেন।

নীলরঙ্গে রঞ্জিত বস্ত্র বা নীল ছিট্‌কে এসিটেট্ অব লেডের জলে মগ্ন করিয়া পরে বাই ক্রোমেট্ অব পটাশের জলে মগ্ন করিলে ঐ স্থান পীতবর্ণ প্রাপ্ত হয়।

বিদেশীয়েরা সূতা, রেশম, পশম প্রভৃতি প্রুসিয়েন ব্লু দিয়া রঞ্জিত করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ হীরাকসের জলে কাপড় ডুবাইয়া পরে চুণের জলে ধৌত করিতে হয়। সির্কা বা অন্যান্য অম্ল মিশ্র দিয়া পরে ফেরোসায়েনাইড্ অব পটাশের (ফেরোসায়েনাইড্ পটাশ অতি ভয়ানক বিষাক্ত পদার্থ) বা টার্টারিক এসিড, প্রভৃতি পদার্থ দ্বারা এবং চুণগোলার জলে ভিজাইয়া ঐ কাপড় খানিতে শঙ্খবিষ বা আর্শেনিয়েট্ অব্ সোডার জলে মগ্ন করিয়া ঘোর হরিৎবর্ণ রঙ করিয়া থাকে।

আমরা যাহা প্রকাশ করিলাম, তাহা পাঠ করিয়া সকলেই বুঝিতে পারিবেন, বিদেশীয়েরা মনমুগ্ধকর রঙ তৈয়ার করিবার জন্য কিরূপ বিষাক্ত দ্রব্য ব্যবহার করিয়া কিরূপ অনারোগ্য রোগ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া থাকে। কৃঃ।

বঙ্গের কৃষি।

—*:*—

কৃষি প্রধান ভারতের মধ্যে আমাদের বঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গ কৃষি বিষয়ে অতিপ্রধান। বঙ্গের কৃষককুল চিরকালই কৃষিকুশল। কৃষি-পরাশরাদি ঋষিগণের প্রদর্শিত কৃষিপথ বঙ্গীয় কৃষকের অজ্ঞাত নহে। বঙ্গের কৃষক জানে না, কোথায় কোন্ মহাপুরুষ কৃষি-বিষয়ে কিরূপ পথ দেখাইয়া দিয়াছেন, কিরূপ উপদেশের শিক্ষা দিয়াছেন। কিন্তু পথ বঙ্গীয় কৃষকের পরিচিত, উপদেশ বঙ্গীয় কৃষকের পরিজ্ঞাত। বঙ্গীয় কৃষক পুরুষানুক্রমে পথ দেখিয়া আসিতেছে, উপদেশ শুনিয়া আসিতেছে।

জ্ঞানের অবধি নাই, অর্থাগমেরও সীমা নাই।

"অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো
বিদ্যামার্থঞ্চ বিজ্ঞয়েৎ।"

বঙ্গীয় কৃষকের পক্ষেও আধুনিক কৃষি-বিজ্ঞান অবশ্য জ্ঞেয়। উন্নতির পথ দিন দিন মুক্ত হইতেছে। নব নব কৃষি-কৌশল পৃথিবীকে মুগ্ধ করিতেছে। আমেরিকায় কালিফর্ণিয়া প্রদেশে অখাদ্য কণ্টকাকীর্ণ ক্যাক্‌টস্ বা মরুদেশীয় ফনিমনসা কণ্টকহীন ও সুখাদ্য হইয়াছে। পটাটো বা আলু এবং টমাটার সংকরে পটেটো ফলিতেছে। প্লম বা কুল এবং এপ্রিকটের সহযোগে প্লমকট উৎপন্ন হইতেছে।

আমেরিকার আর্জ্জান্টাইন দেশে একবন্দে শত মাইল ক্ষেত্র শস্যপূর্ণ হইতেছে। এক কোম্পানীর এইরূপ কৃষিক্ষেত্রে রেল ট্রাম চলিতেছে। ঐ দেশেই কোন কোন কৃষিক্ষেত্রে ঠিক জালার মত বিলাতী কুমড়া ফলিতেছে।

ইউনাইটেড ষ্টেটসের কৃষকেরা বিশাল ক্ষেত্রের উপর বিশাল শামিয়ানা টাঙ্গাইয়া, ঐ বিস্তৃত ক্ষেত্রকে "ফ্রষ্ট" বা সূক্ষ্ম তুষারপাত হইতে রক্ষা করিতেছেন। এইরূপ ফ্রষ্টমুক্ত ক্ষেত্রে প্রভূত শস্য উৎপন্ন করিতেছেন।

অষ্ট্রেলীয়ার কৃষিপতি কুবেরগণ দিগন্ত-ব্যাপিনী মরুভূমির উপর আড়াই হাজার তিন হাজার ফুট গভীর লোহার নলকূপ বসাইতেছেন। ঐ নলে প্রভূত জল উঠিয়া মরুভূমির জলাশয়ে সঞ্চিত হইতেছে। ঐ জলাশয়সংলগ্ন দিগন্ত বিস্তীর্ণ পয়ঃপ্রণালীতে পড়িয়া ঐ সঞ্চিত জল চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইতেছে। ঐরূপ শত সহস্র নলকূপে নিরন্তর জল উঠিতেছে। প্রভূত জলে অজলা মরুভূমি সজলা হইতেছে। শুষ্ক মরুউদ্যানও শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইতেছে।

জানি সব, বঙ্গীয় কৃষককে জানাইতে পারি সব, কিন্তু

"কড়ী ফট্‌কা চিড়া দই
কড়ী বিনা বন্ধু কই?"

চাই অর্থ, অর্থের অভাবেই অনর্থের আবির্ভাব। যখন সার এশ্‌লি ইডেন বঙ্গের লাটপদে আসীন ছিলেন, সেই সময়ে একবার বঙ্গে কৃষিকলেজ ও গব্যবিদ্যালয় প্রবেশ করিয়াছিল। এ পক্ষে ভারতগবর্ণমেণ্টের একটু জিদও জন্মিয়াছিল। অভিজ্ঞ সার এশ্‌লি বলিয়াছিলেন,—

"বঙ্গের কৃষক জানে সব, বুঝে সব। নাই টাকা, তাই সে ভাবাচাকা। কৃষির কিরূপে উন্নতি করিতে হয়, তাহা বঙ্গের কৃষক জানে। কিরূপে গোধূমাদির উন্নতি করিতে হয়, তাহাও সে বেশ জানে। কিন্তু সবই ব্যয়সাধ্য। বঙ্গীয় কৃষকের ধন নাই। তাহার ধনাভাব ঘুচাও, সে অসাধ্য সাধন করিবে।"

সার এশ্‌লির কাল গত হইয়াছে। ভারতের অনেক স্থানে কৃষিবিদ্যালয় বসিয়াছে।

সমগ্র ভারতের জন্য বড় বড় কলেজ বসিয়াছে। বিহারেই সাবরে বঙ্গের জন্য কৃষি-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ষ্টেট সেক্রেটারি সমগ্র ভারতের শস্য গবাদির উন্নতির জন্য ২০ লক্ষ টাকা খরচ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ২০ কোটি কৃষকের পক্ষে ২০ লক্ষ। প্রত্যেক শত জনের ১ টাকা।

বঙ্গে পড়িয়াছে ৩॥০ লক্ষ। পূর্ব্ববঙ্গেরও ইহাতে অংশ আছে। ৩॥০ কোটি কৃষকের ৩॥০ লক্ষ; সেই শতকরা ১ টাকা। কৃষকের অভাব পূর্ণ হইতেছে না। কি হইতেছে, বলি শুন।

বঙ্গের প্রত্যেক কমিশনরী বিভাগে কৃষি-সভা বসিতেছে। প্রায় প্রত্যেক জেলায় কৃষিসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সকল সমিতি-সভায় কৃষকের উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে। আলোচনার ফলও প্রকটিত হইতেছে, কৃষকদিগকেও কতক কতক জানান হইতেছে।

গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক বিভাগের কৃষিকার্য্যে বৎসর এক এক হাজার টাকা দিতেছেন। ঐ টাকায় ঐ বিভাগের কৃষিসভায় ঐ বিভাগের অধীন জেলাগুলির কৃষিসভার আলোচনাদি কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে।

কতিপয় স্থানে কৃষির পরীক্ষাক্ষেত্র চলিতেছে। ঐ সকল ক্ষেত্রে এদেশের পরিচিত শস্যাদির উন্নতি দেখান হইতেছে। অপরিচিত নব নব শস্যের উৎপত্তি-পথও প্রদর্শিত হইতেছে।

স্থানে স্থানে বীজ-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বীজ-ভাণ্ডারে উৎকৃষ্ট বীজ বিতরিত হইতেছে। কৃষকেরা ইচ্ছা করিলে, ঐ বীজ লইয়া কৃষির উন্নতি করিতে পারিতেছে। পরিচিত শস্যের উৎকৃষ্টতর বীজ এবং অপরিচিত শস্যের বীজ, দুই বীজেই কৃষির দুই প্রকার উপকার হইতে পারে।

সাবরের কৃষিকলেজ চলিতেছে। স্থানে স্থানে আদর্শ কৃষিক্ষেত্রেও কৃষিবিদ্যার শিক্ষা হইতেছে। সাবর-কলেজে পাঁচ শত দশ শত টাকা বেতনের প্রধান শিক্ষকেরা শিক্ষা দিতেছেন। দেড়শত দুই শত টাকার দেশীয় শিক্ষকেরাও সাহায্য করিতেছেন। আদর্শ কৃষিক্ষেত্র সংসৃষ্ট শিক্ষাক্ষেত্রেও দুই দশ জন লোকে কৃষিশিক্ষা করিয়া, নানাস্থানের কৃষিব্যাপারের উন্নতি দেখাইবার চেষ্টা করিতেছেন।

মধ্যে মধ্যে কৃষিবিষয়ক প্রবন্ধাদি ইংরেজি বা দেশীয় ভাষায় সংকলিত ও মুদ্রিত হইয়া, দেশের নানাস্থানে প্রচারিত হইতেছে। কৃষিভক্ত ভূস্বামী বা অন্যান্য গৃহস্থ লোকে এই সকল প্রচারিত প্রবন্ধের সাহায্য লইতে পারিতেছেন। কিরূপ লইতেছেন, না লইতেছেন, ঠিক জানি না।

সকল কৃষক এরূপ প্রবন্ধাদির সাহায্য লইতে পাইতেছেন না। এইজন্যই কৃষক সন্তানদিগকে অল্পস্বল্প বিদ্যালাভ করিতে হইবে। অনেক সন্তান বিদ্যালাভ করিতেছে। কিন্তু সমস্ত কৃষি-রহস্যাদির মর্ম্মগ্রহ করিবার মত শিক্ষালাভ কৃষক-সন্তানের পক্ষে সময়-সাধ্য। অবশ্য ক্রমে ক্রমে ফল হইবে। কৃষক-সন্তানেরা কৃষি প্রবন্ধাদি পড়িয়া, আপনাদের ক্ষেত্রে নব কৌশল চালাইবার চেষ্টা যে, আদৌ ফলিবে না, ইহা মনে করি না। "ভবতি বিজ্ঞতমং ক্রমশো জনঃ।"

সরকারী ত্রৈমাসিক পত্রেও কৃষিবিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রচারিত হইতেছে। অবশ্য কৃষি-পালক ভূস্বামীদিগের ও কৃষি-পক্ষপাতী গৃহস্থদিগের কিছু উপায় হইতেছে।

ফল কথা, গবর্ণমেণ্ট কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা করিতেছেন, কৃষিবিদ্যার বিস্তার করিতেছেন, এজন্য খরচ পত্রও করিতেছেন; কিন্তু কৃষক-সমাজে যতদিন অর্থবল না বাড়িবে, ততদিন প্রকৃতরূপ হিতসাধন হইবে না। ইংলণ্ড আমেরিকাদির ন্যায় ভারতের কৃষি যেদিন কৃষক সমাজের হস্ত হইতে ধনী গৃহস্থ সমাজের যৌথের বা ধনপতি সম্প্রদায়ের হাতে যাইবে, সেদিন ভারতের কৃষককুল নির্ম্মূল হইবে। ভারতেরও সেইদিন ঘোরতর অমঙ্গলের সূত্রপাত হইবে। কেবল কৃষির উন্নতি হইলে, চলিবে না; কৃষক সমাজেরও উন্নতি করিতে হইবে। দৈঃ চঃ।

সহজ-শিল্প-প্রস্তুত-প্রণালী।

ROUGE NO 1 (Lequide)

রুজ ১নং, লিকুইড্ বা তরল:

রুজ প্রস্তুত প্রণালীর বলিবার পূর্ব্বে আগে ইহার ব্যবহারের কথা বলিব। রুজ সুন্দরী মহিলা এবং বালক বালিকার গণ্ডদেশে ঈষদ্ রক্তিমাভা দেখাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

আমোনিয়া ওয়াটার—	২ আঃ
কারমাইন (ভাল)	$১\frac{১}{২}$ আঃ
এসেন্স অফ্ রোজ	$২\frac{১}{২}$ আঃ
গোলাপ জল।	২ কোয়ার্ট।

অনেকখানি জিনিষ হইবে। রুজ প্রস্তুতের যত প্রণালী আছে, এইটীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

প্রথমেই কারমাইনটাকে সূক্ষ্ম চূর্ণে পরিণত করিতে হইবে, কারমাইনের বর্ণ উজ্জল লাল, আমোনিয়া ওয়াটার ষ্ট্রং লাইকার আমোনিয়াতে জল মিশাইয়া দুর্ব্বল করিয়া লইতে হইবে, তাহা হইলেই আমোনিয়া ওয়াটার হইবে। ইহাতে কারমাইনচূর্ণগুলি ফেলিয়া কাচের কাটীদ্বারা নাড়িলেই তরল হইয়া গলিয়া যাইবে। ইহাতে অন্য জিনিষগুলি দিয়া এই অবস্থায় ৩।৪ মিনিট মাঝে মাঝে ঝাঁকরাইয়া দিয়া একস্থানে ৭ দিন সম্পূর্ণ নিনাড় অবস্থায় রাখিয়া দিয়া তাহার পর সাবধানে ঢালিয়া লইয়া ছোট ছোট ১।২ আউন্স শিশিতে পুরিয়া লেবেল দিয়া বিক্রয় করিতে হইবে। মেয়ে মহলে ইহার কাটতি অধিক হইবে। সমস্ত মাল মসলাই ভাল ডাক্তার খানায় পাওয়া যাইবে।

রুজ-পেষ্ট।

ইহাও রুজ, আটার মত হইবে, এবং কৌটায় করিয়া বিক্রয় হইবে।

কারমাইন—	১ আউন্স
টালকম পাউডার	২॥০ আউন্স
গম আকাসিয়া	১$\frac{১}{২}$ আউন্স

পেষ্ট অর্থাৎ জল দিয়া আটার মত হইবে, ইহাও গালে ঠোঁটে লাগাইলে ঠিক পক্ক তেলাকুচার মত অধর রাগ পরিস্ফুট হইবে।

রুজ পেষ্ট (প্রকারান্তর)।

কারমাইন—	১ আউন্স
টালকম পাউডার—	১ পাউণ্ড
গম আকাসিয়া—	১$\frac{১}{২}$ আঃ
অয়েল অফ রোজ—	১৫ ফোঁটা

রুজ পাউডার।

পিঙ্ক টয়টেল পাউডার	৫$\frac{১}{২}$ আঃ
সাদা " "	৮॥০ গ্রেন্
কারমাইন " "	১ আঃ

মিশ্রিত করিলে গোলাপ্ ফুলের ন্যায় হইবে, ইহা খুব সুন্দরীর মুখে মাখিলে বড় সুন্দরই দেখাইবে।

এসেন্স অফ রোজ।

অয়েল অফ রোজ বা অটো ডি রোজ	৩$\frac{১}{২}$ আঃ
অ্যাল কোহল	৫ কোয়ার্ট

কর্ক বন্ধ করিয়া ঝাঁক্‌রাইয়া ঝাক্‌রাইয়া ৭দিন পরে ব্যবহারোপযোগী হইবে।

Lavender Sachet Powder.
লাভেণ্ডার সাচেট পাউডার।

ইহা পকেটে বা ব্যাগের ভিতরে করিয়া লইয়া যাইলে স্থায়ী সৌরভ সঙ্গে যাইবে, অথচ লাভেণ্ডার ওয়াটারের স্পিরিট উঠিয়া যাইলে যেমন গন্ধ ক্ষীণ হয়, সেরূপ হইবে না।

বেঞ্জুইন—	১ পাউণ্ড
লাভেণ্ডার ফুলচূর্ণ—	৪ পাউণ্ড
অয়েল লাভেণ্ডার—	১ আউন্স
অয়েল রোজ (ওজনে)	৭৫ গ্রেন্

লাভেণ্ডার ফুলগুলিকে সূক্ষ্মচূর্ণে পরিণত করিয়া সেই পাউডারে বাকী দ্রব্যগুলি মিশাইয়া ২ ইঞ্চি চওড়া ২ ইঃ লম্বা স্কোয়ার এক একটী ভেলভেটের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র থলে করিয়া তাহাতে পুরিয়া ব্যাগ বা পকেটে পুরিয়া রাখিতে হয়, ঠিক লাভেণ্ডারেরই মত মনোরম গন্ধ থাকিবে, অথচ যথেষ্ট অল্পব্যয়ে কাজ চলিবে, ইহাও বিক্রয় করা যায়।

Skin Gloss স্কিন্ গ্লস।

অনেকের গাত্রচর্ম্ম কড়া অমসৃন, যেন গাত্রের একটা জোতি বা উজ্জলতা নাই মুখের এইরূপ অবস্থা সৌন্দর্য্যহীনতার পরিচায়ক। নিম্নলিখিত ঔষধ দ্বারা চামড়া কোমল মসৃণ এবং উজ্জল হয়। ইহাও পেটেণ্ট করিয়া বিক্রয় করিয়া অর্থোপার্জ্জন করা যায়।

কারবনেট্ অফ্ পটাসিয়ম	১$\frac{১}{৪}$ আঃ
স্পারমাসেটী চূর্ণ	১$\frac{১}{২}$ আঃ
ষ্টার্চ্চ পাউডার	১ পাউণ্ড
বেনজুইন	$\frac{১}{৪}$ আঃ
অয়েল অফ্ বিটার আলমণ্ড বা তিক্ত বাদাম তৈল	ওজনে—১৫০ গ্রেন্

এই গুলিকে একত্র মিশ্রিত করিয়া একটী বাক্‌সে উত্তমরূপে বন্ধ থাকিবে, ব্যবহারের সময় কিছু কিছু বাহির করিয়া অল্প জলে গুলিয়া ব্যবহার করিতে হয়। বাক্‌সের উপর ব্যবহার বিধি ছাপাইয়া দিয়া বিক্রয় করিতে হয়।

ISINGGLASS.
আইসিং গ্লাস কি?

"কাজের লোকে" নানান জিনিসের প্রস্তুত প্রণালীতে "আইসিং গ্লাসের" উল্লেখ আছে, সেইজন্য জনৈক পাঠক জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, আইসিং গ্লাস জিনিসটা এদেশে প্রস্তুত করা যায় কিনা এবং ইহাতে কি আছে। তাঁহার এবং গ্রাহকগণের অবগতির জন্য জানাইতেছি, ইহা এদেশে প্রস্তুত হওয়া অসম্ভব। ইহা কয়েক জাতীয় মৎস্যের মূত্রস্থালী হইতে প্রস্তুত হয়, ইহা খুব পরিস্কার জেলেটীনেরই রূপান্তর বিশেষ বলা যায়। সর্ব্বাপেক্ষা রুসিয়া জাত আইসিংগ্লাসই উৎকৃষ্ট সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং বিশুদ্ধ আইসিংগ্লাস বিলাতি মিঠাই প্রভৃতিতে এবং মদ, চিনি এবং বিয়ার পরিস্কার করিবার জন্য প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা বর্ণহীন, স্বাদ ও গন্ধহীন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাতলা খণ্ডরূপে আমদানী হয়, ইহা জলে গলে এবং সর্ব্বপ্রকার অ্যাসিড্ সংযোগেও দ্রব হয়, কিন্তু সুরাসার বা অ্যালকোহলে দ্রব হয় না। এদেশের কোন মৎস্যের পট্‌কা ও ব্লাডার হইতে যে প্রস্তুত হয় কিনা তাহা কেহবা পরীক্ষা করিয়া দেখিবে? আমাদের বিজ্ঞানপাঠ অনর্থক কি না—সম্পূর্ণ—উদ্দেশ্যহীন।

কাঃ সঃ

গার্হস্থ্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

হস্তে হীরক কিম্বা বহুমূল্য প্রস্তরের অঙ্গুরী থাকিলে তাহা খুলিয়া রাখিয়া হস্ত ধৌত করা উচিত, নচেৎ বর্ণ বিবর্ণ হইয়া যাইবে, উজ্জলতা থাকিবে না।

শীতকালে আমরা ঠাণ্ডা ঘরের কাঠ কাঠরায় জিনিস কিনিয়া গরম ঘরে রাখিলে সকল জিনিস ফাটিয়া এবং তেউড়িয়া যাইবে, ইহা স্বাভাবিক।

যে সকল স্থান সাঁৎসেতে এবং ঠাণ্ডা জনিত পচা দুর্গন্ধ বিশিষ্ট, সে স্থানে কাষ্ঠের কয়লা চূর্ণ একটু জলে গুলিয়া ছড়াইয়া দিলে দুর্গন্ধ নষ্ট হইবে এবং সে স্থানের বায়ু সংশোধিত হইবে।

ঘরে বড় আয়না থাকিলে তাহা পরিস্কারের উপায়, ঈষদুষ্ণ গমজলে সাবানের ফেনা মিশাইয়া আয়না খানিতে মাখাইয়া তাহার পর সাময় চর্ম্মে সাদা সূক্ষ্ম খড়ি গুড়াদিয়া আস্তে আস্তে ঘর্ষণ করিলেই পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

ধূমবিহীন কয়লা।

জগৎপিতা জগদীশ্বরের সৃষ্টিচাতুর্য্য অবলোকন করিলে যুগপৎ হর্ষ ও বিস্ময়রসে আপ্লুত হইতে হয়। এই সৃষ্টিবৈচিত্র প্রকৃতিস্থ হইয়া দর্শন করা সাধারণ মানবের কর্ম্ম নহে। উহাতে ভগবৎ কৃপার আবশ্যক হইয়া পড়ে। তদীয় ঐশীশক্তির কৃপাবারি সিঞ্চন ব্যতীত মানব মনুষ্য নামের অযোগ্য। বহু ধীশক্তি সম্পন্ন মানব যুগে যুগে ধরাধামে অবতীর্ণ হইতেছেন সত্য, পরন্তু, তাঁহারা অনেকেই ভগবচ্চরণারবিন্দের আকর্ষণীশক্তির মাধুর্য্যে মোহিত হইয়াছেন, তন্নিবন্ধন ঐশী-নির্দ্দিষ্ট সৃষ্ট পদার্থের সংযোগ বিয়োগদ্বারা জগতবাসীর সুমহৎ কার্য্য সুসম্পন্ন করণে সমর্থ হইয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে সেই শক্তির কথঞ্চিৎ পরিমাণে নিয়োগ পরিদৃষ্ট হইতেছে। এই শক্তির বিকাশ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যকর্ম্মের ফল বুঝিতে হইবে। অধুনা, বিজ্ঞান সাহায্যে বহু আশ্চর্য্য দ্রব্যের আবিষ্কার হইতেছে। অদ্য আমরা পাঠকগণের নিকট তন্মধ্যে একটি বিষয় সমুপস্থিত করিতেছি।

অভাব না হইলে কোন বিষয়ের প্রতিবিধান করিতে কেহ ইচ্ছা করে না। ইহা স্বতঃসিদ্ধ বলিতে হইবে। ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ড প্রভৃতি বহু জনপদপূর্ণ প্রদেশ হইতে দৈনিক বহু সহস্র 'টন' কয়লা বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরিত হইতেছে। এই সকল প্রদেশ সমূহেও প্রাত্যহিক বহু কয়লা নিঃশেষিত হইতেছে। এতদিন ইহার দিকে লোকের ততটা লক্ষ্য ছিল না। অধুনা এইদিকে নজর পড়িয়াছে। তাঁহারা দেখিতেছেন যে, সমুদায় কয়লা ব্যয়িত হইতেছে, তাহার আর পূরণ হইতেছে না।—ক্রমশঃই কয়লাগোষ্ঠী বা কয়লাখনি স্বল্প হইতে স্বল্পতর হইতেছে। এই বিষয় লইয়া বহু লোকের মস্তিষ্ক আলোড়ন-বিলোড়ন হইতেছে, কিন্তু কেহই ইহার প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হয়েন নাই। অধুনা উলভারহামটন প্রদেশস্থ টমাস পার্কার বলিয়া এক ব্যক্তি ইহার প্রতিবিধানে কথঞ্চিৎ পরিমাণে সমর্থ হইয়াছেন। এই বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের নাম পাঠক পাঠিকাগণের মধ্যে অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। ইনি বিজ্ঞান—সমাজে বিশেষ পরিচিত। ইনি তাড়িৎ আকর্ষণ প্রভাবে ফস্ফরাস্ (Phosphorus) নামক এক প্রকার পদার্থ বাহির করিয়াছেন। এই ফস্ফরাস্ অন্য উপায়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু তাড়িৎ সংযোগে কেহ বাহির করিতে সমর্থ হয়েন নাই। ইহাদ্বারা প্রচুর পরিমাণে কয়লা বাঁচিয়া যায়। এইরূপ প্রক্রিয়ায় তত্রস্থলের দৈনিক বহু কয়লা প্রস্তুত হইতেছে। এই প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত কয়লা সহজে এবং অত্যধিক তাপেও প্রজ্জ্বলিত হয়, কিন্তু কিঞ্চিন্মাত্রও ধূম্র বহির্গত হয় না। এই কয়লা গৃহকর্ম্ম এবং রন্ধনাদি কার্য্যে, কলকারখানায় এবং ফ্যাক্টরী প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হইতে পারে। বর্ত্তমান যুগে ইংলণ্ডে প্রতি ৮১/০ মন সাধারণ কয়লার দ্বারা কার্য্য করিতে ২৭/০ মন কয়লা বৃথা নষ্ট হইয়া থাকে। এক্ষণে পাঠকগণ বুঝুন, এই প্রকার আমাদের দেশেও যে ততোধিক কয়লা দৈনিক ফ্যাক্টরী প্রভৃতিতে নষ্ট হইতেছে, তাহার কি কোন প্রতিবিধান করা হইতেছে? এই প্রকার অত্যধিক পরিমাণে বৃথা ব্যয়ের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে, ধূম্রবিহীন কোলাইটের বা কয়লার ব্যবহার নিতান্ত আবশ্যক। এই কয়লাদ্বারা কার্য্য করিলে বৃথা কয়লা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে না। পরে ইহার সম্বন্ধে বিশদভাবে বর্ণিত হইতেছে।

সাধারণ কয়লার ধূম্র অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর, বিবিধ পীড়োৎপাদক এবং স্থান বিকৃতিকারক সন্দেহ নাই, অথচ অধিক পরিমাণে বৃথা নষ্ট করিতে হয়; কিন্তু ধূমবিহীন কয়লা এই জাতীয় নহে। উপরোক্ত অসুবিধা ধূমবিহীন কয়লায় দূরীভূত করিয়া দেয়। কৃষ্ণবর্ণ ধূম্রবিনির্গত হইলে কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড্ না হইয়া প্রচুর পরিমাণে কার্ব্বনমনাক্সাইড্ বহির্গত হইতে থাকে। কয়লা দগ্ধ করিয়া মনাক্সাইড্ প্রস্তুত করিতে হইলে ৪.৪৫০ তাপের আবশ্যক হয় এবং ডাই অক্সাইড্ করিতে হইলে ১৪-৫৪০ তাপের আবশ্যক। প্রতি পাউণ্ড কার্ব্বন মনাক্সাইড্ প্রস্তুত করিতে ফারনেসে বা উননে ১০,০০০ তাপ নষ্ট হইয়া থাকে। ধূম্রবিহীন কয়লা বা কোলাইট প্রস্তুত করিতে হইলে, ইহাকে সর্ব্বপ্রথমে বিশুদ্ধ করিয়া লইতে হয়। যে পাত্রে ইহা বিশুদ্ধ করিতে হয়, তাহার সঙ্গে লম্বভাবে বহু নলের সংযোগ রাখা আবশ্যক। যখন ইহা বিশুদ্ধ হইতে আরম্ভ হয়, তখন ইহা ঈষৎ লোহিত-বর্ণ ধারণ করে। এবম্প্রকারে কোলাইটও কোক কয়লার আকৃতির উল্লেখযোগ্য বিসদৃশ লক্ষিত হয় না, পরন্তু উভয়ই দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে গ্যাসের মত গন্ধ বহির্গত হয় এবং প্রথমটি অত্যধিক আলোকবিশিষ্ট দৃষ্ট হয় ও অধিক তাপ বিকীর্ণ হইতে আরম্ভ করে। আজ এই কয়লা সম্বন্ধে আরও দুই চারিটি কথা বলিব।

যে স্থানে বা কারখানায় এই কয়লা প্রস্তুত হয়, তথায় দূরস্থান হইতে কলসাহায্যে কাঁচা কয়লা আসিতে থাকে এবং কলদ্বারা সেই সমুদায় এক নির্দ্দিষ্ট সুবৃহৎ লৌহ কটাহে পড়িতে থাকে এবং তথায় ২।৩ ঘণ্টায় বিশুদ্ধ হইয়া নিম্ন প্রদেশের লৌহ কুঠরীতে পতিত

হইতে আরম্ভ করে। অন্য রাস্তা দিয়া ইহাকে কলের সাহায্যে উপরে উত্তোলন করা হয়। এই প্রকার কার্য্যাদি সম্পাদিত হইলে, সেই সমুদায় বিশুদ্ধ কয়লা গরুরগাড়ী প্রভৃতি বহুবিধ যানে পূর্ণ হইতে থাকে। এই প্রকার কার্য্য করণ মনুষ্য সাহায্য ব্যতীত কলদ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহাতে অনেক পরিশ্রমের হস্ত হইতে লোকেরা বাঁচিয়া যায়। ওয়েডেনস্ফিল্ড ও বারকিন নামক সহরদ্বয়ে এই ধূম্রবিহীন কয়লা সচরাচর হইয়া থাকে।

এই ওয়েডেনস্ফিল্ডের কয়লা প্রস্তুত স্থান ৪০ ফিট লম্বা ও ২০ ফিট প্রশস্ত। ২৪টি বুকযন্ত্র (Retort) আছে। তাহাতে কয়লা গরমকরা ও বিশুদ্ধ করা হয়। দৈনিক তিনলক্ষ ঘন বর্গ ফিট গ্যাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই সমুদায় গ্যাস কলদ্বারা 'পাওয়ার হাউসে' লইয়া যাওয়া হয় এবং তথায় বিদ্যুতে পরিণত করা হয়। পূর্ব্বোক্ত কয়লা হইতে দৈনিক ১১০০ গ্যালন আলকাতরা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার সঙ্গে বহু কাল রং বিশিষ্ট দ্রব্য মিশ্রিত থাকে। অপরাপর আলকাতরায়ও ঐরূপ থাকে সত্য, কিন্তু এই আলকাতরায় অপর আলকাতরা হইতে দ্বিগুণ কৃষ্ণ রং বিশিষ্ট দ্রব্য বিমিশ্রিত থাকে। ইহাতে আরও কতিপয় দ্রব্য মিশ্রিত থাকে, যথা মটরকারাদি পরিচালক স্পিরিট, জ্বালানী তৈল, বিষনাশক দ্রব্যাদি। অপর আলকাতরায় এই সমুদায় নাই। এইগুলি বাহির করিয়া লইলে য়্যামোনিয়া বাহির করা সহজ হইয়া পড়ে। অবশেষে লম্বমান পৃষ্ঠবক্র যন্ত্রে (Retort) এ দৈনিক প্রায় ৪০ টন বা ১০৮০/০ মন কোলাইট প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোলাইট প্রস্তুত হইয়া গেলে, বহুল পরিমাণে দাহ্য দ্রব্য পড়িয়া থাকে, তন্মধ্যে শতকরা দ্বাদশ ভাগ গ্যাস মিশ্রিত বস্তু থাকে। ইহার মধ্যে গন্ধক সদৃশ এক প্রকার দ্রব্য পাওয়া যায়। ইহার কারখানা ৪৫০ ফিট লম্বা ও ৬৫ ফিট চওড়া এবং বিবিধযন্ত্রাদিতে সজ্জিত থাকে। দ্বাদশ সপ্তাহের মধ্যে এইরূপ বাড়ী প্রস্তুত হইতে পারে।

প্রতি ২৭/০ মন কয়লা ব্যয়াদি ভিন্ন ৯০\ টাকায় পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় প্রতি সপ্তাহে দুইটি করিয়া এই কয়লার বৃক্ষ প্রস্তুত হইতেছে। সাধারণ কয়লা অপেক্ষা ইহার তাপ অত্যন্ত অধিক। কার্য্যদ্বারা এইরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে। আমাদের দেশে দৈনিক কয়লার যাদৃশ অপব্যবহার হইতেছে, তাহাতে প্রাগুক্ত উপায়ে প্রস্তুত কয়লা ব্যবহার না করিলে, দৈনন্দিন কয়লাক্ষয় জনিত অপব্যবহারের ফল স্বল্পকাল মধ্যে প্রাপ্ত হইতে হইবে এবং খণিজ কয়লার স্বল্পতানিবন্ধন তদ্দারা স্বল্পসংখ্যক কয়লায় বহুকাল কার্য্য পরিচালিত হইতে পারে, তদুপায় বিধান করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। যাঁহাদের কয়লার ব্যবহার অধিক দৃষ্ট হয়, তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়ায় কয়লা প্রস্তুত করিলে কয়লা ও বহু অপরাপর দ্রব্যও প্রাপ্ত হইতে পারেন এবং নিজেদেরও সুবিধা হইতে পারে। ধনিগণের এই দিকে নজর পড়া আবশ্যক। উহাতে লাভ ও সুবিধা উভয়ই হইবে। ইতি

শ্রীগণপতি রায়।

MOTHER'S PAGE.

শিশুকে চুম্বন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শিশু বড় আনন্দের জিনিস। জগতের এমন পাষণ্ডও কম, যে শিশুর সুকোমল মুখশ্রী দেখিয়া চুম্বন করিতে না চায়। আমাদের দেশের শিশুকে চুম্বন করিতে নিষেধ নাই, কিন্তু ইংলণ্ডে শিশুকে চুম্বনে আপত্তি আছে। যাহাকে তাহাকে, ছেলেকে চুম্বন বা কোলে করিতে দেওয়া স্বাস্থ্য হিসাবে দূষনীয়। এইরূপ অবাধ চুম্বনে, অবাধ হস্তক্ষেপে বহু শিশু উৎকট রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে, বহু জীবন অকর্ম্মণ্য অথবা নষ্ট হয়। কাহারও পারা দোষ, কাহারও যক্ষা, কাহারও চর্ম্মরোগ ইত্যাদি আছে, তাহাদের রোগবীজ শিশুর শরীরে প্রবেশ করে ; এইজন্য বিলাতি জননিগণ ধাত্রীর উপর আদেশ দিয়া রাখেন যে, শিশুকে কদাচ চুম্বন করিও না, কাহাকেও চুম্বন করিতে দিও না, যদি কেহ চুম্বন করিতে চাহেন, তবে শিশুর সুকোমল হস্তে চুম্বন করিবেন, ইহা নিরাপদ এবং স্নেহ জ্ঞাপক, কাহারও ইহাতে আপত্তি হইতে পারে না।

আমাদের দেশের মহিলা এবং পুরুষগণ অশিক্ষিতা, ভয়ানক অভিমানী, এদেশে চুম্বন নিষেধ করিয়া দিলে, তাহারা আগে ছেলের, তাহার পর ছেলের ৭ পুরুষের মৃত্যু কামনা করিয়া বসিবে। এই সকল বিষয় প্রত্যেক মহিলা এবং পুরুষের যখন হিতকর এবং অবশ্য প্রতিপাল্য বলিয়া বোধ হইবে, তখন আর কেহ রাগ করিবে না। সুতরাং যাহার তাহার ছেলেকে চুম্বন এবং আপ্যায়নের সময় হস্তে চুম্বন করাই উচিত, ইহাই শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক।

এত সকল বিষয়ে পাশ্চাত্য দেশবাসিগণ লক্ষ্য রাখেন বলিয়াই তাহাদের ২ বৎসরের ছেলে আমাদের দেশের ৫ বৎসরের ছেলেকে চাপিয়া মারিয়া ফেলিতে পারে—এত বলবান হয়।

যে সে যাহা তাহা আনিয়া ছেলের মুখে তুলিয়া দিবে, ইহা অবশ্য নিষিদ্ধ। যাহার তাহার হাতে যাহা ইচ্ছা তাহা শিশুর খাওয়া উচিত নয়, সুতরাং ইহাতে চক্ষুলজ্জা করিয়া শিশুর প্রাণ সংশয় করাকে আপ্যায়ন করা বলিয়া মনে করা নিতান্তই অন্যায়। এই জন্য ১৷২ বৎসরের শিশুকে যাহার তাহার কোলে দিয়া পাড়া বেড়াইতে দেওয়া সাংঘাতিক।

এদেশের জননিগণ ছেলেকে কেহ যাহা তাহা মুখে তুলিয়া দিলে আনন্দে গলিয়া যান, বিলাতি জননিগণ তাহাতে বিরক্ত হন, কদাচই কাহাকেও ছেলেকে খাইবার জন্য মুখে তুলিতে দিবেন না, ইহা সে দেশের আদব কায়দা এবং সভ্যতাসূচক বলিয়া গণ্য।

ইহা অসঙ্গত নহে, এদেশে স্ত্রীলোকগণ শিক্ষিত হইলে এই মূল্যবান পদ্ধতির আদর করিতেন, সন্দেহ নাই। বারান্তরে জননীর জ্ঞাতব্য অনেক কথা বলিবার ইচ্ছা রহিল। সন্তান সন্ততির সুখ অসুখ শিশুর প্রতি জননীর মনোযোগের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকে। ছেলে মেয়ে লইয়া সুখী হইতে চাহিলে, শিশুর প্রথম ২ বৎসরের উপর জনক জননীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকা আবশ্যক।

গৃহিণীর বৈঠক।

সরসীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তাহার বালিকাস্বভাবসুলভ চপলতা একটু গাম্ভীর্য্যে পরিণত হইয়াছে। আজ কদিন সে তাহার শ্বশুরবাড়ী জয়নগর হইতে আসিয়াছে, পাঠক পাঠিকার নিকট সরসী নিতান্ত অপরিচিতা নহে, সরসীর অধিক পরিচয় আর কি দিব, সরসী তাহার দিদিমার নাতনী—গৃহিণীর বৈঠকের প্রধানা সভাসদ বলিলেও চলে।

* * * *

শ্বশুর বাড়ী হইতে মেয়ে সংসারে ফিরিয়া আসিলে তাহার একটু যেন নূতন রকমের আদর বাড়ে—সবাই যেন যে চক্ষে দেখিত, তাহা অপেক্ষা একটু স্নেহের চক্ষে দেখে, তাহার উপর জামাতা সঙ্গে আসিয়াছেন। সরসীর যেন গুরুত্ব বাড়িয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলে সে একজন ভদ্রমহিলা মধ্যে পরিগণিতা হয়, রাণী, বাণী, সরি এ সকল নামে লোকে ডাকিতে সাহস করে না, পুরানামে যেন একটু সম্ভ্রমে ডাকিতে হয়। বিয়ে হলেই বাস্তবিক হিন্দু বালিকার সম্মান বাড়ে।

* * * *

যাক্, জামাই বাড়ীতে আসিয়াছে, গৃহিণীর সংসার বিদ্যালয়ে আজ কন্যা, পুত্রবধু, নাত্নী সরসি রন্ধনশালার দ্বারে সমাসীনা। গৃহিণী বিবিধ প্রকার সুখাদ্য প্রস্তুত করিয়াছেন—তাহার মধ্যে কমলা ক্ষীরের বরফিই আলোচ্য বিষয় দাঁড়াইয়াছে। গৃহিণী শিক্ষা দিতেছেন।

সরসি! তুমি কখন কমলা ক্ষীরের বরফির কথা শুনিয়াছ?

সরসীর চক্ষু দুটী উজ্জল হইয়া উঠিল, এক গাল হাসিয়া বলিল "না দিদিমা শুনিও নাই খাইও নাই।"

গিন্নি বলিলেন, শুনাইতেছি কিন্তু খাইতে পাইবে না, নাত্ জামায়ের প্রসাদ একটু দিব, কিন্তু ভোগের আগে নয়। তবে শোন্ কেমন করে "বরফি" কর্ত্তে হয়।

প্রথমে কমলালেবুর কোয়াগুলিকে খোলা ছাড়াইয়া চিরিয়া বীজগুল সাবধানে বার ক'রে ফেলে দিয়ে, ওজনে ২৷৷০ সের, খাঁটী দুধ আড়াই সের, চিনির রস ২৷৷০ সের, গোলাপী আতর ফোঁটা পাঁচ, আর ছোট এলাচের দানাগুড়ান $\frac{১}{৪}$ তোলা এই গুলি জোগাড় কর্ত্তে হয়।

তারপর উনানে পরিষ্কার কড়ায় দুধটাকে চড়িয়ে মৃদু জ্বালে খুব ঘন কর্ত্তে হয়, যখন দুধ মরে এক সের আন্দাজ আছে, তখন কমলা লেবুর "কোয়া" গুলিকে ঐ দুগ্ধে ফেলে দিয়ে ক্রমাগত নাড়্তে আরম্ভ কর্ত্তে হবে, যখন বেশ ঘন হোয়ে আস্বে, তখন চিনির রসটা ঐ দুধে ঢেলে দিয়ে নাড়্তে হবে, খুব ঘন হয়ে যাবার্ পূর্ব্বে আতর আর এলাচের গুড়া দিয়ে খুব ঘন ঘন নেড়ে একখানি পরিষ্কার থালায় ঢেলে ফেল্তে হবে, যখন জমে যাবে, তখন চৌকা করে কেটে নিলেই বরফি হয়ে যাবে।

সরসি বলিল, দিদিমা হয়েত যাবে কিন্তু ভোগের আগেই প্রসাদ পেলে কি দোষ আছে? সে গুলো কোথায় রেখেছ দিদিমা?

দিদি মা হাসিয়া বলিলেন, কেন চুরি করে খেতে হবে নাকি?

সকলে হাসিয়া উঠিল, সরসি যেন অপ্রস্তুত হইয়া যেমন উঠিয়া কক্ষান্তরে পলাইবে, অমনি সিড়ির উপরেই তাহার বর মহাশয়! সরসি গলবস্ত্রে প্রণাম করিয়া বলিল, প্রণাম হই!—দেবতা বলিতে পার, ভোগের আগে প্রসাদ খাইলে কি দোষ হয়।

বর বলিল "নিশ্চয়ই" দেবতার ভোগের আগে কি প্রসাদ খাইতে আছে?

সরসি। তবে শীগ্‌গির বল, ঠাঁই করিয়া দিই, দিদি মা তোমার জন্যে যে সকল কমলা ক্ষীরের বরফি করেছেন, সেগুলি আগে গিল্বে, নাহলে আমার আর ভরসা নাই।

বরের নাম নিশানাথ, সে হাসিয়াই খুন। বলিলেন তা—আমার আগেই বা তুমিই প্রসাদ করিয়া দিলে!

সরসি বলিল, তাই যা হয় একটা করা যাবে, এস।"

কৃষিকথা।

—*:*—

লিচুর চারা বা কলম বসাইতে খুব গভীর গর্ত্ত করিয়া দিতে নাই, ইহাতে চারার অনিষ্ট হয়, কেবল মাত্র মৃত্তিকার উপরের ঘাস প্রভৃতি আগাছা সাফ্ করিয়া দিয়া অর্দ্ধ হাত মাত্র গর্ত্ত করিয়া তাহাতে গাছ বসাইয়া গোড়ায় বেশ মাটী দিয়া দিতে হয়। লিচুর গাছের গোড়ায় দিবার জন্য খোল্ পচা এবং এটেল বা দোআঁস মাটীর একত্র মিশ্রণই উৎকৃষ্ট সার। আম জাম লিচু এবং অন্যান্য ফলের কলম বর্ষাগতে অর্থাৎ আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে বসানই ভাল। নচেৎ বর্ষার জল গোড়ায় বসিয়া গাছ মরিয়া যায়, ফেরিওয়ালা গাছ বিক্রেতাগণ বর্ষার সময় শিকড় গজাইবা মাত্র গাছ বিক্রয় করে ও ঠকায়, সে গাছ আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে কিনিলে পুরাতন কলম বলিয়া মরিবার তত ভয় থাকে না। সেই জন্য সেই সময় বসানই ভাল।

কাগজী বা পাতি লেবুর গাছ একটু হেলাইয়া না পুতিলে ১০।১২ বৎসরেও ফল ধরেনা, সেইজন্য একটু হেলাইয়া পুঁতিতে হয়।

সমালোচনা

ব্রহ্মচর্য্য বা ছাত্রজীবন—যশোহরের ও পাটনা ন্যাশন্যাল স্কুলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কৃষিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত শ্রীযামিনী রঞ্জন মজুমদার কর্ত্তৃক প্রণীত মূল্য ৵০ আনা মাত্র। পঠদ্দশায় বালকগণের যাহা কিছু কর্ত্তব্য এইক্ষুদ্র পুস্তিকা খানিতে অতি সরল ভাষায় সংক্ষেপে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, প্রত্যেক পিতা এবং প্রত্যেক শিক্ষক যেন কর্ত্তব্য বোধেও একক্ষুদ্র পুস্তক খানি কিনিয়া বালকগণকে প্রদান করেন, আমাদের অনুরোধ। পুস্তক খানি পাঠে সুখী হইলাম। কলেজ স্কোয়ার ছাত্র ভাণ্ডারে পাওয়া যায়।

মহাজন সখা—শ্রীযুক্ত সন্তোষ নাথ সেট প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান লক্ষীসরাই, মুঙ্গের। কোথায় কোন জিনিষের ব্যবসায় করিলে লাভ হয়, তাহাদের মফঃস্বলের প্রধান প্রধান মোকামের ও মহাজনের নাম, রেল-ভাড়ার বিবরণ ব্যবসায়ের নানা প্রকার যথার্থ ঘাঁৎ ঘোঁৎ সন্ধান, সংবাদাদি যাহা সহজে পাইবার উপায় নাই, এমন সকল ও বিবিধ ব্যবসায়ী এবং মহাজনগণের জ্ঞাতব্য বিষয় মহাজনসখায় স্থান পাইয়াছে। এই সকল সন্ধান এবং তথ্য সংগ্রহে যে যথেষ্ট, অর্থ সময় এবং শ্রম ব্যয়িত হইয়াছে, তাহা পুস্তক খানি হাতে পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। এমন একখানি পুস্তকের বাঙ্গালা ভাষায় বাস্তবিকই অভাব ছিল। উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা, মূল্য ১৲ মাত্র। মহাজনসখার ব্যবসায়ী মহলে আদর হওয়া উচিত, ইহা মুক্ত কণ্ঠে বলা যায়।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২॥০।

Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture, &c.

Edited by S. P. Chatterjee.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, এবং সাহিত্য বিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিক পত্র।

পঞ্চবর্ষ, ১২শ সংখ্যা।	New Series, December 1911.	নূতন সংস্করণ। ডিসেম্বর, ১৯১১।	Vol. V. No. 12.

ভারতেশ্বর সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ।

একটি সমস্যা।

নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার বিস্তার।

কোন ইংরাজ মহিলা M. A. P ম্যাগাজিন নামক একখানি সাময়িক পত্রিকায় লিখিতেছেন, "The lack of good servants is undoubtedly due to the spread of education, once educate the lower classes and they are bound to rebel against their superiors."

"অর্থাৎ ভাল চাকর চাকরাণীর অভাবের কারণ, শিক্ষা বিস্তার। নিম্ন শ্রেণীর লোক দিগের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারিত হইলে নিশ্চয়ই তাহারা তাহাদের প্রভুর বিদ্রোহাচরণ করিতে বাধ্য হয়। তিনি বলেন, সেকালে যখন নিম্ন শ্রেণীর লোকে মূর্খ এবং অশিক্ষিত ছিল, তখন তাহারা দাসত্বকেই সৌভাগ্য মনে করিয়া সযত্নে অতি বিনীত ভাবে প্রভুর মনস্তুষ্টিরজন্য যত্ন করিত। সভ্যতা এবং শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মতিগতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহারা এখন প্রভুর সন্তোষ অসন্তোষের জন্য বিশেষ গ্রাহ্য রাখেনা, সেইজন্য এত ঘন ঘন ধর্ম্মঘট, এবং এত দাস দাসীর অভাব।

কথাটা যে নিতান্ত উপেক্ষার তাহা বলা যায় না। নিম্নশ্রেণীর লোক অল্প শিক্ষায় চঞ্চল হইয়া উঠে "A little learnig is a dangerous thing" অল্প শিক্ষায় ইহাদের মস্তিষ্ক বিকৃত হইবার কথাই বটে। এদিকে উচ্চ শিক্ষিত হইলে তাহারা কিছু দাস দাসী হইবে না, সেটাও-ধ্রুব সত্য।

এই বিষম শঙ্কটময় সমস্যার মীমাংসা হওয়া বড় সহজ নহে। নিম্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে সমাজের উপকার বই অপকার নাই। অশিক্ষিত লোক অগ্র পশ্চাত না ভাবিয়া সমস্তই করিতে পারে, কিন্তু শিক্ষিত লোক ভালই হৌক, বা মন্দই হোক, তাহারা ভাবী ফলের কথা ভাবিয়া থাকে। সুতরাং আপামর সাধারণ লোকে শিক্ষা লাভ করিলে সমাজের গুরুত্ব বাড়ে, এ সকলও বেশ কথা। অধিকন্তু শিক্ষার বিরুদ্ধে সভ্য সমাজ কোন কথা কহিতে কুণ্ঠিত, লজ্জিত, এবং সঙ্কুচিত। জগতে সর্ব্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার হইলে ভাল ফল কি মন্দ ফল হইবে, একথা মীমাংশা করা বাস্তবিকই সহজসাধ্যনয়। নিম্নশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে অনেক উপকারও আছে, মানুষ শিক্ষিত হইলে সমাজ অনেকটা নিরাপদ হয়। কিন্তু, শিক্ষাভিমানে দাসদাসীর সুবিধাও যে কতকটা—সঙ্কোচিত হয়, ইহাও ত সত্য কথা! নিম্নশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা বিস্তার হইলে এদেশেও যে কতকটা সেইরূপ না হইবে, এমন বলা যায় না, একটু অসুবিধা নিশ্চয়ই হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া শিক্ষা-বিস্তারের বিরুদ্ধে কোন কথা বলা যায় না। শিক্ষা সমাজের অলঙ্কার, শিক্ষা সমাজের অবশ্য প্রতিপাল্য ধর্ম্ম, ও কর্ম্ম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এদেশের সম্পূর্ণ অশিক্ষিত নিম্ন শ্রেণীর লোকগণও ত প্রভুর এখনও আয়ত্বাধীন হয় না, জন মজুর দাস দাসী এখনই বাস্তবিকই দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে, কিন্তু আপামর শিক্ষিত হইলে ব্যবসায় বানিজ্যের অবস্থা ভাল হইবে। সংবাদপত্র এবং সাহিত্যাদির আদর হইবে, বিজ্ঞাপন দ্বারা ক্রেতা হইবে, এবং সমাজের মন্দ কাজ গুলি অনেক কম হইবে। কিন্তু এদিকে দেশ কাল পাত্র বিশেষ শিক্ষায় আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। এদেশের শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজ ধড়িবাজ হইয়া উঠিতেছেন, শিক্ষার দ্বারা যাহা আশাপ্রদবলিয়া জানিতাম, তাহা হতাশায় পরিণত হইতেছে। শিক্ষিত হইয়া লোকে স্বার্থ পর, আত্মশ্লাঘী, এবং পাটোয়ার হইয়া উঠিতেছে. কোটী কোটী গরীব এদেশের শিক্ষিতের (অবশ্য সকলেরই কথা বলিতেছিনা) পদতলে পেষিত হইতেছে ইহা নিত্য সত্য। অশিক্ষিত লোক যে ইহাদের উপর এক কাটী বেশী না যাইবে, তাহা কে বলিতেপারে? প্রকৃত জ্ঞান বৃদ্ধি হইলে শিক্ষার শুভফল ধ্রুব নিশ্চিত। আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতিতে এদেশে বিলাসিতা ও অপব্যয়িতা বাড়িয়াছে। সেকালেও লোক গুরুগৃহে শিক্ষিত হইত, কিন্তু চাল বিগড়াইত না।

সেদিন শঙ্কটময় নয় কি? কিন্তু তাহা হইলেও শিক্ষিত হওয়ার আবশ্যক। লিখিতে পড়িতে না পারিলে শিল্প বানিজ্যের প্রসার সম্ভবে না। এই শিক্ষার সঙ্গে নীতি শাস্ত্র এবং শিল্প-শিক্ষা বাধ্যতামূলক হইলে ভালই হইবে। সেকালের শিক্ষাপদ্ধতি অল্পে অল্পে চালাইতে হইবে। আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষিত ছেলেরা বিলাসী অহঙ্কারী হইয়া পড়িবে, সভ্য হইলে শ্রমজীবি লোক চাষে কর্ম্মে খাটিতেও নারাজ হইবে, তখন কি হইবে? একথার মীমাংসা জন্য অধিক মস্তিষ্ক চালনার আবশ্যক হইবে না। কিন্তু শিক্ষিত হওয়ায় আবশ্যকতা আছে, ইহা যদি লোকে বুঝে যে, পরিশ্রম করিয়া আত্মোন্নতিই শিক্ষার উদ্দেশ্য, তাহা হইলে উপকারই হইবে। কিন্তু এদেশের লোক সমস্ত বিষয়েই হিতে বিপরীত করিয়া বসে সেইজন্যই ভয় হয়। নচেৎ শিক্ষার বিরুদ্ধে সভ্য সমাজ কথা কহিতেই পারে না।

গো-ধন।

গোজাতি হিন্দুর পূজ্য দেবতা। অধিকন্ত টাকা, কড়ি, বাড়ী বাগান, শস্যক্ষেত্র যেমন ধন, গরুও মানবের তেমনি একটী ধন। গাভী দুগ্ধে জীবন ধারণ, শিশু পালন, গরুর মলমুত্রে সার, আহারের প্রধান সামগ্রী অন্নাদি গবাদির মলমুত্র জাত সারে উৎপন্ন, গোযান,

বৃষ ইত্যাদি কৃষির প্রধান উপকরণ, বলিতে কি গরুই যেন আমাদের সর্ব্বস্ব।

সেই গোধন এখন অনাদৃত হইতেছে, গোবংশলোপ পাইতেছে দুগ্ধ, মাখম, দধি ঘৃতদুষ্প্রাপ্য হইতেছে। যেহেতুক গো-সেবার এদেশের আর তাদৃশ যত্ন নাই। মহিলাগণ বিলাসিনী, গোময় গন্ধে সদ্য হিষ্টিরিয়া, বাবুরদলও গোমলমূত্র দেখিয়া মূর্চ্ছা যান। আগে গোসেবা গৃহিনী এবং গৃহ-স্বামীর একটী অবশ্য প্রতিপাল্য কর্ত্তব্য কাজ এবং ধর্ম্ম ও ব্রত মধ্যে পরিগণিত ছিল, এখন গোধন গৃহের সৌন্দর্য্য সজ্জার অন্তরায়। এখন গরু খাইল কি না, কেহ দেখেন না, সংবাদও রাখেন না। পল্লীগ্রামের লোকেরাই পূর্ব্বে ধর্ম্মে কর্ম্মে মতি ছিল, এখন অর্থলিপ্সা এত বাড়িয়াছে, পিচাশত্বের মাত্রা এত চরম সীমায় উঠিয়াছে যে, কায়স্থ ব্রাহ্মণও খোয়াড় ডাকিয়া থাকেন। গোচারণের মাঠ ভাঙ্গিয়া জমী হাঁসিল করিতেছেন। গোচারণের মাঠ নাই, গরু বাহির হইলেই নিম্ন শ্রেণীর লোকে খোয়াড়ে রাখালী, বাবুদ যে চারিটী পয়সা পায়, সেই লোভে নিরপরাধ গরুকে ধরিয়া খোয়াড়ে দিয়া আসে! গৃহস্বামী দুই চারিবার দণ্ড দিলেই, আর গরু ছাড়িতে সাহস করেন না। সুতরাং যথাযোগ্য ঘাস জলের অভাবে ও খাদ্যের অভাবে গরু গুলি শুকাইয়া শুকাইয়া নানা রোগে আক্রান্ত হয়, বৎসগণ দুগ্ধের অভাবে প্রায়ই বাঁচে না, নিষ্ঠুর গৃহস্বামী অস্থি চর্ম্মসার গাভীর যতটুকু পারে, একরূপ শোণিত সদৃশ দুগ্ধ দোহন করিয়া আত্মতৃপ্তি সাধন করে! প্রাচীন কালের সেই ঋষি ও দেবকুল সেব্য গোধনের বর্ত্তমানে কি শোচনীয় পরিনাম। পূর্ব্বে খোয়াড় ছিল না, গরুর প্রতি কঠোরতা ছিল না, তথাপি টাকায় ২ মন চাউল ছিল, দুর্ভিক্ষ হইত না।

অনেকে বলেন, ভারতে গোখাদকের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার জন্য গোবংশের অবনতি হইয়াছে, কিন্তু সে কথা কতকাংশে সত্য হইলেও আমাদের গো-সেবার ত্রুটীই যে গোবংশ ধ্বংশের জন্য অধিক দায়ী, তাহার অস্বীকারের উপায় নাই। ইয়োরোপ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশের মধ্যে গোমাংশ প্রচলিত হইলেও আমাদের দেশ অপেক্ষা তাহাদের দেশের গোবংশের অবনতির কথা শুনা যায় না বরং গোজাতীয় উন্নতির ভুরিভুরি পরিচয় পাওয়া যায়।

সহরের বাবুদের স্বতন্ত্র রোগ। তাঁহারা ঘোড়ার যত্নের জন্য মুক্তহস্ত কিন্তু গরুর প্রতি লক্ষ্যও রাখেন না। দুগ্ধ ফুরাইলেই গরু কসাই হস্তে নিক্ষিপ্ত হয়।

এইরূপে গোবংশ নষ্ট হয়। ভারতের মধ্যে মারোয়ারী এবং হিন্দুস্থানীগণই কিছু গো সেবায় যত্নবান, এমন কি প্রাণ দানেও কুণ্ঠিত নহে। বাঙ্গালীর অন্যান্য ধন ও ধর্ম্ম যেমন অনাস্থায় লুপ্ত প্রায়, তেমনি গোধন ও গো সেবা ধর্ম্মও লুপ্ত প্রায়। দেশটার কি অধঃপতনই হইয়াছে?

আমরা বলিয়াছি, গরুও আমাদের টাকা কড়ির ন্যায় ধন। ধর্ম্ম, কর্ম্ম, শাস্ত্রীয় গো মাহাত্ম্য বর্ণনায় যদি আস্থাই না হয়, তবে অর্থবান হইবার জন্যও, ধন লাভের জন্যও, অন্ততঃ স্বার্থের জন্যও গো-ধন রক্ষা করা অতি অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং ধর্ম্ম। কারণ গরুও ধন, এমন কি মূল্যবান ধন। কারণ গো জাত দ্রব্যাদি হইতেও ধন পাওয়া যায়। যথা দুগ্ধ, ছেনা, সন্দেশের কারবার অর্থকর। দুগ্ধও অর্থ স্বাচ্ছন্দ্য এবং জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ধর্ম্ম না মানিলেও ধন লাভের জন্য গরুও একটী উৎকৃষ্ট উপকরণ। কৃষির উন্নতি কল্পে যন্ত্রের জন্য যেমন কৃষিজাত শস্য দ্বারা অর্থ পাওয়া যায়, সেইরূপ গরুর প্রতি যত্ন দ্বারাও অর্থ লাভ হয় সুতরাং কেন এত অনাদর? ভাল গরুর অভাবে এদেশে শস্য জন্মে না। কারণ অন্য দেশে বিজ্ঞান বলে বহু যন্ত্রাদি আবিস্কৃত হইতেছে, ভারতের লোক জন্মিয়া অবধি মরণ পর্য্যন্ত গরুর অনুগ্রহ ও সাহায্য সাপেক্ষ। এমন গোজাতি কি উপেক্ষার সামগ্রী? গরুর নিশ্বাসেই এদেশের লক্ষ্মী ছাড়িতেছে। গরুর প্রতি অযত্নেই কৃষিরা অবনতি, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, জমী সারত্ব শূন্য, ঘন ঘন দুর্ভিক্ষের হাহাকার! তাই বলি হে ধীমান্ গরুকে অযত্ন করিও না। যাহার দুগ্ধ পানে আজ বাবু হইয়াছি গৃহলক্ষ্মীকে বিবি সাজাইয়াছি, তাহার নিকট লোকত ধর্ম্মত চিরকৃতজ্ঞ হওয়া কি উচ্চ শিক্ষার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক নয়? গরুর পীড়া হইলে বিনা চিকিৎসায় নিরীহ মাতৃ স্বরূপিণী গাভী নীরবে মরিয়া যায়, দেশে গোবৈদ্যের অভাব হইতেছে, বাবুদের নিকট তাহাদের আর আদর নাই, বাসপাতা সর্পতৈল, লবণ দিয়া চিকিৎসা অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা-বলিয়া হাসিয়া খুন হন, কিন্তু পুরাকালে গো বৈদ্যগণই গো-বংশ রক্ষা করিতেন। সহজলভ্য বৃক্ষ পত্র লতা গুল্মের সাহায্যে চিকিৎসা করিতেন, গোবংশের অবস্থা ভালই ছিল। তাই বলি গরুও ধন, আমাদের বিবেচনায় অমূল্য ধন তাহার যত্ন কর। শুভ হইবে—দুগ্ধ পান করিবে, চাসে খাটাইবে, গোযানে চড়িবে, অথচ যথা খাইতে দিবে না? এই কি ন্যায় সঙ্গত? ঈশ্বরের চক্ষে ইহা তাঁহার সৃষ্ট জীবের প্রতি কঠোর অত্যাচার! এ অত্যাচারের দণ্ড—রোগ, শোক, বিশুদ্ধ দুগ্ধ দধি ঘৃতের অভাবে উন্নত শ্রেণীর বৃষাদির অভাবে কৃষির দুরবস্থা, সারের অভাবে জমীর অনুর্ব্বরতা ইত্যাদি, আর কত দেখাইব, এইরূপ অসংখ্য ঘটনা গোবংশের ক্ষয় এবং অবনতির সহিত ঘটিয়া ক্রমে এদেশেরও জন সংখ্যার হ্রাস করিতেছে!

পাশ্চাত্য দেশে গোজাতির অবস্থা এদেশের তুলনায় যথেষ্ট সন্তোষজনক,

সে দেশের দুগ্ধ এখন সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে জমাট দুগ্ধ রূপে (Condensed Milk) নামে লোকের অভাব পুরণ করিতেছে। এদেশের দুগ্ধ দেশবাসীরই অভাব পুরণ করিতে পারেনা, বাঙ্গালার প্রচুর "মিঠাপানীই এখন প্রকৃতই দুগ্ধ ব্যাবসায়ীগণ দ্বারা কোনরূপে সাদা রঙ্গে পরিণত হইয়া দুগ্ধ নামে এদেশের লোকের দুগ্ধপান স্পৃহা পরিতৃপ্ত করিতেছে মাত্র। হায় হতভাগ্য দেশ! ইহাতেও চৈতন্য হইল না! বিলাসিতার জন্য তুমি মুক্তহস্ত হইবে, আমদানী দুগ্ধে চা পানকরিয়া আপনাকে পরিতৃপ্ত জ্ঞান করিয়া বাবু হইতে পারিবে, শিশু গুলিকে সেই দুগ্ধে প্রতি পালন করিয়া যকৃত পীড়ায় আক্রান্ত করিয়া ফেলিবে, কিন্তু গাভী রাখিবার তোমার ক্ষমতা হইবে না, কেন? গো-পালনব্রত অবলম্বন কর; দেশের মঙ্গলই হইবে। গরু আমাদের পূজ্যদেবতা, এদেশে সভা সমিতির ছড়াছড়ি, কিন্তু গরুর উন্নতি কল্পে এদেশে কোন আন্দোলনই হয় নাই। প্রত্যেক পল্লী পার্শ্বে গো চারণের মাঠ থাকা উচিত, সেগুলি জমীদারগণ খাস করিয়া কেন গো চারণের মাঠ নষ্ট করিবেন, সে জন্য সঙ্গত আন্দোলন করিয়া সদাশয় গবর্ণমেণ্টের কৃপাভিক্ষা করা দেশবাসীর কর্ত্তব্য নয় কি? আমরা আশাকরি, প্রত্যেক সহযোগী, প্রত্যেক শিক্ষিত মহান হৃদয় ব্যক্তির এই বিষয় লইয়া যথাযোগ্য আন্দোলন করা উচিত। শুদ্ধ হুজুগ লইয়া থাকিলে দেশের কি সুমঙ্গলের আশা করা যাইবে। এই করোনেশন উপলক্ষে রাজার নিকট গো-চারণের মাঠের জন্য প্রত্যেক স্থানে কিছু কিছু পতিত জমী ভিক্ষা করিয়া লওয়া হৌক, গোবংশ রক্ষা করিতে যত্নবান হও, বলবতী পয়স্বিনী গাভীরসংখ্যা বৃদ্ধি হউক, বলবান গাভীর কর্ষণোপ যোগী বলদের সংখ্যা বৃদ্ধি হৌক, জমীর উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পাইলে অন্নকষ্টের যথেষ্ট লাঘব হইবে। দুর্ব্বল, জমীতে মাত্র চারি পাঁচ ইঞ্চি পরিমিত গভীরতা জন্মে বৃষ দ্বারা তবে শস্য কেমন করিয়া জন্মিবে? বিবিধ লাঙ্গলের সৃষ্টি হইয়াছে বটে, কিন্তু সে সকল লাঙ্গল টানিবার এদেশের বলদের ক্ষমতা কৈ? বারান্তরে গো সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিবার রহিল।

EDITORS IN COUNCIL.

সম্পাদকের মন্ত্রনা সভা।

পত্রাদি লেখক গণের প্রতি।

শ্রীযুক্ত মহম্মদ ইজাহরল হক বেগুসরাই।

১। খাম্বিরা প্রস্তুত করিয়া গুড়ের সহিত ফল মিশাইবার কোন বিশেষ পরিমান নাই, বেশ কাদারমত হয়, এমন পরিমাণ ফলই আবশ্যক জানিবেন।

২। জিনিস আবশ্যক হইলে আপনি মেসার্স বি, এল, দাঁ এণ্ড কোং প্রসিদ্ধ এবং বহুদিনের প্রাচীন ফারম, ইহাদিগকে লিখিবেন। ইহারা মফঃস্বলের সরবরাহ কার্য্যকরেন, ঠিকানা ৫২নং ক্যানিংষ্ট্রীট মুরগীহাটা কলিকাতা।

৩। অম্বরী তামাক প্রস্তুতের ঠিক যেরূপ পদ্ধতি, "কাজের" লোকে লিখিত হইয়াছে, অবিকল সেইরূপ করিলেই হইবে। শিলারস প্রভৃতি কোন সময় মিশাইতে হয়, তাহা পরিস্কার রূপে লিখিত আছে, পুণরায় তাহা লিখিবার স্থানাভাব। ধন্যবাদ। মধ্যে মধ্যে আপনার কুশল লিখিয়া সুখী করিবেন।

মিঃ মহম্মুদ হোসেন চন্দ্রসানা।

১। আলুর চুড়ি সম্বন্ধে পরে কাজের লোকে লিখিবার বাসনা রহিল।

২। ঘড়ি ও হারমোনিয়ম প্রস্তুতের কোন স্কুল নাই, ব্যবসায়ীর নিকট হাতে-হেতেরে শিখিতে হয়। জামিন না-দিলে ইহারা যাহাকে তাহাকে রাখে না। যদি কোন আত্মীয় কলিকাতায় থাকে তবে তাঁহার দ্বারা চেষ্টা করুন।

৩। আমাদের "কাজের লোকে" জল জমাইয়া বরফ প্রস্তুতের কথা লিখিত হইয়াছিল, আপনি বলিতেছেন, তাহাতে খরচ পোশায় না। কারণ কম বরফ হয়। বেশী করিতে হইলে কল কিনিতে হইবে। আপনি মেসার্স লেস্‌লী এণ্ড কোং কলিকাতায় ফারমে কল ও মূল্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মোহন চৌধুরী, প্রতাপগঞ্জ।

আপনার প্রশ্নের উত্তরে জানাইতেছি, ১৯০৯ সালের "কাজের লোকে" যে প্লীহার ঔষধ লিখিত আছে, তাহার পরিমাণ একটী ছোট মটরের মত, পূর্ণ বয়স্কের মাত্রা। ছেলেদের বয়সানুসারে অনুমান মত দিবেন।

ডাক্তার অনুকুলচন্দ্র বিশ্বাসঃ—

গলনট্ বা মাজুফল চূর্ণ করিয়া অগ্নির উত্তাপে সিদ্ধ করিলেই রং বাহির হইবে, হিরাকশ দিলেই ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হয়।

শ্রীরামচরণ ভট্টাচার্য্য,—পাটনা।

প্রশ্ন। সম্পাদক মহাশয়! শিশুরপোষাক পরিচ্ছদ কিরূপ হওয়া উচিত ইত্যাদি।

উত্তর। এদেশে এদিকে বড় কেহ লক্ষ্য রাখেনা, এখানকার আব্ হাওয়া স্বতন্ত্র, বর্ত্তমান সময়ের প্রসূতিগণ সন্তান প্রসব করিয়া তাহাকে লালন পালনে কাতর, কেহ মানুষকরিয়া দিলে ভাল হয়, এইত অবস্থা।

১। শিশু জন্মিবার পরই বস্ত্রাদির উত্তাপই তাহার ভরষা মাত্র, কারণ তখন হস্ত পদ নাড়িবার শক্তি থাকে না শ্রম মাত্র নাই, এ এরূপ অবস্থায় ফ্লানেল ব্যবহার করাই বিধেয়।

২। এমন গরম বস্ত্র ব্যবহার করান উচিত নয়, যাহাতে ছেলের ঘাম হইতে পারে।

৩। ছেলের কাপড় ঢিলে থাকা উচিত। সেফ্‌টীপিন প্রভৃতি ব্যবহার করা উচিত নয়. বিপদ হইতে পারে।

৪। কোমরের কোনরূপ বাঁধন রাখা উচিত নয়, রক্ত চলাচলের ব্যাঘাত ঘটে।

৫। ছেলের মাথা গরম এবং পা ঠাণ্ডা থাকা উচিত নয়। পায়ে মোজা থাকা বা আবরণ থাকা, অন্ততঃ কাপড় চাপা থাকাও ভাল। মাথায় উলের টুপি প্রভৃতি দেওয়া ভাল বিবেচনা করি না, মস্তকে রক্তাধিক্য হইতে পারে।

৬। বাহিরে বাহির করিলে যথাযোগ্য বস্ত্র দিয়া তবে বাহির করা উচিত, ঠাণ্ডা লাগান অনুচিত।

৭। ঠাণ্ডা জলে হটাৎ ছেলেকে ডুবাইয়া দেওয়া অনিষ্টকর।

পায়ের জুতারদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত, কোমল এবং একটু ঢিলে হইলেও ক্ষতি নাই। যেমন বয়স, সেইরূপ হালকা হওয়ার আবশ্যক।

৯। নবজাত শিশুকে তোয়ালে দিয়া কোলে লওয়া উচিত। যতদূর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা সম্ভব, তাহার দিকে, লক্ষ্য থাকা উচিত। আমাদের Mothers' Page এ আরও সবিশেষ আলোচনা করিবার বাসনা রহিল। মোটকথা পোষাক পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, হালকা হয়, সেটা বলাই বাহুল্য মাত্র। অগ্য—স্থানাভাব।

—:o:—

AGRICULTURAL NOTES.

পুরা-কুঁইয়ার।

দীর্ঘ কালস্থায়ী ইক্ষু।

পুরা কুঁইয়া এক প্রকার ইক্ষু, ইহা আসাম অঞ্চলে জন্মে। লোকে বাড়িতেই ইহার চাষ করে। একবার ইহা রোপন করিলে ১০।১২ বৎসর বাঁচিয়া থাকে। ইহা দুই প্রকার, এদেশে এই পুরা ইক্ষুর যে জাতীয় সাদা, তাহাকে বগা এবং যে জাতীয় একটু লাল্‌চে, তাহাকে তেলি বলে। ইহা দীর্ঘে প্রায় ১৮ ফুট এবং পরিধিতে ৩ ইঞ্চি বা আরও অধিকও হইয়া থাকে। অন্যান্য ইক্ষুর ন্যায় ইহা কঠিন নহে, বেশ সরস এবং কোমল। ইহার পাব গুলি ৬ ইঞ্চির কম নহে, বাঙ্গালায় এই "পুরা আখের চাস করিয়া দেখা উচিত। ইহার বীজেও গাছ হয়, বৈশাখ এবং জ্যৈষ্ঠ মাসে ইহার বীজ রোপন করিতে হয়, বিশেষ বিবরণের জন্য এবং বীজের জন্য পূর্ব্ব বঙ্গের কৃষিবিভাগের ডাইরেক্টর মহোদয়কে লিখিয়া জানা উচিত, আসাম শিলংএ, ইহাঁর আফিস।

—:o:—

সম্রাটের চাষ।

আমাদের স্বর্গীয় সম্রাটের কৃষিকার্য্যে বিশেষ আস্থা ছিল। তিনি সাণ্ড্রিং হাম প্রাসাদে নিজের তত্বাবধানে ৬০০ একর জমী চাষ করাইয়া ছিলেন, তিনি যখন নর-ফোক পরিচ্ছদ পরিয়া কৃষিক্ষেত্র পরিদর্শনে বহির্গত হইতেন, তখন তাঁহাকে প্রকৃত উৎসাহপূর্ণ কৃষকের মত দেখাইত। ভারতীয় প্রজাগণের ইহাতে চৈতন্য হোক।

ইক্ষুর বীজ। আখের ডগার ন্যায় বীজ হইতেও গাছ হইতে পারে। মরিসশ_দ্বীপে ও জাভা প্রভৃতি স্থানে বীজ হইতে চাস করা হয়! জাভার নিম্নলিখিত ঠিকানা হইতে বীজ ও চাষ করিবার পদ্ধতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। Messrs Endmaun and Scicken Samarang, (Java)

—:o:—

আনারস হইতে পাট। আনারসের পাতা হইতে একপ্রকার পাট প্রস্তুত হয়, তাহা বিলাতে ১০টাকা হইতে ১৪৲টাকা এবং আর ও অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়, বিশেষ তথ্য জানিতে হইলে "Reporter of Economic Products" সদরষ্ট্রীট কলিকাতা এই ঠিকানায় পত্র লিখিলে বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়। আনারসের এদেশে প্রচুর চাষ হওয়া উচিত। ফলেও লাভ হইতে পারে।

—:o:—

গোলাপ চাষ। নবেম্বর মাসেই গোলাপের কলম পুঁতিবার প্রকৃত সময়। ভাল ভাল গোলাপ পুঁতিলে তাহার ফুল হইতে উদ্যোগী লোক জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন।

গৃহ মার্জ্জিতআবর্জ্জনা। উঠান ঝাঁট দেওয়া আবর্জ্জনা ও মাটী গুলি ফেলিয়া দেওয়া উচিত নয়, এগুলি উৎকৃষ্ট সার। পোড়া মাটী, ছাই, কয়লা, পাতা, খড়, বাড়ীর বহির্দ্দেশে গর্ত্ত করিয়া তাহাতে ফেলিয়া রাখিতে হয়। ইহা অতিশয় উর্ব্বরতা শক্তি সম্পন্ন। জাপানে নরবিষ্ঠাও সযত্নে জমীতে দেওয়া হয়। এদেশের কৃষির প্রতি লোকের মোটে অনুরাগই নাই। অসংখ্য পতিত জমী প্রতি বৎসরই পড়িয়া থাকে, কলিকাতার মালীরা আধ কাঠা মাত্র জায়গা পাইলে ফুল ও গাছ বিক্রয় করিয়াই সংসার প্রতি পালন করে। আমাদের কবে চৈতন্য হইবে, বলিতে পারি না।

মদের শিটে। মদেরশিটে গুলি উৎকৃষ্ট সার, নীলের শিটেও সার। পুকুরের টোকা পানাও পচিলে উৎকৃষ্ট সার। সোরা চুণ ইহারাও জমী বিশেষে উৎকৃষ্ট সার।

সহজশিল্পপ্রস্তুত প্রণালী।

কাষ্টর অয়েল পমেটম।

ক্যাষ্টর অয়েল—৪ আউন্স
প্রিপেয়ার্ড লার্ড—২আউন্স

সাদা মোম—২ ড্রাম

অয়েল বার্গামট—২ড্রাম

অয়েল লাভেণ্ডার—২০ ফোটা

প্রথমে ক্যাষ্টরঅয়েল বা বিশুদ্ধ রেড়ির তৈলের সহিত লার্ডকে গলাইয়া ঠাণ্ডা হইবার মুখে বাকি সুগন্ধ গুলি মিশাইলেই ক্যাষ্টর অয়েল পমেটম প্রস্তুত হইবে। লার্ড, সাদা মোম্ এবং অয়েল লাভেণ্ডার প্রভৃতি কলিকাতার বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং, আর, সি, গুপ্ত এণ্ড সন্‌স্, ঈশ্বরচন্দ্র কুণ্ডু প্রভৃতির দোকানে পাওয়া যায়। লার্ডটা শুকরের চর্ব্বি বিশেষঃ, কিন্তু অনভিজ্ঞ হিন্দুগণ না জানিয়া গৃহলক্ষীগণের মাথায় তুলিয়া দেন। সখের জন্য সব চলিতেছে।

D. D. W.

ক্যাষ্টাইল সাপ।

যাহা বাজারে বিক্রয় হয়, তাহা সোডা এবং অলিভ অয়েলের সংমিশ্রণে প্রস্তুত হইয়া থাকে, ডাক্তারখানায় পিল্ প্রস্তুতের জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। বাজারে যাহা বিক্রয় হয়, তাহা সাদা ও পাঁশুটে বর্ণের, তাহার মধ্যে সাদা ক্যাষ্টাইল সোপই অধিক ব্যবহৃত হয়।

VICTORIA ROSE.

ভিক্‌টোরিয়া রোজ বা কৃত্রিম গোলাপজল।

ডিস্‌টিল্‌ড ওয়াটার———১ পাঁইট

অয়েল লেমন———১ ড্রাম

অয়েল নিরোলী———২০ ফোটা

অটো অফ্ রোজ———১০ ফোটা

একত্র মিশ্রিত করিলেই প্রস্তুত হইবে।

ফ্লোরিডা ওয়াটার প্রস্তুত প্রনালী

অয়েল ল্যাভেণ্ডার———৪ আউন্স

,, বার্গামেট———৪ ,,

,, সিনামন বা দারুচিনি——২ ড্রাম

,, ক্লোভস্———১ ড্রাম

,, অয়েল নিরোলী———২ ড্রাম

বিশুদ্ধ মৃগনাভীচূর্ণ———২গ্রেন্

কলোন্ স্পিরিট ৯৫পার্সেন্ট ১গ্যালন্

১৫ দিন দিবসে ২।৩ বার ঝাকৃকাইয়া কর্ক বন্ধ করিয়া রাখিয়া তাহার পর ব্লটীং কাগজে ফিল্‌টার করিয়া শিশি বন্ধ করিয়া লেবেল দিয়া বিক্রয় করিতে হয়।

MAGNETIC TOOTHACHE DROPS

কেহ কেহ বলেন, ইহা "ম্যাগনেটিক টুথেক ড্রপ,, বা বৈদ্যুতিক দন্ত শূল নাশক আরক। তা, হবে। কর্পূর ২ড্রাম, অয়েল টারপেন্‌টাইন ১ আউন্স, উত্তমরূপে গলিয়া যাইলেই ব্যবহারের উপযুক্ত হইল, একটু তুলার দ্বারা দাঁতের গোড়ায় টিপিয়া দিইলেই দাঁতের যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

MEDICAL.

CHOICE PATENT MEDICINES AND NOSTRUMS.

প্রসিদ্ধ পেটেন্ট মেডিসিন্‌স্।

ভিচি ওয়াটার।

কারবনেট অফ আমোনিয়া——১০ গ্রেন্

বাই কার্ব্বনেট অফ সোডা——৫।০ গ্রেন্

সাধারণ লবণ(Common salt—৬ ড্রাম

ফসফেট অফ্ সোডা——৪স্ক্রুপল

ফসফেট অফ পটাস——২ড্রাম

ও জল একত্র মিশ্রিত করিয়া লইলে ভিচি-ওয়াটার প্রস্তুত হয়।

অনেকের ধারণা, খনিজ জল (Mineral water) বলিয়া বিক্রয় হয়, তাহা বাস্তবিক কোন খনি হইতে উৎপন্ন কিন্তু তাহা নহে, খনিজ বা ঝরণা বা প্রস্রবণের জলে যে সকল রাসায়নিক পদার্থ বিদ্যমান থাকে রসায়ন তত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ সেই জল বিশ্লেষন করিয়া কৃত্রিম জল প্রস্তুত করিয়া থাকেন। অনেকস্থলেই সে জল সাধারণ কূপাদির জল। ইহাও যে অনুপকারী এমন মনে করিবার কারণ নাই। তবে আসল খনিজ জল যে নাই, এমন বলিতেছি না।

উপরোক্ত ঔষধ গুলি দেখিলেই চিকিৎসক মাত্রেই বুঝিবেন যে, ইহা অগ্নিবৰ্দ্ধক, পাচক, ও বায়ুনাশক গুণ সম্পন্ন।

CORN-CURE (American)

টানিন্——৪৪গ্রেন্

টীং আইডিন——১ড্রাম

আসিটিক অ্যাসিড——১ড্রাম

গ্লিসারিণ——১ড্রাম

রোগাক্রান্ত স্থানে মালিস করিতে হয়। ইহাও পেটেন্ট করিলে বিক্রয় হয়।

FOR NEURALGIA.

গরম ফোমেন্‌টেশন, গরম বালীর ব্যাগ, লবণের সেক এসকল দিলেও যখন নিউর‍্যালজিয়ার বেদনা না যাইবে, তখন

Atropia sulp —৫ গ্রেণ

জল————৮আউন্স

এই আরকটীতে কাপড় ভিজাইয়া যন্ত্রণার স্থানে দিয়া তাহার উপর পরিস্কার ন্যাকড়া দিয়া চাপিয়া ১২ ঘণ্টা অন্তর পরিবর্ত্তন করিয়া দিলে যন্ত্রনা উপশম হইবে।

CAMPHORATED BALL

কর্পূর-গোলক

ইহা হাতের ছাল উঠিয়া যাওয়া, আগুণে বাত, হাতফাটা প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়। ভাল জিনস।

স্পারমা-সেটী ২ড্রাম

সাদা মোমোম্ ৪ড্রাম

বাদামতৈল ১আউন্স

এইগুলিকে উত্তমরূপে অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া ইহাতে সামান্য একটু রেক্‌টী ফায়েড স্পিরিট দিয়া চূর্ণ কর্পূর ৩ ড্রাম ফেলিয়া দিয়া নাড়িতে থাকুন, যখন কর্দ্দমবৎ হইবে, তখন একএকটী গেলিপট পূর্ণ করুন গেলিপট্‌টী যেন ছাঁচ হইল, তাহার পর স্বতন্ত্রস্থানে বা পাতার উপর গেলিপটটী

উবুড় করুন, পড়িয়া যাইবে, এবং এক একটী হাপ, গোলকের আকৃতি হইবে। ইহা মধ্যে মধ্যে হাতে ঘর্ষণ করিলে ঐ সকল উপসর্গ আরোগ্য হইবে। ইহা পেটেণ্ট করিয়া বিক্রয় করা যায়।

HOMŒPATHIC NOTES.

ম্যালেরিয়া জ্বরে হোমিওপ্যাথি।

——:০:——

প্রথম আক্রমণ।

আমি ম্যালেরিয়া প্রধান স্থানে বাস করি। সম্প্রতি ম্যালেরিয়াগ্রস্ত হইয়া যে কয়েকটী ঔষধ দ্বারা আরোগ্য লাভ করিয়াছি, তাহাই নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

প্রথমতঃ ৫।৭ দিন রীতিমত কোষ্ঠ পরিস্কার হইল না; তৎপরে একদিন রাত্রিতে জ্বর বোধ হইল। প্রাতঃকালে উঠিয়া মুখহাত ধুইয়া কতকক্ষণ পুস্তকাদি পাঠ করিয়া ৮ টার সময় উঠিলাম, দেহে জ্বর আছে বলিয়া তখন বোধ হইল না। মনে করিলাম, পূর্ব্ব দিবস কিছু বেশি শারিরীক পরিশ্রম করিয়াছিলাম, তজ্জন্য একটু জ্বরবোধ হইয়াছিল, এই মনেকরিয়া আহার করিলাম। আহারের ২ ঘণ্টা পরেই অর্থাৎ বেলা ৩ টার সময় ভয়ানক জ্বর আসিল। জ্বরের সময় হস্ত পদাদির সন্ধিস্থলে ভয়ানক কন্‌কনানি বেদনা অনুভূত হইতে লাগিল। পরদিবস প্রাতঃকালে ১ফোঁটা রাস্‌টক্স৬ ১আং জলের সহিত সেবন করিলাম। ঐ দিবস প্রাতঃকালে বেলা ৮টার সময় পুনশ্চ জ্বর আসিল; কিন্তু পূর্ব্ব দিবসের মত সন্ধিস্থলের বেদনা বোধ করিতে পারিলাম না। ১০ টার সময় হরিদ্রাবর্ণের পিত্ত বমন হইতে লাগিল, মিছরির জলের সহিত কিঞ্চিৎ লেবুর রস মিসাইয়া পান করিলাম, ইহাতে অনেকটা বমনোদ্রেক কমিয়া গেল; রাত্রিতে জ্বর ছাড়িয়া গেল, পর দিবস প্রাতঃকালে ১ ফোঁটা ইপিকাকুয়ানা ৬ ১আং জলের সহিত সেবন করিলাম। অদ্য বেলা ৩টার সময় জ্বর আসিল, অদ্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিনের মত বমনোদ্রেক কিম্বা হস্তপদাদির কোনও যন্ত্রণা হইল না। জ্বর আসিবার পূর্ব্বে ১বার পাতলা বাহ্যে হইয়াছিল, মাথার যন্ত্রণা হওয়াতে বেলেডোনা ৬ এর শিশির কর্ক খুলিয়া ২।৩ বার আঘ্রাণ লইলাম, উহাতেই মাথার যন্ত্রণা নরম হইল। তৎপরে এক প্রকার আভ্যন্তরিক উত্তাপ (internal heat) অনুভূত হইতে লাগিল, কিন্তু শেষ রাত্রে জ্বর ছাড়িয়া গেল।

প্রাতঃকালে মুখ হাত ধুইয়া একটী শিশিতে ৩ আং জল দিয়া ৩ ফোঁটা আর্সেনিক ৬, ঢালিয়া রাখিলাম এবং ১ ডোজ তৎক্ষণাৎ সেবন করিলাম। তৎপরে ১ঘণ্টা অন্তর হিসাবে আরও দুই বার সেবন করিলাম। অদ্য বেলা ৯টার সময় একবার মাত্র সামান্য অসুখ বোধ হইল কিন্তু ২ঘণ্টার মধ্যে পুনশ্চ সুস্থতা প্রাপ্ত হইলাম। পরদিবস প্রাতঃকালে পুণরায় ১ ফোঁটা আর্সেনিক ১আং জলে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলাম, অদ্য আর কোনও অসুখ হইল না। পর দিন পথ্য করিলাম।

দ্বিতীয় আক্রমণ।

কয়েক দিবস পরে কলিকাতায় আসিলাম। ৪।৫ দিন অবস্থিতির পর ক্রমশঃ কোষ্ঠবদ্ধতা আরম্ভ হইল। হঠাৎ এক দিবস প্রাতঃকালে ২।৩ বার পাতলা সাদা রঙের দাস্ত হইতে লাগিল, বেলা বার টার সময় আরও একবার দাস্ত হইল। পেট গরম হইয়াছে, ভাবিয়া স্নান ও যৎকিঞ্চিৎ আহার করিলাম। আহারের ১ঘণ্টা পরে শীতবোধ করিতে লাগিলাম। এক প্রকার আভ্যন্তরিক কম্পন হইতে লাগিল। স্থির হইয়া রহিলাম। বেলা চারিটার পর হইতে আরও ২।৩ বার বাহ্যে হইয়াছিল, কিন্তু রাত্রি ৪টার সময় যে একবার বাহ্যে হইল, তাহাতে অত্যন্ত দুর্ব্বল করিয়া ফেলিল, এবং বাহ্যের সময় আর প্রস্রাব হইল না। বহুকষ্টে পায়খানা হইতে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলাম; তৎপরে পেট ফাঁপিয়া উঠিল এবং নিম্ন অন্ত্রে জল ঢালার মত হুড় হুড় শব্দ হইতে লাগিল। গলা শুষ্ক হইয়া গেল, এবং পিপাসা হইতে লাগিল ও হাতে খাল ধরিতে লাগিল। পার্শ্বে আমার এক বন্ধু শুইয়াছিলেন, তাঁহাকে জাগরিত করিয়া, জল, তেল ও সাবান আমার পেটে দিতে বলিলাম, তিনি তাহাই করিলেন। ইহাতে অনেকটা আধ্মান কমিয়া গেল। আর ঔষধ নিকটে কিছুই ছিল না, কেবল মাত্র ব্রাইওনিয়া ৬ ১ড্রাম আমার ছিল। উহাই ৪ফোটা ১ শিশি জলে ঢালিয়া উহাই এক এক দাগ খাইতে লাগিলাম। উহাতেইদেহ ক্রমশঃ সুস্থ হইতে লাগিল। বেলা ৮টার সময় সমস্ত যন্ত্রণার উপশম হইল। যদিও ঐদিন সমস্ত দিবস ২।৩বার বাহ্যে হইয়াছিল, কিন্তু আর কোনও যন্ত্রণা হয় নাই। পর দিবস পথ্য করিলাম। এখন আমি বেশ ভাল হইয়াছি। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ঠিক মত দিতে পারিলে স্থায়ী আরোগ্য লাভ অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীহৃষীকেশ ঘোষ।

——:০:——

গার্হস্থ্য নীতি।

৺কবিরাজ রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের নিম্ন লিখিত সহজ সাধ্য মুষ্টি যোগ গুলি গৃহস্থমাত্রেই মুখস্থ থাকিলে সংসারে শান্তি ও সুখ উপভোগ করিতে পারিবেন। সেইজন্য সময় সময় পাঠকগণকে এই মূল্যবান

মুষ্টিযোগ গুলির কিছু কিছু অংশ উপহার দিব।

গার্হস্থ্য নীতি।

স্বাস্থ্যসখা।

১। দুগ্ধ শ্রম, গঙ্গাবারি,
এ তিন বড় উপকারী॥

২। দিনে ঘুমায় গ্রীষ্ম ছাড়া,
জন্মে তার কঠিন পীড়া।

৩। যদি বেশী পিয়ে বারি
জীর্ণ হতে লাগে দেরি॥

৪। মোটেই যদি না খায় জল,
তাতেও বড় হয় কু-ফল

৫। খেয়ে উঠেই নিদ্রা যায়।
কুপিত কফ্ তার অগ্নি নিভায়॥

৬। খেয়ে উঠেই দৌড়ে যায়।
যম জেনো তার পিছ্‌নে ধায়॥

৭। আয়ুঃ ঘৃতে, গুড়ে রোগ,
দুগ্ধ মাংশে শক্তি যোগ।

৮। গরুর দুগ্ধ টাট্‌কা ধরা,
অজের কাঁচায় ঠাণ্ডাকরা।
ভেড়ার দুগ্ধ থাক্‌তে উষ্ণ।
ছাগদুগ্ধ জুড়ালে শ্রেষ্ঠ।

৯। লবনাক্ত তিক্ত কটু
বল হয় খেলে সবই একটু।

১০। সত্বর খেয়োনা অন্ন,
খেতে না হয় অতি গৌন॥

১১। ক্ষুধা-মেরে যে জন খায়,
তার পিত্ত বিগ্‌ড়ে যায়।

১২। শত পদ আহার শেষে,
চলিয়া শোবে বাম পাশে।

১৩। পান খেও রমনে, খেয়ে,
নিদ্রান্তে, আর সভায় গিয়ে।

১৪। দিবা রমন আয়ু হরে।
একাজ যেন কেউ না করে।

১৫। সবল যদি রতি ছাড়ে,
মেহ জন্মে মেদ বাড়ে।

১৬। হঠাৎ অভ্যাষ ধরা ছাড়া
দুয়েতেই হয় দেহের পীড়া

১৭। যে ভাবেতে করেন রতি।
তেমনি পুত্র পান্ দম্পতি।

১৮। চিনিযুক্ত দুগ্ধ পান
ইক্ষু বিকার, মদ্য স্নান
বায়ু নিদ্রা মাংস রসে
সেবন করো রমন শেষে॥

১৯। হবামাত্র রোগ সারাবে
অল্প রোগ ও না উপেক্ষিবে।
বহ্নি, শস্ত্র বিষের মত,
অল্প রোগেও কবে হত।
পুরান ব্যাধি পুরান গাছ,
শীঘ্র না হয় মুলে নাশ।

সাবধান।

২০। নিশ্বাসে বা সহবাসে
ছোঁয়াচে ব্যাধিটী দেহে আসে॥

(ক্রমশঃ)

VOLATILE OR ESSENTIAL OIL.

আতর এবং সুগন্ধতৈল।

আমরা ১৯১১ সালের অকটোবর সংখ্যায় জোনপুরের আতরের কারবার শীর্ষক প্রবন্ধে আতর চোলাইয়ের কতকটা আভাষ দিয়াছিলাম, বোধ হয় আমাদের প্রিয় পাঠকগণ তাহা বিস্মৃত হয়েন নাই। কোন প্রকার বৃক্ষের ছাল, বীজ পুষ্প প্রভৃতিকে চোলাই করিয়া তাহা হইতে যে তৈলবিশেষ পদার্থ বাহির করা হয়, তাহাকে (Volatile or essential oil) ভোলাটাইল অয়েল বা এসেন্সিয়াল অয়েল বলে। অয়েল অর্থাৎ তৈল। বাঙ্গালা ভাষায় এই ভোলাটাইল অয়েলের ঠিক উপযুক্ত নাম কিযে বলিলে সুবিধাজনক হইবে, তাহা ঠিক বলিতে পারিলাম না। তবে লেবুরফুল হইতে যে তৈলাক্ত পদার্থ বাহির হয়, তাহাকে লোকে বলে, লেবুর আতর, বা তৈল, দারুচিনি, গোলাপ হইতে যে আতর বা তৈল বাহির হয়, তাহাকে বলে দারুচিনি বা গোলাপের আতর বা তৈল, সুতরাং আমি যদি ভোলাটাইল অয়েলকে আতর বা তৈল বলিয়া ডাকি, তাহাতে ক্ষতি কি হইবে? তাহাই বলিব। যে হেতুক্, আমি মনে করিনা যে তাহাতে কোন বিশেষ ক্ষতি আছে।

এই আতর বা তৈল বাহির করিবার কৌশল এবং প্রণালীতে দক্ষতা লাভ করিতে পারিলে এদেশের লতা, গুল্ম, ফল, পুষ্পাদি হইতে কায়িক পরিশ্রমে যে কোন বেকার যুবক ত অন্নসংস্থান করিতে পারেন? এদেশে ত ফল পুষ্পের জন্য অন্য কোন স্থানে যাইতে হয় না। বনজ পুষ্প চয়ন করিয়া উদ্যোগী ব্যক্তি কায়িক পরিশ্রমে মূল্যবান দ্রব্য উৎপন্ন করিয়া নিজের দারিদ্র কষ্ট মোচন করিতে পারে, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার দেশের লোকে কোন কাজ কারবারে নামিবার পূর্ব্বে ক্যাপিটাল অর্থাৎ মূলধনের জন্য আগে হাত-ড়াইতে থাকে, মূলধন না থাকিলে নিস্কর্ম্মা হইয়া হাত গুড়াইয়া বসিয়া থাকে। নিজের কায়িক পরিশ্রমও যে একটা মূলধন, সেকথা এদেশের লোকে ভুলিয়া যায় সেটাকে কর্ত্তব্যের মধ্যে আদৌ আনেই না।

এই বিষম ভ্রম যতদিন এদেশের লোকের মস্তিষ্ক হইতে না যাইবে, ততদিন এদেশের মঙ্গল নাই বুঝিতে হইবে। শুদ্ধ অর্থরূপী মূলধনেও ত কাজ হয় না। কায়িক পরিশ্রম অর্থের সহিত যুক্ত না হইলে অর্থরূপী মূলধন নিস্কর্ম্মা ও অচল হয়। শ্রম এবং ক্যাপিটাল বা মূলধন উভয়েরই আবশ্যক। কিন্তু মূলধন না থাকিলেও শুদ্ধ শ্রম দ্বারায় যে মূলধন সংগ্রহ করা যায় না, তাহা নহে। পরিশ্রমের বিনিময়ে মূলধন পাওয়া যায়, অর্থও সংগ্রহ হয়, যাঁহার প্রচুর অর্থ আছে, তিনি অর্থের বিনিময়ে শ্রম ক্রয় করিয়া

সমষ্টির নাম পুংকেশরগুচ্ছ (Andrœcium); ইহার প্রত্যেকে এক একটি পুংকেশর (Stamen)। পুংকেশরটি আবার সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। একটি দণ্ড, আর একটি পরাগকোষ। পরাগ-কোষটি কেশরদণ্ডের অগ্রভাগে সংযুক্ত। এই পরাগকোষে প্রচুর পরিমাণে পরাগচূর্ণ উৎপন্ন হয়। কেশরদণ্ড গুলি প্রয়োজনানুসারে হ্রস্ব বা দীর্ঘ, ক্ষীণ বা স্থূল হইয়া থাকে। পুংকেশরগুলির সজ্জার আরো একটু বৈচিত্র দেখা যায়। কখনো বা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে, কখনো বা সংযুক্ত ভাবে, কখনো দুই বা ততোধিক গুচ্ছাকারে গর্ভকেশরের চতুর্দ্দিকে বিরাজমান দেখা যায়।

গর্ভকেশর —সর্ব্বমধ্যস্থ অঙ্গটির নাম গর্ভকেশর। ইহার সচারাচর তিনটি অংশ। সর্ব্ব নিম্নস্থ অপেক্ষাকৃত স্থূল অংশটি গর্ভ (Ovary)। সর্ব্বোপরি গর্ভ মুখ (Stigma)। উভয়কে সংযুক্ত করিয়া যে অংশ বর্ত্তমান,তাঁহাকে গর্ভনালী কহে (Style)। অনেক ফুলে গর্ভকেশরের গর্ভনালী থাকে না। চাঁপাফুল, কটুফুল, ইত্যাদি উহার দৃষ্টান্ত। পুষ্পগর্ভ প্রায়ই এক বা ততোধিক কোষে (Carple) গঠিত। বহু কোষযুক্ত গর্ভ এক বা ততোধিক প্রকোষ্ঠে বিভক্ত থাকে। এই সকল প্রকোষ্ঠে সাগুদানার মত একটি বা অনেক গুলি করিয়া ডিম্ববৎ পদার্থ থাকে। ইহারাই কালক্রমে পরাগ-কোষাণুর সহিত মিলিত হইয়া বীজে পরিণত হয়। গর্ভ-মুখটি গোলাকার, সময়ে সময়ে একাধিক ভাগে বিভক্ত। জবা ফুলের গর্ভমুখ দেখিলেই ইহার প্রকার বুঝা যাইবে। গর্ভমুখ একরূপ আঠার মত চট্‌চটে রসে সিক্ত হয়। এইরূপ হইলে বুঝিতে হইবে, ইহা পরাগ গ্রহণে সক্ষম হইয়াছে। পুষ্প-গর্ভে বীজ সঞ্চার হইলেই ইহা শুকাইয়া যায়। গর্ভনালীর অভ্যন্তর দিয়া একটি সূক্ষ্ম পথ গর্ভপ্রকোষ্ঠ পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে। ইহার ব্যবহার পরে বুঝা যাইবে।

পরাগ-সঞ্চার। অতঃপর পরাগ-সঞ্চার বা পুষ্পের সম্মিলন কিরূপে হয়, দেখা যাউক। পুংকেশরের এমন একটা সময় আসে, যখন উহার শীর্ষস্থ পরাগকোষ ফাটিয়া উহা হইতে প্রচুর পরিমাণে চূর্ণ-পরাগ ঝরিয়া পড়ে। ঠিক এই সময়ে যদি গর্ভমুখ পরিপক্ক হয় ও আঠা-বৎ পদার্থে সিক্ত থাকে, তবেই পরাগ-চূর্ণ উহার উপরে পতিত হইয়া বীজ সঞ্চারে সহায়তা করিবে। পরাগ-সঞ্চার বা পুষ্পের সম্মিলন সাধারণতঃ দুই প্রকারে ঘটিয়া থাকে। প্রথম প্রকারের নাম স্বতঃ-সম্মিলন (Self-pollination); দ্বিতীয় প্রকার পরতঃ-সম্মিলন বা সঙ্কর-সম্মিলন (cross-pollination)। কোনও একটি পুষ্পের পুংকেশর হইতে তাহারই গর্ভকেশরমুখে পরাগ-সঞ্চার হইলে উহাকে স্বতঃ-সম্মিলন কহে। এক পুষ্পের পরাগ অন্য পুষ্পের গর্ভকেশর সংপৃষ্ঠ হইলে উহার নাম সঙ্কর-সম্মিলন। সঙ্কর-সম্মিলনই যেন উদ্ভিদরাজ্যে বংশ বিস্তারের জন্য প্রকৃষ্টতর পদ্ধতি বলিয়া গ্রাহ্য হইয়াছে। ইহার কারণ সঙ্কর-সম্মিলনজাত উদ্ভিদ সকল অধিকতর উন্নত, দীর্ঘজীবি এবং উৎকৃষ্ট-ফল-প্রসবী। স্বতঃ-সম্মিলনজাত বৃক্ষ সকল হীন, অল্পায়ু ও জীবনযুদ্ধে জয়হীন। এ বিষয়ে উদ্ভিদ-প্রকৃতির সহিত মানব-প্রকৃতির অত্যাশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখা যায়। মানবজাতির মধ্যে প্রায়ই হীন ও অসভ্য জাতিরাই সগোত্র বিবাহের পক্ষপাতী, উন্নত সভ্য-জাতির পরগোত্র বিবাহের পক্ষপাতী। ইহা জানিয়াই যেন উন্নত জাতীয় উদ্ভিদগণ সঙ্কর-সম্মিলনই পছন্দ করে। এবং ইহারই অনুষ্ঠানে দিবারাত্র যাবতীয় আয়োজন চালতেছে। সঙ্কর-সম্মিলন যে সকল উদ্ভিদের মধ্যে নিবদ্ধ, তাহাদের পুষ্প-সজ্জা উহারই উপযোগী। এই সকল উদ্ভিদ সচারাচর তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। প্রথম শ্রেণীর উদ্ভিদে একই বৃক্ষে স্ত্রীপুষ্প ও পুংপুষ্প ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বর্ত্তমান থাকে। লাউ, কুমড়া, ঝিঙ্গা, শসা এই শ্রেণীর দৃষ্টান্ত। দ্বিতায় শ্রেণীর উদ্ভিদে এক বৃক্ষে স্ত্রীপুষ্প, অন্য বৃক্ষে পুংপুষ্প ফুটিয়া থাকে। তাল, পেঁপে পিটুলি প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত। তৃতীয় শ্রেণীর উদ্ভিদে একই বৃক্ষে উভলিঙ্গ পুষ্প দেখা যায়। ওল, কচু ঘেঁটু প্রভৃতি এই জাতীয় উদ্ভিদ। ইহাদের ফুলে স্ত্রী ও পুং চিহ্ন একত্র বর্ত্তমান থাকিলেও সঙ্কর-সম্মিলনের জন্য বড় সুন্দর ব্যবস্থা দেখা যায়। পুংকেশর ও গর্ভকেশর ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পরিপক্ক হয়, কাজেই স্বতঃসম্মিলন ঘটিতেই পায় না। পরে এ কথা আরো বিশদভাবে আলোচিত হইবে, উপস্থিত সঙ্কর-সম্মিলন কিরূপে সম্পন্ন হয়, দেখা যাউক। এক পুষ্পের পরাগ অন্য পুষ্পে সঞ্চারিত হইলে, সঙ্কর-সম্মিলন ঘটে। ইহা আপনা-আপনি ঘটা সম্ভব নহে, কাজেই অপরের সাহায্য প্রয়োজন। সচরাচর জল, বায়ু, কীট, পতঙ্গ, পক্ষী প্রভৃতির দ্বারা ইহা সম্পন্ন। কাহারা এবং বায়ুর দ্বারা কাহারাই বা কীট পতঙ্গাদি দ্বারা সম্মিলিত হয়, তাহাদের শারীরিক ও প্রাকৃতিক আকার প্রকারে বুঝা যায়, কেননা, উহারা নানারূপ কৌশল অবলম্বন করিয়া নিজেদিগকে সেই সেই অবস্থার উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে।

বায়ু দ্বারা সম্মিলন। বায়ু যে সকল পুষ্পের সম্মিলন ঘটায়, তাহাদের কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ আছে। দেখিলেই চিনিতে পারা যায় যে, ইহারা বায়ু সহযোগে সম্মিলিত হয়। এই সকল পুষ্পের পুংকেশর সংখ্যায় অনেক, সুদীর্ঘ, সূক্ষ্ম ও কোমল। ইহারা প্রচুর পরিমাণে পরাগ উৎপাদন করে। সামান্য বাতাসেই কেশরগুলি আন্দোলিত হইয়া প্রচুর পরিমাণে পরাগ ত্যাগ করে। এই পরাগও ধূলিবৎ অতি সূক্ষ্ম। সহজে বাতাসে ভাসিয়া ভাসিয়া যাইতে পারে। ইহাদের গর্ভকেশর পুষ্প-কুণ্ড

হইতে অনেক উচ্চে অবস্থিত, গর্ভমুখ পালকের মত বহু কেশযুক্ত। উদ্দেশ্য, বায়ু হইতে যতটা সম্ভব পরাগ আহরণ। এই সকল পুষ্প (স্ত্রী ও পুং উভয়ই) হয় একই বৃক্ষের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় দেখা যায়, নচেৎ ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষে অবস্থিত থাকে। যে বৃক্ষে এক শাখায় স্ত্রী-পুষ্প ও অন্য শাখায় পুং-পুষ্প, তথায় স্ত্রী পুষ্পগণ বৃক্ষের নিম্নভাগে অবস্থিত, ও পুংপুষ্পগুলি বৃক্ষের শীর্ষ-দেশে অবস্থিত। স্ত্রীপুষ্পের গর্ভকেশর উর্দ্ধমুখে ও পুংপুষ্পের পরাগকেশর অধোমুখে অবস্থান করে। উদ্দেশ্য খুবই স্পষ্ট। বায়ুর দ্বারা যে সকল পুষ্পের সম্মিলন হয়, তাহারা প্রায়ই বহু সংখ্যায় দলবদ্ধ হইয়া একটি দীর্ঘ স্থূলদণ্ডে সজ্জিত থাকে। তাল, নারিকেল, খেজুর পেঁপে, ধান, যব, বার্লি, ভুট্টা এবং নানাপ্রকার ঘাস, ইহাদের বায়ুযোগে পরাগ সঞ্চার হয়। প্রায়ই বেশীভাগ বৃহৎ ও উচ্চ বৃক্ষদিগের মধ্যেই বায়ুযোগে পুষ্পসম্মিলন ঘটিয়া থাকে। ঘাস সম্বন্ধে কথা এই যে উহা প্রায়ই প্রান্তর বা মাঠে জন্মায়। এরূপ মুক্ত স্থানে বাতাসের অবাধ গতি; কাজেই বাতাসের সাহায্যেই ইহাদের মধ্যে পরাগ সঞ্চার বেশী সুবিধাজনক।

MEDICAL NOTES.

এলকোহল ও মস্তিষ্ক—অনেকের ধারণা, মদ্য পানে কিছুক্ষণের জন্য কার্য্যকৌশল বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার লডার ব্রণ্টান (Dr. Lauder Brunton) মহোদয় ক্লিনিকাল জর্ণালে লিখিয়াছেন,—মদ্যপানে মানসিক অবস্থা এরূপ হয় যে, মদ্যপায়ীর কার্য্যাবলীর মন্দগতি সহ সম্পন্ন হইলেও, সে মনে করে যে, উহা সত্বর ও সুন্দরভাবে সম্পাদিত হইতেছে। কিন্তু উহা মস্তিষ্কের উপর এলকোহলের অসাধারণ প্রভুত্বরই পরিচায়ক।

কড়া (corns) ও আঁচিল (warts)—মার্কস বুলেটীন পত্রে লিখিত হইয়াছে, ১ ভাগ ল্যাক্টিক এসিড, ১ ভাগ স্যালিসিলিক এসিড, এবং ৮ ভাগ কলোডিয়ন, একত্র মিশ্রিত করিয়া, ইহার বাহ্য প্রয়োগে আঁচিল ও কড়া সমূহ সত্বর দূরীভূত হয়। অন্যান্য প্রয়োগ অপেক্ষা ইহার ক্রিয়াফল নিশ্চিত।

—:o:—

দুর্দ্দম্য বাঘির ক্ষত।—ডাঃ ষ্ট্যান্‌লি ফোর্ড নামক জনৈক বহুদর্শী চিকিৎসক মেডিক্যাল প্রেস এণ্ড সার্কুলার পত্রে লিখিয়াছেন "অনেক স্থলে বাঘির ক্ষত আরোগ্য হইতে অনেক বিলম্ব হয়, নানা উপায়েও উহাতে সুস্থ মাংসাঙ্কুর জন্মাইতে পারা যায় না। আমি কতকগুলি এইরূপ ক্ষতে নিম্নলিখিত দুইটী ঔষধ দ্বারা সমূহ উপকার পাইয়াছি যথা;—

(১) নাইট্রেট অব সিলভার ৬০ গ্রেণ, নাইট্রিক এসিড ষ্ট্রং ২ ফোটা, নাইট্রেড্ অব সোডা ১০ গ্রেণ, পরিস্রুত জল ১ আউন্স, একত্র মিশ্রিত করিয়া তুলি দ্বারা ক্ষতে প্রয়োগ করিলে খুব শীঘ্র উহাতে সুস্থ মাংসাঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া ক্ষত শুষ্ক হয়। (২) ফ্লুইড একষ্ট্রাক্ট অব হাইড্রাসটীস, তুলি দ্বারা প্রয়োগ করিলেও শীঘ্র ক্ষত শুষ্ক হইয়া থাকে।

স্প্রেনে স্যালিসিলেট অব সোডা।—ডাঃ লেবী, নিউইয়র্ক মেডিক্যাল জর্ণালে লিখিয়াছেন যে, সন্ধিস্থানের মচকান বেদনা (Sprain) সোডিয়ম স্যালিসিলেট সেবন দ্বারা আশ্চর্য্য উপকার পাওয়া যায়। আমি কতকগুলি রোগীকে ইহা প্রয়োগ করিয়া যথেষ্ট উপকার হইতে দেখিয়াছি। একটী লোকের হাঁটুতে মচকাইয়া অত্যন্ত বেদনা হয়, এমন কি, অঙ্গসঞ্চালনে অক্ষম হইয়া হইয়াছিল। ইহাকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তিন বারে ১ ড্রাম সোডি স্যালিসিলাস সেবন করান হয়। তৎপরদিন তাহার বেদনা এত কম হইয়াছিল যে, আহত স্থান সঞ্চালিত করিতে কোন কষ্ট হয় নাই। ৪ দিবস মধ্যে এই বেদনা সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়াছিল। এই ঘটনার পর হইতে স্প্রেনে কেবলমাত্র এই ঔষধ ব্যবহার করিতেছি, সর্ব্বস্থলেই সুফল পাওয়া যাইতেছে।

অর্শরোগের ফলপ্রদ প্রয়োগ-রূপ।—ডাঃ মেকিন্টস নামক জনৈক বহুদর্শী চিকিৎসক বৃটিস মেডিক্যাল জর্ণালে লিখিয়াছেন,—"অর্শ রোগে সাধারণতঃ যে সকল ঔষধ বাহ্যিক প্রয়োগার্থ ব্যবহৃত হয়, তন্মধ্যে আমি নিম্নলিখিত ঔষধ দ্বারা অধিকতর উপকার পাইয়াছি। ২।১টী রোগীতে আমার এই অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ নহে—অন্যূন ৬০ জন রোগীকে ইহা প্রয়োগ করিয়াছি। ২টী রোগী ব্যতীত সকলগুলিই আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। যথা—

Re.

কোকেইন হাইড্রোক্লোরাইড	... ১৫ গ্রেণ।
আর্গটীন	... ৬০ গ্রেণ।
ইকথাইওল	... ৬৫ গ্রেণ।
ভেসেলিন	... ২২৫ গ্রেণ।
ল্যানোলিন	... ২২৫ গ্রেণ

একত্র মিশ্রিত করিয়া শুপারী অপেক্ষা কিছু ছোট পরিমাণ বটীকানুরূপ করতঃ প্রত্যেক বার মলত্যাগের পর গুহ্যদ্বারমধ্যে প্রয়োগ করিবেন। বাহ্যবলী, অন্তর্ব্বলী, রক্তস্রাবী ও বেদনাবিশিষ্ট, যে কোন প্রকার অর্শেই ইহা মহোপকার করে। এই ঔষধ প্রয়োগসহ, যাহাতে প্রত্যহ বেশ দাস্ত খোলসা হয়, তদনুরূপ ঔষধ আভ্যন্তরিক সেবন করান কর্ত্তব্য।

টাকনিবারক পমেটম।—টাক রোগের বহু সংখ্যক প্রয়োগরূপ প্রচলিত আছে, দুঃখের বিষয় নানাকারণে তদসমুদয় দ্বারা আশানুরূপ সুফল পাওয়া যায় না। এমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাঃ সার নবুল (Noboule) মহোদয় তত্রস্থ ড্রগিষ্টস ম্যাগাজিন নামক পত্রে লিখিয়াছেন যে, নিম্নলিখিতরূপে পমেটম প্রস্তুত করিয়া মস্তকে মালিস করিলে খুব শীঘ্র চুল উঠিয়া থাকে। বহুসংখ্যক টাক রোগগ্রস্ত ব্যক্তি ইহা ব্যবহার করিয়া সুচিকণ কৃষ্ণ কেশকলাপ লাভে সমর্থ হইয়াছেন। ব্যবস্থা যথা;—

Re.

পাইলোকার্পিন হাইড্রোক্লোরাইড	২০ গ্রেণ।
পরিশ্রুত জল	... ২ ড্রাম।
বিশুদ্ধ ল্যানোলিন	... ২০ ড্রাম।
অয়েল পেট্রোলিয়ম	... ৬ ড্রাম।
অয়েল বার্গমেট	অর্দ্ধড্রাম।
অয়েল রোজ মেরি	... অর্দ্ধড্রাম।
অয়েল ভার্ব্বিনা	... অর্দ্ধড্রাম।

ক্রমশঃ।